বিজ্ঞাপন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র এখনও অনাদরণীয় সম্ভব নহে, কিন্তু কালক্রমে ও বিলাতী-শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রাদির মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে দেখিয়া আমরা আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানগরিমা পর্য্যালোচনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। অজ্ঞানতাই যে অনেক সময়ে উপযুক্ত বিষয়েও হতাদর জন্মাইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যে সে দোষ দুষ্ট নয় এ কথা ও সাহস করিয়া বলিতে পারি না; কারণ, আমরা আপন পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যঋষি ও পণ্ডিতগণের প্রকটিত শাস্ত্রাদিতে কি লেখা আছে তা না জানিয়া, এমন কি জানিবার জন্য যৎসামান্য চেষ্টা না করিয়া সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি এবং পিতৃদেবতাগণকে নানাবিধ কুবাক্য ভূষণে ভূষিত করি। যদি কথিত উচ্চ শিক্ষার এই ফলই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, তবে আমাদের জ্ঞান স্পর্দ্ধার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আজ কাল আর্য্যশাস্ত্রাদি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই সেই বৃদ্ধতম আর্য্যগণের জ্ঞান গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন। সুতরাং ইহা আশা করা অন্যায় নয় যে এক দিন আসিবে যখন সমগ্র পৃথিবী পুনরায় জ্ঞানমাত্রসম্বল সেই প্রাচীনতম ঋষি ও আচার্য্যগণের চরণপ্রান্তে শিক্ষার্থী বটুর ন্যায় উপবেশন করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইবে ও সেই সকল তাত্ত্বিক জ্ঞানসুধায় প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে।

যদি সেই আচার্য্যগণের পূত আসন পুনঃ স্থাপন করা সম্ভব হয় তবে তাঁহাদের আদিষ্ট বিষয় ও জ্ঞানাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমরা সে আলোচনায় সক্ষম কিনা জানিনা, কিন্তু সৎপথে ও নির্দ্দিষ্ট দিকে যৎসামান্য চেষ্টা প্রযুক্ত হইলেও ফলবতী হইতে পারে এই বিবেচনায় আচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে সারসংগ্রহ করিয়া সরল মাতৃভাষায় যথাসাধ্য যুক্তি ২১ অবলম্বনে সহৃদয় জনগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। স্থানে স্থানে ২৩ সাহায্য ও তুলনার নিমিত্ত পাশ্চাত্য মত ও সঙ্কলন করিয়াছি। গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা ও অশুদ্ধতা প্রভৃতি যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা তত্তৎবিষয়ে আমাদিগের অপরিপক্ক ও অপরিস্ফুট জ্ঞান নিবন্ধন সন্দেহ নাই। ২৪ সেই সেই বিষয়ে বিদ্বন্মণ্ডলী অনুকম্পা প্রদর্শনে আমাদিগের ভ্রমসংশোধন করিলে চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইব। ইতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বরাহমিহির ও খনা—জ্যোতিষের অতি প্রয়োজনীয় সারসংগ্রহ। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আস্থা থাকিলে এই গ্রন্থ খানি সহচর করিবেন। ইহ প্রকৃত পক্ষেই হিন্দুসন্তানের বন্ধু ও সহচর। গ্রন্থ লিখিত বিষয়ের সত্যত প্রমাণ জন্য প্রতি ক্রেতাকেই জন্মসন, তারিখ ও জন্মসময় লিখিয় পাঠাইলে গ্রন্থের সহিত এক এক খানা সরল কোষ্ঠী উপহার দেওয়া হয়।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র। বিবেচক লোক মাত্রেই ইহা বহুব্যয়সাধ ন্যায়শূন্য বিচার করিতে পারিবেন। জ্যোতিষের বহুল প্রচার এবং তদ্দ্বারা এই অতি পুরাতন আর্য্যশাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষা ও আবিলতা দূর করিবার জন্যই এই দুরূহ প্রয়াস করা হইয়াছে। ইতি

আর্য্যসাহিত্য সমিতি।

সূচীপত্র।

প্রস্তাবনা	... ...	১ পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	... ...	৩
অবতরণিকা	... ...	৭

গণিত জ্যোতিষ।

পাশ্চাত্যমত	... ...	৮

সৌরজগৎ।

সৌরজগৎ কি ?	... ...	১০
সূর্য্য	... ...	১২
অপসূর্য্য	... ...	১৫
বুধ	... ...	১৬
শুক্র	... ...	১৬
পৃথিবী	... ...	১৬
চন্দ্র	... ...	১৭
মঙ্গল	... ...	১৮
গ্রহচক্র বা ঋক্ষচক্র	... ...	ঐ
বৃহস্পতি	... ...	১৯
শনি	... ...	ঐ
শনিচক্র	... ...	২০
য়ুরেণস্	... ...	ঐ
নেপচুন্	... ...	ঐ
সৌরজগৎ (খ)	... ...	২১
গ্রহ-প্রকৃতি	... ...	২৩

বিশ্বপ্রকৃতি।

গ্রহগণের অবস্থা ও গতি	... ...	২৪
আলোক	... ...	২৬
নাক্ষত্র জগৎ	... ...	[illegible]

উল্কা … … …	২৯ পৃষ্ঠা
ধূমকেতু … … …	৩০
ধূমকেতু উদয়ের ফল … …	৩২
গ্রহগণের পরস্পর দূরতা … … …	ঐ
গ্রহগণের ভোগ কালাদি … …	৩৪ ও ৩৫
দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্র সংখ্যা … …	৩৫
গ্রহগণের অতিচারাদির হেতু … …	৩৬
অঙ্কপাত … … …	ঐ
গ্রহগণের বক্রগতির হেতু … …	৩৮
গ্রহগণের উদয়াস্ত … …	৩৯
অর্থ সামঞ্জস্য … … … …	ঐ

ফলিত জ্যোতিষ।

রাশি … … …	৪১
লগ্ন … … …	৪৪
অভীষ্ট সময়ের লগ্ননিরূপণ … … …	৪৫
মাস লগ্ন … … …	ঐ
রবির উদয়াস্তে দিন, রাত্রিমান নির্ণয় রবিভুক্তি ও লগ্নমান	৪৬

হোরা।

হোরা বিভাগ ও হোরা সংজ্ঞা … …	৪৭

দ্রেক্কাণ।

দ্রেক্কাণ সংজ্ঞা ও দ্রেক্কাণ বিভাগ … …	৪৮
দ্রেক্কাণাধিপতির নিয়ম দ্রেক্কাণের কাল গণনা …	৪৯
প্রদর্শনী (ক) … …	ঐ
দ্রেক্কাণের অধিপতি নির্ণয় ও প্রদর্শনী (খ) … …	৫০

নবাংশ।

নবাংশ বিভাগ ও প্রদর্শনী (গ) … …	৫১
রাশির নবাংশ গণনা … … …	৫২
প্রদর্শনী (ঘ) … … …	৫৩

দ্বাদশাংশ।

দ্বাদশাংশ ... ... ৫৩ পৃষ্ঠা
প্রদর্শনী (ঙ) ৫৪
রাশিমানের দ্বাদশাংশ গণনা ... ঐ
প্রদর্শনী (চ) ... ... ঐ

ত্রিংশাংশ।

ত্রিংশাংশ গণনা ৫৫
রাশির ত্রিংশাংশ বিভাগ ... ... ঐ
লগ্নমানের ত্রিংশাংশ গণনা ৫৬
প্রদর্শনী (ছ) ... ... ঐ

গতি।

গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল ... ৫৭
প্রদর্শনী (জ) ... ... ঐ
প্রদর্শনী (ঝ) ... ৫৮
গ্রহগণের গতি রাহুকেতুর গতি ... ৫৯
গ্রহগণের কক্ষ ৬০
চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি ৬১

গ্রহবল।

বর্ষবল বর্ষাধিপ নির্ণয়ের নিয়ম ও গ্রহগণের সাধারণ বলাবল ৬১
কেন্দ্রকোণে গ্রহগণের বল ৬২
গ্রহগণের দিগ্বল, গ্রহগণের চেষ্টাবল, গ্রহগণের পক্ষবল, চন্দ্রবল, ও গ্রহগণের ঋতুবল ৬৩
দিবা রাত্রিতে গ্রহগণের বলাবল ও গ্রহগণের স্থান বল ... ৬৪
প্রদর্শনী (ঞ) ৬৫
গ্রহগণের বলের হ্রাস বৃদ্ধি ও গ্রহগণের ক্ষেত্র বল ... ৬৬

শত্রুমিত্র।

গ্রহগণের নৈসর্গিক শত্রুমিত্র জ্ঞান ৬৭
প্রদর্শনী (ট) ৬৮
গ্রহগণের তাৎকালিক শত্রুমিত্র জ্ঞান ... ৬৯

উচ্চনীচ।

গ্রহগণের উচ্চনীচ কথন ... ... ৭১ পৃষ্ঠা
উচ্চাংশ ও প্রদর্শনী (ঠ) ৭২
মূচ্চাংশ ও স্থনীচাংশ ও প্রদর্শনী (ড) ৭৩

মূলত্রিকোণ।

মূলত্রিকোণ গণনা ৭৩
প্রদর্শনী (ঢ) ৭৪

দৃষ্টি।

রাশি প্রতি গ্রহগণের সাধারণ দৃষ্টি ৭৫
রাহুর দৃষ্টি ৭৬
গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে বর্ণ ও গ্রহের দৃষ্টিতে জাণের স্ত্রীপুরুষ নির্ণয় ৭৭
গ্রহের দৃষ্টিতে গুণের বিচার ... ... ঐ
খাদ্যস্পৃহা দৃষ্টে গ্রহের দৃষ্টি নির্ণয় ও গ্রহ দৃষ্ট্যানুসারে ধাতু বিচার ৭৮
দৃষ্টি দর্শনে গ্রহের আধিপত্য জ্ঞান ... ঐ
গ্রহের আধিপত্য অনুসারে প্রকৃতি নির্ণয় ... ঐ

বিবধ সংজ্ঞা।

গ্রহগণের শুভাশুভ নির্ণয় ও সৌর মাস ... ৭৯
কেন্দ্র তুঙ্গ ও দিক্‌পতিগ্রহ ... ... ঐ
অয়ন ও অয়নাংশ ৮০
গ্রহগণের নক্ষত্রিকী দৃষ্টি ও সংক্রান্তি সংক্রমণ ... ৮১
গ্রহগণের পুনরাবর্ত্তন ৮২
গ্রহগণের রাশিচক্র আবর্ত্তন ৮৪
গ্রহশান্তি ও কালশুদ্ধি ৮৫

রাশি।

রাশি ও বিষুবরেখা ৮৬
রাশি স্থান ও সূর্য্যের রাশি প্রবেশ ৮৭
শিগণের সংজ্ঞা, স্ত্রীপুরুষ ও বর্ণ ইত্যাদি প্রদর্শনী (ণ) ৯?

রাশির শত্রুমিত্র ও রাশির প্রকৃত পর্য্যায় ... ... ৯০ পৃষ্ঠা
প্রদর্শনী (ক) ৯১
রাশির লগ্নমান ও অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান ... ৯২
রাশির লগ্নমান গণনা ৯৪
রাশির উদয় কাল বা লগ্নমান ৯৫
অন্যপ্রকার লগ্নমান গণনা ৯৭
রাশিতে গ্রহগণের ক্ষেত্র ও রাশিচক্রস্থ গ্রহগণের শুভাশুভ নির্ণয় ৯৮
রাশির সাধারণ সংজ্ঞা ও দ্বিপাদাদি সংজ্ঞানুসারে রাশি বিচার ৯৯
ফলপূর্ণাদি সংজ্ঞা অনুসারে রাশি বিচার ... ১০০
সবররাদি সংজ্ঞা অনুসারে রাশি বিচার ... ঐ
হ্রস্বাদি অনুসারে রাশির বিচার ও ইংরাজি মতে রাশি সংজ্ঞা ১০১

নক্ষত্র

নক্ষত্রের সাধারণ সংজ্ঞা ও নক্ষত্রের আকার ... ১০২
নক্ষত্রানুসারে রাশি বিভাগ ... ১০৪
পূর্ণিমার নক্ষত্র জ্ঞান ও নক্ষত্রানুসারে মাসের নাম করণের উদ্দেশ্য ১০৫

তিথি।

তিথি সংজ্ঞা এবং কলা বিভাগ ও ইংরাজী মতে তিথি গণনা ১০৬
প্রদর্শনী (খ) ১০৭
অমাবস্যা গণনা ১০৮
তিথির শ্রেণী নির্দ্দেশ ও মাসদগ্ধা তিথির ক্রম ও ফল ... ১০৯
তিথি প্রবর্ত্তের কারণ ১১০
তিথি গণনা ১১১

যোগ ও লগ্ন।

যোগ সংখ্যা ও নক্ষত্র যোগে যোগ প্রকরণ ... ১১২
লগ্ন পরীক্ষা ১১৩

বিবাহাদি দশকর্ম্ম ব্যবস্থা।

বিবাহে বর কন্যার রাশি নির্ণয়, বিবাহে প্রশস্ত নক্ষত্র, অগ্র ১১৪
দ্বিরাগমন, গর্ভাধান ও পুংসবন ... ... ঐ
পঞ্চামৃত, নামকরণ ও নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ১১৫

কর্ণবেধ, উপনয়ন, যাত্রা নিষেধ, যাত্রা ব্যবস্থা ... ১১৬ পৃষ্ঠা
যোগ ফল, বিনিময় যোগ, রাজ যোগ, দ্বিগ্রহ যোগ ... ১১৭
দ্বিগ্রহ যোগ ও তাহার ফল ১১৮
ত্রিগ্রহ যোগ ১১৯
চতুর্গ্রহ যোগ ও পঞ্চ ষড়গ্রহ যোগ ১২০

গণ।

জন্ম নক্ষত্রানুসারে গণ নিরূপণ, বিবাহে গণ নিরূপণ ... ১২১
বিবাহের গণ নির্ণয়, বিবাহে রাজ যোটক ... ১২২
প্রদর্শনী (ঘ) ১২৩
রাশি অনুসারে বর্ণনিরূপণ ও করণ সংজ্ঞা ১২৫

কোষ্ঠি।

কোষ্ঠি গণনা ও রাশিগণের শোধি লগ্নমান ... ১২৬
রবিভুক্তি, ষড়বর্গ ১২৭
দৃষ্টি সন্নিবেশ ১৩১
দৃষ্টির নিয়ম ১৩২
রাহুর দৃষ্টি, দৃষ্টি সন্নিবেশ চক্র ১৩৩
লগ্ন নিরূপণ ১৩৪
অন্য প্রকার লগ্ননিরূপণ, গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশভাব, ভাব ১৩৫
ভাব গণনার নিয়ম ও অন্য নিয়ম ১৩৬
গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র সংখ্যা ... ... ঐ
প্রসব গৃহের দ্বার নির্ণয় ১৩৭
অন্য প্রকার নিয়ম, প্রসব গৃহের জন সংখ্যা ... ১৩৮
অন্য প্রকার ১৩৯
জাত বালকের শিরোজ্ঞান ও ধাত্রী জ্ঞান ... ... ঐ
পিতৃ অসাক্ষাতে জন্ম ও পিতৃ মাতৃ সাদৃশ্য জ্ঞান ... ১৪০
তনু প্রভৃতি দ্বাদশ স্থান ... ... ঐ
দ্বাদশ ভাব ব্যাখ্যা ও বলের তারতম্য ১৪২
ভাবানুসারে জাত শিশুর বর্ণ ও পিতৃমাতৃ স্থান ... ১৪৩
তনু প্রভৃতির স্থানে গ্রহের দৃষ্টি ঐ

জাতকে পিতা মাতার শুভাশুভ নির্ণয় ... ... ১৪৪ পৃষ্ঠা
জন্মকাল দৃষ্টে গর্ভকাল নির্ণয় ... ... ঐ

জাতচক্র।

জন্ম নক্ষত্রের শুভাশুভ নির্ণয় ১৪৫

দশা গণনা।

দশার বিধি ১৪৬
দশা ভোগের কাল ১৪৬
অন্তর্দ্দশা সংজ্ঞা ১৪৭
অন্তর্দ্দশার ভোগকাল নিরূপণ ১৪৭
জন্ম নক্ষত্রানুসারে দশা নিরূপণ ১৪৯
লাগ্নিক দশা নির্ণয় ১৪৯
নৈসর্গিকী দশা নির্ণয় ১৫০
অন্তর্দ্দশারিষ্ট বা জাতকে মৃত্যু গণনা ১৫০
দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের শুভাশুভ বিচার ১৫১
গ্রহগণের দ্বাদশ ভাব ১৫১
গ্রহভোগের কাল বিভাগ ১৫১
জাতকে মৃত্যু পরীক্ষা ১৫২
কেতুপতাকী বা বর্ষ প্রবেশ ১৫২
কেতু পতাকীর অন্তর্দ্দশা .. .. ঐ
অন্তর্দ্দশা ভোগের কাল ১৫৩
কেতু পতাকীর অন্তর্দ্দশার ফল ১৫৫
অন্তর্দ্দশার ভোগ পর্য্যায় ১৫৫

যোগিনী দশা।

যোগিনী দশার সংজ্ঞা ১৫
যোগিনী পর্য্যায় ... ... ঐ
এই আট যোগিনীর দশা নির্ণয় ... ... ঐ
যোগিনী গণের দশা ভোগের কাল ১৫
জন্ম নক্ষত্রানুসারে যোগিনীর দশা নির্ণয় ... ১৫
যোগিনীর দশানুসারে কোষ্ঠি প্রস্তুতের উদাহরণ ... ১

যোগিনীগণের অন্তর্দশা	১৫৭ পৃষ্ঠা
প্রথমম দশার ভোগকাল নির্ণয়	১৫৮
অন্তর্দশায় মৃত্যু গণনা ও প্রত্যন্তর্দশা ...	১৫৯
গ্রহগণের ভাগাঙ্ক ও গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দশা ও ধ্রুবাঙ্ক ...	১৬০
নিত্য কোষ্ঠি গণনা	১৬৩
নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার	১৬৫
আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে জন্মলগ্ন নিরূপণ	ঐ
নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধারের স্থূল নিয়ম ও জন্মশকগণনা ...	১৬৬
অয়ন গণনা ও ঋতু গণনা	১৬৭
মাস, পক্ষ, তিথি, নক্ষত্র ও বার গণনা ...	১৬৮
রাশি ও লগ্ন গণনা	১৬৯
লগ্ন দৃষ্টে জন্মঋতু বিচার	১৭০
অঙ্গচিহ্ন দর্শনে জাতকের রাশিচক্র নিরূপণ ...	১৭০
গ্রহগণের চিহ্ন প্রভেদ	১৭১
স্বরোদয়	১৭১
শ্বাসপ্রশ্বাস	১৭২
স্থিতি	ঐ
তত্ত্ব	ঐ
তত্ত্বস্থিতি	১৭৩
তত্ত্বলক্ষণ	ঐ
গ্রহভোগ	ঐ
একটী পরীক্ষা	১৭৪
দৈনন্দিন শুভবিচার	ঐ
শুভাশুভ স্বর	ঐ
বারবেলা ও কালবেলা	ঐ
গ্রহণ	১৭৫
গ্রহণের হেতু প্রমাণ	১৭৬
গ্রহণের স্থূলবিধি	১৭৭
সন্তান গণনা	১৭৮
...গণনা	১৭৯

প্রশ্ন গণনা	১৭৯ পৃষ্ঠা
দ্রব্যের মুষ্টি গণনা	১৮০
মৃত্যু গণনা	১৮১
জন্ম লগ্নানুসারে মৃত্যু জ্ঞান	ঐ
বিবাহ কাল	ঐ
গ্রহ সংজ্ঞা	১৮২
রাশি পর্য্যায়	১৮৩
রাত্রি লগ্ন নিরূপণ	ঐ
পাতকী বেধস্থান	১৮৪
গ্রহগণের দীপ্তাদি দশা ভাব	১৮৫
নাড়ী নক্ষত্র	ঐ
কোষ্ঠি ফল	১৮৬
জন্মলগ্ন ফল	১৮৭
ক্ষেত্র ফল	১৮৯
হোরা ফল	ঐ
রাশির দ্রেক্কাণ ফল	১৯১
দ্রেক্কানানুসারে পুত্র কন্যা ও স্বভাবাদি জ্ঞান ...	১৯৩
শিশুরিষ্ট	১৯৪
দ্রেক্কাণে মৃত্যু ফল	১৯৬
গ্রহগণের দ্রেক্কাণ ফল	১৯৭
লগ্নের নবাংশ ফল	১৯৮
মেষ লগ্ন	ঐ
বৃষ লগ্ন	ঐ
মিথুন লগ্ন	১৯৯
কর্কট লগ্ন	ঐ
সিংহ লগ্ন	ঐ
কন্যা লগ্ন	২০০
তুলা লগ্ন	ঐ
বৃশ্চিক লগ্ন	২০১
ধনু লগ্ন	ঐ

মকর লগ্ন	...	...	...	২০১ পৃষ্ঠা
কুম্ভ লগ্ন	...	...	...	২০২
মীন লগ্ন	..	...	...	ঐ
গ্রহগণের নবাংশফল	...	...	...	২০৩
গ্রহগণের দ্বাদশাংশ ফল	...	...	...	ঐ
গ্রহগণের ত্রিংশাংশ ফল	...	...	...	২০৪
গ্রহগণের দণ্ড ফল	...	...	...	ঐ
জন্ম ঋতু ফল	...	...	...	২০৫
জন্ম মাস ফল	...	...	...	ঐ
জন্ম পক্ষ ফল	...	...	...	ঐ
জন্মবার ফল	...	...	...	২০৬
জন্ম তিথি ফল	...	...	...	ঐ
নন্দাদির জন্মতিথির ফল	...	...	...	২০৭
জন্ম নক্ষত্র ফল	...	...	...	ঐ
জন্ম যোগ ফল	...	...	...	২০৮
জন্মকরণ ফল	...	...	...	২০৯
জন্ম রাশির ফল	...	...	...	২১০
দ্বাদশ রাশিস্থ রবি গ্রহের ফল		...	...	২১১
রাশি মেষ। রাশিস্থ গ্রহ রবি		...	...	২১১
রাশি বৃষ। রাশিস্থ গ্রহ রবি		...	...	২১২
রাশি মিথুন রাশিস্থ গ্রহ রবি		...	...	২১২
রাশি কর্কট ,, ,, ,,		...	...	২১২
রাশি সিংহ ,, ,, ,,		...	...	২১৩
রাশি কন্যা ,, ,, ,,		...	...	২১৩
রাশি তুলা ,, ,, ,,		...	...	২১৪
রাশি বৃশ্চিক ,, ,, ,,		...	...	২১৪
রাশি ধনু ,, ,, ,,		...	...	ঐ
রাশি মকর ,, ,, ,,		...	...	২১৫
রাশি কুম্ভ ,, ,, ,,		...	...	২১৫
রাশি মীন ,, ,, ,,		...	...	২১৬

রাশি মেষ (রাশিস্থ গ্রহ চক্র)	২১৬ পৃষ্ঠা
রাশি বৃষ (রাশিস্থ গ্রহ চক্র)	২১৭
রাশি মিথুন ,, ,, ,, ...	২১৭
রাশি কর্কট ,, ,, ,, ...	২১৭
রাশি সিংহ ,, ,, ,, ...	২১৮
রাশি কন্যা ,, ,, ,, ...	২১৯
রাশি তুলা ,, ,, ,, ...	২১৯
রাশি বৃশ্চিক ,, ,, ,, ...	২১৯
রাশি ধনু ,, ,, ,, ...	২২০
রাশি মকর ,, ,, ,, ...	২২০
রাশি কুম্ভ ,, ,, ,, ...	২২০
রাশি মীন ,, ,, ,, ...	২২১
অন্যবিধ	২২১
দ্বাদশ বাশিস্থ মঙ্গল গ্রহের ফল	২২৩
গ্রহগণের গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল	২২৪
গ্রহগণ গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল	২২৫
দ্বাদশ রাশিস্থ বুধ গ্রহের ফল	২২৬
গ্রহগণ গৃহস্থিত বুধের ফল	২২৬
দ্বাদশ রাশিস্থ বৃহস্পতি গ্রহের ফল	২২৮
গ্রহগণ গৃহস্থিত বৃহস্পতির ফল	২২৯
দ্বাদশ রাশিস্থ শুক্রগ্রহের ফল	২৩১
গ্রহগণ গৃহস্থিত শুক্রের ফল	২৩২
দ্বাদশ রাশিস্থ শনি গ্রহের ফল	২৩৪
গ্রহগণ গৃহস্থিত শনির ফল	২৩৫
গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবে ফল	২৩৭
রবি	২৩৭
চন্দ্র	২৩৮
মঙ্গল	২৩৯
বুধ	২৪০
বৃহস্পতি	২৪১

শুক্র	২৪২ পৃষ্ঠা
শনি	২৪৩
রাহু	২৪৫
জাত চক্রের ফল	২৪৬
গ্রহগণের গোচর ফল	২৪৮
নৈসর্গিকী দশার ফল	২৪৯
নৈসর্গিকী অন্তর্দ্দশার ফল	২৫০
বর্ষফল বা কেতু পতাকী	২৫১
মিহিরের মতে কেতু পতাকী	২৫২
যোগিনী দশার ফল	২৫২
যোগিনীর অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৩
গ্রহগণের দশা ফল	২৫৬
গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৭
চন্দ্রের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৮
মঙ্গলের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৮
বুধের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৯
শনিরদশায় গ্রহগনের অন্তর্দ্দশার ফল	২৫৯
বৃহস্পতির দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৬০
রাহুর দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৬১
শুক্রের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল	২৬১
গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৬২
রবির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ
রবির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৩
রবির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ
রবির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৪
রবির দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৫
রবির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৫
রবির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৬
রবির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৭
চন্দ্রের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ

চন্দ্রের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৬৮ পৃষ্ঠা
চন্দ্রের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তরদশার ফল	২৬৯
চন্দ্রের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ
চন্দ্রের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭০
চন্দ্রের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭১
চন্দ্রের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ
চন্দ্রের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭২
মঙ্গলের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৩
মঙ্গলের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	ঐ
মঙ্গলের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৪
মঙ্গলের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৫
মঙ্গলের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৫
মঙ্গলের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৬
মঙ্গলের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৭
মঙ্গলের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৭
বুধের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৮
বুধের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৭৯
বুধের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৭৯
বুধের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৮০
বুধের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৮০
বুধের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৮১
বুধের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৮২
বুধের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৮৩
শনির দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	ঐ
শনির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৮৪
শনির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৮৫
শনির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	ঐ
শনির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	২৮৬
শনির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল	২৮৭
শনির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল	ঐ

শনির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল পৃষ্ঠা ২৮৮
বৃহস্পতির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৮৯
বৃহস্পতির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৮৯
বৃহস্পতির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৯০
বৃহস্পতির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯১
বৃহস্পতির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৯১
বৃহস্পতির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৯২
বৃহস্পতির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ২৯৩
বৃহস্পতি দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৩
রাহুর দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৪
রাহুর দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৫
রাহুর দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৫
রাহুর দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৬
রাহুর দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৭
রাহুর দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৭
রাহুর দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৮
রাহুর দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৯
শুক্রের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ২৯৯
শুক্রের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ৩০০
শুক্রের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ৩০১
শুক্রের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল ৩০২
শুক্রের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ৩০২
শুক্রের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ৩০৩
শুক্রের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ৩০৩
শুক্রের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল ৩০৪
নিত্যদশার ফল ৩০৫
পরিচয় ৩০৬
হিন্দুর জ্যোতিষ ৩০৬
সম্বন্ধ নির্ণয় ৩০৮
জন্মফল নির্ণয় ৩০৮

স্থান সংস্থান	৩১০ পৃষ্ঠা
গর্ভ কোষ্ঠি	৩১১
খনার জিহ্বাচ্ছেদ	৩১৬
খনামিহিরের নির্ব্বাসন	৩১৭
চন্দ্রপুর কোথায়	৩১৯
খনার বচন	৩২১
প্রশ্নগণনা	৩২১
পরমায়ুগণনা	৩২২
চন্দ্রগ্রহণ গণনা	৩২২
জন্মলগ্নে শুভাশুভ নিরূপণ	৩২২
দম্পতির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মরণ গণনা	৩২৩
তিথিগণনা	৩২৪
নক্ষত্র গণনা	৩২৪
যাত্রার শুভ সময় নিরূপণ	৩২৪
যাত্রাকালীন শুভ লক্ষণ	৩২৪
রবিবার দোষে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি লক্ষণ	৩২৬
বার দোষে চৈত্র মাসের ফল	৩২৬
ধর্ম্মার্থে উপবাসের দিন	৩২৭
সময় বিশেষে ভূমিকম্প দ্বারা অমঙ্গল আশঙ্কা	৩২৭
গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা	৩২৮
বৃষ্টি গণনা, কুয়াসা ও বন্যাগণনা	৩২৯
মণ্ডুক গণনা	৩৩২
বন্যা গণনা	ঐ
শস্য গণনা, হালচাষ করিবার সময় নির্ণয়, ...	৩৩৩
শস্যাদি রোপণ ও কাটিবার সময় নিরূপণ, ...	ঐ
আলিবন্ধনের প্রণালী ইত্যাদি	ঐ
স্ত্রীজাতীর আদ্য ঋতুর বার ফল	৩৪৪
আদ্য ঋতুর নক্ষত্র ফল	৩৪৫
আদ্য ঋতুর মাস ফল	৩৪৫
হাঁচি টিকটিকির ফল	৩৪৫

গ্রহ ফল	৩৪৬ পৃষ্ঠা
লাভালাভ চক্র	৩৫১
বিবাহার্থ কন্যার শুভাশুভ ফল	৩৫৩
ধনী ও দরিদ্র পরীক্ষা	৩৫৫
মৃত্যু	৩৫৭
একটি দুঃখের কথা	৩৫৮
কোষ্ঠি গণনা	৩৫৯
উদয়াস্ত নির্ণয়	৩৬০
যাম দণ্ড	৩৬১
দিন যামার্দ্ধের অধিপতি নির্ণয়	৩৬১
রাত্রি যামার্দ্ধের অধিপতি নির্ণয়	৩৬২
দণ্ড নির্ণয়	ঐ
দিবা দণ্ডাধিপতি ও রাত্রি দণ্ডাধিপতি	৩৬৩
কোষ্ঠি লিখন প্রণালী	৩৬৪
রাশিচক্র	৩৬৫
পতাকী চক্র	৩৬৬
সর্ব্বরিষ্ট ভঙ্গ যোগ	৩৬৭
রাশি প্রভৃতি নির্ণয়	,,
নাম করন	,,
শত পদ চক্র	৩৬৮
দশা গণনা	৩৬৯
অন্তর্দ্দশা	,,
ষড় দশা	৩৭০
অন্তর্দ্দাশা নির্ণয়	৩৭১
দৃষ্টি সন্নিবেশ চক্র	৩৭৫
ভাব বিচার প্রদর্শনী	,,
তিল তত্ত্ব	৩৭৭
স্বপ্ন তত্ত্ব	৩৭৮
হাঁচি তত্ত্ব	৩৭৯
জাত চক্র	৩৮০

যোগ গণনা	ঐ পৃষ্ঠা
অষ্টবর্গ গণনা	৩৮১
মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতির অষ্টবর্গ	৩৮২
শুক্র ও শনির অষ্টবর্গ	৩৮৩
হাঁটি জোঠি	ঐ
কর কোষ্টি	৩৮৫
রেখা সংখ্যা	৩৮৬
কর কোষ্টিতে গ্রহ সংস্থান	ঐ
আয়ু রেখা	৩৮৭
বুদ্ধিও জ্ঞান রেখা	ঐ
কর্ম্ম উপার্জ্জন ও ধন রেখা	৩৮৮
পিতৃ রেখা	ঐ
ভাগ্য ও যশ রেখা	ঐ
অঙ্গুলি দৃষ্টে তত্বাদি ভাব	৩৮
সংশয় চ্ছেদ	ঐ
দেশান্তরে বারাধিকার	ঐ
গণনার নিয়ম	৩৯
স্থূত জামিত্র বেধ	৩৯
দশ যোগ ভঙ্গ	ঐ
স্ত্রী ভাগ্য নির্ণয়	৩৯
বৈধব্য বিচার	ঐ
চরিত্রানুমান বিদ্যা	৩৯৪
কেশ ও ললাট পরীক্ষা	৩৯৪
ভ্রূ, নেত্র ও নাশা পরীক্ষা	৩৯৫
জন্ম তিথি ফল	৩৯৬
জন্ম বার ফল	৩৯৭
জন্ম মাস ফল	৩৯৮
নৈসর্গিক গণনা	৩৯৯

বরাহমিহির ও খনা।

প্রস্তাবনা।

জ্যোতিষশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন এবং হিন্দুদিগের প্রতি শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ রহিয়াছে। অতি প্রাচীনতম বেদও জ্যোতি-ষের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; কারণ কোনও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ জ্যোতিষের অপেক্ষা না করিয়া হইতে পারে নাই। যজ্ঞাদির কাল, কলা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই জন্য যড়ঙ্গবেদের অবয়ব নির্দ্দেশ কালে জ্যোতিষকে তদন্তর্ভূত করা হইয়াছে; যথা, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ।

হিন্দুর জীবিকানির্ব্বাহ করিতে জ্যোতিষ অপরিহার্য্য। আমাদের কোন ক্রিয়া-কলাপ জীবনের ভূত ও ভাবী বিষয়সমূহের সহিত অসম্বন্ধভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না; কারণ পূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা উপেক্ষা করা অসম্ভব। তারকামণ্ডিত আকাশ ও জল-ফল-প্রস্তরময়ী পৃথিবী এই দুয়ের সম্বন্ধ অতি গূঢ় এবং মানবজীবনের অন্তর্নিবিষ্ট; সেই নিমিত্তই জ্যোতিষ আমা-দের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কে বলিবে সূর্য্যোদয়ে প্রাণীজগৎ আনন্দিত হয় না, গোধূলী সমাগমে হৃদয় নৃত্য করে না, ঘোর অমানিশায় ভীতি জন্মে না, শশী-শবলিত নীলাম্বরের প্রসন্ন জ্যোৎস্নায় মন আপ্লুত ও বিমোহিত হয় না, বা আষাঢ়-গগনে মেঘসন্দর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না? কোকিলের গান বসন্তেই মধুর, পুষ্পসৌরভ ও পাখীর কূজন প্রভাতেই মনোহর, ক্রীড়াকৌতুক সন্ধ্যায়ই আমোদজনক, এবং নিদ্রা রাত্রিতেই আরামপ্রদ। যদি সময়ভেদে, কালভেদে, জাগতিক অবস্থাভেদে মানবমনের এত পরিবর্ত্তন হয় এবং মনের পরিবর্ত্তনে তদাচরিত কার্য্যকলাপের প্রভেদ হয়, তবে যে সকল ঘটনা বা সৌরলৌকিক পরিবর্ত্তনে জাগতিক পরিবর্ত্তন,—ঋতুপ্রবর্ত্তন, দিবা রাত্রি, মাস সম্বৎসর বিভাগ বা শুক্ল কৃষ্ণপক্ষাদি সূচিত হয়, তাহার সহিত মানবজীবনের যে বিশেষ গূঢ় সম্পর্ক আছে এ কথা স্বীকারের আর অপেক্ষা কি? অতএব পার্থিব ও সৌর-

লৌকিক বিষয়পরম্পরার সম্বন্ধ নিরূপণে সক্ষম জ্যোতিষশাস্ত্রের শাস্ত্রীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা অকাট্য ও অনিবার্য্য। অজ্ঞলোক ব্যতীত ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। যোগী পুরুষেরা একমাত্র দৃষ্টিতে জাগতিক বিষয়ে যে যোগ সন্দর্শন করিয়াছেন, প্রাকৃত মনুষ্যসমাজের কল্যাণ জন্য শাস্ত্রাকারে তাহার প্রচারের নামই জ্যোতিষ। এক্ষণে জ্যোতিষের আলোচ্য বিষয় অবধারণ করা যাউক।

প্রাচীন আর্য্যদিগের সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি গরীয়সী। ব্যাখ্যাত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আর সে কথার পুনরুত্থাপন করা হইল না। প্রতি শাস্ত্র তাঁহাদের অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ প্রকটন করিতেছে। এক্ষণে, অপদৃষ্টিপ্রতিহত সেই প্রাচীনশাস্ত্রের ক্ষীণালোকেও যে সকল মণিমালা উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছে সে সকলের কতিপয় উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থ-কলেবরে সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব। বিদ্বন্মণ্ডলী সে বিষয় বিচার করিবেন।

উপক্রমণিকা।

জ্যোতিষশাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত—গণিত ও ফলিত। গণিতবিভাগে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিনির্ণয়। ফলিতভাগে তদ্দ্বারা পৃথিবীর এবং তৎসহ মানবজাতি ও প্রতি মানবজীবনের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধ বিচার ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ। গণিতভাগকে ইংরাজিতে (theoretical) অর্থাৎ জ্ঞানোদ্দেশ্য এবং ফলিতভাগকে (practical) অর্থাৎ কর্ম্মোদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে।

ফলিত জ্যোতিষ—মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সমুজ্জ্বল রত্ন বরাহ ও তদপত্য মিহির নামক মহাপণ্ডিতদ্বয়ের নামাঙ্কিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে নবরত্ন সভার জ্যোতিতে অদ্যাপি ভারত সমুজ্জ্বল, ও তাহার গৌরব জগন্ময়, সেই মহতী সভার যৎসামান্য প্রামাণিক বৃত্তান্তও আমাদের পরিজ্ঞাত নয়। তৎসংশ্রবে সম্ভবতঃ সত্যশূন্য, কর্ণপ্রিয় গল্প প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহা বিদ্বজ্জন গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না। ভাবিতে গেলে ইহা হইতে আর শোকের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু অদৃষ্ট অব্যাহত, এবং তাহারই পরাক্রমে আমরা লুপ্ত গৌরবের তথ্যানুসন্ধানেও বিমুখ এবং অসমর্থ।

যাহা হউক, যে মহাত্মাদ্বয় ও মহিমান্বিতা রমণীর নামসংযোগে আমরা এই গ্রন্থ জনসমাজে উৎসর্গীকৃত করিতেছি, তাঁহাদের যথা-কথঞ্চিৎ বিবরণ গল্প হইলেও অতি আদরের হইবে জানিয়া, বিবৃত না করিয়া পারিলাম না। কিম্বদন্তী আছে যে, মিহিরের জন্ম হইলে তাঁহার জনক বরাহ গণনা দ্বারা তাহার অতি অল্পায়ু জানিয়া, সমক্ষে বহুব্রতলব্ধ পুত্ররত্নের বিয়োগক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইবেন ভাবিয়া, এক মৃৎপাত্রে সদ্যপ্রসূত তনয়কে স্রোতো-জলে ভাসাইয়া দেন। সেই মৃৎপাত্র ভাসিতে ভাসিতে রাক্ষস রাজ্যের কোন স্থল দিয়া বহিয়া যাইতে থাকে। স্নানরতা কৌতূহল-পরায়ণা রাক্ষস কামিনীগণ তাহা দেখিয়া ও সদ্যোজাত বালকের ক্রন্দনধ্বনি মৃৎপাত্র হইতে উত্থিত হইতেছে অনুভব করিয়া তাহা গ্রহণ করে।

জনশ্রুতি এই,—রাক্ষসজাতি তৎকালে মায়া-বিদ্যা ও জ্যোতিষে অতি পারদর্শী ছিল। রাক্ষস কামিনীরা মৃৎপাত্রস্থ সেই তনয়-রত্ন দর্শনমাত্রেই তাঁহার আকৃতিতে ভাবী গৌরবের ও অসামান্য প্রতিভার লক্ষণ বুঝিতে পারিল।

সুতরাং তাহারা শিশুকে গৃহে লইয়া অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিল। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে রাক্ষস বিদ্যায় শিক্ষা দিতে লাগিল। বালকের অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি দর্শনে তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বালক যৌবন-প্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু মানবের রাক্ষসীর সহিত বিবাহ অসম্ভব। সুতরাং রাক্ষসরাজ্যে কোন মানব-তনয়া ঘটনা বশতঃ রহিয়াছে কি না জানিতে চেষ্টাপরায়ণ হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ বালকের প্রায় অভাবনীয়রূপে আনীত এক বালিকা রাক্ষস রাজ্যের অন্যস্থানে অপর এক রাক্ষস পরিবারে প্রতিপালিত হইতেছিল। এই বালিকাও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া উঠে। গণনাদ্বারা উভয়েরই জন্ম, ক্ষণ, লগ্ন, রাশি ইত্যাদির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে উভয়ের বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। শুভদিনে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহিত দম্পতি-যুগলই আমাদের বর্ণনীয় মিহির ও খনা।

রাক্ষস রাজ্যে তাহাদের প্রতিপালন, শিক্ষা ও বিবাহের বিবরণে আমরা তৎকালিক রাক্ষস সমাজের রীতি নীতির কথঞ্চিৎ আভাসও পাইয়া থাকি; বস্তুতঃ এই ঘটনা সত্য হইলে রাক্ষসেরা যে মাংসাশী পশুসদৃশ ঘোরতর নিষ্ঠুর জাতি বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে তাহার বিপরীত প্রমাণ হয়। এমন হইতে পারে যে, সময়ক্রমে অনার্য্য রাক্ষস জাতিরাই আর্য্য সহবাসে ও তাঁহাদের আচার নীতি পরিদর্শনে আপনারা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই নিরাশ্রয় বালক বালিকাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে জীবনে সুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

যখন মিহির ও খনা গণনাবলে, আপনাদিগের জন্মস্থান, পিতামাতা, পরিবার ও রাক্ষস রাজ্যে আগমনের ঘটনাবলী জানিতে পারিলেন, তখন স্বদেশে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহাদের পালক পিতামাতা রাক্ষসেরা স্বদেশ গমন বাসনার প্রতিরোধী হইল না; তাহারা স্বচ্ছন্দে গমনের আয়োজন উদ্যোগ করিয়া দিল।

মিহির ও খনা স্বদেশাভিমুখে গমনপ্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও স্নেহ-পরায়ণ হইয়া কতকদূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিল। যাইতে যাইতে তাঁহারা এক নদীতীরে উপনীত হইলেন। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে ঐ নদী উত্তীর্ণ

হইয়া যাইতে হইবে। এই সময়ে কতদূর জ্যোতিষ শিক্ষা হইল তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য রাক্ষসেরা প্রসবোন্মুখী এক গাভীকে লক্ষ্য করিয়া শ্বেত কি কৃষ্ণ বৎস হইবে এই প্রশ্ন মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল। মিহির নিপুণ গণনাদ্বারা শ্বেত বৎস হইবে নির্ণয় করিলেন। গণনান্তে গাভী প্রসব করিল; কিন্তু বৎস শ্বেত না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল। গণনা ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি অতি বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এদিকে রাক্ষসেরা তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে জানিয়া এবং তাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল স্বস্থানে রাখিয়া শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদিগের স্বদেশ গমনাভিলাষ পূর্ণ না হইলে ক্লেশ পাইবেন ভাবিয়া, গ্রন্থাদি সঙ্গে দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু মিহির অধীত বিদ্যা সার্থক কি নিরর্থক হইল নিশ্চয় জানিতে ব্যগ্র হইলেন। তিনি পুনরায় অতি প্রগাঢ় চিন্তা সহকারে গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবারও শ্বেত বৎসই নির্ণীত হইল। তখন তিনি রাক্ষস-শাস্ত্র মিথ্যা, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষোভে ও রোষে গ্রন্থগুলি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। খনা সমধিক মনস্বিনী ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অধিকারও মিহির অপেক্ষা অধিক জন্মিয়াছিল। তিনি চিন্তা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, বৎস শ্বেতবর্ণই হইত, কিন্তু জ্ঞান-পরীক্ষা জন্য রাক্ষসেরা যে চতুরতাপূর্ব্বক দ্রব্যগুণে শ্বেত বৎসকে কৃষ্ণ করিয়াছে তাহা তাঁহার গণনাগোচর হয় নাই। তিনি অমনি ঝম্পপ্রদানে নদীজল হইতে গ্রন্থগুলি উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সমস্ত উদ্ধার করিতে পারিলেন না, কতকখানি জলমগ্ন হইয়া গেল। যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাতে ভূপৃষ্ঠস্থ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালত্রয়ের গণনা সিদ্ধ হইত বটে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ বিষয়সমূহের গণনা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল তাহা নদীজলে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

খনা, মিহিরকে শাস্ত্রের প্রামাণতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহার গণনায় কি দোষ হইয়াছিল তাহাও বিবৃত করিলেন। মিহির তখন শোকেও ক্ষোভে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু গতানুশোচনা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া পত্নীসহ যথাসময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইতে তৎপর হইলেন।

অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নবাগত পণ্ডিতের যশসৌরভ রাজসভা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে অধিক দিন লাগিল না। রাজাও তাঁহাকে রাজসভায় মহা সমাদরে আহ্বান করিলেন। মিহির সভায় আসন গ্রহণ

করিলে রাজা এক অঙ্গুরী উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় সভাস্থ জ্যোতিষী পণ্ডিত বরাহকে তৎক্ষণেই অঙ্গুরী কোথায় পতিত হইবে নির্ণয় করিতে বলিলেন। তিনি মুহূর্ত্তমাত্রে গণনাফল প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মিহির বলিলেন অঙ্গুরী যে স্থলে পতিত হইবে বলা হইল তাহা পূর্ণ গণনার ফল নহে, কারণ অঙ্গুরী পতিত হইয়াই অপর এক স্থলে গমনানন্তর স্থির হইবে। তাঁহাদের কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই অঙ্গুরী আসিয়া ভূপতিত হইল এবং সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া অপূর্ববয়স্ক মিহিরের গণনাই সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। তদবধি মিহির রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত এবং নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

বৃদ্ধ বরাহ কিঞ্চিৎ মানহানি হওয়াতে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ক্লেশাপনোদন জন্য মিহির গণনালব্ধ জন্মবৃত্তান্ত ও আশৈশব ঘটনাবলী বর্ণন করিলে বরাহের নয়নে আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইল। মিহির ভার্য্যা খনাকে সমভিব্যাহারে পিতার সহিত মহা আনন্দে একত্রিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর এক সময়ে রাজ-সভায় গণনা নিমিত্ত এক প্রশ্ন সঙ্কলিত হয়। বরাহ বহু চিন্তায়ও সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হন না। মিহিরও পরাজিত হইয়া মৌনাবলম্বন করেন। তখন খনা স্বামীর চিত্তবিনোদন মানসে প্রশ্নের সদুত্তর বলিয়া দেন। মিহির নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে উত্তর জ্ঞাপন করিলে কি উপায়ে উহা নির্ণীত হইল রাজা তাহা জানিতে বাসনা করেন। খনার নিষেধ সত্ত্বেও রাজাজ্ঞায় মিহির সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন রাজা খনাকেও সভাসদ করিতে প্রস্তুত হন। সহধর্ম্মিণী রাজ-সভায় আনীতা হইলে কুল-গৌরব নষ্ট হইবে ভাবিয়া মিহির অতি বিষণ্ণ হন এবং পিতার অনুমতি ক্রমে সেই প্রতিভাশালিনী পত্নীর জিহ্বাচ্ছেদন করেন। এই কলঙ্ককর ব্যাপারের পর খনা অতি অল্পকাল জীবিতা ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সহিত জ্যোতিষের গূঢ় গণনাও লুপ্ত হইয়াছিল এইরূপ অনুমতি হয়। এই জনশ্রুতির সহিত যদিও বহু অবিশ্বাস্য ও প্রমাণাসমর্থ জল্পনা মিশ্রিত রহিয়াছে, তথাপি জনশ্রুতিমূলে মূল ঘটনার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কল্পনা-জল্পনায় আর অধিক কালক্ষেপ না করিয়া প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের অব-তারণা করাই শ্রেয়ঃ।

আমরা এই গ্রন্থে, সচরাচর প্রয়োজনীয় ও উপযোগী বলিয়া ফলিতভাগেরই

বিশেষ বর্ণনা করিব। কিন্তু আদিতে গণিতভাগের মূল বিষয়গুলিরও স্থূল ধারণা না থাকিলে ফলিতবোধে অসুবিধা ও অপরিপকতা জন্মিবে বলিয়া গণিতজ্যোতিষ বিষয়ে প্রথমতঃ পাশ্চাত্য মত, পরে ভারতীয় মত দর্শাইয়া ফলিতভাগে প্রবেশ করিব।

অবতরণিকা।

জ্যোতিষশাস্ত্র ভারতীয় কি পাশ্চাত্য কোন জাতির প্রজ্ঞাসম্পন্ন ইহা লইয়া বহু বাগবিতণ্ডা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল বাগ্‌জালের মধ্য হইতে যতটা সত্য উদ্ধার করা যায় তাহা এই যে, অদ্যপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে ইহার উল্লেখ ও প্রয়োগ আছে। সেই অতি দূরবর্ত্তী সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ ক্রমাগতই ইহার বিশেষ অনুশীলনে যত্নপর হইয়াছিলেন। এক সময়ে যখন মহাপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী জয়পুরাধীশ্বর জয়সিংহ ৺কাশীধাম প্রভৃতি নানা স্থানে জ্যোতিষ আলোচনার নিমিত্ত মানমন্দিরাদি স্থাপন করেন, এবং দিগন্তবিশ্রুত ভাস্করাচার্য্য, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন তখন ইহার অত্যুন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে গ্রীকদিগের আগমন হয়, এবং তৎপূর্ব্বে আরবীয় পণ্ডিতেরাও অপেক্ষাকৃত সন্নিকট ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সংলিপ্ত বলিয়া এই শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জয়সিংহের সময়ে এই উভয় স্থানেই জ্যোতিষের বিশেষ আদর ও চর্চ্চা হইয়াছিল এবং তৎকালিক ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে অথবা তাঁহারা ভারতীয় পণ্ডিতগণ হইতে জ্যোতিষসম্পর্কীয় নবাবিষ্কৃত সত্যগ্রহণে লজ্জিত বা পরাঙ্মুখ হন নাই; বরং পরস্পর সম্মাননা ও আকৃষ্টতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় জ্যোতিষেও গ্রীক্ বা আরবীয় জ্যোতিষের আবিষ্কার এবং গণনা ফল পাওয়া যায়; কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল ভিত্তি ও উৎকর্ষ ভারতভূমেই সর্ব্বাগ্রে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তদনুক্রমে পৃথিবীর অন্যত্র প্রচার হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত।

এক্ষণে আমরা এই গ্রন্থে সেই বিষয়ের আর বিচার বাহুল্য না করিয়া সংক্ষেপে অস্মদীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেরই মূল বিষয় গুলির প্রস্তাবনায় প্রবৃত্ত হইব। সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগের আয়ত্ত নয়। কারণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ ও অগাধ; তাহার স্থূল মর্ম্মও এক গ্রন্থকলেবরে সন্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। তৎপর আমাদের পক্ষে এ প্রায় লুপ্ত-শাস্ত্রের সমগ্র উদ্ধার সম্ভব কিনা তাহাও বিবেচ্য। এই শ্লাঘনীয় বিষয়ে পূর্ব্বেও অনেক যত্ন হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। সেই সৎব্রতে আমাদেরও ক্ষুদ্র-চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে পর্য্যবসিত হউক ইহাই উদ্দেশ্য। কোন বাগবিতণ্ডাপূর্ণ বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া সর্ব্বজনসম্মত মূল বিষয় গুলিই জ্ঞানেচ্ছুর উপযোগী ও আয়ত্ত এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধির অনুকূল করিয়া সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

গণিত জ্যোতিষ।

(ASTRONOMY)

পাশ্চাত্য মত।

আমাদিগের আবাস ভূমি এই পৃথিবী জল ও স্থলময়। আপাতদৃষ্টিতে উহা স্থির, বিস্তৃত ও সমতল বলিয়া অনুমিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সমতল নহে, বর্ত্তুলাকার ও বক্ষুর; স্থির নহে, নিরন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ বহুবিধ ও অনতি আয়াসবোধ্য।

আকাশবিহারী গ্রহনক্ষত্রাদির প্রধানতঃ চারিটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা, নক্ষত্র, (star) গ্রহ, (planet) উপগ্রহ, (satellite) ও ধূমকেতু, (comet) নক্ষত্রগণ অতি বৃহৎ ও স্থির। যদিও তাহাদের কোন অজ্ঞাত দিগাভিমুখে শূন্যমার্গে গতি দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি তাহার ক্রম-ছুর্নির্ণেয়। তাহারা পরস্পরকে পরিবেষ্টন করে বলিয়া জানা যায় না। গ্রহগণ নক্ষত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে যথা পৃথিব্যাদি। গ্রহনক্ষত্রগণের ও সাম্বৎসর প্রাত্যাহিক স্থান পরিবর্ত্তনে আমরা পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অবগত হইয়া থাকি। কোনও সময়ে এরূপ সংস্কারও ছিল আকাশস্থিত যাবৎ

বস্তুই সচল, পৃথিবী মাত্র স্থির ; কিন্তু এ সংস্কার এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। কোনও দ্রুতগামী শকটাদিতে অবস্থান কালে পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষাদির বিপরীত দিকে গতি দেখিয়াই এইরূপ সংস্কার হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক আহ্নিক ও বার্ষিক গতিদ্বারা পৃথিবী দিবারাত্রি সম্বৎসরে সূর্য্যকেই পরিবেষ্টন করিতেছে; সূর্য্য কখনও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে না।

প্রায় অধিকাংশ নক্ষত্রই অচল অবস্থায় আকাশে অবস্থান করে, তবে কতকগুলিকে স্থানান্তরিত হইতেও দেখা যায়। চন্দ্র ২৯ দিবসে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে একবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে। রজনীতে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে।

নক্ষত্ররাশির মধ্যে সাতটিই প্রধান বলিয়া কল্পিত। তন্মধ্যে সান্ধ্যতারা ও শুকতারাই আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। পৃথিবীস্থ মনুষ্যের চক্ষে, পৃথিবীর গতি-তুলনায় ইহাদিগের গতি অতি আশ্চর্য্যজনক ও অসদৃশ। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ, চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহের সহিত নিয়ত সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল বা নক্ষত্রমণ্ডল প্রতিনিয়ত এক অচিন্ত্য নিয়মের বশীভূত হইয়া, পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে।

যদিও পাশ্চাত্য মতে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এরূপ প্রমাণিত, ভারতীয় মতে সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া কথিত। এই দুই মতের বিশেষ অনৈক্য হইলেও আমরা এক্ষণ তাহার সামঞ্জস্য চেষ্টা না করিয়া, কল্পনা, শিক্ষা বা প্রয়োজনসৌকর্য্যার্থে আমরা ভারতীয় মতই অনুসরণ করিব। বস্তুতঃ, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে ইহাই স্থূলদৃষ্টিগোচর; এবং যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে বা গণনায় ইহাই প্রচলিত এবং সহজ। সাংসারিক ব্যাপারে সূর্য্য উদিত হইয়াছেন বা অস্ত গিয়াছেন ইহাই বলা হয় এবং সময়গণনার্থ গৃহীত হয়; পৃথিবীর আবর্ত্তন হইয়াছে এরূপ ভাষা প্রয়োগ বা তাহাতে স্থূল বিশ্বাস স্থাপন অতি বিরল। কে জানে প্রাচীন ঋষিগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহপক্ষে সূর্য্যের গতিকল্পনাই সুখবোধ্য ও প্রয়োজনসম্মত বিবেচনা করিয়া সূর্য্যকে গতিশীল এবং পৃথিবীকে স্থির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি না?

আর্য্য মতে সূর্য্য পৃথিবীকে সম্বৎসরে একবার পরিবেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রতি গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, এবং ধূমকেতুই দেবতা। সূর্য্যদেবতা পৃথিবী-পরিবেষ্টন-কালে যে পথ অতিক্রম করেন তাহাকে রাশিচক্র বলে। এই রাশি চক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত,

এবং এক একটি অংশে সূর্য্যের একমাস কাল অধিকার বা প্রক্রমণ হয়। মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই দ্বাদশরাশি পর্য্যায়ক্রমে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণাদি দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের ভোগাধীন হয়। যখন সূর্য্য মেষরাশি ভোগ করেন, অর্থাৎ রাশিচক্রের দ্বাদশাংশের প্রথম অংশে, অবস্থান করেন, তখন বৎসরে বৈশাখ মাস প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে, পর পর নির্দ্দিষ্ট রাশি অনুসারে পর পর মাস প্রসূত হয়। কোন্ রাশির ভোগ কতকাল তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তদনুসারেই প্রতি মাসের পরিমিত দিন গণনা হয়।

সৌরজগৎ।

সৌরজগৎ কি?

আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রমতে নয়টি গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল লইয়া সৌরজগৎ। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এমন কত সৌরজগৎ আছে, ক্ষুদ্র মানব তাহা জানে না। এই একটি সৌরজগতই তাহারা আংশিক রূপে জানে। জ্যোতিষের নয়টি গ্রহ যথাক্রমে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু; সুতরাং এইমতে গ্রহশব্দের অর্থ বহু বিস্তৃত; কারণ, সূর্য্যও গ্রহ, চন্দ্রও গ্রহ এবং গ্রহণ-প্রবর্ত্তক রাহু এবং ধূমকেতুও গ্রহ। ইংরাজী Planet কথায় ইহার অর্থ প্রকাশ পাইবে না।

পাশ্চাত্য গ্রহনিরূপণ অন্য প্রকার। তন্মতে সূর্য্য মধ্যস্থ ও স্থির এবং তাঁহার পারিষদ্‌রূপ আটটি গ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীও ইহার মধ্যে একটি। চন্দ্র গ্রহ নহে। সুতরাং বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনস্ ও নেপচুন এই আটটি গ্রহ। চন্দ্র উপগ্রহ (satellite)। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল ইহারা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, আর চারিটি অতিদূর। নেপচুনই দূরতম। এক একটি গ্রহের পার্শ্বে এক বা ততোধিক চন্দ্র আছে। আমাদিগের পৃথিবীতে যেমন এক চন্দ্র, তদ্রূপ বৃহস্পতিতে চারিটি চন্দ্র আছে। এই চন্দ্রের আবিষ্কর্ত্তা ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী গ্যালিলিও। আবিষ্কার কালে কেহই উহা বিশ্বাস করে নাই। গ্রীক পণ্ডিত অরিষ্টটল্ এই চন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই বলিয়া রোমক জ্যোতিষী ক্লডিয়স্ তদবিরুদ্ধে

বহুতর তর্ক করিয়াছিলেন। পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া সাধারণের এ ভ্রম দূর হয়। এই সকল চন্দ্রের আবর্ত্তনকাল সমান নহে। দূরতা অনুসারে প্রথমটি কিছু কম তিন দিন, দ্বিতীয়টি সার্দ্ধ তিন দিন, তৃতীয়টি সাতদিন তিন ঘণ্টা এবং চতুর্থটি ১৬ দিন দুই ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সকল চন্দ্রে গ্রহণও হইয়া থাকে। ইহাদিগের গতি স্পাইরাল (spiral) অর্থাৎ চক্রাকারগতি-লতা-ন্যায়। ইহারা সূর্য্য ও বৃহস্পতির মধ্য দিয়া গমনকালে গ্রহণ হয়। কিন্তু দূরতমটিতে কেবল চন্দ্রগ্রহণ হয় মাত্র; উহাদ্বারা সূর্য্যগ্রহণ হয় না; কারণ, অতিরিক্ত কৌণিকভাবে গমনপ্রযুক্ত বৃহস্পতির ছায়া চন্দ্রে পড়ে, কিন্তু সেই চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যে পড়ে না।

এই সকল গ্রহ ও উপগ্রহ স্থানপরিবর্ত্তন কালে আপনারাও বর্ত্তুলপিণ্ডের ন্যায় গড়াইয়া চলে; সুতরাং ইহাদের দুইটী গতি নির্ণীত হয়; একটি স্বকীয় দিক্‌পরিবর্ত্তনরূপ ঘূর্ণন, অপরটি অন্য কোন নক্ষত্র বা গ্রহকে স্বীয় ভ্রমণ পথ দ্বারা পরিবেষ্টন। এই ভ্রমণপথ (orbit) যাহা পৃথিবী, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, প্রভৃতি গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অতিক্রম করে তাহা চক্রাকার নহে, ডিম্বাকার (elliptical)। যাহা চন্দ্র বা তজ্জাতীয় কোন উপগ্রহ পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে অঙ্কিত করে তাহা কাণ্ডবেষ্টনকারী বক্রলতার আকার (spiral); কারণ চন্দ্রের ভ্রমণকালে পৃথিবী গতিশীল থাকে বলিয়া এইরূপ গতিব্যতীত তৎচতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ সম্ভব হয় না। কিন্তু পৃথিবীর ভ্রমণকালে সূর্য্য স্থির থাকে, বলিয়া পৃথিবীর ভ্রমণপথ আবর্ত্তিত (spiral) নহে।

ধূমকেতু নামে অতি দূর, বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিতগতি অপর এক প্রকার জ্যোতিষ্ক আছে। উহাদের কাহারও লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে একবার মাত্র দর্শন হয়। উহারা বিঘ্ন সূচনায় উদিত হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রের মত। উল্কা (meteor) ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষণকাল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভূপতিত হয়। ইহারাও বিঘ্নসূচক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই সকল আপাতদৃষ্টিতে নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ ও সুদূর শূন্যমার্গসন্নিবিষ্ট, বিমানচারী তারকামণ্ডলীর সহিত পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ মানবজাতি বা মানব জীবনের কি সম্পর্ক, বা কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি না? ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীন ঋষিগণের ও পণ্ডিতগণের বহু গবেষণার পর, আছে বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। জগৎযন্ত্রের একটি অংশও নিরপেক্ষ

বা অন্যটির সহিত নির্লিপ্ত নহে; তাহারা ঘনতম সংযোগে আবদ্ধ, কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ ও নিরালম্ব। একটি বালুকণাও কদাপি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্যত্র পতিত হয় নাই। কারণপরম্পরা বা জগৎসৃষ্টিপ্রবাহ তাহাকে যেখানে পাতিত করিয়াছে সেই খানেই পড়িয়াছে। চর, অচর, সজীব, নির্জ্জীব, চেতন অচেতন সকলই এক অনির্ব্বচনীয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক অসীম, অনাদি, অনন্ত ও অবাঙ্মনসগোচর শক্তিতে অতর্কিতরূপে বিঘূর্ণিত হইতেছে। সুতরাং আপাতপ্রতীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্ঞাবলম্বনে দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক চলাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও শ্রেয়স্কর।

সূর্য্য।

সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র ও আদি। আটটি গ্রহকে চতুর্দ্দিকে লইয়া লোকসাক্ষী সবিতাদেব মধ্য স্থলে বিরাজমান রহিয়াছেন। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি সকলেই তৎসম্ভূত। সেই জন্যই তাঁহার নাম সবিতা। ইনি আর্য্য-জ্যোতিষের প্রথম প্রতাপবান্ রবিগ্রহ। পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের সহিত, সুতরাং আমাদের ধনধান্যপ্রাণীপরিপূর্ণ বসুধার সহিত ইঁহার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। রবির প্রাণদায়িনী মরীচিমালাই সরিৎসাগরমণ্ডলা শস্যশ্যামলা ধরণীর ঋতু পরিবর্ত্তনের এবং জীববাসের কারণ। ইহা সকলেই জানে যে, আলোক ও উত্তাপ ব্যতীত কোন প্রকার জীবন রক্ষা পাইতে পারে না। সূর্য্যালোক না পাইলে, পৃথিবী সূচিভেদ্য তমোময়, প্রস্তরবৎ কঠিন, নিবিড় হিমাবৃত, ও নির্জ্জীব হইয়া থাকিত। এই জগতের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা, নানাবিধ তরুলতা, নানাবর্ণ ফুল ফল, পশু-পক্ষী-মানব প্রভৃতি জীব-প্রবাহ, নদী-হ্রদ সাগর ও বিষয় সমৃদ্ধি সকলের মধ্যেই সূর্য্যরশ্মি অন্তর্লিপ্ত। এই নিমিত্তই হিন্দুর ঋগ্বেদ সবিতা দেবের স্তুতিময়; অগ্নি, মিত্র, ইন্দ্র, বরুণাদি বহুনামে তাঁহারই প্রভাব-কীর্ত্তন-তৎপর।

ধন্য আর্য্য ঋষিগণের যোগদৃষ্টি! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একে সন্নিবেশ এবং এক হইতেই কালে কালে সকলের ক্রম-বিকাশ, বিচ্ছেদ, পুনর্ম্মিলন, পুনরন্তর্যোগ চক্ষে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই জ্যোতিষের এত উচ্চস্থান। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পাতঞ্জল-যোগসূত্র সেই মতেরই সমর্থক। তন্মাত্র বা পরমাণুর আণবিক মিশ্রণে পঞ্চমহাভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি স্থূল কাণ্ড এবং ভৌতিক, বা জড় জগৎ। আবার, অপর দিকে সেই

তন্মাত্রা পঞ্চ হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি আধ্যাত্ম বা চেতন জগৎ। বর্ত্তমান সময়ের প্রগাঢ় ও নিপুণ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তাও তাহাই প্রতিপাদন করে। Evolution Theory বা ক্রম-বিকাশ-স্থায় সেই ঋষি বাক্যেরই রূপান্তর; Astronomy বা নভোবিজ্ঞানেও সূর্য্যের তেজোময় এবং তরল বাষ্পীভূত ধাতব দেহ হইতেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-বলে ও রাসায়নিক বা আণবিক মিশ্রণ বলে এই জগতের দেহসৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের জ্যোতিচ্ছায়া ব্যতীত পৃথিবী ও উহার প্রজাপুঞ্জে আর কিছুই নাই। সুন্দর, কুৎসিৎ, সুখী, অসুখী, রোগী, নিরোগ, ধনী, নির্ধন, সকলই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রভাব। উজ্জ্বল মনোহর কিরণ মালা প্রতিফলিত হইয়া যাহা উজ্জলিত হইয়াছে তাহাই সুন্দর, তাহাই কোহিনুর, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের সার, ও ভুবনবিজয়ী সম্রাটের শিরোমুকুট; আলোকিত বসুধায় স্বচ্ছন্দে ক্রীড়মান জীবই সুখী; আর তমোভ্রান্ত, শীতকাতর, জড়প্রায় প্রাণীই অসুখী। অতএব প্রাণীগণের জীবনময় জ্যোতিষের রাশিচক্র ও নক্ষত্ররাজির প্রভাব, এবং নবগ্রহাধিষ্ঠিত গ্রহদেবতাগণের শক্তি-নিয়মিত অদৃষ্টচক্রেরই প্রকটন। অন্যথাবুদ্ধি ও স্পর্দ্ধা বৃথাভিমান মাত্র। এক্ষণে পরস্পর তুলনা নিমিত্ত ইয়ুরোপীয় গবেষণাফল কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য গণনায় সূর্য্য আমাদিগের পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বড় এবং গুরুত্বে, ৫৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, মণ। অঙ্কপাত দ্বারা জানা গিয়াছে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৪৫,৭১৫,০০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৯২,৫০০ ক্রোশ হইলেও সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৫ মিনিট ৭ সেকেণ্ড লাগে। শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,১১০ ফিট নির্ণীত হইয়াছে। অতএব যদি সূর্য্যে কোনও শব্দ হয়, তাহাহইলে উহা পৃথিবীস্থ জনগণের শ্রুতিগোচর হইতে ১৪ বৎসর লাগিবে। অধিক কি বর্ত্তমান রেলইঞ্জিনের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল ধরিয়া, যদি কোন ব্যক্তি পৃথিবী হইতে রেলযোগে সূর্য্যমণ্ডলে যাত্রা করেন, তাহাহইলে তথায় উপনীত হইতে তাঁহার ৩৪৮ বৎসর অতীত হইয়া যাইবে।

অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করিলে সূর্য্য মধ্যে বিবিধ প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। উহার মধ্যস্থিত চিহ্নগুলি অন্ধকারময়। ঐ চিহ্নগুলি দ্বারা

অনুমিত হয় যে, সূর্য্যদেহ বন্ধুর এবং ঐ চিহ্নগুলি গহ্বররাশি; কিন্তু সূর্য্যের কটিবন্ধের নিকটে কোনও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যের ক্রম-আবর্ত্তনে কখনও অধিক কখনও অল্প চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আবার কখনও বা কোনও চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল গহ্বররাশি হইতে তেজোময় পদার্থসমূহ উত্থিত হইয়া সূর্য্যের উজ্জ্বলদেহের অধিকতর ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া থাকে। সূর্য্যের একাদশ বৎসর আবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বভাব পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ এক দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলে যে স্থানে যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, পুনরায় একাদশ বর্ষ পরে সেই স্থানেই সেই চিহ্ন কয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি এই চিহ্ন সকলের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

বর্ণ-বিশ্লেষণী (Spectroscope) যন্ত্র সহকারে সূর্য্য-কিরণ পর্য্যবেক্ষণে এই বৃহদাকার উজ্জ্বল তেজোময় সূর্য্যদেহ কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা জানা গিয়াছে। যখন সূর্য্য কিরণ যন্ত্রসংলগ্ন কাচের উপর পতিত হয়, তখন তাহাতে কোনও না কোন বর্ণ থাকেই থাকে। ঐ সকল বর্ণ বিশেষরূপ পরীক্ষায় তাহাতে লৌহ, তাম্র, দস্তা, নিকেল, (Nickel) সোডিয়ম (Sodium) অক্সিজেন (Oxygen) ও নাইট্রোজেন (Nitrogen) প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া আবর্ত্তন সময়ে সূর্য্য ও পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে চন্দ্রের অবস্থানকালে সূর্য্য সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টির অগোচর হইলেও সূর্য্যের চারিদিকে ঈষদোজ্জ্বল পদার্থ সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল পদার্থ আর কিছুই নহে, উজ্জ্বল চঞ্চল শিখাসমূহ। ঐ শিখাসমূহ এত বৃহৎ যে, এই পৃথিবীর ন্যায় দ্বাদশটি পৃথিবীর পরিসর উপর্য্যুপরি স্থাপিত হইলেও ঐ শিখাসমূহের সমকক্ষ হয় না। এই শিখাসমূহ প্রজ্জ্বলিত হাইড্রোজেন (Hydrogen) বাষ্প। উহা কখনও কখনও এমন কি ৫০।৬০ মাইল ঊর্দ্ধে উত্থিত, ও কখনও বা শনৈঃ শনৈঃ নিম্নপতিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বকথিত সূর্য্যদেহস্থিত চিহ্নগুলির অল্পাধিক তারতম্যেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। চিহ্নগুলি না থাকিলেও যে শিখাগুলি থাকে না, এমন নহে; ফলতঃ বায়বীয় আকারে পরিণত ধাতুরাশি এবং নানাবিধ মূল ও যৌগিকপদার্থসমূহের প্রজ্জ্বলনেই ঐ অতি বিস্তৃত প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেহ রচিত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা হয়।

সূর্য্যের গুরুত্বপরিমাণফল পৃথিবী হইতে ১১,৬৫০ গুণ অধিক, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিমাণানুসারে ধরিলে ১,২৫০,০০০ গুণ অধিক হওয়া উচিত। বাস্তবিক তাহা হয় না। স্থূলতার তুলনায় সূর্য্যের গুরুত্ব পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। জল অপেক্ষা পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচগুণ অধিক, কিন্তু সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব জল হইতে ১.৪২ গুণ অধিকমাত্র। ইহার কারণ, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য তরল। পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যাহা তাপোৎপাদক এবং জ্যোতির্ম্ময়, তাহাদিগের তারল্যের পরিমাণ ঐ জ্যোতি ও তাপের অনুপাতানুসারে হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ২৭ গুণ অধিক। যদি কোনও বস্তু পৃথিবী হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ হাত সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তির আধিক্য-নিবন্ধন প্রতি সেকেণ্ডে ২৭২ হাত গতিতে উহা সূর্য্যের উপরে পতিত হইবে।

অপসূর্য্য।

আকাশে কেহ কি কখন দুই-সূর্য্য দেখিয়াছেন? রহস্য নয়, প্রকৃতির এক অদ্ভুত লীলা। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে প্রুশিয়াদেশে মেরিণবর্গ নগরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রকৃত সূর্য্যের নিম্নে আর এক সূর্য্য সাধারণের নেত্রপথবর্ত্তী হয়। তৎকালে নভোমণ্ডল অতি পরিষ্কার এবং প্রকৃত সূর্য্যতেজ যথাবস্থাতেই ছিল। এই ঘটনা দর্শনে সকলেরই চিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ১৬৯৮ খৃঃ অব্দের ২৮ শে আগষ্ট ইংলণ্ডের সফোকসায়রে দিবা ৮ টার সময় আবার দুই সূর্য্য সাধারণের গোচরীভূত হয়। আর একবার ১৭২১ খৃঃ অব্দের ২৯ শে অক্টোবর রটল্যাণ্ডের লেণ্ডন নগরে দিবা ১১ টার সময় পূর্ব্ববৎ দুই সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। তৎকালে জ্যোতির্ব্বিদেরা রামধনু বা ইন্দ্রধনুর যে কারণ, ইহারও সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ কারণ সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। জ্যোতির্ব্বিদেরাও এ পর্য্যন্ত উহার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ অবধারণ করিতে পারেন নাই। পরন্তু বিশ্বনিয়ন্তার কতই যে অত্যদ্ভুত লীলা, প্রকৃতির কতই গুপ্ত মহিমা আছে, তাহা তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু মানব কি অবধারণ করিবে? মানবের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান এ সকল অসীম তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া অকূল চিন্তাসাগরে ডুবিয়া যায় মাত্র।

বুধ।

বুধ সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী। বক্রগতিহেতু ইহা কখনও সূর্য্যের ১৪,০৫৭ ক্রোশ এবং কখন বা ২১৩,৩০৪,৫০০ ক্রোশ দূরে গিয়া থাকে। ইহার পরিধি ৩,০০০ তিন হাজার মাইল, এবং দিবারাত্রির পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট হইলেও বৎসরের পরিমাণ ৮৮ দিন। তৎপ্রতি কারণ সূর্য্যের সান্নিহিত্য বা পরিক্রমণ-পথের (Orbit এর) হ্রস্বতা। বুধে বসন্ত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও শীত, এই চারি ঋতু। উত্তরে যখন হেমন্ত, দক্ষিণে তখন বসন্ত; আবার উত্তরে যখন শীত, দক্ষিণে তখন গ্রীষ্ম। বুধের ঋতু সঞ্চার এই প্রকার, তবে শীত ও গ্রীষ্মই অধিক। বুধ পর্ব্বতময়। বুধে ১০ মাইল উন্নত শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতও যন্ত্রদ্বারা দৃষ্টিগোচর করা গিয়াছে। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের পরিমাণ ৫ মাইল মাত্র।

শুক্র।

সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শুক্রের ২২৪½ দিন অতিবাহিত হয়। বুধ অপেক্ষা শুক্রে আমরা উত্তম দেখিতে পাই। সমগ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলে শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ এবং আকারে পৃথিবীর প্রায় তুল্য। উহার পরিধি ৭,৫০০ মাইল। শুক্রের পদার্থ সকল তরল ও হাল্কা। শুক্রে জল ও মৃত্তিকা সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইহার দিবারাত্রির পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট। শুক্রে তাপাধিক্য বশতঃ কোনও জীবজন্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। শুক্রের বায়ু জলময়। তজ্জন্য আমরা অনুমান করি, তথায় সমুদ্র সাগরাদি ও ঝটিকা বৃষ্টি প্রভৃতি প্রবল।

পৃথিবী।

ইহার পরিধি ৭,৯০০ মাইল; বর্ষ পরিমাণ ৩৬৫¼ দিন, এবং দিবা রাত্রির পরিমাণ ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা। কোনও কোনও পণ্ডিত ৪ মিনিট কম অনুমান করেন। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রতিদিন একবার আবর্ত্তন করে এবং তাহাতে আমাদের দিবা রাত্রি হয়। বর্ত্তুলাকার বলিয়া যে অর্দ্ধ সূর্য্যাভিমুখে

থাকে তাহাতে দিবা ; এবং তাহার বিপরীত অংশে রাত্রি হয়। কিন্তু এই মেরুদণ্ড প্রকৃত লম্বভাবে অবস্থিত নয় ; ঈষৎ হেলান। এই হেতু প্রতি তিন মাস অন্তে দিবা রাত্রি একবার সম ও একবার অসম হয়। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু পরিবর্ত্তনেরও সেই কারণ। যখন মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্ত বা সুমেরু সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, তখন পৃথিবীর সেই অংশে গ্রীষ্ম এবং অপর অংশে শীত ; পুনরায় যখন দক্ষিণ প্রান্ত বা কুমেরু সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, তখন সেই অংশে গ্রীষ্ম ও অপর অংশে শীতোদয় হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতেই বসন্ত, হেমন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর আবির্ভাব। পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ এরূপ অবস্থায় আজিও আইসে নাই। পৃথিবীর এই বিশেষ অবস্থা নিবন্ধন বিবিধ জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

চন্দ্র।

চন্দ্র একটি উপগ্রহ। পৃথিবী ও চন্দ্র একত্রে এক যোগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী হইতে চন্দ্র ২৩৮,৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী। উহার ব্যাস পরিমাণ ২,১৬৫ মাইল মাত্র। ৫৫টী চন্দ্র একত্র করিলে আমাদের পৃথিবীর তুল্য হয় ; এবং চন্দ্রের পদার্থাদি তরল ও হাল্কা বলিয়া ৮০টি চন্দ্রের গুরুত্ব একটী পৃথিবীর সমান। চন্দ্রের সকল অংশ সকল সময় আমরা নেত্রগোচর করিতে পারি না ; কারণ বর্ত্তুলাকার পদার্থের অপরার্দ্ধ দৃষ্টিবহির্ভূত থাকিবেই। যেমন কোন গৃহমধ্যে একটি দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহার অদূরে একটি নেবু ধরিলে তাহার সমস্ত অংশে আলোকপাত হইবে না। ক্রমে নেবু ঘুরাইয়া দিলে, অনালোকিত অংশে আলোকপাত হইবে এবং তাহার বিপরীত দিকে অন্ধকার হইবে। এই জন্য তিথি বিশেষে চন্দ্রের যে যে অংশে সূর্য্যের আলোকপাত হয়, আমরা সেই সেই অংশ মাত্রই দেখিতে পাই। বাকী অংশ অন্ধকারে থাকে বলিয়া উহা আমাদিগের নেত্রগোচর হয় না। যন্ত্রদ্বারা পরিদর্শন করিলে চন্দ্রে পর্ব্বত, উপত্যকা ইত্যাদি নেত্রগোচর হয়। আগ্নেয়গিরিও চন্দ্রে অনেক আছে। চন্দ্রে কৃষ্ণবর্ণ রেখাদি দ্বারা আকাশতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন উহা পুরাতন নদীর শুষ্কগর্ভ ; কিন্তু এক্ষণে তাহাতে জলের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। চন্দ্রের বায়ু অতি তরল, সুতরাং তথায় আমাদের ন্যায় প্রাণীবসতির সম্ভাবনা নাই।

মঙ্গল।

মঙ্গলের ভ্রমণপথ পৃথিবীর বহিঃস্থ চক্রে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন অতিবাহিত হয়। ইহাই উহার বর্ষ পরিমাণ। ইহার এক পার্শ্বের কিরণ লোহিত এবং অপর পার্শ্বের কিরণ হরিৎ বর্ণ। এই লোহিত অংশ স্থল এবং হরিৎ অংশ জল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। মঙ্গলের স্থান বিশেষে যে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তুষারময় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার বায়ু পৃথিবীর বায়ুর ন্যায়। ইহার ব্যাস পরিমাণ ৪,৫০০ মাইল। ছয়টি মঙ্গল একত্রিত করিলে আমাদিগের পৃথিবীর তুল্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং আটটির ওজন আমাদিগের পৃথিবীর সমান। ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ও ২২½ সেকেণ্ডে মঙ্গলের দিবারাত্রি হয়।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক আসফ্‌ হল মঙ্গলের দুইটি চন্দ্র আবিষ্কার করেন। হোমারের গ্রন্থে মঙ্গলের যে দুই রথাশ্বের উল্লেখ আছে, মঙ্গলের চন্দ্রের নাম তদনুসারে হইয়াছে। উহাদের নাম ফিবস্‌ ও ডিমিস্‌। ফিবস্‌ ৭½ ঘণ্টায় এবং ডিমিস্‌ ৩০ ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

গ্রহচক্র বা খাক্ষচক্র।

মঙ্গলের বহির্ভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া একটি গ্রহচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। ১লা জানুয়ারি ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইহার প্রথম আবিষ্কার হয়; পরে অপরগুলি ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে, ঐ গ্রহচক্রে ২৭৫টি উপগ্রহ আছে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, সহস্র সহস্র একত্রিত হইলেও পৃথিবীর তুল্যতা লাভে সমর্থ হয় না। ইহারা ৩ হইতে ৭ বৎসরে একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সুতরাং ইহাদিগের গতিও অধিক দ্রুত নহে।

বৃহস্পতি।

গ্রহচক্রের অনেক দূরে বৃহস্পতির কক্ষপথ। বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা পাঁচ গুণ দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার আবর্ত্তনকাল ১১ বৎসর ১০ মাস। মঙ্গল অপেক্ষা বৃহস্পতি সমধিক উজ্জ্বল, এজন্য আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলে উহার শ্বেত স্নিগ্ধ রশ্মিমালা আমরা সুন্দররূপে দেখিতে পাই। অমানিশার মধ্যরাত্রেই বৃহস্পতি সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি ১,২৫০ গুণ বৃহৎ। ৩০২টি পৃথিবী একত্র করিলে গুরুত্বে বৃহস্পতির সমান হয়। বৃহস্পতিতে স্থল বা জল অথবা তুষারাদি কিছুই নেত্রগোচর হয় না; ইহা নিত্য মেঘমালায় সমাবৃত। বৃহস্পতি ১০ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তিত হয়। পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে ইহার গতি অতি বেগবতী। বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র। ইহার সর্ব্বপ্রধান চন্দ্র আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ এবং সর্ব্বক্ষুদ্রটি আমাদের পৃথিবীর চন্দ্রের তুল্য। বৃহস্পতির কেন্দ্র হইতে ১,১৫০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া এই সর্ব্ব বৃহৎ চন্দ্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

শনি।

শনির বর্হিরিত্রোক্ত। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শনির, ২৯ বৎসর ৫½ মাস অতিবাহিত হয়। দূরতানিবন্ধন ইহার আলোক বা আকার সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর করা দুরূহ। ইহার পরিমাণ ৭৩,০০০ মাইল এবং স্বীয় আবর্ত্তনকাল বৃহস্পতি অপেক্ষা অর্দ্ধঘণ্টাকাল অধিক। শনি পৃথিবী হইতে আকারে ৭৫০ গুণ, এবং গুরুত্ব পরিমাণে ৯০ গুণ অধিক।

শনির চন্দ্র আটটি। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে হেগেল (Hegel) প্রথমে একটি চন্দ্র দেখিতে পান। ইহার দ্বাদশবর্ষ পরে চারিটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হয় এবং এক শতাব্দী পরে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হর্শেল আর দুইটি চন্দ্র আবিষ্কার করেন। সর্ব্বশেষে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হার্ব্বার্ট কলেজ হইতে শনিচক্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অধ্যাপক বণ্ড (Bond) শেষ চন্দ্রটি আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতিষী লাসেলও ইহার অব্যবহিত পরে শনির ঐ অষ্টম চন্দ্র দেখিতে পান। অতিদূরতা হেতু ঐ সকল চন্দ্রের গ্রহণ, যন্ত্রসাহায্যেও পৃথিবী হইতে

সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। শনির সর্ব্বদূরবর্ত্তী চন্দ্র শনি হইতে ১,১৭০,০০০ ক্রোশ দূরে থাকিয়া একবার শনিকে প্রদক্ষিণ করে।

শনিচক্র।

শনির চতুর্দ্দিকেও পুঞ্জীকৃত অগণ্য তারকা বলয়রূপে পরিদৃষ্ট হয়। শনির কেন্দ্র হইতে ঐ নক্ষত্রবলয়ের সর্ব্ব দূরবর্ত্তীটি ৪১,৫০০ ক্রোশ অন্তর। এই সকল বলয় গ্রহগণের ন্যায় উজ্জ্বল।

য়ুরেণস্।

সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে য়ুরেণসের ৪৮ বৎসর ৬ দিন লাগে। ইহা যন্ত্র ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে স্যর উইলিয়ম হর্শেল য়ুরেণস্ আবিষ্কার করেন। য়ুরেণস্ পৃথিবী হইতে ৭০ গুণ বড় এবং ১৪½ গুণ ভারি। অতি দূরতানিবন্ধন য়ুরেণস্ সম্বন্ধে অধিক কিছু স্থির করিবার উপায় নাই।

য়ুরেণসে চারিটি চন্দ্র। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে হর্শেল দুইটি চন্দ্র দেখিতে পান। ইহার ৫০ বৎসর পরে দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে অধ্যাপক লাসেল আর দুইটি চন্দ্র দেখিতে পান। হর্শেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম চন্দ্র ১৩ দিনে এবং দ্বিতীয়টি ১০½ দিনে য়ুরেণসকে প্রদক্ষিণ করে, এবং লাসেলের আবিষ্কৃত চন্দ্রের প্রথমটি ২॥০ এবং দ্বিতীয়টি ৪ দিনে য়ুরেণসকে প্রদক্ষিণ করে।

নেপ্‌চুন্।

ইংরাজ-জ্যোতিষী আদাম্‌স্ (Adams) এবং ফরাসী-জ্যোতিষী লাভে-রিয়র (Leverier) আকাশ-পরিদর্শন করিতে করিতে পৃথিবী অপেক্ষা ১১৫ গুণ বৃহৎ এবং প্রায় ১৭ গুণ ভারি এক গ্রহ দেখিতে পান। তাঁহারা ঐ গ্রহের নাম নেপ্‌চুন্ রাখেন। নেপ্‌চুন্ সূর্য্য হইতে ১২৫ কোটি ক্রোশ দূরে থাকিয়া ১৬৪ বৎসর ৭ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ

করিতেছে। ইহাদিগের গতির বিষয় ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া নেপ্চুন্ সম্বন্ধে অধিক কিছু এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

নেপ্চুনে একটিমাত্র চন্দ্র। নেপ্চুন আবিষ্কারের পর অধ্যাপক লাসেল উহার নিকটে আলোক দর্শনে এই চন্দ্রের সম্ভবতা সম্বন্ধে প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁহার ঐ চন্দ্র ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কাম্ব্রিজ হইতে বণ্ড এবং পাল্‌-কোবা হইতে অধ্যাপক ষ্ট্রাব দেখিতে পান এবং স্থির করেন যে, ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় এই চন্দ্র নেপ্চুনকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

সৌরজগৎ। (খ)

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল, ইহারা পরস্পর অন্যেতর বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও এক শ্রেণীর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না, ইহাদিগের আত্ম-আবর্ত্তনকাল ন্যূনাধিক ২৪ ঘণ্টা। বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেণস্ ও নেপ্চুন, ইহারা আকারে বৃহৎ ও অতি দূরবর্ত্তী হইলেও স্বস্ব আবর্ত্তন কাল ন্যূনাধিক ১০ ঘণ্টার অধিক নহে। নিম্নে গ্রহগণের গতির এক তালিকা দেওয়া গেল। ইহা দ্বারা গ্রহগণের গতি ও দূরতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ্রহের নাম	সূর্য্য হইতে দূরতা মাইল	প্রতি সেকেণ্ডে গতি মাইল	গতি বৃদ্ধির হার
বুধ	৩৫,৩৯২,০০০	২৯.৩	৪১.৪
শুক্র	৬৬,১৩৪,০০০	২১.৩	৩০.৩
পৃথিবী	৯১,৪৩০,০০০	১৮.৩	২৫.৯
মঙ্গল	১৩৯,৩১১,০০০	১৪.৭	২০.৮
খাক্ষচক্র	২৫০,৭০০,০০০	১১.০	১৫.৫
বৃহস্পতি	৪৭৫,৬৯২,০০০	৮.০	১১.৩
শনি	৫৭২,১৩৭,০০০	৫.৯	৮.৩
য়ুরেণস্	১,৭৫৩,৮৬৯,০০০	৪.২	৫.৯
নেপ্চুন	২,৭৪৫,৭৯৮,০০০	৩.৩	৪.৭

এই সকল গ্রহ বিভিন্নগতিবিশিষ্ট হইয়াও মাধ্যাকর্ষণবলে স্বস্ব

কক্ষে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এই আকর্ষণ, পরিমাণের প্রকাণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা অনুসারে প্রবল ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। দূরত্বানুসারেও ইহার ন্যূনাধিক্য হয়। নিকট দেহ অধিক বলে আকৃষ্ট হয়। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মহৎ মাধ্যাকর্ষণ বলে ঐ সকল গতিমান গ্রহগণ সম্বদ্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে দূরতমটি আপন নিকটবর্ত্তী গ্রহের গতি প্রাপ্ত হইলেই ঐ শৃঙ্খল হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনিই আপনার মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র করিয়া লইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। নেপ্‌চুন যদি য়ুরেণসের গতি পায়, কি য়ুরেণস শনির গতি পায়, তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে আকৃষ্ট রাখিতে পারে না; হয়ত আপনি আপনার মাধ্যাকর্ষণে বিচ্যুত হইয়া বিশ্বের কি অভাবনীয় দুর্দ্দশাই ঘটায়। মানব বসিয়া থাকিলেও প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল পথ চলে, ইহাই যখন ধারণায় আইসে না, তখন এই অভাবনীয় গতিচক্র পর্য্যালোচনা করিয়া সে কিরূপে ধারণা করিবে? সূর্য্য যে প্রবল আকর্ষণে গ্রহগণকে স্থির রাখিয়াছে, তাহাতে গ্রহনক্ষত্রগণের গতিভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গ্রহগণের গতির হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে কেপ্‌লার (Kepler) যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বত্র গৃহীত। তিনি বলেন, দূরতা অর্দ্ধ কমিলে গতির বেগ চতুর্গুণ হয়। গ্রহগণ যে মাধ্যাকর্ষণ বলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে, যদি কোনও গোলক ঐ কক্ষের মধ্যে সংস্থাপন করা যায় এবং তাহার গতিপরিমাণ সেই কক্ষপথবাহী গ্রহের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে ঐ গোলকও তদ্রূপ বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল উল্কা তির্য্যগ্‌ভাবে গ্রহগণের কক্ষপথ অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যায়, তাহারা অন্য সৌরশক্তি (Extra-solar power) বিশিষ্ট। ঐ সকল উল্কার বেগদর্শনেই উহারা যে আর ফিরিয়া আসিবে, এমন বোধ হয় না। যে সকল উল্কা সূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাদিগের গতি অতি অসামান্য। অন্যান্য গ্রহগণ অনাদিকাল পৃথিবীর গতি ও প্রকৃতি রক্ষণে সহায়তা করে বলিয়াই পৃথ্বীর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ নিয়মিত, এবং পৃথিবীস্থ জীবাদির প্রতি উহাদিগের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়।

গ্রহপ্রকৃতি।

বর্ণবিশ্লেষণী যন্ত্রদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বৃহস্পতির দুইটি নক্ষত্র-বলয় আছে। একটি নিয়ত বাষ্পাকীর্ণ এবং অপরটিতে কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। শনিতে বাষ্প ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। য়ুরেণস্ কেবল আলোড়িত বাষ্পেই পূর্ণ। নেপ্চুনে তিনটি বলয় পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অত্যধিক দূরতা নিবন্ধন উহার কিছুই অবধারণা করিতে পারা যায় না। শুক্রও ঐরূপ। ডাক্তার হগিন্স (Hughens) মঙ্গলের বস্তু পরীক্ষা কালে নীল ও সবুজ বর্ণের অনেকগুলি রেখা দেখিতে পান; কিন্তু ঐ সকল বর্ণের তারল্য নিবন্ধন উহারা যে কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। মঙ্গলে লোহিত-বর্ণ রেখা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। স্থূলতঃ ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মঙ্গলের জলবায়ু পৃথিবীর জলবায়ু হইতে অভিন্ন। বৃহস্পতি ও শনির আলোক মেঘমালায় আচ্ছন্ন থাকায় সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু মঙ্গলের আলোক অতি সুন্দররূপে নেত্রগোচর হইয়া থাকে। প্রোক্টার নামক ইংরাজ-জ্যোতিষী মঙ্গলের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে অনুমতি হয় যে, মঙ্গলে জীবোৎপত্তি অন্য গ্রহ অপেক্ষা শীঘ্র হওয়ারই সম্ভাবনা। মঙ্গলের ঋতুপর্য্যায় অনেকাংশে জীবোৎপত্তির অনুকূল।

বৃহস্পতি ও শনি সূর্য্যের বহুদূরে থাকিলেও পৃথিবীর গতির উপর উহাদিগের বিশেষ আধিপত্য আছে। প্রতি অণু মাধ্যাকর্ষণবলে যেমন অন্য অণুকে আকর্ষণ করে, বৃহস্পতি ও শনি তদ্রূপ আকর্ষণে পৃথিবীকে কেন্দ্র-চ্যুত হইতে দেয় না। অধ্যাপক ক্রিক্উড্ নামক আমেরিক জ্যোতির্ব্বিদ্ আকাশস্থ প্রধান প্রধান গ্রহ উপগ্রহগণের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, একটি নগণ্য নক্ষত্রও কক্ষচ্যুত হইলে তাবৎ বৃহৎ গ্রহগণেরও কক্ষচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

সূর্য্য-মুকুট বা ময়ূখমালা (Corona)। বর্ণবিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার অধিকাংশ স্থান লৌহময় এবং অন্যত্র সর্ব্বধাতুময় বাষ্পে পরিপূর্ণ। সূর্য্যগ্রহণ কালে ঐ সকল উত্তপ্ত লৌহময় কিরণরেখা অধিকতর স্পষ্টরূপে নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

বিশ্বপ্রকৃতি।

গ্রহগণের অবস্থা ও গতি।

রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ৬৬টি মৌলিক পদার্থযোগে বিশ্বের তাবৎ জড়াজড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাবস্থা ব্যতীত উপলব্ধ হয় না, তাহাও ঐ নিয়মের অধীন। ঐ সমস্ত মৌলিক পদার্থও পরমাণুসমষ্টি। ড্যাল্‌টন্ (Dalton)নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্বের তাবৎ বস্তুই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুসমূহ দ্বারা সংগঠিত। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণও সেই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। আদিবিদ্বান্ মহামুনি কপিলের সাংখ্যদর্শনে এই পরমাণুমতই সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন যে পরমাণু বা তন্মাত্রার সংযোগ-বিয়োগদ্বারাই বিশ্বপ্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সংসার রচিত হইয়াছে। যাবতীয় পরিবর্ত্তনের কারণ প্রকৃতি। তিনি ক্ষণকালও পরিণমিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। "প্রকৃতিঃ ক্ষণমপ্যপরিণম্য নাবতিষ্ঠতি" সাংখ্য। সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতির রূপান্তরই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। বিকারসম্ভূত বলিয়া ইহার জগৎ নাম হইয়াছে। যাহা চলিতেছে বা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাই জগৎ।

পরমাণুর সংযোগ এতই আশ্চর্য্য যে, মানব কোন মতেই পরমাণুর ভিন্নতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। মনে কর, ক নামক পরমাণু ও খ নামক পরমাণু একত্র যোগে কখ নামক বস্তুর উৎপাদন করিল। তুমি ঐ বস্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিভাগে বিভক্ত কর, ঐ অংশ কখ ব্যতিত ক ও খ হইবে না। ঐ সূক্ষ্মই কখ নামক বস্তু (Molecules)। ইহা হইতে পরমাণুর বিয়োগ কিছু-তেই অদ্য পর্য্যন্ত সাধিত হয় নাই।

সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রমাণিত হইবে যে পরমাণুর ও বিকার আছে; এমন কি পরমাণু নিজেই শক্তির বিকার মাত্র (Force)। অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ব্যতীত এই সূক্ষ্ম পদার্থের অনুভব হইতে পারে না। যোগাভ্যাসে ইন্দ্রিয়ের এই সূক্ষ্মতাসাধন হইয়া থাকে।

পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ কালে যে গতি উৎপাদিত হয় তাহাকে

তাপ জন্মে। তাপ ও আলোক এ উভয়ই গতির (motion এর) রূপান্তর বা বিকার। তাপযুক্ত পদার্থ মাত্রের পরমাণুতেই গতি অর্থাৎ আকর্ষণ বা বিশ্লেষণ উৎপাদিত হয়। গতিমান পদার্থ মাত্রেই সঞ্চলন হেতু স্বীয় শরীরস্থ পরমাণুতে বা পার্শ্বস্থ পদার্থে ঘর্ষণ দ্বারা তাপ উৎপাদিত হয়। আবার, ইহাও দেখা যায় যে অধিক উত্তপ্ত পদার্থ হইতে আলোক জন্মে, আলোকিত পদার্থ হইতেও তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু, কারণ ও অবস্থা বিশেষে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে; কারণান্তরে অল্পালোকযুক্ত পদার্থেও বেশী তাপ অনুভূত হয়, অতি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেও অত্যল্প তাপ থাকে।

যাহা হউক, এ সকলের তত্ত্ব নির্ণয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। ইহা জানিলেই হইল যে, আলোক ও তাপ ঘনিষ্ট বিষয় এবং উভয়েই গতির রূপান্তর মাত্র। গতির আরও রূপান্তর আছে যথা, তড়িৎ (elctricity) এবং দ্রব্যাকর্ষণ (magnetism)। গ্রহনক্ষত্রগণের গতিবিধিতেও এই চতুর্ব্বিধ বিকার-পদার্থ উৎপাদিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থ, ঘটনা বা ক্রিয়াসমূহ যে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এবং তৎপ্রভাব-সম্পন্ন নৈসর্গিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ অধীন তাহার সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডময়ই যোগ রহিয়াছে; এবং সেই হেতু গ্রহনক্ষত্রাদির গুণাগুণে বিশ্বাসস্থাপন কিম্বা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের দোষখণ্ডন কিছুমাত্রই অযৌক্তিক নহে। যখন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে (যথা তরু, লতা, কাচ, প্রস্তর, জীব, জন্তু সকলেতেই) প্রতিফলিত হইয়া বর্ণ উৎপাদন করিতেছে, অথবা রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া দ্রব্যান্তর বা দ্রব্যের অবস্থান্তর ঘটাইতেছে, তখন দূরদৃষ্টিলব্ধ অন্যান্য ফল-উৎপাদন বা তদ্বিনাশ যে তাহাতে হইবে না, কিম্বা তদুপযোগী দ্রব্যাদি ধারণ বা ক্রিয়া করণে যে অভিলষিত ফল উৎপন্ন হইবে না ইহা অজ্ঞতাভিমানীরাই বলিতে পারে। গ্রহশান্তির তাৎপর্য্য, শুভদিন ও লক্ষণাদির গণনা, এবং কোষ্ঠী চর্চ্চার যুক্তি বাস্তবিক ইহাই।

আলোক।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানতত্ত্ববিতেরা বলেন আলোকের কারণ ইথার নামক অত্ত সূক্ষ্ম ও ভারশূন্য পদার্থের তরঙ্গ (waves of ether)। কিন্তু এই ইথারের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই—ইহা অনির্ব্বাচ্য। A subtle imponderable fluid অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ও ভারশূন্য তরল পদার্থ বলিয়া ইহাকে কাঠালের আমসত্ত্ব অভিজ্ঞা দেওয়া হয় মাত্র। তাপ ও ইথারতরঙ্গ ; তড়িৎ ও ইথার-তরঙ্গ ; দ্রব্যাকর্ষণ ও (magnetism) ইথারতরঙ্গ ; জগৎই ইথার নামক অনীর্ব্বচনীয় পদার্থে ও তাহার তরঙ্গময়। এই তরঙ্গ-যুক্তির অন্তঃস্থলে আর্য্য ঋষি অতিপূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিলমুনি ন্যায়-দর্শনের ইন্দ্রিয়ব্যাখ্যা সমালোচনায় একথার অবতারণা করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবে তিনি (atomic theory) আলোকণা ও তাপকণাদ্বারা প্রভা এবং তাপোৎপত্তির যুক্তি ; আর তরঙ্গবাদ বা (undulatory theory) যাহাকে তাঁহারা কদম্ব-গোলক-ন্যায় (round waves) ও বীচিতরঙ্গ-ন্যায় (parallel waves) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে চর্চ্চা করিয়াছেন। বাস্তবিক এই ইথার-বিজ্ঞান বা অজ্ঞান লুকাইবার উপায়স্বরূপ subtle imponderable fluid, প্রকৃতির ইচ্ছাশক্তি বা অহংতত্ত্ব মাত্র, (self-assertion of matter or force by attraction and repulsion)। আর্য্য মতে আত্মা বা চৈতন্যসমন্বিত ত্রিগুণা (সত্ত্ব, রজ, তম) প্রকৃতির ইচ্ছা এবং অহঙ্কারই যাবতীয় শক্তি ও তৎকার্য্যের মূল কারণ ; এবং প্রকৃতির বাহ্য রূপই গতি এবং তদ্বিকার-সম্ভূত পদার্থ।

ইতিপূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, তাপ ও আলোকের কারণ ইথরের তরঙ্গ (Waves of Ether)। এই তরঙ্গ হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং ধীর, দ্রুত, এই দুই জাতীয় অবস্থাভেদে তাপ ও আলোকের কারণ হয়। স্থূলতঃ যাহা যত শ্বেত প্রভা বিকিরণ করে তাহার তাপজনকতা শক্তিও তত অধিক। যদি কোনও গৃহমধ্যে অল্পছিদ্রপথে সূর্য্যকিরণ আনিয়া নিম্নে জলপূর্ণপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি বেগুনি রঙের কাচ ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ কাচাবচ্ছিন্ন সূর্য্যকিরণে পাত্রস্থ জল কিছুমাত্র উষ্ণ বোধ হইবে না ; কিন্তু হরিদ্রা বর্ণের কাচ ধরিলে অতি অল্প উষ্ণতা অনুভূত হইবে। আর লোহিত বর্ণের কাচ ধরিলে যথেষ্ট

উষ্ণতা উপলব্ধ হইবে। শ্বেত কাচে সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ হইবে। বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্র সহযোগে বিবিধ বর্ণের তাপ জানিতে পারা গিয়াছে।

নাক্ষত্র জগৎ।

আমাদের নিকট হইতে গ্রহনক্ষত্র, ছায়াপথ, (galaxy or milky way) নেবুলা (nebula) প্রভৃতি এতই দুরবর্ত্তী যে, তাহা ধারণাতে আনাই কঠিন। যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩০০০ ক্রোশ, তাহাও নক্ষত্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে তিন বৎসর অতীত হইয়া যায়। আবার অতি দুরবর্ত্তী নক্ষত্র যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আলোক এ পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে নয় বৎসর অতীত হইয়া যায়। পৃথিবী হইতে নক্ষত্রগণ যতটুকু দেখায়, বাস্তবিক উহারা ততটুকু নহে, অতি প্রকাণ্ড। যে শ্বেত জ্যোতিঃ সমুদ্রবৎ প্রতিভাত হয় এবং ছায়াপথ নামে অভিহিত হয় বাস্তবিক উহা নক্ষত্রপুঞ্জ। অতি দুরবর্ত্তী ও জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াই ঐ রূপ দেখায়।

আকাশে যে সমস্ত বৃহত্তম নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের এক একটি চক্র আছে। ঐ চক্র মধ্যে যতগুলি নক্ষত্র থাকে তাহারা ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রের চক্রমধ্যস্থ (in the constellation) বলিয়া কথিত হয়।

নক্ষত্রদিগের কক্ষ অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় কক্ষে তাহারা নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। কোন্ নক্ষত্রে কি আছে, তাহাও বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্র সহ পরীক্ষা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে জানা যাইতে পারে।

অনেক সময়ে নক্ষত্রও গ্রহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়; যেমন, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এবং সেইজন্য পৃথিবীর সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত বলিয়া সূর্য্যাদি নক্ষত্র গ্রহ আখ্যা লাভ করিয়াছে। আমরা যে নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাই, উহা পৃথিবী হইতে অসীম দুরবর্ত্তী। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী দুই একটি নক্ষত্র, যাহা অধুনা দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাই মাত্র এস্থলে সংক্ষেপে লিখা যাইতেছে।

ইহা স্বীকার্য্য যে, বস্তু আপন দূরতা অনুসারে দ্রষ্টা সকাশে যথার্থ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখায়। নক্ষত্রগণ অতি দূরে বলিয়া আমরা উহা যে কত বড়, তাহা ধারণা করিতে পারি না। পরন্তু উহাদিগের দূরতা এবং দূরতানুমানে ক্ষুদ্রতার অনুপাতক্রমেই জানা যায় যে, আমাদিগের গ্রহগণ অপেক্ষা অনেকেই অতি বৃহৎ। ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্বিদগণ অসামান্য অধ্যবসায়বলে ধ্রুবক নামক এক নক্ষত্রের দূরতা ৪৪০০,০০০,০০০,০০০, এবং শ্রবণ তারার দূরতা ২০,১০০,০০০,০০০,০০০ যোজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্র বিশেষের দূরতা পৃথিবী হইতে ১৪,৮৫০,০০০,০০০,০০০, যোজন এবং অভিজিত নামক নক্ষত্রপুঞ্জের সর্ব্বপ্রধান নক্ষত্রের দূরতা ১,৪,৩০০,০০০,০০০,০০০, যোজন। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২৩,২৫০ যোজন হইলেও ঐ অভিজিত নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোকপাত হইতে কত দিন লাগে, ভাবিয়া দেখুন। একটি নক্ষত্র (Cetauri) পৃথিবী হইতে ১৯,০০০,০০০,০০০,০০০, মাইল দূরবর্ত্তী। উহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৩।০ বৎসর অতীত হইয়া যায়। ঐ হিসাবে অন্য একটি নক্ষত্র (Cygni) হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৯।০ বৎসর কাটিয়া যায়। জ্যোতিষী প্রোক্টার বলেন বক্ষ্যমাণ লিখিত ৫টি নক্ষত্রচক্রে (Constellation of Cygnus, Cassiopeia, Lacerta, Ursa Minor, and Draco.) আকাশের চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ আবৃত। উহাদিগের চক্রস্থ অগণ্য নক্ষত্রের ৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র আমরা মুক্তনেত্রে দেখিতে পাই। নক্ষত্রের গতিও বড় সামান্য নহে। প্রোক্টার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহাদিগের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ হইতে ৩০ মাইল। অতি দূরতা হেতু গতির হ্রাস ঘটে বলিয়া ইহাদের গতি মন্দ।

নক্ষত্রগণের দূরতানিবন্ধন উহাদিগের কক্ষপথ অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সকল নক্ষত্রের বর্ণ একরূপ নহে। যে নক্ষত্র যে প্রকৃতির পরমাণুতে উৎপন্ন, তাহার বর্ণও তদ্রূপ হইয়াছে। এই জন্য নীল, লোহিত, হরিদ্রা, বেগুনে, শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের দর্শন হয়। এমন নক্ষত্রও আছে, যাহাদের বর্ণ সময় বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়। সজরীস নামক নক্ষত্রের (Ursa Majoris) অগ্নিবর্ণ ৩৫ দিনে হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সকল নক্ষত্রের প্রকৃতি একরূপ নহে। কোনও নক্ষত্র কঠিন, কোনও নক্ষত্র নরম, কোনও নক্ষত্র তরল বা বাষ্পময়। আমাদিগের দৃষ্ট গ্রহগণ যে কারণে গতিপ্রাপ্ত

হইয়া আপন আপন কক্ষে আবর্ত্তিত হয়, নক্ষত্রগণও সেই নিয়মের অধীন। ব্রহ্মহৃদয় নামক নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত ও অনির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিচালিত যে অদ্য পর্য্যন্ত তাহার সম্যক ধারণা জ্যোতিষীগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিশুমার, বৃহৎ কুকুর, জম্বুক প্রভৃতি নক্ষত্র এত দূরবর্ত্তী যে, তাহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনবগত।

উল্কা।

যে সকল ধাতুময় পদার্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতিতে স্খলিত হইয়া যায় এবং অনন্ত গতিপথে পতিত হইয়া অতি বেগে নিকটস্থ গ্রহ নক্ষত্রে সংযুক্ত এবং কখনও বা গতিবশে জ্বলিয়া বায়ুতে মিশাইয়া যায়, তাহারই নাম উল্কাপিণ্ড।

গণনাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর গতিপথে প্রতিবৎসর ১৭ লক্ষ উল্কা পতিত হয়। উহাদের এক চতুর্থাংশও আমরা মুক্তনেত্রে দেখিতে পাই না। উহাদিগের গতি অতি অসাধারণ। দূরত্বের বৃদ্ধিতে গতির বৃদ্ধি। কোন স্খলিত উল্কা প্রথম সেকেণ্ডে যদি ২ মাইল যায়, তবে দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ২×২=৪ মাইল, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৩×৩=৯ মাইল, এইরূপ উত্তরোত্তর বর্গ হিসাবে অধিক পথ যাইবে। এই গতিবশাৎ ধাতুময় উল্কাসকল বায়ুর সহিত ঘর্ষণে জ্বলিয়া অগুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিশ্বব্যাপী বায়ুগর্ভে আপনায় অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে (তারিখ স্মরণ নাই) একদিন বৃষ্টি পতনের ন্যায় অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় তারকাবৎ পদার্থ আকাশ হইতে স্খলিত হইয়াছিল। নক্ষত্রপাত বা উল্কাপাত সর্ব্বদাই ঘটে কিন্তু এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। লোকে ইহাকে তারা খসা বা নক্ষত্রপাত বলে, কিন্তু সত্য সত্যই কি সেই স্খলিত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নক্ষত্র? তাহা নয়। একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বড়। আমাদের চক্ষে তাহা দেখিতে যত বড় দেখায় সেই অনুপাতক্রমে নক্ষত্রসমূহের দৃষ্ট অবয়ব ধরিয়া দেখিবেন সূর্য্যের তুলনায় তাহারা বড় ক্ষুদ্র নয়। পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বড় সূর্য্য যত বড় দেখায়, সেই অনুপাত অনুসারে পৃথিবী অপেক্ষা এক একটি নক্ষত্র যদি ১৪ গুণও বড় হয়, তাহা হইলেই এক নক্ষত্রপাত এ

পৃথিবীতে কুলায় কৈ? বাস্তবিক উহা নক্ষত্র নয়, উল্কাপিণ্ড। দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখা গিয়াছে কোটী কোটী উল্কামালা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়তই বিঘূর্ণিত হইতেছে। উল্কাপিণ্ড প্রস্তরময়। তাহাতে ন্যুনাধিক পরিমাণে গন্ধক, টীন, লৌহাদি মিশ্রিত আছে। উহারা গ্রহবিশেষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মণ্ডলাকারে অতি বেগে ঘুরিতেছে। যদি উহারা অতি ক্ষুদ্র না হইত এবং সূর্য্যের সুদূর ব্যবধানে ও পৃথিবীর আকর্ষণে না থাকিত তবে সূর্য্য উল্কাসমূহকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতে বাধা ছিল না। যখন উহারা ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের অতি দূরে ও অন্য গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখন দূরতাহেতু সূর্য্যের আকর্ষণচ্যুত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রহের অঙ্গে সংযোজিত হইয়া যায়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে যে সকল উল্কা পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ও প্রবল বেগে ঘূর্ণন জনিত-তাপে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড অত্যন্ত বৃহৎ, ভূতলে পতিত হইলেও তাহাদিগের তাপ ও দাহিকা শক্তি নষ্ট হয় না। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১৩ই নবেম্বর ফরাসি দেশে উল্কাপাত হওয়ায় একটি বৃহৎ শস্যাগার দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মানভূমি যে উল্কাপাত হইয়াছিল, তাহা শ্বেতবর্ণ এবং গন্ধক ও লৌহ মিশ্রিত। ঐ উল্কার পরিমাণ ৮ মণ। এই সকল উল্কার ক্ষয়াবশেষ দেখিয়া ভাবিয়া লও, ক্ষয় প্রাপ্তির পূর্ব্বে উহা কত বড় ছিল।

ধূমকেতু।

ধূম্রাভ আলোকপুচ্ছ নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের নাম ধূমকেতু। কিন্তু ঐ আলোকময় পুচ্ছ ব্যতীতও উহার দ্রষ্টব্য আর এক তেজোময় মস্তক আছে। সেই মস্তকের তেজ পুচ্ছে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই ঐ পুচ্ছ আমরা দেখিতে পাই। সাধারণতঃ ধূমকেতুর মস্তকের ব্যাস তিন হাজার এবং পুচ্ছের দৈর্ঘ্য পনর কোটী মাইল। ইহারাও গ্রহগণের ন্যায় স্ব স্ব পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু ইহাদিগের কক্ষ অতি বক্র বলিয়া ইহারা কখনও সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী আবার কখনও স্বীয় গতিবশে অতি দূরবর্ত্তী হইয়া পারে।

আইজক নিউটন অনুমান করিয়াছিলেন, উহাদেরও গতি নির্দ্দেশ করা

যাইতে পারে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ হলি (Halley) ধূম-কেতুর গতি স্থির করিতে প্রবৃত্ত হন। বহুদিন গণনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৬৮২ খৃঃ অব্দে যে ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩১ খৃঃ অব্দে এবং ১৬০৭ খৃঃ অব্দে উদিত হইয়াছিল, এবং ঐ কেতুই আবার ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে দৃষ্ট হইবে। এই কথায় সকলেই কৌতূহলের সহিত দিন গণনা করিতে থাকেন। নির্দ্দিষ্ট খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে জর্জ্জ পলিজ নামক একজন জর্ম্মান্ জ্যোতিষী ডেস্‌দন নগরে ঐ কেতু প্রথম দর্শন করেন। ইহাতে সকলেই একবাক্যে হলির প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ কেতু ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে আবার দেখা গিয়াছিল। এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ ধূমকেতু ১৯১১ খৃঃ অব্দে আবার উদিত হইবে।

ধূমকেতুর উদয় জগতের মহা অনিষ্টজনক। ধূমকেতু মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ও যুদ্ধবিগ্রহসময়ে উদিত হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত। ইহার সত্যতা অসত্যতা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে, পারিয়াছি তাহা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

আকাশমণ্ডলে নিত্য নিত্য গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় ভিন্ন কত কত ধূমকেতু কত কত উল্কা, কত কত উপল এবং কত কত পদার্থের যে উদয়াস্ত, ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার লক্ষাংশের একাংশও, মানব অনুসন্ধান করে না। যাহা তাহাদিগের সম্মুখে পড়িয়া যায়, তাহাই একবার ফিরিয়া দেখে, কিন্তু সে দর্শনও সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণের ফল নহে; সুতরাং যাহা চক্ষের সম্মুখে পড়ে, তাহাও আমরা ভাল জানি না। তবে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য নাক্ষত্রিকী ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশের যে অংশ মানবীয় দৃষ্টিপথে পতিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে মাত্র।

ধূমকেতু উদয়ের ফল।

১ম। ১০০৬	মুসলমানরাজ্যে খালিফের অতুল্য ক্ষমতাবিস্তার হিন্দুর ক্ষমতাহ্রাস এবং ইংলণ্ডে দিনেমার অভিজানের উদ্যোগ।
২য়। ১০৮২	ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর (The conqueror) উইলিয়মের রাজত্ব। (এই ধূমকেতু ইউরোপেই উদিত হয়)
৩য়। ১০৫৫	সর্ব্বত্রই সাম্য।
৪র্থ। ১২৩০	পূর্ব্বোক্ত ফল।
৫ম। ১৩০৫	সুইসের স্বাধীনতা পতাকা উড্ডয়ন। প্রথম এডোয়ার্ডের স্কটলণ্ডের প্রতি অত্যাচার।
৬ষ্ঠ। ১৩৮০	(কোন বিশেষ বিবরণ নাই)।
৭ম। ১৪৫৬	Constantinople কনস্তান্তিনোপল বা রূম-বিজয়।
৮ম। ১৫৩১	নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের পর মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি ও জ্ঞান-ধর্ম্মের যথার্থ ভিত্তি স্থাপন।
৯ম। ১৬০৭	গালিলিও ও কেপ্‌লার কর্ত্তৃক বিবিধ জ্যোতিষতত্ত্বের আবিষ্কার।
১০। ১৬৮২	ধূমকেতুর গতি নির্ণয়।
১১শ। ১৭৫৯	ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বঙ্গজয়। মুসলমানের রাজ্যলোপ। সুশাসনের সূত্রপাত।
১২শ। ১৮৩৫	দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদ ও ইংলণ্ডে রেলওয়ের উদ্ভাবন।

গ্রহগণের পরস্পর দূরত্ব।

সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্রহগণের পৃথিবী হইতে যে দূরতা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক। কেন না দেশান্তর, লম্বাংশাদি তদনুসারেই গণনা হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ৫১,৫৬৬ যোজন অর্থাৎ (৫১৫৬৬ × ৪) ৩০৬,২৬৪ ক্রোশ অন্তর।

২। বুধ পৃথিবী হইতে ১৬৬,০৩২ যোজন অর্থাৎ (১৬৬,০৩২ × ৪) ৬৬৪,১২৮ ক্রোশ অন্তর।

৩। শুক্র পৃথিবী হইতে ৪২৪,০৮৮ যোজন অর্থাৎ (৪২৪,০৮৮ × ৪) ১,৬৯৬,৩৫২ ক্রোশ অন্তর।

৪। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল ৬৮৯,৩৭৭ যোজন অর্থাৎ (৬৮৯,৩৭৭ × ৪) ২,৭৫৭,৫০৮ ক্রোশ অন্তর।

৫। মঙ্গল পৃথিবী হইতে ১,২৯৬,৬১৯ যোজন অর্থাৎ (১,২৯৬,৬১৯ × ৪) ৫,১৮৬,৪৭৬ ক্রোশ অন্তর।

৬। পৃথিবী হইতে বৃহস্পতি ৮,১৭৬,৫৩৮ যোজন অর্থাৎ (৮,১৭৬,৫৩৮ × ৪) ৩২,৭০৬,১৫২ ক্রোশ অন্তব।

৭। পৃথিবী হইতে ২০,৩১৯,০৭১ যোজন অর্থাৎ (২০,৩১৯,০৭১ × ৪) ৮১,২৭৬,২৮৪ ক্রোশ অন্তর।

৮। পৃথিবী হইতে মেষাদি রাশি সম্বলিত নক্ষত্রমণ্ডল ৪১,৩৬২,৬৫৮ যোজন অর্থাৎ (৪১,৩৬২,৬৫৮ × ৪) ১৬৫,৪৫০,৬৩২ ক্রোশ অন্তর।

গ্রহ	আপনার আবর্ত্তন কাল দিন, দ, প, বি,	এক রাশি ভোগকাল দি, দ,	দ্বাদশ রাশি ভোগকাল দি, দ, প, বি,	চন্দ্র সংখ্যা	আকার বিবরণ
রবি	১ | ০ | ০ | ০	৩০|০	৩৬৫|১৫|৩৯|৩২	০ *	উঃ দঃ চাপা
বুধ	১ | ০ |১২|৩০	১৮|০	২১৬| ০ | ০ | ০	০	সম্পূর্ণ
শুক্র	০ |২০|২২|২২	২৮|০	১৩৬| ০ | ০ | ০	০	গোল নহে
পৃথিবী	———	৩ |৫	১ | ০ | ০ | ০	১	উঃ দঃ চাপা
মঙ্গল	১ | ১| ১৪|১৫	৪৫|০	৫৪০| ০ | ০ | ০	২	ত্রিকোণ
বৃহস্পতি	০.|২৫| ০ | ০	৩৫৯|৫০	৪৩০৮|০| ০ | ০	৪	পদ্মাকার
শনি.	০ |২৫|৩০ | ০	২ | ৪৫	৩০ | ০ | ০ | ০	৮	খড়্গাকার
য়ুরেণস্	———	———	———	৮	———
নেপচুন	———	———	———	২	———
রাহু কেতু	———	———	———	———	———

দ্রষ্টব্য। শুক্রের বর্ষ পরিমাণ মতান্তরে ২০ | ২৩ | ৪৯ | ৭

বুধের রাশিভোগকাল ইংরাজি মতের সহিত মিলে না।

শনির বর্ষপরিমাণ সিদ্ধান্ত শিরোমণির মতে ২৯|১৬|২৩|৩২ বিপল।

নেপচুনের একটি চন্দ্র সর্ব্ববাদীসম্মত নহে।

* বলিতে বলা যায়, বুধাদি তাবৎ গ্রহই সূর্য্যের চন্দ্র।

অনেকের মতে য়ুরেণসের চন্দ্রসংখ্যা ৪ টি, বাকী ৪ টি নক্ষত্র।

ভোগকালাদি

গতির দিক নির্ণয়	দৈনিক গতি অং, ক, বি, অ।	দিনমান ঘ, মি, সে,।	সূর্য্য পরিবেষ্টন কাল ব, দি, দ,	বর্ষপরিমাণ দি, দ, প, বি,
প—পূ	০ |৫৯| ৮ | ১০	২৪| ০ | ০	——	৩৬৫|১৫|৩১|১২
,,		২৪| ৫ | ০	——	৮৮ | ০ | ০ |০
,,	,,	২৩|২১ | ০	০|২২৪|১৬	২৪|১৬|৪৯ | ৭
,,	,,	২৪| ০ | ০	০|৩৬৫| ১৫	৩৬৫|১৫|৩১|১২
,,	,,	২৪|৩৭|২৩	০ |৬৮৭| ০	৬৮৭| ০ | ০ | ০
,,	,,	——	১১|৩০০| ০	৪৩১৮|০ | ০ | ০
,,	,,	,,	২৯|১৬৫| ০	০৫৯০|০| ০"|৪৫১
,,	,,	,,	৪৮| ৬ | ০	১৭৭১২|০ | ০ |০
,,	,,	,,	১৬৪|২৩৭|০	৬০১২৭|০| ০ | ০
পূ—প	০|১১|৪৫|০	——	—— ——	——

দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্রসংখ্যা।

অনেকের মনে হইতে পারে, মেষাদি রাশির এরূপ নামকরণ হইল কেন ? অনেকে ভাবেন, ঐ সকল রাশি না জানি কি এক অদ্ভুত জীব। তাঁহাদিগের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য নক্ষত্রের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। মেষাদি রাশি আর কিছুই নহে, নক্ষত্রপুঞ্জ। রাশি-নক্ষত্রের সন্নিবেশ দৃষ্টে যে যে জীবের মূর্ত্তিকল্পনা করা যাইতে পারে, রাশিগণের নাম তদনুসারেই হইয়াছে। দ্বাদশরাশির নাম সংজ্ঞার অন্য কোন কারণ থাকিলেও স্থূল কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আপাততঃ দেখা যায় না। কতগুলি নক্ষত্রযোগে কোন্ রাশির কি নামকরণ হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তদ্দৃষ্টে রাশি সম্বন্ধে অন্য সকল ভ্রান্তবিশ্বাস বিদূরিত হইবে আশা করা যায়।

রাশি	নক্ষত্রসংখ্যা	রাশি	নক্ষত্রসংখ্যা
মেষ	৬৬	তুলা	৫১
বৃষ	১৪১	বৃশ্চিক	৪৬
মিথুন	৮৫	ধনু	৬৯
কর্কট	৮৩	মকর	৫১
সিংহ	৯৫	কুম্ভ	১৮
কন্যা	১১০	মীন	১১৩

এই সকল রাশিনামধেয় নক্ষত্রপুঞ্জ অচল বলিয়া বিখ্যাত বটে, কি উহাদিগেরও বাৎসরিক ৩ কলা করিয়া একটা সাধারণ গতি আছে।

গ্রহগণের অতিচারাদির হেতু।

পূর্ব্বে গ্রহগণের রাশিভোগের কাল নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। রাশিভোগ কালে সূর্য্যের অনুকূল অবস্থান হেতু কোনও গ্রহ শীঘ্র গতিতে অতি সত্বর রাশিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ইহার নাম অতিচার। যে গ্রহ ঐরূপ দ্রুতগতি লাভ করিয়া (নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা না রাখিয়া) রাশিকে অতিক্রমপূর্ব্বক চলিয়া যায়, তাহার নাম অতিচারী গ্রহ। অনুমান হয়, উচ্চনীচ গমন-যোগেই এইরূপ ঘটে। কিন্তু যদি কোনও গ্রহ অতিচারী হইবার পর, সময় থাকিতে স্বস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্ব রাশিতে প্রত্যাবর্ত্তিত না হইয়া তৎপর রাশিতে সংক্রামিত হয়, তবে তাহাকে মহাতিচারী গ্রহ বলে। যে বৎসর বৃহস্পতি মহাতিচারী হয়, সেই বৎসরকে লুপ্ত সম্বৎসর বলে।

অঙ্কপাত।

১। গ্রহগণের গতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, নিম্ন প্রকার নিয়মে করিতে হইবে। মনে করুন, কোন গ্রহের স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তনের কাল জানা আছে, স্বীয় আবর্ত্তনের পরিমাণও জানা আছে, দূরতা জানা আবশ্যক। ইহার নিয়ম যথা :—

ক নামক গ্রহের কাপনার কক্ষ আবর্ত্তন কাল ২ দিন। তাহার কক্ষ

পরিমাণ ১৭২,৮০০ যোজন। এক্ষণে কত দিনে তাহার আবর্ত্তনীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ক গ্রহ আবার সেই স্থানে আসিবে?

জানা আছে, ক নামক গ্রহের স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তনের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ২ মাইল। এখন ক গ্রহের আপন কক্ষ পরিমাণ কত? প্রতি সেকেণ্ডে ক গ্রহের গতি ২ মাইল হইলে, দুদিনে ক আপন কক্ষ আবর্ত্তন করে, অর্থাৎ একবার গড়াইয়া আইসে, অতএব প্রতি সেকেণ্ডে যদি ২ মাইল গতি হয়, তবে ২ দিবসে উহার পরিমাণ কত?

২ দিন × ২৪ ঘণ্টা = ৪৮ ঘণ্টা। ৪৮ ঘণ্টা × ৬০ মিনিট = ২,৮৮০ মিনিট। ২,৮৮০ মিনিট × ৬০ = ১৭২,৮০০ সেকেণ্ড। জানা গেল ক গ্রহের একবার আত্ম-আবর্ত্তন-কাল ১৭২,৮০০ সেকেণ্ড। ক গ্রহের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২ মাইল। অতএব ১৭২,৮০০ × ২ = ৩৪৫৬০০ মাইল। ক গ্রহ সূর্য্যকে যে পথে পরিবেষ্টন করে, তাহার পরিমাণ ১৭২,৮০০ যোজন। এখন ১৭২,৮০০ × ৪ = ৬৯১,২০০ ক্রোশ। ৬৯১,২০০ ক্রোশ × ২ = ১,৩৮২,৪০০ মাইল। ক গ্রহের আত্ম-আবর্ত্তন-পরিমাণ ৩৪৫৬০০ মাইল দিয়া, ১,৩৮২,৪০০ মাইলকে ভাগ করিলে ৪ হয়। জানা গেল, ক গ্রহের আত্ম আবর্ত্তন পরিমাণ হইতে সূর্য্যকে বেষ্টন করিবার পথ ৪ গুণ অধিক। ক ২ দিনে আপন কক্ষ আবর্ত্তন করে, অতএব উহার ৪ গুণ যে পথ, তাহা পরিভ্রমণ করিতে ক গ্রহের ৮ দিন লাগিবে। ইহাতে জানাগেল যে, ক গ্রহ ৮ দিনে সূর্য্যকে একবার পরিবেষ্টন করিয়া আইসে।

২। গ্রহগণের দৈনিক রাশি ভ্রমণের পরিমাণ জানিতে হইলে, নিম্নরূপে করিতে হইবে। ক গ্রহ ৮ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, পূর্ব্বে জানা আছে। এখন দেখিতে হইবে, রাশিচক্রের কত পরিমাণ ঐ গ্রহ প্রতিদিন অতিক্রম করিয়া যায়। জানা আছে, রাশিচক্রের পরিমাণ ৩৬০ অংশ। ক গ্রহ ঐ ৩৬০ অংশ ৮ দিনে অতিক্রম করে। অতএব ৩৬০ ÷ ৮ = ৪৪ অংশ। অতএব ক গ্রহের দৈনিক রাশি অশি অতিক্রমণ পরিমাণ ৪৫ অংশ।

৩। প্রতিগ্রহের সূর্য্য প্রদক্ষিণ কাল জানা আছে, উহাদিগের রাশি ভোগ কাল বাহির করিতে হইলে এইরূপ হইবে। ক নামক গ্রহ সূর্য্যকে ১ বৎসরে প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ এক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে এক বৎসর কাল লাগে। রাশি চক্রের পরিমাণ ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রি এবং এক এক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ। অতএব

আবর্ত্তনকাল ১ বৎসর অর্থাৎ ১২ মাসকে ১২ ভাগ (অর্থাৎ ১২ রাশি, ৩৬০÷১২=৩০ অংশ এক এক রাশি।) করিলে যে এক মাস হয়, উহাই ক নামক গ্রহের এক রাশি, অতিক্রম করিবার কাল।

৪। এক এক দিন গ্রহগণ রাশি চক্রের কতটুকু অংশ অতিক্রম করে, তাহা জানিবার আবশ্যক হইলে এইরূপ করিতে হইবে।—ক গ্রহের ১২ রাশি অর্থাৎ ৩৬০ অংশ অতিক্রম করিতে এক বৎসর লাগে; অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে ৩৬০ অংশ যায়। এখন দৈনিক হিসাব ৩৬০ কে ৩৬৫ ভাগ করিলেই হইবে। ৩৬০ কে ৩৬৫ দিয়া ভাগ করিলে ৫৯ কলা, ১০ বিকলা, ৪৭ অনুকলা হয়, অতএব জানা গেল, ক গ্রহ প্রতিদিন রাশিচক্রের ৫৯ কলা, ১০ বিকলা, ৪৭ অনুকলা অতিক্রম করে।

৫। গ্রহগণের আবর্ত্তনকাল জানা আছে, রাশি ভোগকাল বাহির করিতে হইলে এইরূপ করিতে হইবে।—

ক গ্রহের আবর্ত্তন কাল ১ বৎসর; অর্থাৎ ক গ্রহ যেমন সূর্য্যকে আবর্ত্তন করে, তদ্রূপ উহাকে ঐ সঙ্গে দ্বাদশ রাশিও অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু দ্বাদশ রাশির অবস্থান স্থান ও গ্রহের পরিভ্রমণ পথের তারতম্যে গতির কালান্তর ঘটে। পরন্তু দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের কালকে ১২ ভাগ করিলেই যে এক এক রাশি ভোগের কাল বাহির হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব প্রদর্শনীতে যে যে স্থানে কিছু লেখা নাই, সেই সেই স্থান পাঠকগণ স্বয়ং অঙ্ক করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে বসাইয়া লন, ইহাই প্রার্থনীয়।

গ্রহগণের বক্র-গতির হেতু।

তালিকায় মঙ্গলাদি গ্রহের যে বক্রগতি ও পরিমাণাদি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার বলবতী ইচ্ছা জ্যোতিষ শিক্ষার্থীর হইবারই কথা।

গ্রহগণ সূর্য্যের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, সুতরাং সূর্য্যের গতি ও স্থিতি অনুসারে গ্রহগণের যে গতির হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঐ সকল গ্রহগণের গতির হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ম, যথা:— অন্য গ্রহ যে রাশিতে থাকে, তাহার দ্বিতীয় রাশিতে অর্থাৎ ৬০ অংশের মধ্যে সূর্য্য থাকিলে শীঘ্রগতি, তৃতীয় রাশিতে অর্থাৎ ৯০ অংশের মধ্যে

থাকিলে সরল গতি, চতুর্থ রাশিতে অর্থাৎ ১২০ অংশের মধ্যে থাকিলে মন্দগতি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাশিতে অর্থাৎ ১২০ হইতে ১৮০ অংশের মধ্যে থাকিলে বক্রগতি, সপ্তম ও অষ্টম রাশিতে অর্থাৎ ১৮০ হইতে ২৪০ অংশের মধ্যে থাকিলে অতিবক্রগতি; নবম ও দশম রাশিতে অর্থাৎ ২৪০ হইতে ৩০০ অংশের মধ্যে থাকিলে পুনঃ সরলগতি এবং একাদশ ও দ্বাদশ রাশিতে অর্থাৎ ৩০০ হইতে ৩৬০ অংশে থাকিলে শীঘ্রগতি হয়। কোন গতিবিশিষ্ট চক্রের চারিদিকে অংশ চিহ্ন দিয়া রাশি, সূর্য্য ও গ্রহাদি স্থাপন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেই অতি সহজে এই গতিপ্রভেদ জ্ঞানগোচরে আসিবে।

জাতকে শুভ গ্রহগণ সরল ও বক্রগতিতে থাকিলে শুভ, এবং পাপগ্রহ ও লগ্নাধিপতি বক্রগামী হইলে গোচরে অশুভফল দিয়া থাকে।

গ্রহগণের উদয়াস্ত।

গ্রহগণ নিরন্তর রাশিচক্রকে অতিক্রম ও সূর্য্যেকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং সূর্য্যের যেমন উদয়াস্ত আছে, গ্রহগণেরও তদ্রূপ উদয়াস্ত আছে। ঐ উদয়াস্ত সূর্য্যের অপেক্ষা করে। সূর্য্য যে রাশির যত অংশে অবস্থিতি করেন, তাহার পূর্ব্বে থাকিলে গ্রহগণ পশ্চিম দিকে অস্ত এবং অল্পাংশে অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিলে পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়।

অর্থ-সামঞ্জস্য।

গ্রহগণের গতি, স্বীয় ভ্রমণের কাল ইত্যাদি গণনা ইংরাজি জ্যোতিষের তুলনায় হিন্দু-জ্যোতিষে অনেক হীন দেখা যায়। এমন কি, অনেক স্থলে বিসদৃশ বলিয়া ভ্রম বা সন্দেহ জন্মাইতে পারে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষ দিয়াই হিন্দুর ফলের বিচার। ইংরাজি জ্যোতিষ, তাহার নিকট শিক্ষা ও কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য। একথা বলিবার কারণ আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী-গণ অধুনা গণিত-জ্যোতিষের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং এক্ষণেও জ্যোতিষ্ক-গবেষণায় বিশেষ যত্নপর আছেন বটে; কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বাবিষ্কার

প্রশংসনীয় হইলেও সাংসারিক ফলের তুলনায়, অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রগণের সহিত মানবের যে যে গুঢ় সম্বন্ধ আছে তত্তৎ বিষয়ে অদ্যাপি যথেষ্ট ন্যূনতা দেখা যায়। তাহাদের গণিত-জ্যোতিষ পুষ্ট ও অভিনব ভূষণে ভূষিত হইলেও ফলের তাত্ত্বিকতায় অদ্যাপি বিলক্ষণ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। গ্রহগণ ইংরাজজ্যোতিষীর কৃপাবলে পরিমিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহারা মনুষ্যের উপর কর্তৃত্ব করে কি না, এবং যদি করে তবে কিরূপে, তাহা অদ্যাপি ইংরাজজ্যোতিষীগণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ দূরে থাকুক, ধারণাতেও আনেন নাই। এমন স্থলে লগ্ন স্ফুটাদি গণনা আমাদিগের মতে হিন্দু-জ্যোতিষ অনুসারেই করা উচিত। তবে যখন কেবল গ্রহগণের গতি বা আকস্মিক কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইবে, তখন আধুনিক বিলাতী জ্যোতিষের আশ্রয়গ্রহণ মন্দ নহে।

ইংরাজি জ্যোতিষ অনুসারে গ্রন্থের প্রথমেই গ্রহগণের বিবরণ দেওয়া গিয়াছে এবং লগ্নস্ফুটাদির জন্য পৃথিবী হইতে কোন্ গ্রহ কত দূর, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজি ও আর্য্য জ্যোতিষ হইতে গ্রহ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং নূতন যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। বারম্বার পাত না উল্টাইয়া এককালে প্রত্যেক গ্রহ সম্বন্ধে মূল জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিবার জন্য একটি প্রদর্শনী অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

(গণিত-জ্যোতিষ সম্পূর্ণ)

ফলিত জ্যোতিষ।

(Astrology)

"বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥"

অন্যান্য শাস্ত্র বিফল, কারণ তাহা বাগ্বিতণ্ডাময়; জ্যোতিষ শাস্ত্রই সফল, কারণ ইহাতে স্বয়ং চন্দ্র ও রবি সাক্ষী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আর্য্যজ্যোতিষের সৌরজগৎ নবগ্রহ সমন্বিত। সূর্য্যগ্রহ সেই নবগ্রহের একতর এবং গ্রহাধিপতি। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে জ্যোতিশ্চক্রে এই নবগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাস্তবিক সৌর প্রতাপ-হেতু গ্রহগণকে সচল, সমধিক উজ্জ্বল ও বলবান মনে করিয়া জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা হইয়াছে, এবং দ্বাদশরাশি ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র তজ্জাত ও তদধীন বলা হইয়াছে। সুতরাং আর্য্য-জ্যোতিষে প্রবেশপথ পাইতে হইলে আদৌ তিনটি বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা চাই; যথা, রাশি, নক্ষত্র ও লগ্ন। সবিতাদেবই এতাবতের নিয়ন্তা। জ্যোতির্ব্বচন প্রমাণ।

তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্।
রাশি গ্রহোড়ুসংঘাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা।

সৃষ্টির প্রাক্কালে বিশ্ব-সংসার অন্ধকারাবৃত ছিল, পরে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, মেষাদি দ্বাদশরাশি, নবগ্রহ ও নক্ষত্র সমূহ সৃষ্টি করিয়া সেই পরমপুরুষ ভগবান্ সূর্য্য-সংজ্ঞ হইয়াছিলেন।

রাশি।

এক্ষণে রাশি, নক্ষত্র ও লগ্ন বুঝা যাউক। সূর্য্য জগৎ পরিক্রমণ দ্বারা সর্ব্বত্র সকল দেখিতেছেন। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সূর্য্যসহ পৃথিবী, গ্রহগণ ও তারকামণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন বেগ ও গতিতে শূন্যে বিচরণ করিতেছে এবং বিভিন্ন-গতিবশাৎ আপেক্ষিকরূপে কেহ স্থির, কেহ চঞ্চল অনুভূত হইতেছে। গ্রহগণের গতি দুই প্রকার দৈনন্দিন ও সাম্বৎসর। কোন বর্ত্তুলাকার পদার্থ ভ্রামিত হইলে,

প্রথমে স্বকাণ্ড প্রদক্ষিণ করে এবং পরে পথ অতিক্রম করে। এই পথ গগনময়। গ্রহও তারকা-মণ্ডলী গগনের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং স্ব স্ব নিরূপিত পথে সঞ্চারিত।

স্থূলতঃ জ্যোতিষ্ক দুই প্রকার; গ্রহ ও নক্ষত্র। নক্ষত্রও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একের নাম রাশি অপর নক্ষত্র। তাহারা কেহ স্বতন্ত্র, কেহ বা দলবদ্ধ। এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জের দৃশ্যমান আকৃতি অনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মেষাদি দ্বাদশরাশি এক শ্রেণীর নক্ষত্রপুঞ্জ; অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী ইত্যাদি অপর এক শ্রেণীর নক্ষত্রপুঞ্জ। সূর্য্য যখন ভ্রমণ করিতে থাকেন, কিম্বা পৃথিবীর গতি হেতু তাঁহার কৃত্রিম ভ্রমণ প্রদর্শিত হয়, তখন চতুর্দ্দিকস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমান্বয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ জনগণের দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়া থাকে। সূর্য্য যখনই যেখানে উদিত হন, তখনই কোন না কোন নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁহার অভিমুখী থাকে। তাহাদের ক্রমনির্ণয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি দ্বাদশ নক্ষত্রই পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশ-নামানুসারে সূর্য্যোদয়কালে সর্ব্বপ্রথমে তদভিমুখী থাকে। এই নিমিত্তই প্রথমদৃষ্ট নক্ষত্রের নামানুসারে এক এক মাসের রাশি নির্ণীত হয়। যথা, সূর্য্যোদয়কালে মেষ নামক নক্ষত্রপুঞ্জ সম্মুখীন থাকে বলিয়া তাহা মেষরাশিযুক্ত বৈশাখমাস। এইরূপ জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা এরূপ অনুমান হয় যে, রশ্মি শব্দের অপভ্রংশই রাশি। দিবার সর্ব্বপ্রথমে যাহার উপর সূর্য্যরশ্মি-পাত হয়, সূর্য্য সেই রাশিই ভোগ করিতেছেন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দিবা রাত্রির পরিমাণ ৬০ দণ্ড। এই ৬০ দণ্ড সময় মধ্যে সূর্য্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, অথবা পৃথিবীর সমগ্র পৃষ্ঠ সূর্য্যালোক-বিভাসিত হয়। সুতরাং ক্রমান্বয়ে সমগ্র গগনের সকল দিকই দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা হইলে দ্বাদশটি রাশি-নামাভিহিত নক্ষত্রপুঞ্জই যে দিবারাত্রি মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সূর্য্য প্রতিদিবসই, অর্থাৎ ৬০ দণ্ড বা তাহার পুনরাবর্ত্তন সময় মধ্যে দ্বাদশ রাশিতেই রশ্মিপাত করেন বা তাহাদিগকে ভোগ করেন। এই চক্রাকারে আবর্ত্তন হেতু ইহাও জানা যায় যে, সূর্য্য যে রাশিতে উদিত হন, তাহা হইতে ক্রমপর্য্যায়ে গণিয়া সপ্তম রাশিতে অস্ত যান। কারণ, দিবা রাত্রির ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টার অর্দ্ধেক সময় তিনি আমাদের নিকট প্রভাসিত থাকেন; সুতরাং দ্বাদশরাশির অর্দ্ধেক ৬ রাশি ভোগান্তেই তিনি অস্তাগিত হইবেন। কিন্তু দিবা রাত্রির হ্রস্বতা দীর্ঘতা অনুসারে ইহার ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়।

রাশি নামক নক্ষত্রপুঞ্জের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণ নক্ষত্র নামে অভিহিত জ্যোতিষ্কের স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক। আর্য্য-জ্যোতিষে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, এই সপ্তবিংশতি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্র-সংজ্ঞ। সূর্য্যদেব জগৎ পরিভ্রমণে যেমন রাশিচক্র বা জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশরাশি অভিধেয় নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি রশ্মিপাত করিয়া তৎসংলগ্ন বা লগ্নযুক্ত হন এবং তাঁহাকে তত্তৎ লগ্নস্থ বলা যায়, সেইরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত ২৭ নক্ষত্র বা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁহার প্রক্রমপরিমিত দিবা রাত্রি মধ্যে নয়নপথে সমুদিত হয় বলিয়া সৌরজগৎকে নক্ষত্রোদয় অনুসারে তত্তৎ নক্ষত্রাশ্রিত বলা যায়; এবং যেহেতু তিনি প্রতিদিনই যাবতীয় রাশি ও নক্ষত্রযুক্ত হন, এবং কোন্ সময় কাহার সম্মুখীন বা সন্নিহিত হন, তাহাও নির্ণয় করা যায়, সেই হেতু এই সংযোগের ক্রমনির্ণয় দ্বারা বিভিন্ন নক্ষত্রাশ্রিত দ্বাদশ-রাশির ক্রমে বৎসরের বার মাস ও তাহাদিগের শুভাশুভ ফল গণনা সম্ভব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর একই পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশরাশি এবং তৎসম্বলিত নক্ষত্রপংক্তি প্রসূত হইয়া থাকে। যথা, সূর্য্যোদয়কালে প্রতিবৎসরই কোন বিশেষ কালচ্ছেদ বা মাসে (যেমন বৈশাখমাসে) প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে মেষ চিহ্নিত নক্ষত্র-পুঞ্জই দৃষ্ট হইবে এবং বিশাখা নামক নক্ষত্রও তৎকালে আবির্ভূত হইবে।

একজাতিয় তারকাবলীর নাম অনুসারে যেমন রাশির নামকরণ হইয়াছে, প্রসিদ্ধ কতিপয় নক্ষত্রের নামানুসারে তেমনি মাসের নামকরণ হইয়াছে। যথা, বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

লগ্ন।

রাশিতে সূর্য্য-রশ্মিপাত বা সূর্য্য সংযোগ হওয়ার নাম লগ্ন। সূর্য্য বা গ্রহগণ রাশিতে লগ্ন হন বলিয়াই ইহার নাম লগ্ন হইয়াছে। প্রতিদিনই ৬০ দণ্ড সময় মধ্যে দ্বাদশটি লগ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং এক একটি লগ্নের মান ২॥ দণ্ড বা ১ ঘণ্টা। কিন্তু প্রতিদিনই পৃথিবী বা সূর্য্য আপনকার সম্বৎসর গম্য পথে অগ্রসর হইতেছেন; সুতরাং প্রথম দিনের পর হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই স্থান বিশেষে উদয় রাশির দিবা-ভোগ অল্প এবং রাত্রি-ভোগ অধিক হইতেছে; অর্থাৎ দিবাতে লগ্নমান অল্প, রাত্রিতে অধিক।

প্রতিদিন সূর্য্যদেব সর্ব্বত্রই পর্য্যায়ক্রমে সকল রাশি ভোগ করেন, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য্যদেব পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করেন না, বরং অপেক্ষাকৃত স্থির আছেন এবং পৃথিবীই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সম্মুখে আপনার সমগ্র কলেবর প্রদর্শন করে। নতুবা কোন এক মাসের প্রতিদিনই সূর্য্যদেব পৃথিবীস্থ সকল ব্যক্তির নিকটই কোন এক বিশেষ রাশিতে অবস্থিত আছেন এরূপ দৃষ্ট হইত না। যখন আমাদের সূর্য্যোদয়ের পর পশ্চিমস্থ অপর লোকের সূর্য্যোদয় হইবে, এবং আমরা সূর্য্যকে মেষরাশিতে উদিত হইতে দেখিলে তাহারাও সেই মাসে তাহাই দেখিবে; কিন্তু তাহাদের নিকট উদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্য আমাদের চক্ষে মাত্র ছয় রাশি ভোগ করিয়াছেন সুতরাং সপ্তমে প্রবেশ করিতেছেন, আর অমনি আমাদিগের পশ্চিমস্থ লোকের নয়ন-গোচর হইলেন। অর্থাৎ তাহাদের নিকট উদয়-সময়ে তুলায় থাকিলেন। সুতরাং সেই মাসে তাঁহার উভয়ত্র মেষে উদয় যুক্তিসিদ্ধ হয় না। পৃথিবী সূর্য্য সমক্ষে আবর্ত্তিত হওয়ায় দিবা রাত্রি ক্রম হইতেছে, এরূপ ধরিলে ইহার অপেক্ষাকৃত ভাল মীমাংসা হয়; কারণ সূর্য্য মেষ সংযুক্ত থাকিলে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনে যে স্থান প্রথম তৎসম্মুখীন হইতেছে তথাকার লোকেরাই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। মেষরাশি ভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে অন্যান্য রাশি বা নক্ষত্রও প্রতিদিনই সকল স্থানের লোকের চক্ষে পর্য্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমাদের ৬০ দণ্ড বা ইংরাজি ২৪ ঘণ্টায় আমাদের দিবা রাত্রি

হয়। * এই ৬০ দণ্ড ব্যাপী গতি ও আবর্ত্তনে দ্বাদশ রাশি অনুসারে দ্বাদশটি লগ্নের উদয় হয়। যখন সূর্য্য রাশিচক্রের যে অবচ্ছেদ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অংশে সংলগ্ন হন, তখন সেই লগ্ন উপস্থিত হয়।

উদাহরণ।

যথা, সূর্য্য মেষলগ্নে প্রবেশ করিয়া, যে পর্য্যন্ত ঐ মেষ রাশির সীমা অতিক্রম করিয়া না যান, ততক্ষণ সূর্য্যের স্থিতি মেষ লগ্নে; এবং ঐ রাশি সীমা অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে মেষ লগ্নমান কহে। ঐরূপ মেষলগ্ন, মিথুন লগ্ন ইত্যাদি।

২। অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নিরূপণ।

যে দিনে যে সময়ের লগ্ন নির্ণয় করিতে হইবে, সেই মাসের যে রাশি হইবে, তাহা দিবাভাগে হইলে লগ্নের রাত্রিপ্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ ও তৎসহ উদয় লগ্নের পর পর লগ্ন সকল যোগ করিলে অভীষ্ট সময়ের লগ্ননির্ণয় হইবে। আর রাত্রির লগ্ন নির্ণয় করিতে হইলে ঐ লগ্নের দিবাপ্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া তাহার পর পর লগ্নের যোগ করিলে রাত্রির অভীষ্ট সময়ের লগ্ন স্থির হইবে।

৩। মাস লগ্ন।

বৈশাখ মাসের প্রথম, মেষ, পরে বৃষ, মিথুন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বৃষ, পরে মিথুনাদি দ্বাদশ রাশি; আষাঢ়ের প্রথম মিথুন, পরে কর্কটাদি; এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশির উদয়, এবং দ্বাদশ মাসের প্রতিদিন দ্বাদশ লগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সৌরমাসের রবিভুক্তির হিসাব কালে প্রতি মাসের প্রথম রাশিই ধরিতে হইবে।

* ঘণ্টাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে হোরা বলে।

উদাহরণ।

বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে প্রথম মেষ লগ্ন, পরে বৃষ, তৎপরে মথুন ইত্যাদি। রাশি চক্রের বক্রতা হেতু সকল লগ্নের সময় সমান নহে।

৪। রবির উদয়াস্তে দিন ও রাত্রিমান নির্ণয়।

রবি যে লগ্নে উদয় হন, তাহার সপ্তমে অস্তমিত হইয়া থাকেন।

উদাহরণ।

রবি যদি মেষলগ্নে উদয় হন, তবে তিনি উহার সপ্তম লগ্নে অর্থাৎ তুলায় অস্তগত হইবেন।

৫। রবিভুক্তি।

যে মাস যতদিনে হইবে, সেই মাসের উদয় লগ্নকে তত ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ প্রতিদিনে প্রবিষ্ট হইবে। ইহার নাম রবিভুক্তি। আর অস্তলগ্নের ঐ হিসাবে যাহা হয়, তাহার প্রতিভাগ রাত্রে প্রবিষ্ট হয়।

৬। লগ্নমান।

মেষাদি অচল নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য্যপথে দিবারাত্রি উদিত হইতেছে। সূর্য্যোদয়-সীমা-সমরেখায় কোন রাশি-উদিত হইয়া যতকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যসম্মুখস্থ বা নয়ন গোচর থাকে সেই সময় সেই রাশির লগ্নমান। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে প্রথমে মেষ-রাশির সন্দর্শন লাভ করিয়া রবি ঊর্দ্ধগগনে অগ্রসর হইতে থাকিলে যতক্ষণে মেষরাশি অতিক্রান্ত ও বৃষরাশি পূর্ব্বদিকে উদিত না হইবে ততক্ষণ মেষরাশির সীমা। সুতরাং মেষরাশি উদিত হইয়া বৃষের উদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহাই মেষরাশির লগ্নমান। প্রত্যেক রাশির কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থান সমূহের লগ্নমান নিম্নে দেওয়া গেল।

মেষ	৪।৮	তুলা	৫।৩৭
বৃষ	৪।৫১	বৃশ্চিক	৫।৪১
মিথুন	৫।২৯	ধনু	৫।১৭
কর্কট	৫।৪০	মকর	৪।৩২
সিংহ	৫।৩৩	কুম্ভ	৩।৫৬
কন্যা	৫।২৯	মীন	৩।৪৭

দেশানুসারে বিষুব রেখার নৈকট্যদূরত্বাদির তারতম্যে রবিচ্ছায়ার যেমন তারতম্য ঘটে, রাশি সকলের লগ্নমানও তদনুসারে তত্তদ্দেশে ন্যূনাধিক হয়। যে কোনও দেশের বিশুদ্ধ লগ্নমান স্থির করিবার প্রণালী এই অধ্যায়ের অন্যত্র বলা গিয়াছে।

হোরা।

৭। হোরাবিভাগ।

লগ্নমানকে অর্থাৎ লগ্ন যত দণ্ড যত পল, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করাকে হোরা বিভাগ বলে। সাধারণ হিসাবে ৬০ দণ্ডে পৃথিবী আহ্নিক আবর্ত্তনে দ্বাদশরাশি অতিক্রম করে, সুতরাং (৬০ ÷ ১২) প্রতিরাশির অতিক্রম-কাল ৫ দণ্ড এবং ঐ হোরা বিভাগে উহার অর্দ্ধেক ২½ দণ্ড। ২½ দণ্ড এক ঘণ্টার পরিমাণ, সুতরাং হোরা ও ঘণ্টা একই পদার্থ। সূক্ষ্ম গণনায় কিন্তু সকল রাশির লগ্নমান সমান হয় না। কেন না পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, এবং মেরুদণ্ড কিঞ্চিৎ হেলান বলিয়া দিবারাত্রির পরিমাণ অসম। এমন কি কোন স্থানে (যথা লাপলণ্ডে) ক্রমাগত ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি। সুতরাং সেই সেই লগ্নই এক দিনে রহবার গগনের বিপরীত দিকে ক্রমান্বয়ে উদিত হইয়া থাকে।

৮। হোরা সংজ্ঞা।

রাশির অর্দ্ধাংশকে হোরা বলে। তন্মধ্যে সমরাশির প্রথমাংশ সূর্য্যের হোরা, দ্বিতীয়াংশ চন্দ্রের হোরা এবং বিষম রাশির প্রথমাংশ চন্দ্রের হোরা, শেষাংশ সূর্য্যের হোরা।

কোন্ রাশির কোন্ অংশ কাহার হোরা, ১ম চিত্রের পঞ্চম ঘরে তাহা লিখিত আছে। আরও সুবিধার জন্য নিম্নে লিখিত হইল। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ, এই ছয়রাশির প্রথমাংশ সূর্য্যের হোরা, শেষাংশ চন্দ্রের হোরা, এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন, ছয় রাশির প্রথমার্দ্ধ চন্দ্রের এবং শেষার্দ্ধ সূর্য্যের হোরা।

উদাহরণ।

কলিকাতার অয়নাংশ মতে মেষ রাশির লগ্নমান ৪।৮ পল, উহার অর্দ্ধাংশ ২।৪ পল। অতএব এই ২।৪ পল এক এক হোরার পরিমাণ, সুতরাং উহার প্রথমাংশ সূর্য্যের এবং দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের হোরা। যদি কোন শিশু মেষ রাশির প্রথম ২।৪ পলের মধ্যে জন্মে, তবে ঐ বালক মেষরাশির সূর্য্যের হোরায় জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। উহার পর জন্মিলে চন্দ্রের হোরায় জন্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

দ্রেক্কাণ।

৯। দ্রেক্কাণ সংজ্ঞা।

রাশিকে তিন অংশ করিলে তাহার এক এক অংশ দ্রেক্কাণ হয়। অর্থাৎ প্রতিরাশি ৩০ডিগ্রি, অতএব ৩০ ÷ ৩ = ১০ ডিগ্রি। সুতরাং প্রতি দ্রেক্কাণের অংশ পরিমাণ ১০ ডিগ্রি। প্রতি রাশি তাহা হইলে তিন দ্রেক্কাণে বিভক্ত হইল। ঐ এক এক দ্রেক্কাণের অধিপতি এক এক গ্রহ।

১০। দ্রেক্কাণ বিভাগ।

এক এক রাশির লগ্নমানকে তিন ভাগ করিলে এক এক ভাগকে কালকে দ্রেক্কাণ বলে। যে রাশির লগ্নমানকে তিন ভাগ করা যায়, সেই রাশির বিভক্ত তৃতীয়াংশকে ঐ রাশির দ্রেক্কাণ বলে।

উদাহরণ।

মনে করুন মেষের লগ্নমান ৪।৮ পল। ৪।৮ ÷ ৩ = ১।২২।৪০ বিপল। অতএব মেষের দ্রেক্কাণ ১।২২।৪০ বিপল। গণনায় প্রথম, দ্বিতীয় কি তৃতীয় দ্রেক্কাণ, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক।

১১। দ্রেক্কাণাধিপতির নিয়ম।

যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, ঐ রাশির প্রথম দ্রেক্কাণেরও সেই অধিপতি। ঐ রাশির পঞ্চম রাশিতে যে গ্রহ আধিপত্য করে দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের সেই অধিপতি; এবং প্রথমোক্ত রাশির নবম রাশিতে যে গ্রহ আধিপত্য করে সেই তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি।

উদাহরণ।

মনে করুন, মঙ্গল গ্রহ মেষরাশিতে আছে। মঙ্গল মেষরাশির অধিপতি বলিয়া মেষের অধিকৃত ৩০ অংশ স্থানের প্রথম ১০ অংশ তাহারই অর্থাৎ মঙ্গলের অধিকৃত। উহার পঞ্চম রাশি সিংহ। সিংহ রাশির অধিপতি রবি, অতএব মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ ১০ অংশের অধিপতি রবি। আর মেষ রাশির নবম রাশি ধনু। উহার অধিপতি বৃহস্পতি, সুতরাং মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণ ১০ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ। এই রূপ সমস্ত রাশির দ্রেক্কাণাধিপতি নির্ণয় করিবেন। ১ম চিত্রে সকল দ্রেক্কাণের অধিপতিই লিখিত আছে।

১২। দ্রেক্কাণের কালগণনা

কোন্ রাশির দ্রেক্কাণের পরিমাণ কত; শিক্ষার সুবিধার জন্য তাহা কসিয়া দেওয়া গেল। দ্রেক্কাণের কাল পরিমাণ তিন অংশেই সমান, অতএব উহার একটিমাত্র লিখিলেই হইবে।

প্রদর্শনী (ক)

রাশির নাম	সম্পূর্ণ ভোগ কাল	দ্রেক্কাণ সময়	
মেষ	৪।৮	১।২২।৪০	বিপল
বৃষ	৪।৫১	১।৩৭।০	বিপল

রাশির নাম	সম্পূর্ণ ভোগ কাল	দ্রেকাণ সময়	
মিথুন	৫।২৯	১।৪৯।৪০	বিপল
কর্কট	৫।৪০	১।৫৯।২০	বিপল
সিংহ	৫।৩৩	১।৫১।২০	বিপল
কন্যা	৫।২৯	১।৪৯।৪০	বিপল
তুলা	৫।৩৭	১।৫২।২০	বিপল
বৃশ্চিক	৫।৪১	১।৫৩।৪০	বিপল
ধনু	৫।১৭	১।৪৫।৪০	বিপল
মকর	৪।৩২	১।৩০।৪০	বিপল
কুম্ভ	৩।৫৬	১।১৮।৪০	বিপল
মীন	৩।৪৭	১।১৫।৪০	বিপল

১৩। দ্রেকাণের অধিপতি নির্ণয়

কোন্ রাশির কোন্ দ্রেক্কাণের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা সুবিধার জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

প্রদর্শনী (খ)

রাশির নাম	রাশির অধিপতি	১ম দ্রেকাণ অধিপতি	২য় দ্রেকাণ অধিপতি	৩য় দ্রেকাণ অধিপতি
মেষ	মঙ্গল	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শুক্র	শনি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি

রাশির নাম	রাশির অধিপতি	১ম দ্রেকাণ অধিপতি	২য় দ্রেকাণ অধিপতি	৩য় দ্রেকাণ অধিপতি
মকর	শনি	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

ইহার আরও সংক্ষেপ বিবরণ ১ম চিত্রের ষষ্ঠ ঘরে দেখিবেন। রাশিকে তিন ভাগ করিয়া উহাতে দ্রেক্কাণাধিপতি গ্রহগণের নাম লিখিত আছে।

নবাংশ।

১৪। নবাংশ

লগ্নমানকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে এক এক ভাগকে নবাংশ বলে। যে লগ্নমানকে ভাগ করা যায়, প্রথম অংশ তাহারই নবাংশ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। যেমন মেষের নবাংশ, কি বৃষের নবাংশ ইত্যাদি।

১৫। নবাংশ বিভাগ

রাশিকে নয় ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশকে নবাংশ বলে। কোন্ রাশির কোন্ নবাংশের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা অতি সহজে বুঝিবার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শনী করিয়া দেওয়া গেল।

প্রত্যেক নবাংশের স্থান পরিমাণ ৩০÷৯=৩⅓ অংশ। অতএব প্রতি নবাংশের স্থান পরিমাণ ঐ ৩⅓ অংশ।

প্রদর্শনী (গ)

রাশির নাম	১ম নবাংশাধিপ	২য় নবাং	৩য় নবাং	৪র্থ নবাং	৫ম নবাং	৬ষ্ঠ নবাং	৭ম নবাং	৮ম নবাং	৯ম নবাং
মেষ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
বৃষ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু

রাশির নাম	১ম নবাংশাধিপ	২য় নবাং	৩য় নবাং	৪র্থ নবাং	৫ম নবাং	৬ষ্ঠ নবাং	৭ম নবাং	৮ম নবাং	৯ম নবাং
মিথুন	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
কর্কট	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
সিংহ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
কন্যা	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
তুলা	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
বৃশ্চিক	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
ধনু	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
মকর	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
কুম্ভ	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
মীন	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ

স্ফুটরূপে বোধের জন্য ১ম চিত্র দেখুন। কোন্ রাশির নবাংশের অধিপতি কোন্ কোন্ গ্রহ, তাহা ঐ চিত্রের ৫ম ঘরে লিখিত আছে। যে রাশির যে নবাংশে শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে ঐ রাশির সেই নবাংশাধিপ গ্রহের নবাংশে জাত বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

মনে করুন, কোন বালক মেষলগ্নের ২৫ পল পরে জন্মিয়াছে। ঐ জাত বালক মেষলগ্নের কোন্ নবাংশে জন্মিয়াছে, এবং ঐ নবাংশের অধিপতি কে, তাহা জানিতে হইলে, এই রূপে স্থির করিবেন :—

মেষলগ্নের মান ৪।৮ পল। ইহাকে ৯ ভাগ করিলে প্রতি ভাগ ২৭ পল, ৩৩⅓ বিপল হয়। অতএব মেষলগ্নের নবাংশ পরিমাণ ঐ ২৭ পল ৩৩⅓ বিপল। শিশু ২৫ পল পরে জন্মিয়াছে, সুতরাং প্রথম নবাংশের ২৭ পল ৩৩⅓ বিপলের মধ্যেই তাহার জন্ম হওয়ায়, এবং মঙ্গল মেষরাশির প্রথম নবাংশের অধিপতি হওয়ায় ঐ বালক মেষলগ্নের প্রথম নবাংশে অর্থাৎ মঙ্গলের নবাংশে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

রাশির নবাংশ গণনা।

শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাশির নবাংশ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

প্রদর্শনী (ঘ)

রাশির নাম	রাশির ভোগকাল	নবাংশ ভোগকাল। দং	পং	বি	অনুপল
মেষ	৪।৮	০	২৭	৩৩	২০
বৃষ	৪।৫১	০	৩২	২০	০
মিথুন	৫।২৯	০	৩৬	৩৩	২০
কর্কট	৫।৪০	০	৩৭	৪৬	৪০
সিংহ	৫।৩৩	০	৩৭	০	০
কন্যা	৫।২৯	০	৩৬	৩৩	২০
তুলা	৫।৩৭	০	২৬	২৬	৪০
বৃশ্চিক	৫।৪১	০	৩৭	৩৩	২০
ধনু	৫।১৭	০	৩৫	১৩	২০
মকর	৪।৩২	০	৩০	১৩	২০
কুম্ভ	৩।৫৬	০	২৬	১৩	২০
মীন	৩।৪৭	০	২৫	১৩	২০

দ্বাদশাংশ।

১৭। দ্বাদশাংশ

রাশিকে দ্বাদশভাগে বিভাগ করিলে তাহার প্রতি ভাগকে দ্বাদশাংশ বলে। প্রতি রাশির নির্দিষ্ট মানকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে, সেই রাশির যে অধিপতি, প্রথম অংশেরও সেই গ্রহ অধিপতি হয়। তৎপরস্থ অংশ সকল দ্বাদশ রাশির পর পর যে অধিপতি, ঐ অংশ সকলেরও পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকে।

মেষরাশির লগ্নমান ৪।৮ পল। ইহাকে ১২ দ্বারা ভাগ করিলে প্রতি ভাগ ২০ পল ৪০ বিপল হয়। এই প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি মঙ্গল, বৃষরাশির অধিপতি শুক্র, অতএব পূর্ব্ব নিয়মানুসারে মেষরাশির দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধি

পতি শুক্র; মিথুনের অধিপতি বুধ, অতএব মেষরাশির তৃতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি বুধ। এইরূপ সমস্ত গণনা করিবেন।

১ম চিত্রের চতুর্থ ঘরে রাশির দ্বাদশাংশ ও তাহার অধিপতি লিখিত আছে। উহা দেখিলেই জানা যাইবে। সুবিধার্থ বিস্তৃত বিবরণ নিম্ন প্রদর্শনীতে লিখিত হইল।

প্রদর্শনী (ঙ)

রাশির নাম	১ম দ্বাদং অধিপতি	২য় দ্বাং	৩য় দ্বাং	৪র্থ দ্বাং	৫ম দ্বাং	৬ষ্ঠ দ্বাং	৭ম দ্বাং	৮ম দ্বাং	৯ম দ্বাং	১০ম দ্বাং	১১শ দ্বাং	১২শ দ্বাং
মেষ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ
বৃষ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ
মিথুন	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র
কর্কট	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ
সিংহ	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র
কন্যা	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি
তুলা	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র
ধনু	বৃহ	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ
মকর	শনি	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ
কুম্ভ	শনি	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহঃ	শনি
মীন	বৃহ	মঙ্গ	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	রবি	বুধ	শুক্র	মঙ্গ	বৃহ	শনি	শনি

১৮। রাশিমানের দ্বাদশাংশ গণনা

সুবিধার জন্য কোন্ রাশির দ্বাদশাংশ ভোগকাল কত, তাহা কষিয়া দেওয়া গেল।

প্রদর্শনী (চ)

রাশির নাম	ভোগকাল দং পং	দ্বাদশাংশ ভোগকাল দণ্ড পল বিপল
মেষ	৪।৮	০।২০।৪০
বৃষ	৪।৫১	০।২২।৩৫

রাশির নাম	ভোগকাল দং।পং	দ্বাদশাংশ ভোগকাল দণ্ড পল বিপল
মিথুন	৫।২৯	০।২৭।২৫
কর্কট	৫।৪০	০।২৮।২০
সিংহ	৫।৩৩	০।২৭।৪৫
কন্যা	৫।২৯	০।২৭।২৫
তুলা	৫।৩৭	০।২৮।২৫
বৃশ্চিক	৫।৪১	০।২৬।২৫
ধনু	৫।১৭	০।২৬।২৫
মকর	৫।৩২	০।২২।৪০
কুম্ভ	৩।৫৬	৩১৯।৪০
মীন	৩।৪৭	০।১৮।৫৫

ত্রিংশাংশ।

১৯। ত্রিংশাংশ গণনা।

অংশমানকে ত্রিশ ভাগ করিলে উহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। অংশমানের নামানুসারে ত্রিংশাংশেরও নামকরণ হয়। যেমন মেষের ত্রিংশাংশ, বৃষের ত্রিংশাংশ ইত্যাদি।

২০। রাশির ত্রিংশাংশ বিভাগ।

রাশিকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ বলে। এই ৩০ ভাগের এক এক ভাগ পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য অংশের ন্যায় এক এক গ্রহের অধিকৃত নহে। অধিকার তারতম্য হেতু প্রত্যেক গ্রহের অধিকৃত অংশ পৃথক ভাবে লিখিত হইল।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ, এই ৬টি বিষম রাশি। এই সকল রাশির ৩০ ভাগের প্রথম পাঁচ ভাগের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় ৫ ভাগের অধিপতি শনি, তৎপরস্থিত ৮ ভাগের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরস্থিত ৭ ভাগের অধি-

পতি বুধ এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগের অধিপতি শুক্র। সম রাশি বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ৬টি। এই সকল রাশির ৩০ ভাগের প্রথম ৫ ভাগের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয় ৫ ভাগের অধিপতি বুধ, তৎপরস্থিত ৮ ভাগের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরস্থিত ৭ ভাগের অধিপতি শনি এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগের অধিপতি মঙ্গল। ইহার বিশেষ বিভাগ ১ম চিত্রের তৃতীয় ঘরে দ্রষ্টব্য।

২১। লগ্নমানের ত্রিংশাংশ গণনা।

ত্রিংশাংশ গণনায় অনেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয় বলিয়া আমরা প্রত্যেক রাশির ত্রিংশাংশ নিম্নে কসিয়া দিলাম।

প্রদর্শনী (ছ)

রাশি নাম	লগ্নমান দং পং	ত্রিংশাংশ ভোগকাল পং বিং
মেষ	৪।৮	৮ । ১৬
বৃষ	৪।৫১	৯ । ৪২
মিথুন	৫।২৯	১০। ৫৮
কর্কট	৫।৪০	১১। ২০
সিংহ	৫।৩৩	১১। ৬
কন্যা	৫।২৯	১০ । ৫৮
তুলা	৫।৩৭	১১ । ১৪
বৃশ্চিক	৫।৪১	১১ । ২২
ধনু	৫।১৭	১০ । ৩৪
মকর	৪।৩২	৯ । ৪
কুম্ভ	৩।৫৬	৭ । ৫২
মীন	৩।৪৭	৭ । ৩৪

হোরা, ক্ষেত্র, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতি অংশের এক এক গ্রহ অধিপতি হয়, এবং জাতকে গ্রহগণের প্রকৃতি অনুরূপ ফল দান করিয়া থাকে। ইহার অন্য নাম ষড়বর্গ। বিশেষ বিবরণ ও বর্গোত্তমাদি পার্শ্বসংলগ্ন প্রদর্শনীতে দেখিবেন।

গতি

২২। গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল।

গ্রহগণ স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ দ্বারা দ্বাদশ রাশিতে নিয়ত উদিত হইতেছে। ঐ পরিভ্রমণের কাল রাশিগণের ধীর ও দ্রুতগতি অনুসারে হ্রাস ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। এক নক্ষত্র হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্রে আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল। আর ঐ কালকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক রাশি অতিক্রমণের কাল নির্ণীত হয়। প্রত্যেক গ্রহের সমগ্র রাশি-চক্র ভ্রমণের ও এক এক রাশি ভ্রমণের কাল সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে লিখিত হইল।

প্রদর্শনী (জ)

গ্রহের নাম.	রাশিচক্র ভ্রমণের কাল	একরাশি ভ্রমণের কাল
রবি	১ বৎসর	১ মাস
চন্দ্র	২৭ দিন	২ দিন ১৫ দণ্ড
মঙ্গল	৫৪০ দিন	৪৫ দিন
বুধ	২১৬ দিন	১৮ দিন
বৃহস্পতি	১২ বৎসর	১ বৎসর
শুক্র	৩৩৬ দিন	২৮ দিন
শনি	৩০ বৎসর	২ বৎসর ৬ মাস
রাহু	১৮ বৎসর	১½ বৎসর
কেতু	১৮ বৎসর	১½ বৎসর

উপরে যে প্রতি গ্রহের এক এক রাশি ভোগের বিষয় লিখিত হইল, আবশ্যক হইলে ভাগ করিয়া উহাদের রাশির নক্ষত্র ভোগকাল, নবাংশ ভোগকাল দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ভোগকাল জানা যাইবে।

উদাহরণ।

মনে করুন রবি একমাসে মেষরাশি অতিক্রম করেন। মেষরাশিতে ৯ পাদ নক্ষত্র (অশ্বিনীর ৪ পাদ, ভরণীর ৪ পাদ ও কৃত্তিকার ১ পাদ) আছে। অতএব ঐ ৩০ দিনকে ৯ ভাগ করিলে যে ৩ দিন ২০ দণ্ড হয় উহাই রবির প্রতি নক্ষত্রের একপাদ ভ্রমণের কাল। অতএব প্রতি নক্ষত্র ভ্রমণের কাল, (প্রতি নক্ষত্র ৪ পাদে) ঐ ৩ দিন ২০ দণ্ড × ৪ = ১৩ দিন ২০ দণ্ড। নক্ষত্রের একপাদ ভ্রমণকাল ও নবাংশ-ভ্রমণকাল একই। যদি দ্বাদশাংশ জানিতে চাহেন, প্রতি রাশিকে ১২ ভাগ করিবেন। ত্রিংশাংশ জানিতে চাহেন, ৩০ ভাগ। সুবিধার জন্য নিম্নে একটি প্রদর্শনী দেওয়া গেল। প্রতি রাশির ভোগকালের অর্দ্ধাংশকে হোরা বলে।

প্রদর্শনী (ঝ)

গ্রহের নাম	একরাশি ভোগকাল	হোরা ভোগকাল	দ্রেক্কাণ ভোগকাল	নবাং ভোগকাল	দ্বাদং ভোগকাল	ত্রিংশাং ভোগকাল
রবি	১ মাস	১৫ দি	১০ দি	৩দি২০দ	২দি১৫দ	১ দিন
চন্দ্র	২দি১৫দ	১দি৭½দ	৪৫দ	১৫ দ	১১দ	৪দ ৩০ প
মঙ্গল	৪৫দি	২২দি ৩০দ	১৫দি	৫দিন	৩দি৪৫দং	১দি৩০দ
বুধ	১৮দি	৯দি	৬দি	২দিন	১দি৩০দ	৩৬দ
বৃহ	১ব	৬মাস	৪মা	১মাস১০দি	১মাস	১২দিন
শুক্র	২৮দি	১৪দি	৯দি২০দ	৩দি৬দ৪০প	২দি২০	৫৬দ
শনি	২ব৬মাস	১৫মাস	১০মাস	৩মাস১০দি	২মাস১৫দি	১মাস
রাহু	১½ব	৯মাস	৬মাস	২মাস	১মাস৫দি	১৮দিন
কেতু	১½ব	৯মাস	৬মাস	২মাস	১মাস৫দি	১৮দিন

দ্রষ্টব্য। ব = বৎসর। দি = দিন। দ = দণ্ড। প = পল। মা = মাস।

কাল পরিমাণ। বৎসরের পরিমাণ ৩৬০, মাস ৩০ দিনে।

১৩। গ্রহগণের গতি

পূর্ব্বে যে রাশিভ্রমণে গ্রহগণের গতির ন্যূনাতিরেক পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ গ্রহগণের গতির তারতম্য। ঐ গতির নিয়ম এইরূপ,—

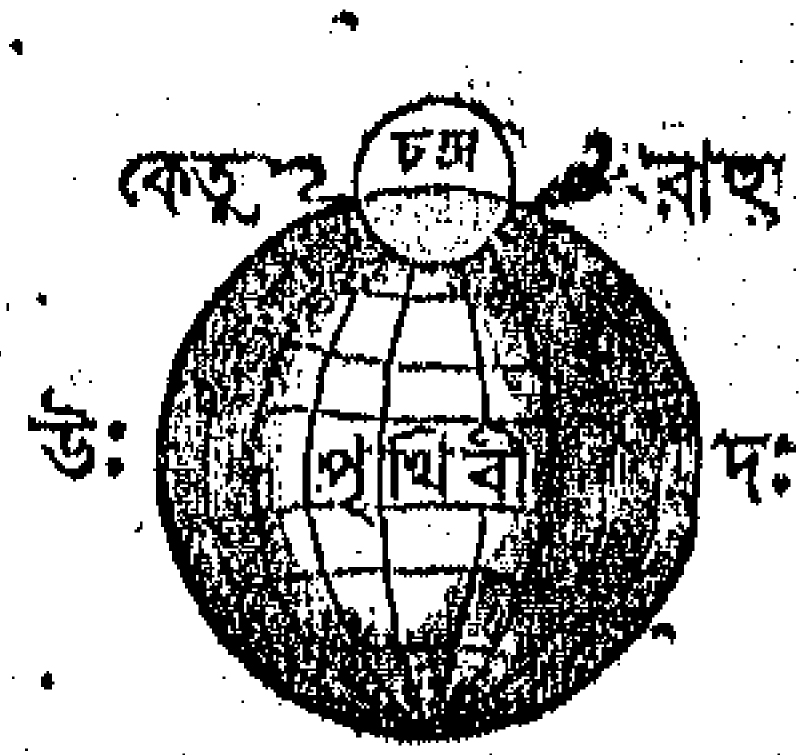
গ্রহগণ সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ (৬০ ডিগ্রী) শীঘ্রগামী, তৃতীয় অংশ (৬১ হইতে ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) সমগামী, চতুর্থ অংশ (৯১ হইতে ১২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) মন্দগামী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশ (১২১ হইতে ১৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) বক্রগামী, সপ্তম ও অষ্টম অংশ (১৮১ হইতে ১৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) অতিবক্রগামী, নবম ও দশম অংশ (২৪১ হইতে ৩০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) সরলগামী, এবং একাদশ ও দ্বাদশ অংশ (৩০১ হইতে ৩৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত) গ্রহগণ পুনরায় বক্রগামী হয়। *

---

* সূর্য্যমুক্তাগ্রহাঃ শীঘ্রাস্তথাচার্কে দ্বিতীয়গে।
সমাস্তৃতীয়গে জ্ঞেয়া মন্দভানৌ চতুর্থগে॥
বক্রাস্যুঃ পঞ্চষষ্ঠের্কে অতিবক্রা নগাষ্টগে।
নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ॥
দ্বাদশৈকাদশে স্থর্য্যে লভন্তে শীঘ্রতাং পুনঃ।
রবিস্থিত্যং শকস্ত্রিংশঃ বুধে সংখ্যাত্র কল্পতে॥
রাহু কেতু সদা বক্রৌ শীঘ্রগৌ চন্দ্রভাস্করৌ॥

১৪। রাহুকেতুর গতি

রাহু ও কেতু বাস্তবিক গ্রহ নহে। উহারা চন্দ্রের গমনীয় পথ ও পৃথিবীর গমনীয় পথের সংযোগবিন্দুস্থ ছায়া গ্রহ। ঐ গমনীয় সংযোগ স্থলের উত্তর দিকের পাতের নাম কেতু ও দক্ষিণ দিকের পাতের নাম রাহু। অয়ন মণ্ডলের সংযোগ স্থল হইতে চন্দ্রের গমনীয় পথ ১৯ ডিগ্রী। সুতরাং ১৯ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড কাল উহারা পশ্চাতে পিছাইয়া পড়ে



এবং ১৮ বৎসর ২২৮ দিন ৬ হোরায় উক্ত সংযোগ স্থলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তিত

হয়। এজন্য ঐ সময় গতে পুর্ণিমাদি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে যে দিনে হইয়াছিল, এখন হইতে আবার তদ্রূপ হয়। এই জন্যই ১৯ বৎসরের পর পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্রাদি একরূপ হইয়া থাকে।

২৫। গ্রহগণের কক্ষ

(ইংরাজি মতে)

গ্রহগণ সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং সূর্য্যের গতিতে গতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিনিয়ত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। উহাদিগের ঐ সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিবার কাল একরূপ নহে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে

মঙ্গলের	৩২১ দিন	১৭ হোরা	৩০ মিনিট	৪১ সেকেণ্ড
বুধের	৮৭ দিন	২৩ ,,	১৫ ,,	৪৯ ,,
বৃহস্পতির	১১ব ৩১৪ দি	২০ ,,	২ ,,	৭ ,,
শুক্রের	২২৪ দি	১৬ ,,	৪৯ ,,	৭ ,,
শনির	২৯ ব ১৬৬ দি	২৩ ,,	১৬ ,,	৩২ ,,
পৃথিবীর	৩৬৫ দি	৬ ,,	৯ ,,	১০ ,,

সময় লাগে। ইহাই গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার কাল।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ নিজে স্বীয়-কক্ষে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গ্রহগণের একবার আপন আপন আবর্ত্তনের কাল নিম্নে দেখিবেন।

মঙ্গলের স্বীয় আবর্ত্তনকাল	২৪ হোরা	৩৭ মিনিট	২৩ সেকেণ্ড
বুধের	২৪ ,,	৩৭ ,,	২৩ ,,
বৃহস্পতির	৯ ,,	৫৫ ,,	২১ ,,
শুক্রের	২৩ ,,	২১ ,,	২ ,,
শনির	১০ ,,	২৯ ,,	১৭ ,,
পৃথিবীর	২৩ ,,	৫৬ ,,	৪ ,,

২৭। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি

ইংরাজিজ্যোতিষে চন্দ্র গ্রহ নাম পায় নাই, চন্দ্র উপগ্রহ। চন্দ্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ না করিয়া ৭ দিন ৭ হোরা (ঘণ্টা) ৪৩ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে একবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে, এবং সূর্য্য তাঁহার স্বীয় কক্ষে ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিটে একবার আবর্ত্তিত হন।

গ্রহবল।

২৮। বর্ষবল

গ্রহগণ বর্ষের অধিপতি হইলে সাধারণ বল অপেক্ষা এক পাদ অধিক বলবান হয়।

২৯। বর্ষাধিপ নির্ণয়ের নিয়ম

যে শকাব্দার বর্ষাধিপ নির্ণেয়, সেই শকের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে দুই যোগ করিবেন। পরে ঐ রাশিকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সংখ্যাস্থ গ্রহ বর্ষাধিপ। এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র, ৩এ মঙ্গল, ৪এ বুধ, ৫এ বৃহস্পতি, ৬এ শুক্র। রাহু, কেতু শনি বর্ষাধিপ হয় না।

৩০। গ্রহগণের সাধারণ বলাবল।

গ্রহগণ আপন মূচ্চাংশে, তুঙ্গে, মূল ত্রিকোণে, মিত্রগৃহে, স্বীয়ক্ষেত্রে, হোরায়, দ্রেক্কাণে, নবাংশে ও ত্রিংশাংশে থাকিলে স্বীয় স্থানে বলবান বলা যায়; অর্থাৎ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সকল স্থানে যখন গ্রহগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

গ্রহগণ আপন উচ্চাংশে শ্রেষ্ঠ বলী, মূল ত্রিকোণে ও স্বক্ষেত্রে, মধ্যবলী এবং শুভগ্রহের দৃষ্টিতে ও মিত্রগৃহে কথঞ্চিৎ অধিক বলী হইয়া থাকে।

প্রমাণ।

তৃতীয়ে দশমেচৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা।
অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্ত্তিতা॥
চতুর্থে চাষ্টমেচৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্প্যতে॥
তৃতীয়ে দশমেবার্কঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ।
ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥

পাদৈকদৃষ্টির্দ্দশমস্তৃতীয়ে
দ্বিপাদদৃষ্টির্নব পঞ্চকে তু।
ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে তু।
সংপূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্যাৎ॥

সুতমদননবান্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ সুরারে-
র্যুগলদশমরাশৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদম্।
সহজরিপুশ্চতুর্থে চাষ্টমে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ
স্থিতিভবনমুপান্ত্যং নৈবদৃশ্যংহি রাহোঃ।
ত্রিদশে সূর্য্যপুত্রস্য ত্রিকোণে চ বৃহস্পতৌ।
চতুরস্রে মহীজস্য পূর্ণা দৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

৩১। দ্রেক্কাণে গ্রহগণের বল

স্ত্রীসংজ্ঞক গ্রহ চন্দ্র ও শুক্র প্রথম দ্রেক্কাণে, নপুংসক গ্রহ শনি ও বুধ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে, এবং পুরুষ-গ্রহ মঙ্গল, রবি ও বৃহস্পতি তৃতীয় দ্রেক্কাণে বলবান্ হন।

৩২। গ্রহগণের দিগ্বল

লগ্নের দশম স্থানে মঙ্গল ও রবি থাকিলে দক্ষিণ দিগ্বল, লগ্নের সপ্তম স্থানে শনি থাকিলে পশ্চিম দিগ্বল এবং লগ্নের চতুর্থ স্থানে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে উত্তর দিগ্বল হয়।

৩৩। গ্রহগণের চেষ্টাবল

মকর হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত, যে কোন রাশিতে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, চন্দ্র বা শুক্র থাকিলে চেষ্টাবলে বলীয়ান হয়॥ আর কর্কট হইতে ধনু পর্য্যন্ত যে কোন রাশিতে শনি থাকিলে বলবান হয়। বুধ, কি পূর্ব্বোক্ত রাশি কি পরোক্ত রাশি, সর্ব্বত্রই বলবান থাকে।

৩৪। গ্রহগণের পক্ষবল

চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র শুক্লপক্ষে বলবান, এবং রবি, শনি, মঙ্গল এবং পাপযুক্ত বুধ কৃষ্ণপক্ষে বলবান হয়।

৩৫। চন্দ্রবল

শুক্ল-প্রতিপৎ হইতে দশমী পর্য্যন্ত চন্দ্র মধ্যবলী, দ্বিতীয় দশাহে পূর্ণ বলী; এবং তৃতীয় দশাহে অল্পবলী।*

৩৬। গ্রহগণের ঋতুবল

শিশিরে শনি, বসন্তে শুক্র, গ্রীষ্মে মঙ্গল ও রবি, বর্ষায় চন্দ্র, শরতে বুধ এবং হেমন্তে বৃহস্পতি বলবান হইয়া থাকে।†

---

* এই মত যবনাচার্য্যের।

† শনি শুক্র কুজেন্দুজ্ঞ গুরবঃ শিশিরাদিষু

ভবন্তি কাল বলিনো গ্রীষ্মে সূর্য্যস্তথৈব চ।

৩৭। দিবারাত্রিতে গ্রহগণের বলাবল

দিবা ও রাত্রির প্রতি ১২ ঘণ্টাকে ৩ ভাগ করিলে ৪ ঘণ্টা করিয়া সময় হয়। প্রভাত হইতে প্রথম ৪ ঘণ্টায় বুধ, দ্বিতীয় ৪ ঘণ্টায় রবি এবং তৃতীয় ৪ ঘণ্টায় শনি, আর রাত্রির সন্ধ্যা হইতে প্রথম ৪ ঘণ্টায় চন্দ্র, দ্বিতীয় ৪ ঘণ্টায় শুক্র এবং তৃতীয় ৪ ঘণ্টায় মঙ্গল বলবান হয়। এই বলের পূর্ণ পরিমাণ ৬০ কলা। বৃহস্পতি সর্ব্বদাই পূর্ণবলী (৬০ কলা)।

৩৮। গ্রহগণের স্থানবল

গ্রহগণ যে রাশিতে থাকে, ফলাফল তখন তদ্রূপ হয়, অর্থাৎ রাশিচক্রে স্থিতিকালে গ্রহগণ পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী হয়, ততই পৃথিবীর প্রতি তাহাদিগের আধিপত্য বৃদ্ধি হেতু সুফল বা কুফলের আধিক্য হইয়া থাকে। কোষ্ঠির দৃষ্টি-সন্নিবেশ চক্রে এই স্থানবলই অধিকতররূপে গৃহীত হয়; অর্থাৎ স্থূলতঃ এই স্থানবলানুসারেই সাধারণ কোষ্ঠির ফল লিখিত হইয়া থাকে।

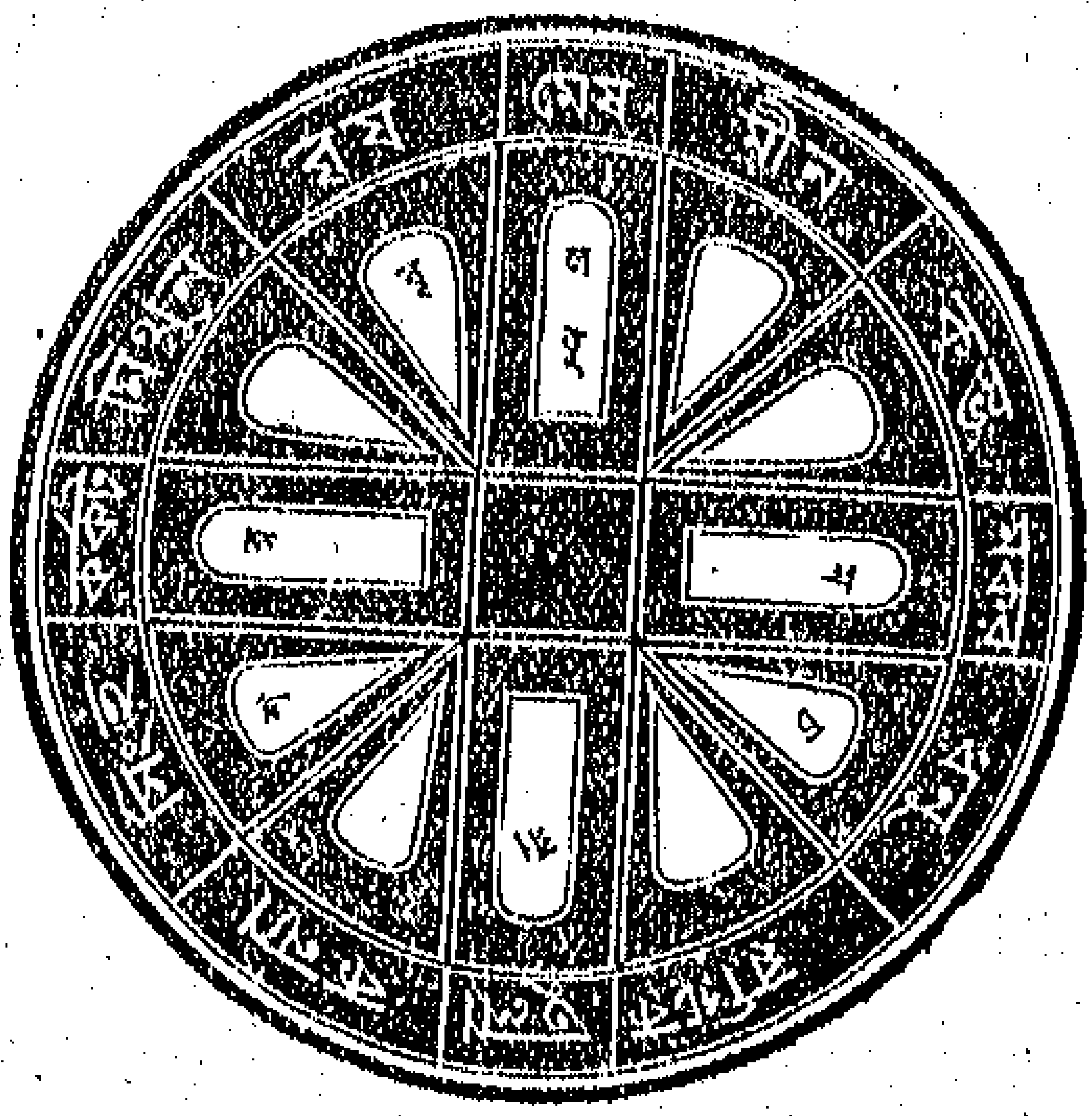
প্রমাণ

কেন্দ্রস্থান্ প্রবলান্ রাশীন্ মধ্যান্ পনফরাশ্রিতান্।
আপক্লীম গতান্ গার্গিঃ সর্ব্বান্ হীনবলান্ বদেৎ॥

কেন্দ্রস্থিত রাশি পূর্ণবল, পনফরস্থিত রাশি মধ্যবল এবং আপক্লীমস্থিত রাশি হীনবল।

লগ্ন, তাহার চতুর্থ রাশি, সপ্তম রাশি ও ১০ম রাশি কেন্দ্রসংজ্ঞা। গ্রহগণ ঐ রাশিস্থ হইলে, পূর্ণবলী হয়। পূর্ণ বলের সংখ্যা ৬০ কলা। লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ রাশি পনফর সংজ্ঞা। ঐ রাশিস্থ গ্রহ ...লপরিমাণ সংখ্যা ৩০ কলা। আর লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও ...পোক্লীম সংজ্ঞা। ঐ সকল রাশিস্থ গ্রহ হীনবলী হয়। ...লা।

দ্বিতীয় চিত্র।



উদাহরণ

যদি কোন ব্যক্তির রাশিচক্র উপরের চিত্রবৎ হয়, তবে উহার বলাবল নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিবেন।

প্রদর্শনী (ঞ)

গ্রহ	লগ্নের কোন স্থানে আছেন	সংজ্ঞা	বল	বলপরিমাপ
বুধ	লগ্নে	কেন্দ্র	পূর্ণ	৬০
বৃহস্পতি	দ্বিতীয়ে	পনফর	মধ্য	৩০
রবি	চতুর্থে	কেন্দ্র	পূর্ণ	৬০
শনি	পঞ্চমে	পনফর	মধ্য	৩০
রাহু	সপ্তমে	কেন্দ্র	পূর্ণ	৬০
শুক্র	অষ্টমে	পনফর	মধ্য	৩০
চন্দ্র	নবমে	আপোক্লীম	হীন	১৫০
মঙ্গল	দশমে	কেন্দ্র	পূর্ণ	৬০

৩৯। গ্রহগণের বলের হ্রাসবৃদ্ধি।

শুক্লা প্রতিপৎ হইতে শুভ গ্রহগণের বল প্রতিদিন ৪ পল করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণবল ঘটে, এবং কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে ক্রমাগত ৪ পল করিয়া হ্রাস হইয়া অমাবস্যার দিন শুভগ্রহগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর পাপ গ্রহগণের কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে ৪ পল বল বৃদ্ধি ঘটিয়া অমাবস্যায় পূর্ণ বল ঘটে, এবং শুক্লা প্রতিপৎ হইতে ৪ পল করিয়া প্রতি দিন কমিয়া পূর্ণিমায় তাহাদের সম্পূর্ণ বলহানি ঘটে।

৪০। গ্রহগণের ক্ষেত্রবল।

গ্রহগণ নানা রাশিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও প্রত্যেক গ্রহের এক একটি নির্দ্দিষ্ট রাশি আছে, তথায় ঐ গ্রহের বল বৃদ্ধি হয়। এই জন্য ঐ রাশি ঐ গ্রহের ক্ষেত্র (গৃহ) নামে নামিত হইয়া থাকে।

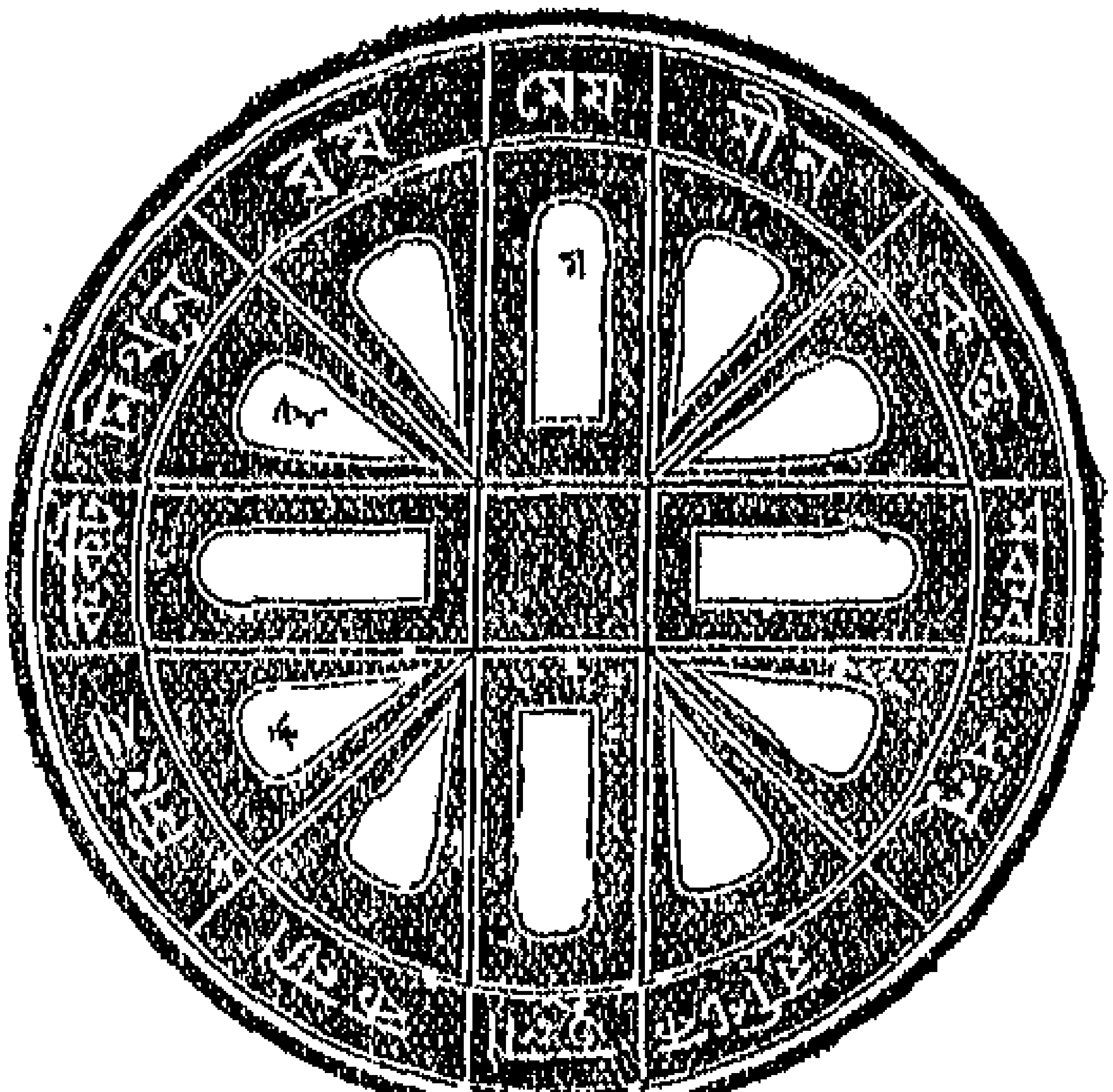
প্রমাণ

কুজ শুক্র বুধেন্দ্বর্ক সৌম্যশুক্রাবনীভুবাং।
জীবার্কি ভানুজে জ্যানাং ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ॥

নিয়ম

মেষ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের, বৃষ ও তুলা শুক্রের, মিথুন ও কন্যা বুধের, কর্কট চন্দ্রের, সিংহ রবির, ধনু ও মীন বৃহস্পতির এবং মকর ও কুম্ভ শনির স্বক্ষেত্র। স্পষ্টার্থ পার্শ্ব সংলগ্ন চিত্র দেখুন। উহার দ্বিতীয় ঘর গ্রহগণের ক্ষেত্র।

তৃতীয় চিত্র।



উদাহরণ।

উপরে চিত্রে দেখুন, মঙ্গল মেষ রাশিতে আছে এবং বুধ মিথুন রাশিতে আছে। বলা হইয়াছে, মেষ রাশি মঙ্গলের এবং মিথুন রাশি বুধের স্ব ক্ষেত্র। অতএব এই রাশিচক্রে মঙ্গল ও বুধ ক্ষেত্রবলে বলী। শনি সিংহ রাশিতে আছে, সিংহ রাশি শনির স্বক্ষেত্র নহে, সুতরাং শনি ঐ রাশিতে বলবান নহে।

শত্রুমিত্র।

৪১। গ্রহগণের নৈসর্গিক শত্রুমিত্র জ্ঞান।

সকল গ্রহ সমান বলবান নহে। আবার রাশি চক্রস্থ গ্রহ যদি মিত্র গ্রহের ক্ষেত্রে থাকে, তবে যেমন অধিকতর বলবান হয়, শত্রু গৃহে থাকিলে যে তেমন হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব গ্রহগণের কোন্ গ্রহ শত্রু বা মিত্র, তাহার একটি প্রদর্শনী নিয়ে দিতেছি।

প্রদর্শনী (ট)।

গ্রহ	মিত্র গ্রহ	শত্রু গ্রহ	সমগ্রহ
রবি	চন্দ্র	শুক্র	
	মঙ্গল		বুধ
	বৃহস্পতি	শনি	
চন্দ্র	বুধ		
			মঙ্গল
	রবি		
মঙ্গল	রবি		
		বুধ	শনি
	চন্দ্র		
বুধ	বৃহস্পতি		বৃহস্পতি
	রবি	চন্দ্র	শুক্র
	শুক্র		শনি
বৃহস্পতি	রবি	বুধ	
	চন্দ্র		শনি
	মঙ্গল	শুক্র	
শুক্র	বুধ	রবি	বৃহস্পতি
	শনি	চন্দ্র	মঙ্গল
শনি	বুধ	রবি	
		মঙ্গল	বৃহস্পতি
	শুক্র		
রাহু	শুক্র	চন্দ্র	
	শনি	মঙ্গল	
কেতু	রবি	শুক্র	
	চন্দ্র		
	মঙ্গল	শনি	

প্রমাণ।

নৈসর্গিক মিত্র।

মিত্রাণি সূর্য্যচ্ছশি-ভৌমজীবা
সূর্য্যেন্দুজৌ সূর্য্যশশাঙ্কজীবা।
আদিত্যশুক্রৌ রবিচন্দ্র ভৌমা
বুধার্কজৌ চন্দ্রজ ভার্গবৌ চ॥
সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিদ্
বুধঃ শশী সৌমসিতৌ রবীন্দু।
রবীন্দুভৌমা রবিতস্তু মিত্রা
মিত্রারি শেষশ্চ সমঃপ্রদিষ্টঃ॥

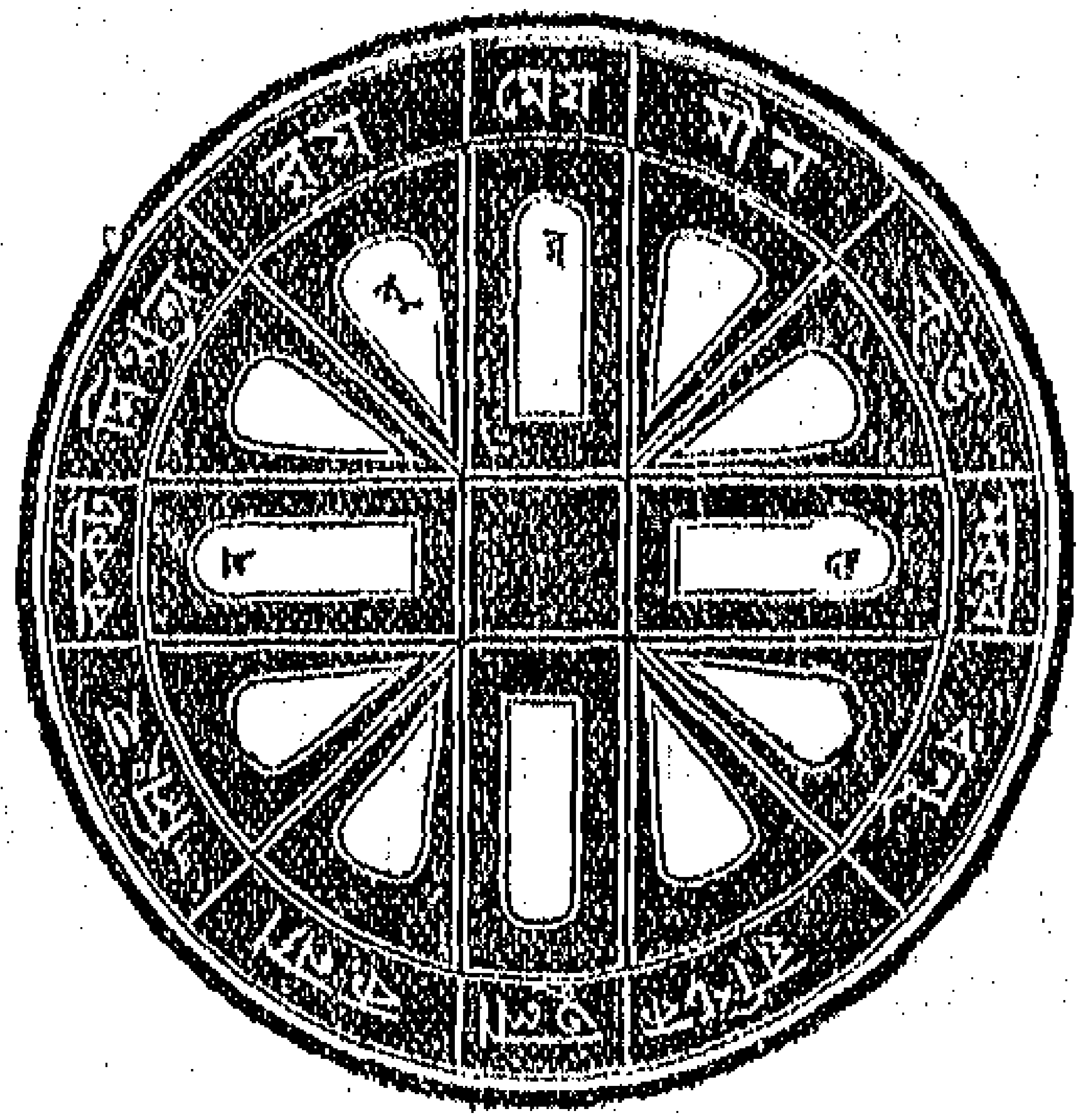
৪২। গ্রহগণের তাৎকালিক শত্রুমিত্র জ্ঞান।

জন্মকালে কোন্ গ্রহ শত্রু ও মিত্র ভাবে আছে, তাহা জানিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে। জন্মের সময়কালের মিত্রামিত্রকেই তাৎকালিক শত্রুমিত্র কহে।

নিয়ম।

জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে থাকে, সেই রাশি হইতে গণনা করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশিতে যে গ্রহ থাকে, তাহারা পরস্পর স্বাভাবিক মিত্রস্থলে তাৎকালিক অধিমিত্র হইবে। যদি স্বাভাবিক সম হয়, তবে ঐ অবস্থায় থাকিলে সম না হইয়া মিত্র হইবে, এবং যদি স্বাভাবিক শত্রু হয়, তবে ঐ অবস্থায় থাকিলে শত্রু না হইয়া সম হইবে।

চতুর্থ চিত্র।



উদাহরণ

উপরের চতুর্থ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। উহাই যেন কোনও বালকের রাশিচক্রের অংশ।

চিত্রেতে দেখুন,জন্মকালে রবি মেষরাশিতে আছেন,উহার চতুর্থ রাশি কর্কটে মঙ্গল আছেন, মঙ্গল রবির স্বাভাবিক মিত্র, এক্ষণে তৎকালিক ফল দান কালে মঙ্গলকে অধিমিত্র বলিতে হইবে। রবির দ্বিতীয় রাশিতে বুধ আছে। বুধ রবির স্বাভাবিক সমগ্রহ, কিন্তু এস্থলে তাৎকালিক মিত্র বলিতে হইবে। রবির দশমে শুক্র আছে। শুক্র রবির স্বাভাবিক শত্রু হইলেও এক্ষণে তাৎকালিক সম গ্রহ বলিতে হইবে।

উচ্চ নীচ।

৪৩। গ্রহগণের উচ্চনীচ কথন।

গ্রহগণ রাশিচক্রের স্থান বিশেষে ও রাশি বিশেষে প্রবেশ করিলে ঐ চক্রস্থ রাশির স্থান বিষয়ের আপেক্ষিকতা থাকায় গ্রহগণ উচ্চনীচ সংজ্ঞা লাভ করিয়া উচ্চনীচ ফল দান করে। অতএব কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিস্থ হইলে কি প্রকারে উচ্চনীচ ফল দান করে, তাহা লিখিত হইতেছে।

পঞ্চম চিত্র।



উপরোক্ত চিত্রের ৫ম ঘর গ্রহগণের উচ্চ স্থান এবং ৬ষ্ঠ ঘর নীচ স্থান।

সূর্য্যের উচ্চস্থান মেষ রাশি। চন্দ্রের উচ্চস্থান বৃষ রাশি, মঙ্গলের উচ্চ-স্থান মকর রাশি, বুধের উচ্চস্থান কন্যা রাশি, বৃহস্পতির উচ্চস্থান কর্কট রাশি, শুক্রের উচ্চস্থান মীন রাশি, শনির উচ্চস্থান তুলা রাশি, কেতুর উচ্চস্থান ধনু রাশি ও রাহুর উচ্চস্থান মিথুন রাশি। অর্থাৎ ঐ সকল গ্রহ ঐ সকল রাশিস্থ হইলে গ্রহের উচ্চস্থানস্থ অর্থাৎ তুঙ্গী বলা যায়। আর গ্রহের উচ্চস্থান

হইতে সপ্তম স্থান ঐ গ্রহের নীচস্থান, যেমন মেষ রাশি সূর্য্যের উচ্চস্থান, ঐ রাশি হইতে সপ্তম স্থান তুলা রাশি সূর্য্যের নীচস্থান, এইরূপ অন্যান্য গ্রহ। *

৪৩। উচ্চাংশ

প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশ জুড়িয়া আছে। উহার অংশ বিশেষ আবার উচ্চ রাশিস্থ গ্রহগণের উচ্চাংশ। ঐ উচ্চাংশ ভোগ কালে গ্রহগণ আবার আরও অধিকতর ফল দান করে। উচ্চাংশ ও উচ্চাংশের ভোগ কাল নিম্নে প্রদর্শনী দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

উদাহরণ

উচ্চাংশের আরও বিশদ গণনা এই যে, গ্রহের এক রাশি ভোগের কালকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা হয়, তাহাই এক অংশ। যেমন রবির উচ্চাংশ ১০, অর্থাৎ রবির এক রাশি ভোগ করিতে যদি ৩০ দিন লাগে, তাহা হইলে ঐ ৩০ দিনের ১০ দিন কাল উচ্চাংশ ভোগকাল এবং ৩০ অংশের ঐ ১০ অংশ রবির উচ্চাংশ।

প্রদর্শনী (ঠ)

গ্রহ	উচ্চরাশি	নীচরাশি	উচ্চাংশ	উচ্চাংশভোগকাল	নীচাংশভোগকাল
রবি	মেষ	তুলা	১০ অংশ	১০ দিন	১০ দিন
চন্দ্র	বৃষ	বৃশ্চিক	৩ "	১৩।৩০ পল	১৩।৩০ পল
মঙ্গল	মকর	কর্কট	২৮ ,,	৪২ দিন	৪২ দিন
বুধ	কন্যা	মীন	১৫ ,,	৯ দিন	৯ দিন
বৃহস্পতি	কর্কট	মকর	৫ ,,	২ মাস	২ মাস
শুক্র	মীন	কন্যা	২৭ ,,	২৫ দিন ১২ পং	২৫ দিন ১২ পল
শনি	তুলা	মেষ	২৭ ,,	২০ মাস	২০ মাস
রাহু	মিথুন	ধনু	,,	১২ মাস	১২ মাস
কেতু	ধনু	মিথুন	,,	১২ মাস	১২ মাস

উচ্চাংশ যত অংশ, নীচাংশও তত অংশ। সুতরাং তাহা পৃথক রূপে লেখা অনাবশ্যক।

* সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয় বৃষ মৃগ স্ত্রীকুলীরান্ত্যযুকে।
দিগ্বহ্ন্যষ্টাবিংশ তিথি শরান্ সপ্তবিংশাংশ্চবিংশান্॥
অংশানেতান্ বদতি যবনশ্চান্ত্যা তুঙ্গান্ সুতুঙ্গান্।
তানেবাংশান্ মদনভবনেষাহ নীচান্ সুনীচান্॥

৪৫। মুচ্চাংশ ও সুনীচাংশ।

উচ্চাংশের আবার অংশবিশেষকে মুচ্চাংশ বলে। এইস্থানে যখন গ্রহ স্থিতি করে, তখন পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকে। আবার নীচাংশের এমন নীচাংশ আছে, যে, তাহাতে গ্রহগণ স্থিতি করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মুচ্চাংশ ও নীচাংশের তালিকা এবং ভোগকাল নিম্নে লিখিত হইল।

প্রদর্শনী (ড)

গ্রহের নাম	নীচরাশির নাম	উচ্চাংশ ভোগকাল	সুনীচাংশ ও মুচ্চাংশ ভোগ কাল
রবি	তুলা	১০ দিন	১ দিন
চন্দ্র	বৃশ্চিক	১দ৩০ পল	৪ দণ্ড ৩০ পল
মঙ্গল	কর্কট	৪২ দিন	১ দিন ৩০ দণ্ড
বুধ	মীন	৯ দিন	৩৬ দণ্ড
বৃহস্পতি	মকর	২ মাস	১২ দিন
শুক্র	কন্যা	২৫ দি ১২ পং	৫৬ দণ্ড
শনি	মেষ	২০ মাস	১ মাস
রাহু	ধনু	১২ মাস	১৮ দিন
কেতু	মিথুন	১২ মাস	১৮ দিন

মূল ত্রিকোণ।

৪৬। মূল ত্রিকোণ গণনা।

কোনও রাশিতে কোনও গ্রহ মূল ত্রিকোণে থাকিলে সেই গ্রহ অতীব বলবান হইয়া পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকে। কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির মূল ত্রিকোণে অবস্থিত, তাহা পর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল। *

* সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ঘটোঘটঃ।
অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ॥

প্রদর্শনী (ট)

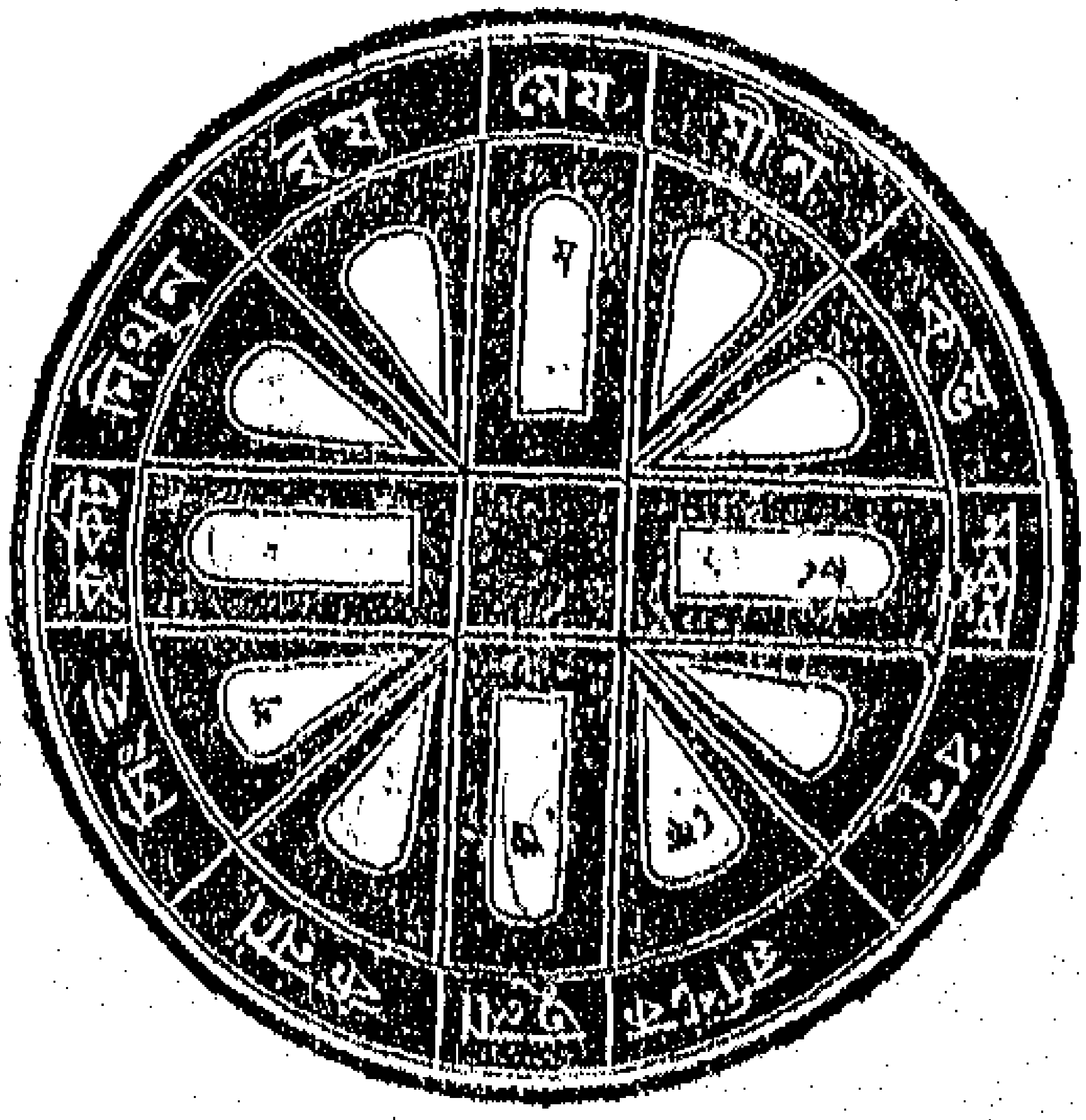
রাশি	মূল ত্রিকোণ	রাশি	মূল ত্রিকোণ
মেষ	মঙ্গলের	তুলা	শুক্রের
বৃষ	চন্দ্রের	ধনু	বৃহস্পতির
সিংহ	রবির	কুম্ভ	শনির
কন্যা	বুধের	,,	রাহুর

মূল ত্রিকোণ।

উদাহরণ

মনে কর, কোন রাশিচক্রের গ্রহ পর্য্যায় নিম্নের অনুরূপ। উহার মূল ত্রিকোণের গণনা এইরূপ হইবে।

ষষ্ঠ চিত্র।



এখন দেখ, মঙ্গল গ্রহ মেষ রাশিতে আছে, সুতরাং মঙ্গল মূল ত্রিকোণী বলিয়া পূর্ণ ফল দিতেছে। শনিগ্রহ সিংহ রাশিতে আছে, সিংহ রাশি শনির মূল ত্রিকোণ নহে, সুতরাং শনি স্বীয় অবস্থান রাশিতে দৃষ্টি দিতে পারিতেছে না। আবার শুক্র গ্রহের তুলা রাশি মূল ত্রিকোণ, শুক্র তুলায় আছে, সুতরাং তাহাতে পূর্ণদৃষ্টি দিতেছে। এইরূপ পূর্ব্ব লিখিত তাবৎ রাশির স্বগৃহ দৃষ্টি ঐ প্রকারে গণনা করিবে।

দৃষ্টি।

৪৭। রাশি প্রতি গ্রহগণের সাধারণ দৃষ্টি।

গ্রহগণ রাশির যে স্থানেই থাকুক, অন্য রাশির প্রতিও তাহাদিগের দৃষ্টি আছে। ঐ দৃষ্টির নিয়ম,—গ্রহগণ যে রাশিতে অবস্থিতি করে, সেই রাশি হইতে তৃতীয় ও দশম রাশিতে এক পাদ, পঞ্চম ও নবমে দ্বিপাদ, চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদ এবং সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া থাকে।

অন্যথা।

তৃতীয় ও দশমে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, বৃহস্পতির নবম এবং পঞ্চমে পূর্ণ দৃষ্টি, এবং মঙ্গলের চতুর্থ ও অষ্টমে পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

গ্রহগণ পাপ ও শুভ অনুসারে সুভাবে বা কুভাবে ঐ প্রকারে দৃষ্টি দিয়া থাকে, এবং মানবকে তদনুসারে সুফল বা কুফল ভোগ করিতে হয়।

প্রমাণ

তৃতীয়ে দশমেচৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা।
অর্দ্ধদৃষ্টিস্তু নবমে পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতা॥
চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্প্যতে॥

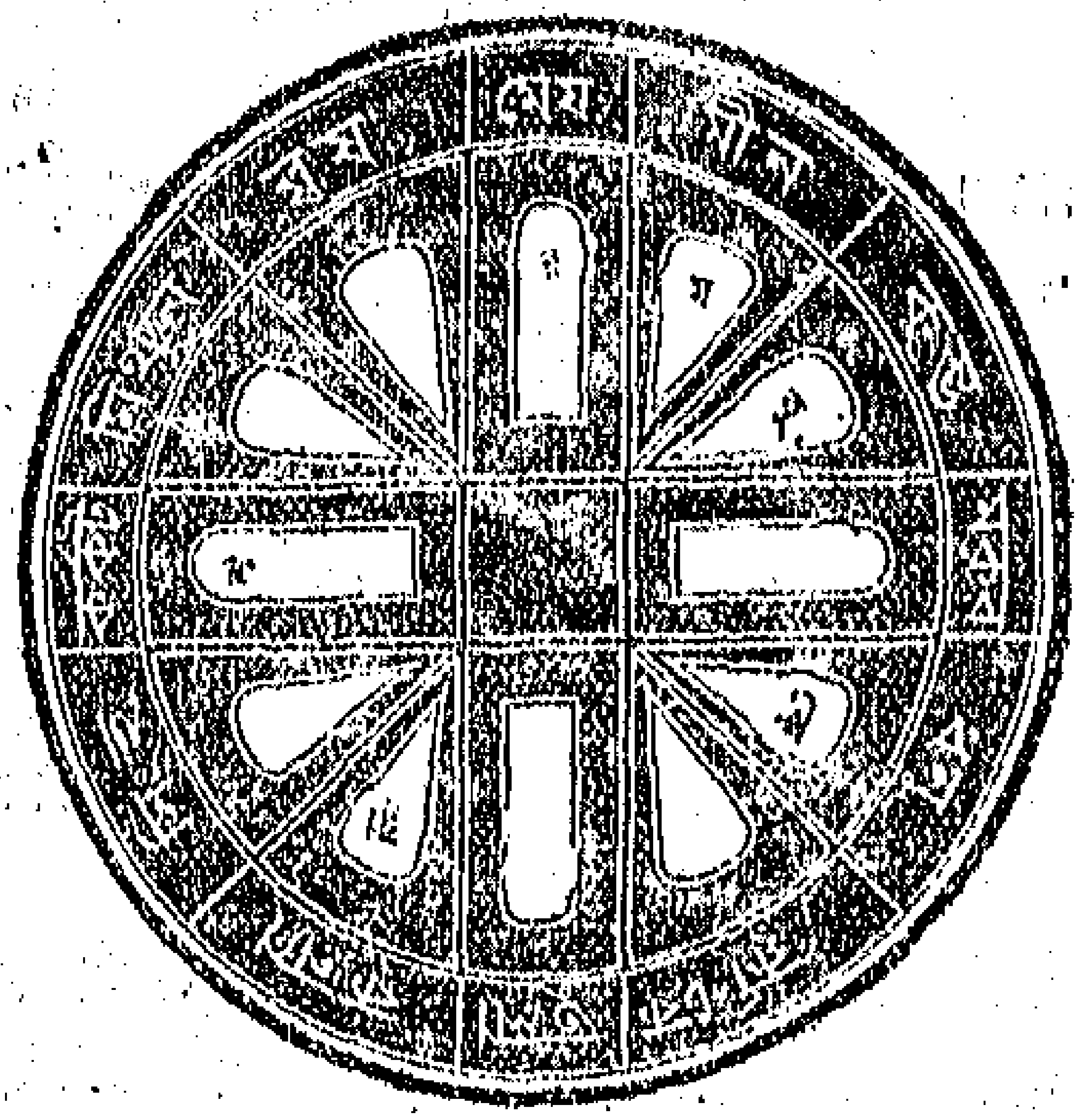
অন্য প্রমাণ

তৃতীয়ে দশমেবার্কিং পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ।
ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥
স্বস্থানঞ্চ দ্বিতীয়স্যষষ্ঠমেকাদশন্তথা।
দ্বাদশঞ্চ ন পশ্যন্তি শেষান্ পশ্যন্তি তে গ্রহাঃ॥

উদাহরণ

মনে কর, কোন ব্যক্তির রাশি চক্র পর পৃষ্ঠাস্থিত ৭ম চিত্রের অনুরূপ।

সপ্তম চিত্র ।



এই চক্র দৃষ্টে গ্রহগণের দৃষ্টি বুঝিতে হইলে, এইরূপ হইবে। রবি মেষ রাশিতে আছেন, ইনি ঐ মেষ রাশিতে থাকিয়াও মিথুন ও মকর রাশিতে এক পাদ, সিংহ ও ধনুতে দ্বিপাদ, কর্কট ও বৃশ্চিকে ত্রিপাদ এবং তুলায় পূর্ণদৃষ্টি দিতেছেন। এইরূপ অন্যান্য গ্রহের দৃষ্টিও জানিবে।

অন্যথার উদাহরণ

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শনি তৃতীয়ে এক পাদ দৃষ্টি দিবার কথা, কিন্তু অন্যথার নিয়মানুসারে শনি ঐ তৃতীয় রাশিতে পূর্ণদৃষ্টি দিতেছেন বুঝিতে হইবে। অন্যান্য বিধানে যে কয়টি গ্রহের ইত্যাকার অন্যান্য দৃষ্টির উল্লেখ আছে, গ্রহগণের দৃষ্টি গণনার সময় তৎপ্রতি অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিবে। নতুবা ফলের অঙ্কে অনেক তফাৎ বাদ পড়িয়া যাইবে।

৪৮। রাহুর দৃষ্টি।

পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; দ্বিতীয় ও দশমে ত্রিপাদ দৃষ্টি; তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমে অর্দ্ধদৃষ্টি এবং প্রথম ও একাদশে দৃষ্টি নাই। এক্ষণে পূর্ব্বচিত্রে দেখ, রাহু কন্যা রাশিতে আছে, এক্ষণে ঐ রাহুর দৃষ্টি স্থির

করিতে হইলে, দেখা যাইবে যে, রাহুর পঞ্চম রাশি বৃষ, সপ্তম রাশি মীন, নবম রাশি মকর, দ্বাদশরাশি তুলায় পূর্ণ দৃষ্টি আছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ সিংহ রাশি, দশম ধনু রাশিতে রাহুর ত্রিপাদ দৃষ্টি। তৃতীয় কর্কটে অর্দ্ধ দৃষ্টি এবং রাহুর প্রথম অর্থাৎ কন্যা এবং একাদশ অর্থাৎ বৃশ্চিকরাশিতে দৃষ্টি নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অন্য গ্রহের গতি বামাবর্ত্ত, কেতু ও রাহুর গতি দক্ষিণাবর্ত্ত। গণনকালে ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

৪৯। গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে বর্ণ।

রাশি চক্রের তনুস্থানে যে গ্রহের অধিকতর দৃষ্টি থাকে, জাতশিশুর বর্ণ তদনুরূপ হয়, অতএব গ্রহগণের বর্ণ লিখিত হইতেছে। রবির বর্ণ রক্তশ্যাম, চন্দ্রের গৌর, বুধের দূর্ব্বাশ্যাম, বৃহস্পতির গৌর, শুক্রের শ্যাম, শনির কৃষ্ণ, রাহুর গাঢ়কৃষ্ণ এবং কেতুর ধূম্র বর্ণ।

৫০। গ্রহের দৃষ্টিতে গর্ভজ্রুণের স্ত্রীপুরুষ নির্ণয়।

গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে গর্ভস্থ জ্রুণ স্ত্রী কি পুরুষ, তাহা জানা যায়। মঙ্গল রবি এবং বৃহস্পতির দৃষ্টিতে পুরুষ; চন্দ্র এবং শুক্রের দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং বুধ ও শনির দৃষ্টিতে নপুংসক জন্মে।

৫১। গ্রহের দৃষ্টিতে গুণের বিচার।

যাহার যে লগ্নে জন্ম হয়, ঐ জন্মলগ্নে যে গ্রহ সম্পূর্ণ দৃষ্টি দেয়, জাত শিশুর সত্বাদি গুণ তদ্রূপ হয়। জন্মলগ্নে চন্দ্র শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকিলে জাত শিশুর সত্বগুণ, রবি ও শুক্রের পূর্ণদৃষ্টিতে রজঃগুণ এবং মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি থাকিলে তমগুণ হয়।

৫২। খাদ্যস্পৃহা দৃষ্টে গ্রহের দৃষ্টিনির্ণয়।

গ্রহ বিশেষের দৃষ্টিতে মানবের আহারীয় পদার্থের রসের প্রতি স্পৃহার তারতম্য হয়। মানবের প্রতি রবির দৃষ্টি থাকিলে কটু, চন্দ্রের লবণ, মঙ্গলের তিক্ত, বুধের মিশ্র, বৃহস্পতির মধুর, শুক্রের অম্ল এবং শনির কষায় রসে স্পৃহা হয়। মানবের এই রসাস্বাদন ইচ্ছা দেখিয়া তাহার প্রতি কোন্ গ্রহের অধিক আধিপত্য, তাহা বলা যাইতে পারে।

৫৩। গ্রহ দৃষ্ট্যানুসারে ধাতুবিচার।

যে গ্রহের দৃষ্টি যে মানবের প্রতি অধিক, সেই গ্রহের ধাতু অনুসারে সেই মানবের ধাতু গঠিত হয়। রবি ও মঙ্গলের দৃষ্টিতে পিত্ত, চন্দ্র ও শুক্রের দৃষ্টিতে শ্লেষ্মা, বৃহস্পতি ও বুধের দৃষ্টিতে সম অর্থাৎ সামঞ্জস্য ধাতু, এবং শনি ও রাহুর দৃষ্টিতে মানবের ধাতু বায়ুপ্রধান হয়।

৫৪। দৃষ্টিদর্শনে গ্রহের আধিপত্য জ্ঞান।

বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানবের দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ মানবে কোন্ গ্রহের দৃষ্টি অধিক, তাহা জানা যায়। শুক্র ও বুধের দৃষ্টি যে মানবে অধিক, তাহার বক্রদৃষ্টি, রবি ও মঙ্গলের ঊর্দ্ধদৃষ্টি, চন্দ্র ও বৃহস্পতির সমদৃষ্টি এবং শনি ও রাহুর অধোদৃষ্টি।

৫৫। গ্রহের আধিপত্য অনুসারে প্রকৃতি নির্ণয়।

যে মানবের প্রতি বুধ অধিকতর আধিপত্য করে, বৃদ্ধ হইলেও তাহার বালকত্ব ঘুচে না; যাহার প্রতি মঙ্গলের আধিপত্য সে যুবাপ্রকৃতি, চন্দ্র ও শুক্রের আধিপত্যে প্রৌঢ়প্রকৃতি এবং রবি ও বৃহস্পতির আধিপত্যে মানব বৃদ্ধবৎ প্রকৃতি অর্থাৎ বাল্যকালেও বুদ্ধিমান ও গম্ভীরপ্রকৃতি হয়।

বিবিধ সংজ্ঞা।

৫৬। গ্রহগণের শুভাশুভ নির্ণয়।

রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু, পাপগ্রহ; কৃষ্ণা অষ্টমী হইতে শুক্লা অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পাপগ্রহ। বুধ রাশিচক্রে পাপগ্রহের সহিত থাকিলে পাপগ্রহ, নতুবা শুভ গ্রহ। চন্দ্র পূর্ব্বোল্লিখিত দিন বাদে, এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র সর্ব্বদা শুভ গ্রহ।

৫৭। সৌরমাস।

সম্বৎসরে সূর্য্য এক এক রাশি ক্রমে দ্বাদশ রাশিতে ভোগ করেন। তিনি যে কাল পর্য্যন্ত যে রাশিতে ভোগ করেন, সেই কালের নাম, ঐ রাশির নামানুসারে সৌরমাস হয়।

উদাহরণ

সূর্য্য মেষ রাশিতে যদি ৩০ দিন ভোগ করেন, তবে ঐ ৩০ দিনের নাম সৌর মেষ মাস।

৫৮। কেন্দ্র ও তুঙ্গ।

লগ্ন এবং লগ্ন হইতে গণিয়া চতুর্থ, সপ্তম ও নবম রাশির কেন্দ্র সংজ্ঞা। গ্রহগণ ঐ সকল স্থানে থাকিলে অধিক বলবান হয়। রাশির সর্ব্বোচ্চ স্থানের নাম তুঙ্গ (meridian), অর্থাৎ কোনগ্রহ কোন রাশিতে উদিত হইয়া যখন তাহার ঠিক মধ্যস্থলে আসিল, তখন তুঙ্গী হইল। তুঙ্গীর বল সর্ব্বপ্রধান।

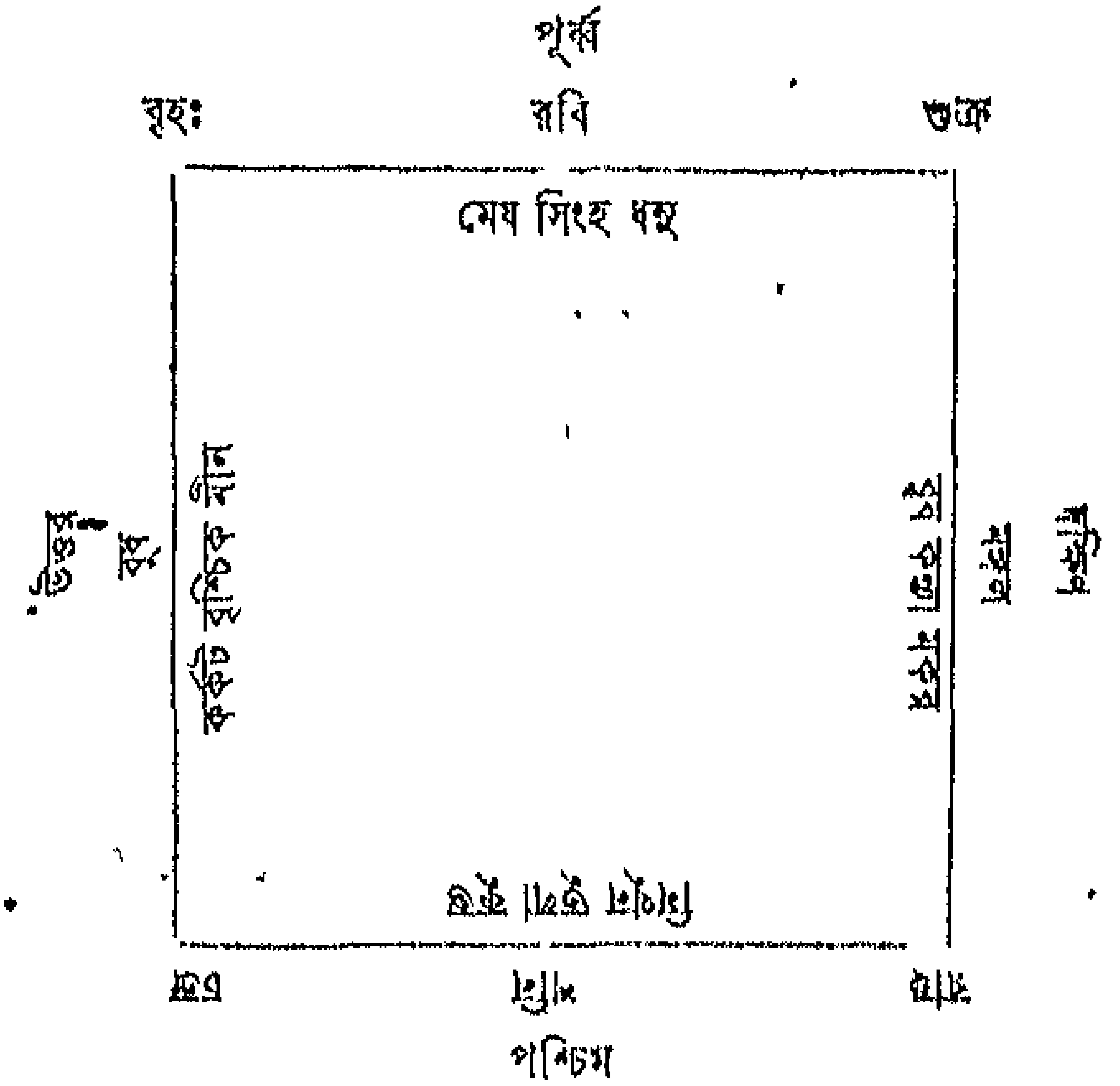
৫৯। দিক্‌পতি গ্রহ।

রবি পূর্ব্ব দিকের, শুক্র অগ্নিকোণের, মঙ্গল দক্ষিণ দিকের, রাহু নৈঋত কোণের, শনি পশ্চিম দিকের, চন্দ্র বায়ু কোণের, বুধ উত্তর দিকের এবং বৃহস্পতি ঈশান কোণের অধিপতি।

প্রমাণ

রবিঃ শুক্রঃ কুজোরাহুঃ শনিঃ সোমো বুধগুরুঃ।
ক্রমাদষ্টৌ গ্রহাশ্চৈতে পূর্ব্বাদ্যষ্ট দিগীশ্বরাঃ॥

অষ্টম চিত্র।



কোন্ রাশি কোন্ দিকের অধিপতি, তাহাও উপরের চিত্রে জানা যাইবে।

৬০। অয়ন ও অয়নাংশ।

সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ গমনের নাম অয়ন। ঐ অয়নের সীমা যে যে রাশিতে ভুক্ত হয়, তাহার স্থির গণনার নাম অয়নাংশ গণনা।

৬১। গ্রহগণের নাক্ষত্রিকী দৃষ্টি।

গ্রহস্ফুট গণনা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। বারবার গুণ ভাগ, যোগ বিয়োগ, বিরক্তিকরও বটে, ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও পদে পদে। জাতকস্থ গ্রহগণের দৃষ্টি বিষয়ে শুভাশুভ জানিতেও আবার সকলেই ইচ্ছুক। এইজন্য স্থূলতঃ গ্রহগণের দৃষ্টি জানিবার উপায় হিন্দু জ্যোতিষীগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাশি-চক্রে যে গ্রহগণ যে যে নক্ষত্রে অবস্থান করে; তাহাই লইয়া অতি সহজে সেই জাতকস্থ গ্রহগণের দৃষ্টির শুভাশুভ নির্ণয় করা যাইতে পারে। জন্ম নক্ষত্র (জন্মকালে চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তাহার নামই জন্ম নক্ষত্র) লইয়াই ইহার বিচার। প্রথম একটি কাগজে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখ।

জন্ম সম্পদ বিপদ ক্ষম অরি সাধক বধ মিত্র অতিমিত্র

এখন জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, জন্ম হইতে ২৭ নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে স্থাপন কর। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর, কোন জাতকের জন্ম নক্ষত্র বিশাখা এই নিয়মে গ্রহদৃষ্টি ফল জানিতে হইলে এইরূপে অঙ্কপাত করিতে হইবে। বিশাখা নক্ষত্রের সংখ্যা ১৬, অতএব উহা জন্মের নীচে লিখিবে, পরে ক্রমান্বয়ে যথা,—

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষম	অরি	সাধক	বধ	মিত্র	অতিমিত্র
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

এখন দেখ, প্রত্যেক ঘরেই তিন তিন নক্ষত্র পড়িয়াছে। সম্পদ, ক্ষম, সাধক, মিত্র ও অতিমিত্র, এই কয়েকটী বিষয়ের (হেডিং) নিম্নে যে কয়টি নক্ষত্র সংখ্যা পড়িয়াছে, জাতকের গ্রহগণ যদি ঐ সকল নক্ষত্রস্থ থাকে, তবে সেই সেই গ্রহ অবশ্যই শুভ ফল দিবে। অন্য সব অশুভ।

৬২। সংক্রান্তি সংক্রমণ।

সূর্য্য অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিচক্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনরায় অশ্বিনীর পূর্ব্ব সীমা বিন্দুতে সমাগত হন, ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩০ বিপল ও ২৪ অনুপলে। রাশিচক্রের বক্রতা নিবন্ধন প্রতি রাশিতে সূর্য্যের

ভোগ কাল সমান নহে। পরন্তু ঐ অতিরিক্ত ১৫ দণ্ডাদি গণনায় ত্যাগ করিয়া প্রতি ৪ বৎসরে ১ দিন অধিক ধরিয়া লওয়া যায়।

যে বারে বৎসর আরম্ভ, সেই বারেই সে বৎসরের শেষ, কেবল ঐ ৪র্থ বৎসরে এক দিন বৃদ্ধি হয়। পর বৎসর আবার চৈত্র মাসের সংক্রান্তির বারের পর বারে নূতন বর্ষ আরম্ভ; আবার সেই বারেই শেষ। গত ১২৯৯ সাল ঐ ৪র্থ বৎসর। ঐ বৎসরের আরম্ভ মঙ্গল বারে, সুতরাং বৎসর শেষ মঙ্গলবারেই হওয়া উচিত, কিন্তু ঐ ৪র্থ বৎসর বলিয়া বুধবারে বৎসর শেষ হইয়াছে। এখন, অনায়াসে লিখিয়া রাখিতে পার,—

সাল	আরম্ভ	শেষ
১৩০০	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি
১৩০১	শুক্র	শুক্র
১৩০২	শনি	শনি
১৩০৩	রবি	সোম
১৩০৪	[illegible]	[illegible]
১৩০৫	বুধ	বুধ

[illegible] সাল আবার ঐ ৪র্থ বৎসর। উহার আরম্ভ রবিবারে, কিন্তু [illegible] দিন বৃদ্ধি হেতু সংক্রান্তি হইবে সোমবারে।

এইরূপ যত দিনের ইচ্ছা লিখিতে পার। আবার যদি গত কোন সালের জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাও উৎক্রমে লিখিলে জানিতে পারিবে। যেমন,—

সাল	আরম্ভ	শেষ
১২৯৯	মঙ্গল	বুধ
১২৯৮	সোম	সোম
১২৯৭	রবি	রবি

এইরূপ সর্ব্বত্র।

৬৩। গ্রহগণের পুনরাবর্ত্তন।

গ্রহগণের রাশিচক্র ভ্রমণের যে তালিকা দেওয়া গিয়াছে, তাহা স্থূল হিসাবে। পরন্তু গ্রহগণের গমনের ও পুনরাবর্ত্তনের সুচারু গণনা সংস্কৃত জ্যোতিষ অনুসারে নিম্নে দেওয়া গেল।

রবি যে দিবস যে বারে যে অংশ হইতে গমন করিতে আরম্ভ করেন, ২৮ বৎসর পরে, আবার ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় গমন আরম্ভ করেন। সেই হইতে গত ২৮ বৎসরের যে মাসের যে তারিখে সূর্য্য যে যে নক্ষত্রে ছিলেন, এবং যে মাসের যে তারিখে সংক্রান্তি প্রভৃতি হইয়াছিল, এখন হইতে আবার ২৮ বৎসর তদনুরূপ হইবে। গত ১২৯৯ সালের ১২ পৌষ তারিখে সূর্য্য মূলা নক্ষত্রে ছিলেন। ১৩২৭ সালের ১২ পৌষ আবার সূর্য্য মূলা নক্ষত্রে থাকিবেন। সূর্য্য বলিয়াই নহে, গতির সামান্য ইতরবিশেষ বশে একটু আধটু অগ্রপশ্চাৎ সমান করিয়া লইতে সকল গ্রহেরই সময় লাগে, তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম।

গ্রহ	কতদিনে সমান হয়।
চন্দ্র	১৯ বৎসর
মঙ্গল	৭৯ বৎসর
বুধ	৪৬ বৎসর
বৃহস্পতি	৮৩ বৎসর
শুক্র	৮ বৎসর
শনি	৫৯ বৎসর
রাহু ও কেতু	৯৩ বৎসর।

ইহাদেরও পূর্ণিমা অমাবস্যাদি তিথি ভোগও ঐরূপ হইয়া থাকে।

৬৪। গ্রহগণের রাশিচক্র আবর্ত্তন।

গ্রহ নাম	রাশি চক্রের ১৬০ অংশ ভ্রমণ কাল	দৈনিক সংক্রমণ	দৈনিক শীঘ্রগতি	দৈনিক মন্দগতি	দৈনিক মধ্যগতি
রবি	০।৩৬৫।১৫।৩১।৩১	০।৫৯।৮।১০	১।১।৫।০	০	০
চন্দ্র	০।২৭।১৯।১৭,৪২	১৩ ১০।১৪।০	০	০	০
মঙ্গল *	০,৬৮৬।৫৮,৯।২০	০	০।৪৬।১৮।০	০।৪।০।০	০।৩১।২৭।০
বুধ	০।৮৭।৫৮।৯।১৭	†	৪,৫।৩২।২১	০।৫৯।৯।০	০
বৃহস্পতি	১১।৩১৬।৩৬।৮।০	‡	০ ১৪'৪৬।০	৭।০।৪৩,০	০।৪।৫৯ ৯
শুক্র	০।২৪৪।৪২।৩।০	‖	১'১৬ ৭।৪৪	০	০
শনি	২৯।১৬৮।১২।৩০।০	¶	০।৮,৫।০	০।০।১২।০	০ ২,২৩ ০
রাহু কেতু	১৮।২২৯,১৫ ০'০	§	০	০ ৩ ১১ ৪৫	০
হর্সেল	৮৩ বৎসর	——	——	——	——

* মঙ্গলের বক্র গতি ৮০ দিন, স্থির ভাব ৪ দিন।

† বুধ নিকট বলিয়া রবির ২৮ অংশ ২০ কলার মধ্যেই অবস্থিতি করে। সূর্য্য যেখানে, তাহার ঐ নির্দ্দিষ্ট অংশাদির মধ্যেই বুধ অবস্থান করে। বুধের বক্রগতি ২৪ দিন, স্থিরভাব ২ দিন।

‡ বক্রগতি ১২০ দিন এবং স্থিরভাব ৯ দিন।

‖ শুক্রের বক্রগতি ৪২ দিন এবং স্থির ভাব ৫ দিন। শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের ৪৭ অংশ ৪৮ কলার মধ্যে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। তবে গতির অনুপাত অনুসারে ২৯০ দিন শেষ রাত্রে পূর্ব্বদিকে এবং তৎপরে ২০৯ দিন সন্ধ্যার পর পশ্চিম দিকে দেখা যায়। শুক্র উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং ঐ প্রকার দ্বিদিক উদয় হেতু উহার নাম হইয়াছে শুক তারা ও সন্ধ্যা তারা।

¶ শনির বক্রগতি ১৪০ দিন এবং স্থির স্থিতি ১০ দিন। পূর্ব্ব রাশি ভোগের যে তালিকা দিয়াছি মতান্তরে তাহার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শনির রাশি ভোগকাল মতান্তরে ২ বৎসর ৬ মাস।

§ রাহু কেতুর গতি দক্ষিণাবর্ত্তে এবং প্রতি বৎসর ইহারা ১৯ অংশ ১৯ কলা ৪৪ বিকলা রাশি চক্রে সরিয়া যায় এবং ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিনে এক এক রাশি অতিক্রম করে।

৬৫। গ্রহশান্তি।

যদি বাজবারণ (লৌহাদি ধাতুশলাকা) দ্বারা তড়িৎপাত নিবারিত হয়, যদি তাড়িত কবচে লোকের পীড়াশান্তি হয়, যদি কবিরাজী অষ্টধাতু ধারণে দেহের পীড়া শান্তি হয়, তবে বিশেষ বিশেষ ধাতু ধারণে গ্রহ শান্তি না ঘটিবে কেন। বৈজ্ঞানিক হয়ত ধাতু দ্বারা আকাশের প্রাণহীন গ্রহনক্ষত্রের সন্তুষ্টি-সাধন শুনিয়া আকুল হইয়া পড়িবেন, কিন্তু মানবের উপর গ্রহের আধিপত্য আকর্ষণ ও বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধাতু ধারণে সেই আকর্ষণাদির তারতম্য যে হইতে পারে, তাহার অবিশ্বাস করিলে সকলই অবিশ্বাসের তলে পড়িয়া যায়।

গ্রহ	প্রীতি	প্রিয়	শান্তি
রবি	মাণিক্য	তাম্র	বৈদূর্য্যমণি
চন্দ্র	মুক্তা	রৌপ্য	নীলকান্ত (নীলা)
মঙ্গল	প্রবাল	স্বর্ণতাম্র	মাণিক্য
বুধ	পান্না (মরকত)	স্বর্ণ কাংস্য	পুষ্পরাগ (পোখরাজ)
বৃহস্পতি	পুষ্পরাগ	স্বর্ণদস্তা	মুক্তা
শুক্র	হীরক	রৌপ্যবঙ্গ	হীরক
শনি	ইন্দ্রনীল	সীসা লৌহ	ইন্দ্রনীল
রাহু	গোমেদক	———	গোমেদক
কেতু	বৈদূর্য্য	———	মরকত

৬৬। কালশুদ্ধি।

শুক্র ও বৃহস্পতির গতি প্রভৃতি বশাৎ কালের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় হয়। বৃহস্পতির পশ্চিম দিকে অস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধ, তৎপর ১৭ দিন অস্ত, তৎপরে বাল্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ আবার পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া ১৫ দিন পরে বাল্যত্যাগ করে।

দ্রুতগতি-বিশিষ্ট শুক্র অস্ত হইলে মহাস্ত এবং বক্রগতিবিশিষ্ট শুক্র অস্তগত হইলে পদাস্ত কহে। মহাস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে এবং পদাস্ত হইবার ৫ দিন পূর্ব্বে শুক্র বৃদ্ধ নামে নামিত হয়। তৎপরে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া ৫ দিন পরে বাল্যত্যাগ করে। ঐ দুই গ্রহ বৃদ্ধ, অতিচারী, বক্রী, বাল্যপ্রাপ্ত ও অস্ত হইলে কাল অশুদ্ধ হয়। তৎকালে বিবাহাদি দশকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

(গ্রহ অধ্যায় সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(দ্বিতীয় খণ্ড।)

রাশি।

৬৭। রাশি ও বিষুবরেখা।

যে মহান্ জ্যোতির্ম্ময় গোলক দিনকর, সূর্য্য ইত্যাদি বহু নামে আখ্যাত, তিনিই তাবৎ গ্রহের জনক। তিনিই গ্রহপতি, গ্রহ পিতা এবং গ্রহগণের পরিচালক। সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্বে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হন বটে, কিন্তু নিত্য নিত্য একই স্থান হইতে উদিত হন না। উদয় স্থানের তারতম্য আছে। সূর্য্য প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শেষে উত্তর প্রান্তে গমন করেন এবং ঐ গমনের যে সীমা, তাহারই নাম উত্তর ক্রান্তি, এবং ঐ উত্তর ক্রান্তি হইতে আবার ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিকে যে পর্য্যন্ত গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। উত্তর রেখা হইতে দক্ষিণ রেখায় গমন করিতে আষাঢ়ের শেষ হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়, ইহার নাম দক্ষিণায়ন। আবার ঐ দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর রেখায় গমন করিতে মাঘ হইতে আষাঢ়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হয়, ইহার নাম উত্তরায়ন। এই অয়নদ্বয়ের রেখা মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহাই হিন্দু জ্যোতিষের বিচার্য্য এবং তাহারই নাম মধ্যখণ্ড। এই মধ্য খণ্ডে* ১২টি রাশি এবং ১০১৬টি নক্ষত্র আছে। পৃথিবীর যে যে জনপদ ঐ মধ্য

---

* মধ্য উত্তরে যে খণ্ড, তাহার নাম উত্তর খণ্ড, উহাতে ৩৫টি রাশি এবং ১৪৫৬টি নক্ষত্র আছে। আর মধ্য খণ্ডের দক্ষিণে যে খণ্ড, তাহার নাম দক্ষিণ খণ্ড। উহাতে ৪৬টি রাশি এবং ৯৯৫টি নক্ষত্র আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষতত্ত্ববিদেরা ইহা স্থির করিয়াছেন। পরন্ত হিন্দু জ্যোতিষে বা হিন্দুর তাহাতে কৌতুক ভিন্ন শুভাশুভের তাদৃশ সম্পর্ক নাই।

খণ্ডের অন্তর্গত, পূর্ব্বোক্ত গ্রহনক্ষত্রাদি তাহাদিগেরই শুভাশুভের এক প্রকার নিয়ন্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাশি সকল একটী নক্ষত্র নহে। কতকগুলি অচল নক্ষত্রের সমবায়ে এবং ঐ সকল নক্ষত্রের বিন্যাস দৃষ্টে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশির নামকরণ করিয়াছিলেন। উহাদিগের নাম যথাক্রমে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। মেষ রাশির প্রথমেই ক্রান্তিপাত হয় এবং যে দুই দিন কাল সূর্য্য ঐ রাশিতে অবস্থান করেন, সেই দুই দিন দিনমান সমান থাকে।

৬৮। রাশিস্থান।

পৃথিবী যে রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, উহার নাম বিষুব রেখা। বিষুব রেখার উত্তরাংশে উচ্চ হইতে নিম্ন ক্রমে ক্রমান্বয়ে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা, এবং দক্ষিণ দিকে নিম্ন হইতে উচ্চ ক্রমে ক্রমান্বয়ে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশি অবস্থিত।

৬৯। সূর্য্যের রাশি প্রবেশ।

(সম রাত্রি দিবা)

পৃথিবী স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ২১ শে মার্চ্চ (বৈশাখ) তারিখে যখন মীন ও মেষ রাশির সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন বিষুব রেখার যে স্থান রাশি চক্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে সূর্য্যের সমসূত্র পাত ঘটে, এবং মীন ও মেষ রাশি ঠিক তখন সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, এইজন্য সূর্য্য রশ্মিপাতে এবং ঐ সমসূত্রতা নিবন্ধন (ঐ সময় নিরক্ষবৃত্তে সূর্য্যরশ্মি ঠিক সরল ভাবে পতিত হয় বলিয়া) রাত্রি ও দিবামান সমান হয়। * (ষড়্‌বর্গ ও নাক্ষত্রিকী চক্র দেখ)।

সূর্য্যের উত্তর ক্রান্তি যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থাৎ মেষ রাশির দিকে

* ষড়্‌ বর্গ ও নক্ষত্রিকী চক্রে বিষুব রেখার উপরে যে স্থানে এইরূপ * তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে, সূর্য্য যখন ঐ স্থানে আইসেন, তখন রাত্রি ও দিনমান সমান হয়।

সূর্য্য যত অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই উত্তর ক্রান্তির দিকে সূর্য্যরশ্মি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই পরিমাণে দক্ষিণ ক্রান্তি আলোক রহিত হইতে থাকে। আবার ঐরূপ সূর্য্য দক্ষিণ ক্রান্তির দিকে অর্থাৎ তুলা রাশির দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই দক্ষিণ ক্রান্তিতে আলোক বৃদ্ধি এবং উত্তর ক্রান্তির দিকে আলোকের অভাব ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক একটি গোলকে রাশি ও ক্রান্তি প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া সূর্য্যোলোকে স্থাপন পূর্ব্বক উত্তর ও দক্ষিণ ক্রান্তি অনু-সারে ঘুরাইলেই ইহা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সূর্য্যের ক্রান্তি পরিমাণ ২৩ কলা ২৮ বিকলা (২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট)। ইংরাজি ২১শে মার্চ্চ তারিখে সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ বিষুব রেখার উত্তর অংশকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ যে এক রাশি অধিকার করিয়া আছে, তাহারই উত্তর দিকস্থ প্রথম রাশি মেষে প্রবেশ করেন, এবং প্রতিদিন কিছু কম এক এক অংশ গমন করিয়া ১৮ই এপ্রেল ঐ রাশির সীমা অতিক্রম করেন, এবং ১৯শে তারিখে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করেন। বৃষ রাশি মেষের পশ্চিমে (কিঞ্চিৎ উত্তর চাপিয়া) অবস্থিতি করে। সূর্য্য ঐরূপ বৃষ রাশিতে প্রবেশ করিয়া এবং পূর্ব্বোক্তরূপ কিছুকম এক এক অংশ প্রতি-দিন অতিক্রমণ পূর্ব্বক ১৯শে মে তারিখে বৃষ রাশির সীমা সম্পূর্ণ করিয়া ২০শে মে মিথুনে প্রবেশ করেন। মিথুন রাশি বৃষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই-রূপ ১১ই জুন পর্য্যন্ত মিথুনে থাকিয়া ১২ই জুন কর্কটে প্রবেশ করেন। এবং কর্কটের শেষসীমায় যে স্থানে রাশি চক্রের সহিত উত্তর ক্রান্তির মিলন হইয়াছে, (ষড়বর্গ ও নাক্ষত্রিকী চক্র দেখ) সেই স্থান ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, ইহার অতীতে সূর্য্য আর গমন করেন না। এই সময়কে উত্তর অয়নান্ত কাল বলে।

সূর্য্য এই রাশির ৩০ অংশ অতিক্রম করিয়া ২২শে জুলাই তারিখে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন। সিংহ রাশি কর্কটের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

তৎপরে ২২শে আগষ্ট তারিখে সূর্য্য সিংহ রাশি অতিক্রম করিয়া কন্যায় প্রবেশ করেন। যেমন মেষ রাশিতে বিষুব রেখার সংযোগ ঘটিয়াছে, তদ্রূপ তুলা রাশিতেও সংযোগ আছে। মেষ হইতে তুলা রাশি ১৮০ অংশ অন্তর। অর্থাৎ মেষ হইতে তুলা অবধি যে বিষুব রেখা লম্বিত আছে, উহার জ্যা ধরিয়া বিষুব রেখার এক পার্শ্বস্থ গোলার্দ্ধের পরিমাণ ১৮০ অংশ (ডিগ্রি) এবং প্রতি রাশির নির্দ্দিষ্ট স্থান ৩০ অংশ।

২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য্য তুলা রাশিতে, ২৩শে অক্টোবর বৃশ্চিক রাশিতে, ২২শে নবেম্বর ধনু রাশিতে এবং ২১শে ডিসেম্বর মকর রাশিতে প্রবেশ করেন। যে অংশের দক্ষিণ ক্রান্তির সহিত রাশি চক্রের মিলন হইয়াছে, ঐ অংশ ২১শে ডিসেম্বর সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয়। ইহার দক্ষিণে সূর্য্য আর গমন করেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে ঐ সময়কে দক্ষিণ অয়নান্ত কাল বলে।

২০শে জানুয়ারি সূর্য্যের কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করিবার দিন। ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে কুম্ভ রাশি হইতে ভোগ শেষ করিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্য মীন রাশিতে প্রবেশ করেন। এইরূপ বর্ষ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ২১ শে মার্চ্চ তারিখে পৃথিবী মীন ও মেষ রাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বিষুব রেখার সহিত রাশিচক্রের সম্মিলন স্থান সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ায় ঐ দিন, দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়, অর্থাৎ দিন ৩০ দণ্ড ও রাত্রি ৩০ দণ্ড হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য যে, রাশি হইতে অপর রাশিতে গমন করেন, এমত নহে। দ্রুতগামী রেল গাড়ীতে উপবেশন করিয়া পার্শ্বস্থ গতিহীন বৃক্ষাদির প্রতি নেত্রপাত করিলে তাহাদেরও গতিশক্তির প্রতি যেমন বিশ্বাস জন্মে, ইহাও তদ্রূপ।

বাস্তবপক্ষে পৃথিবীই রাশি হইতে অপর রাশিতে ভ্রমণ করিয়া ১ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

৭০। রাশিগণের সংজ্ঞা, স্ত্রীপুরুষ ও বর্ণ ইত্যাদি প্রদর্শনী (ণ)

রাশির নাম	স্ত্রী পুরুষ	বিষম সম	স্বভাব	দেহ বর্ণ	জন্ম বর্ণ	ধাতু	রাশি শ্রেণী
মেষ	পুং	বিষম	উষ্ণ	রক্ত	ক্ষত্রিয়	পিত্ত	অগ্নি
বৃষ	স্ত্রী	সম	শীতল	কপীশ	বৈশ্য	পিত্ত	পৃথ্বী
মিথুন	পুং	বিষম	উগ্র	হরিৎ	শূদ্র	বায়ু	বায়ু
কর্কট	স্ত্রী	সম	মৃদু	শেতরক্ত	বিপ্র	কফ	জল
সিংহ	পুং	বিষম	উষ্ণ	পীত	ক্ষত্রিয়	পিত্ত	অগ্নি
কন্যা	স্ত্রী	সম	শীতল	শ্যাম	বৈশ্য	বায়ু	পৃথ্বী
তুলা	পুং	বিষম	উষ্ণ	মিশ্র	শূদ্র	বায়ু	বায়ু
বৃশ্চিক	স্ত্রী	সম	উষ্ণ	শেত	বিপ্র	কফ	জল
ধনু	পুং	বিষম	উগ্র	স্বর্ণ	ক্ষত্রিয়	পিত্ত	অগ্নি
মকর	স্ত্রী	সম	শীতল	পিঙ্গল	বৈশ্য	বায়ু	পৃথ্বী
কুম্ভ	পুং	বিষম	উষ্ণ	মিশ্র	শূদ্র	বাতপিত্ত	বায়ু
মীন	স্ত্রী	সম	•	পিঙ্গল	বিপ্র	কফ	জল

৭১। রাশির শত্রুমিত্র।

রাশি	শত্রু	মিত্র	রাশি	শত্রু	মিত্র
পৃথ্বী	অগ্নি বায়ু	জল	অগ্নি	পৃথ্বী জল	বায়ু
জল	অগ্নি বায়ু	পৃথ্বী	বায়ু	পৃথ্বী	অগ্নি

৭২। রাশির প্রকৃত পর্য্যায়।

ধরাম্বুনোরগ্নি সমীরয়োশ্চ বর্গে সুহৃত্ত্বং পরতোরিভাবঃ।
চাপান্ত্যভাগস্য চতুষ্পদত্বং জ্ঞেয়ং মৃগান্তস্য জলে চরত্বং।

নবম চিত্র।



সঙ্কেত কথা। ১ম ঘরে রাশির আকার, ২য় ঘরে গ্রহের আকার, গৃহ ও অধিপতি, ৩য় ঘরে মূল ত্রিকোণ গৃহ, ৪র্থ ঘরে মিত্র গৃহ, ৫ম ঘরে তুঙ্গস্থান এবং ৬ষ্ঠ ঘরে নীচ স্থান।

প্রদর্শনী (ত)

রাশি	অবস্থা	প্রকৃতি	সমবিষম	ক্ষেত্র	উচ্চ	তুঙ্গ	নীচ	ত্রিকোণ
মেষ	ওজ	ক্রূর	বিষম	মঙ্গল	রবি	রবি	শনি	মঙ্গল
বৃষ	যুগ্ম	সৌম্য	সম	শুক্র	চন্দ্র	চন্দ্র	০	চন্দ্র
মিথুন	ওজ	ক্রূর	বিষম	বুধ	রাহু	রাহু	০	কেতু *
কর্কট	যুগ্ম	সৌম্য	সম	চন্দ্র	বৃহঃ	বৃহঃ	মঙ্গল	০
সিংহ	ওজ	ক্রূর	বিষম	রবি	০	০	০	রবি
কন্যা	যুগ্ম	সৌম্য	সম	বুধ	বুধ	বুধ	শুক্র	বুধ
তুলা	ওজ	ক্রূর	বিষম	শুক্র	শনি	শনি	রবি	শুক্র
বৃশ্চিক	যুগ্ম	সৌম্য	সম	মঙ্গল	০	০	চন্দ্র	০
ধনু	ওজ	ক্রূর	বিষম	বৃহঃ	কেতু	০	রাহু	বৃহঃ
মকর	যুগ্ম	সৌম্য	সম	শনি	মঙ্গল	মঙ্গল	বৃহ	০
কুম্ভ	ওজ	ক্রূর	বিষম	শনি	০	০	০	শনিরাহু
মীন	যুগ্ম	সৌম্য	সম	বৃহঃ	শুক্র	শুক্র	বুধ	০

(*) গ্রন্থবিশেষে রবি।

উপদেশ।

এই প্রদর্শনী দ্বারা কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের ক্ষেত্র, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির তুঙ্গী, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিস্থ হইলে উচ্চ ও নীচ এবং মূল ত্রিকোণ হয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। কোষ্ঠি অধ্যায়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

৭৩। রাশির লগ্নমান।

মেষ	৪:৮	সিংহ	৫।৩৩	ধনু	৫।১৭
বৃষ	৪।৫১	কন্যা	৫।২৯	মকর	৪।৩২
মিথুন	৫।২৯	তুলা	৫।৩৭	কুম্ভ	৩।৫৬
কর্কট	৫।৪০	বৃশ্চিক	৫।৪১	মীন	৩।৪৭

ইহাই সাধারণ লগ্নমান। গণনা সূক্ষ্ম করিতে হইলে বিষুব রেখার দূর ও নিকটবর্ত্তিতা হেতু লগ্নমানের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তদনুসারে অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান স্থির করা আবশ্যক। সুতরাং স্থানভেদে লগ্নমানের তারতম্য অয়নাংশ অনুসারে গণনা করিয়া নিম্নে লিখিত হইতেছে। স্থূল গণনায় পূর্ব্বোক্ত লগ্নমান এবং সূক্ষ্ম গণনায় নিম্নোক্ত লগ্নমান লইয়া গণনা করিলে শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধা হইবে।

৭৪। অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

১।—কলিকাতা, মেদিনীপুর ও তৎসমরেখাস্থ (পূর্ব্ব পশ্চিম) প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান,—

মেষ	৪।৭।৭	সিংহ	৫।৩২।৫১	ধনু	৫।১৭।৩৯
বৃষ	৪।৩৯।৫০	কন্যা	৫।২৯।২০	মকর	৩।৫৭।২৬
মিথুন	৫।২৮।২০	তুলা	৫।৩৫।২৬	কুম্ভ	৪।৩২।৫৮
কর্কট	৫।৪১।২৬	বৃশ্চিক	৫।৪০।৫৭	মীন	৩।৪৬।৫০

২। বৰ্দ্ধমান, ঢাকা, নবদ্বীপ এবং তৎসমসূত্রস্থ প্রদেশের (পূর্ব্ব ও পশ্চিম) অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান,—

মেষ	৪।৬.৫০	কর্কট	৫।৪০।৩৫	তুলা	৪।৪৬।২৪	মকর	৩।৫৭ ৬
বৃষ	৪।৪৯।৪৭	সিংহ	৫।৩৩ ২২	বৃশ্চিক	৪।৪১।৩৫	কুম্ভ	৪।৪২।৪১
মিথুন	৫।২৮।৪৯	কন্যা	৫।২৯।৪০	ধনু	৫।১৭।২	মীন	৩।৪৭।২০

৩। মুর্শিদাবাদ ও উহার পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশস্থ অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান,—

মেষ	৪।৬.৩১	কর্কট.	৩।৪০।৪১	তুলা	৫।৩৮।১৫	মকর	৫।৩৩।৪০
বৃধ	৪।৪৯।৩৩	সিংহ	৫।৩৩।৩৩	বৃশ্চিক	৫।৪০।৪৮	কুম্ভ	৪।৫৫।৪৯
মিথুন	৫।২৮।৪৬	কন্যা	৫।৩০।০	ধনু	৫।৭।২০	মীন	৩।৪৬।৯

৫।—চট্টগ্রাম ও তাহার সমরেখাস্থ (পূর্ব্ব পশ্চিম) প্রদেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান, —

মেষ	৪।৮.৪	কর্কট	৫।৫৯।৪০	তুলা	৫।৩৪।২০	মকর	৪।৩৫ ২৬
বৃষ	৪.৪৯।৩	সিংহ	৫।৩২।৪	বৃশ্চিক	৫।৩৯।২৫	কুম্ভ	৩।৫৮।১৮
মিথুন	৫।২০।২২	কন্যা	৫।২৮।২০	ধনু	৫।১৬।৩২	মীন	৩।৪৭।৩৯

৫।—রংপুর ও তাহার সমান পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান,—

মেষ	৪।১।৩৬	কর্কট	৫।৪৪।৩২	তুলা	৫।৩১।২৭	মকর	৪।৩১।২৬
বৃষ	৪।৪৬।২৮	সিংহ	৫।৩৬।৩১	বৃশ্চিক	৫।৪৭।৪৭	কুম্ভ	৩।৫৬। ৫
মিথুন	৫।২৯।৩৯	কন্যা	৫।৩৩।২০	ধনু	৫।২৬।২৫	মীন	৩।৪৯।৪০

৬।—কুচবিহার ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী (পূর্ব্ব পশ্চিম) প্রদেশস্থ অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান, —

মেষ	৪।৫৫।৫১	কর্কট	৫।৪৫।৩০	তুলা	৫।৩৮।১৬	মকর	৪।৩৫।২৬
বৃষ	৪।৪৫।৪১	সিংহ	৫।৪১।৪৭	বৃশ্চিক	৫।৪৮।৩৮	কুম্ভ	৩।৫৯।৪০
মিথুন	৫।২০।২১	কন্যা	৫।৩৮।২০	ধনু	৫।২৯।২৮	মীন	৩.৩।৪০

কোষ্ঠি প্রস্তুতকালে যে দেশে শিশুর জন্ম, সেই দেশের শোধিত লগ্নমান অনুসারে গণনা করিলে কোষ্ঠিফল অধিকতর সূক্ষ্ম হইবার সম্ভাবনা। দ্রেক্কাণ হোরাদিও ঐ শোধিত লগ্নমানের অনুসারী হওয়া আবশ্যক। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সমস্ত স্থানের এবং তাহার লগ্নের হোরা দ্রেক্কাণাদি ঐরূপে গণনা করিয়া লইলেই হইবে।

উদাহরণ।

কলিকাতার মেষ লগ্নের মান ৪।৭।৭ বিপল। অতএব উহার হোরার পরিমাণ ২।৩ ৩৩।৩০ অনুপল। দ্রেক্কাণ পরিমাণ, ঐ ৪।৭ ৭ ÷ ৩ = ১।২২।২২।২০ অনুপল, নবাংশ পরিমাণ ঐ ৪।৭।৭ ÷ ৯ = ০।২৭।২৭।২৬।৪০, দ্বাদশাংশ পরিমাণ ঐ ৪।৭।৭ ÷ ১২ = ০।২০।৩৫।৩৫, এবং ত্রিংশাংশ পরিমাণ ঐ ৪।৭।৭ ÷ ৩০ = ০।৮।১৪।০ হইবে।

১৫। রাশির লগ্নমান গণনা।

অনেকেই জানেন, অন্যদেশ ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষেরই সকল স্থানে এক সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না। সাধারণ পাঁজিতেও লেখা থাকে, কলিকাতায় যখন দ্বিপ্রহর, অমুক অমুক স্থানে তখন এত বেলা। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত সকল দেশে এক সময়ে হয় না। মেষাদি রাশির উদয়াস্ত যখন রবির উদয় অস্তের প্রতি নির্ভর করে, তখন সূর্য্যোদয়ের তারতম্যে মেষাদি রাশির উদয়াস্তেরও তদ্রূপ তারতম্য অবশ্যই হইবে। কলিকাতায় রবি যখন মেষ রাশির যে অংশে থাকেন, দেখা যায় দিল্লিতে তখন তদ্রূপ হইতে পারে না। আবার মেষাদির লগ্নমান লইয়াই যখন গ্রহ সন্নিবেশ জানিতে হয়, এবং উহাই যখন মানবীয় ভাগ্যের নিয়ন্তা, তখন স্থানের সেই রব্যাদির গতিও তদনুসারে গণনা ভিন্ন, জাতকে কখনই অভ্রান্ত ফল গণনা হইতে পারে না। অতএব দেশান্তর লগ্নমান নিরূপণের নিয়মাদি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঐ যে সূর্য্যের উদয়াস্তের তারতম্যে লগ্নাদির উদয়ের তারতম্য, তাহার কারণ, যে দেশ বিষুব রেখার যত দূরে বা নিকটে, সেই দূরত্ব বা নিকটত্ব বশতঃ ঐ তারতম্যের উৎপত্তি। রবি যখন বিষুবরেখার উপর আগমন করেন, তখন আর লগ্নমান গণনার কোন বাধা হয় না, কেননা নির্দ্দিষ্টই আছে যে, তুলা ও মেষরাশির সন্ধিতে সূর্য্য আসিলেই রবির বিষুবরেখায় আসা হয়। সুতরাং তথা হইতে গণনা করিলেই সকল রাশির গণনা হইতে পারে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের অতি সন্নিকৃষ্ট দেশে সর্ব্বদাই দিবারাত্রি সমান। এই যে ৩০ দণ্ডে রাত্রি ও ৩০ দণ্ডে দিবা, কোন সময়েই ইহার অন্যথা নাই।

ঐ নিরক্ষবৃত্ত হইতে যে দেশ যত দূরবর্ত্তী, তথাকার দিবারাত্রির পরিমাণ ততই চঞ্চল ও হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন।

লঙ্কার উপর দিয়া নিরক্ষবৃত্ত গিয়াছে * সুতরাং লঙ্কার লগ্নমান ধরিয়া দেশ দেশান্তরের লগ্নমান স্থির করা যায়, সুতরাং লঙ্কার লগ্নমান অগ্রে দেওয়া আবশ্যক।

৭৬। রাশির উদয়কাল বা লগ্নমান।

(লঙ্কার)

	ইংরাজি ঘণ্টায়			দণ্ডাদিতে লগ্নমান			
রাশি	ঘ	মিঃ	সে	দং	পং	বিং	অনু
মেষ	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
বৃষ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
মিথুন	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
কর্কট	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
সিংহ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
কন্যা	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
তুলা	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
বৃশ্চিক	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
ধনু	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
মকর	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
কুম্ভ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
মীন	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০

অক্ষাংশের তারতম্যে লগ্নমানাদির উদয়ের তারতম্য হয়। লঙ্কার লগ্নমান ধরিয়া অক্ষাংশের ভেদানুসারে দেশান্তরের লগ্নমান কিরূপে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা যথাসাধ্য সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

---

* ইংরাজি মতে নিরক্ষবৃত্ত লঙ্কার ১১ অংশ তফাৎ দিয়া গিয়াছে, সুতরাং লঙ্কায় লগ্নমান সমীচীন নহে। পরন্তু ১১ অংশে লগ্নমানের যে হ্রাস বৃদ্ধি, তাহা তত মারাত্মক নহে জানিয়া সে বিষয়ে আর অনুসন্ধান আবশ্যক জ্ঞান করি নাই।

যে দিন যে দেশের দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান, সেই দিন দুই অঙ্গুলী মোটা মূলদেশ ও ক্রমশ সূক্ষ্ম সূচীবৎ অগ্রভাগ বিশিষ্ট একটি কাটি সরল ভূমিতে প্রোথিত করিলে তাহার যে মাধ্যাহ্নিক ছায়া পড়িবে, তাহাই সেই দেশের বিষুবচ্ছায়া বলিয়া জানিবে। ঐ বিষুবচ্ছায়া পরিমাণকে ১০,৮ও ১০, পৃথক্ পৃথক্ তিনটি গুণ করিবে। এবং একটি দশ দিয়া গুণ করিয়া যাহা হইয়াছে, তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ দিবে। প্রথম দুইটি গুণলব্ধ ফল এবং শেষের ভাগফল এই তিন অঙ্ক অনুলোম বিলোম ক্রমে রাশির নিম্নে লিখিলেই তাহা রাশির চরার্দ্ধ পল হইবে। ঐ চরার্দ্ধ পল লঙ্কার লগ্নমানের কম হইলে যোগ ও অধিক হইলে বিয়োগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই সেই দেশের অয়-নাংশ শোধিত লগ্নমান। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাই।

উদাহরণ।

মনে কর, কলিকাতায় যে দিন রাত্রিদিন সমান, সেই দিন সূর্য্যদেব মধ্য গগন হইতে কিরণ সম্পাতে পূর্ব্বোল্লিখিত কাটির ৫ অঙ্গুল ও ১০ ব্যঙ্গুল * ছায়া পাত করিলেন। এখন কলিকাতার লগ্নমান করিতে হইবে।

কলিকাতার বিষুবচ্ছায়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ৫ অঙ্গুল, ১০ ব্যঙ্গুল।

অ	ব্য	অ	ব্য	অ	ব্য
৫	১০	৫	১০	৫	১০
	১০		৮		১০
	৫১।৪০ চরার্দ্ধপল		৪১।২০ চরার্দ্ধপল		৫১।৪০ চরার্দ্ধপল

তৃতীয় গুণফল ৫১।৪০ কে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ১৭ পল ১৩ বিপল হয়। এক্ষণে অনুলোম বিলোম ক্রমে ঐ ৫২,৪১ ও ১৭ পল লিখিয়া লও।

নিয়ম আছে, পলাদি ৪০ এর অধিক হইলে, ১ ধরিয়া লওয়া এবং ৩০ এর কম হইলে ত্যাগ করা। অতএব প্রথম গুণফল ৪০ বিপলের স্থানে ১ ধরিয়া লইলে, দ্বিতীয় গুণফলের ২০ বিপল ত্যাগ করিলে এবং তৃতীয় ভাগফল ৪১ পল ১৩ বিপলের ১৩ বিপল ত্যাগ করিলে যথাক্রমে ফল হয়, ৫২, ৪১, ও ১৭ পল।

---

* ৬০ ব্যঙ্গুলে ১ অঙ্গুল।

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
৫২	৪১	১৭	৫২	৪১	১৭
তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
৫২	৪১	১৭	৫২	৪১	১৭

এখন লঙ্কোদয় লগ্নমান হইতে মেষাদি দ্বাদশ রাশির পূর্ব্বোল্লিখিত চরার্দ্ধপল বাদ বা যোগ করিয়া লও। উহা নিম্নে দেখ।

রাশির নাম	লঙ্কার লগ্নমান দং পং বিং অং	যোগবিয়োগের চিহ্ন	কলিকাতার চরার্দ্ধ পল	কলিকাতার লগ্নমান দং পং বিং অং
মেষ ...	৪। ৩৯। ২। ৩০	—	৫২	৩। ৪৭। ২। ৩০
বৃষ ...	৪। ৫৯। ৫। ০	—	৪১	৪। ১৮। ৫। ০
মিথুন ...	৫। ২১। ৫২। ৩০	—	১৭	৫। ৪। ৫২। ৩০
কর্কট ...	৫। ২১। ৫২। ৩০	+	৫২	৬। ১৩। ৫২। ৩০
সিংহ ...	৪। ৫৯। ৫। ০	+	৪১	৫। ৪০। ৫। ০
কন্যা ...	৪। ৩৯। ২। ৩০	+	১৭	৪। ৫৬। ২। ৩০
তুলা ...	৪। ৩৯। ২। ৩০	+	১৭	৪। ৫৬। ২। ৩০
বৃশ্চিক ...	৪। ৫৯। ৫। ০	+	৪১	৪। ৪০। ২। ০
ধনু ...	৪। ২১। ৫২। ৩০	+	৫২	৬। ১৩। ৫২। ৩০
মকর ...	৫। ২১। ৫২। ৩০	—	১৫	৫। ৬। ৫২। ৩০
কুম্ভ ...	৪। ৫৯। ৫। ০	—	৪১	৪। ১৮। ৫। ০
মীন —	৪। ৩৯। ২। ৩০	—	২৫	৩। ৪১। ২। ৩০

৭৭। অন্যপ্রকার লগ্নমান গণনা।

এই লগ্নমান শুদ্ধ কি না, সহজে জানিতে হইলে অন্য আর এক উপায় আছে। অন্যান্য যে দেশের লগমান স্থির করিতে হইতেছে, তথাকার দিবারাত্রির পরিমাণ কখনই সমান নহে। কেননা তাহা হইলে অন্য দেশা-ন্তর লগ্নমানের আবশ্যক হয় কৈ? সুতরাং প্রতি মাসের সংক্রান্তি-দিবসের দিবামানের হ্রাসবৃদ্ধি ধরিয়াও লগ্নমানের চরার্দ্ধপল জানা যায়। ঐ গণনা আরম্ভ করিতে হয় বিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ যে দিবসে দিবামানের পরিমাণ

৩০ দণ্ড হয় তাহার পর। ঠিক উহা এইরূপ অঙ্কপাত করিয়া গণনা করাই সুবিধা। প্রতি মাসের দিবামানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উহা নির্দিষ্ট দিবামান ৩০ দণ্ডের অধিক কিনা, জানা যাইবে।

সংক্রান্তি মাস	দিন পরিমাণ	সংক্রান্তি মাস	দিন পরিমাণ
—	দণ্ডপল	—	দণ্ড পল
১ম সংক্রান্তি	৩১।৪৩	৭ম সংক্রান্তি	২৮।১৭
২য় "	৩৩।৬	৮ম "	২৬।৫৪
৩য় "	৩৩।৪০	৯ম "	২৬।২০
৪র্থ "	৩৩।৬০	১০ম "	২৬।৫৪
৫ম "	৩১।৪৩	১১শ "	২৮।১৭
৬ষ্ঠ "	৩০।০	১২শ বিষুব *	৩০।০

এই হ্রাস বৃদ্ধির গণনা করিয়া উহার অর্দ্ধাংশ যাহা, তাহাই চরার্দ্ধ পল বলিয়া জানিবে।

৭৮। রাশিতে গ্রহগণের ক্ষেত্র।

যে রাশিতে যে গ্রহ স্থিত হইলে বলাধিক্য ঘটে; সেই রাশিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র বলে। মেষ ও বৃশ্চিক রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন ও কন্যা বুধের ক্ষেত্র, কর্কট চন্দ্রের ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র এবং মকর ও কুম্ভ রাশি শনির ক্ষেত্র। ‡

৭৯। রাশিচক্রস্থ গ্রহগণের শুভাশুভ নির্ণয়।

জন্ম রাশির তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থ রাহু, কেতু, মঙ্গল, শনি ও সূর্য্য শুভ। জন্মরাশির তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশমস্থ চন্দ্র শুভ। জন্মরাশির

* বিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ ঐ দিন সূর্য্য বিষুব রেখায় আইসেন। সূর্য্যের একবার আবর্তনের শেষ হয়, ঐ বিষুবে আসিলে। সুতরাং চৈত্র সংক্রান্তিই বিষুব সংক্রান্তি নামে কথিত হয়।

‡ কুজশুক্র বুধেন্দ্বর্ক সৌম্য শুক্রা বনীভুবাং।
জীবার্কি ভানুজে জ্যানাং ক্ষেত্রাণ্যজাদয়ঃ ॥

দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবমস্থ বৃহস্পতি শুভ। জন্মরাশির দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশস্থ বুধ শুভ। জন্মরাশিস্থ ও জন্মরাশির দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম, একাদশ ও দ্বাদশে শুক্র শুভ এবং একাদশ রাশিস্থ তাবত গ্রহই শুভ। গ্রহগণ এই সকল স্থানে না থাকিয়া অন্যত্র থাকিলে অশুভ ফল দান করে। (ইতি মাণ্ডব্যে)

৮০। রাশির সাধারণ সংজ্ঞা।

রাশির নাম	সমবিষম সংজ্ঞা	দিবারাত্রি সংজ্ঞা	স্ত্রীপুরুষ সংজ্ঞা	জন্মে পুরুষ	জন্মে স্ত্রী	চরাদি সংজ্ঞা
মেষ	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	চর
বৃষ	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	স্থির
মিথুন	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	দ্বি
কর্কট	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	চর
সিংহ	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	স্থির
কন্যা	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	দ্বি
তুলা	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	চর
বৃশ্চিক	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	স্থির
ধনু	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	দ্বি
মকর	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	চর
কুম্ভ	বিষম	দিবা	পুরুষ	শুভ	অশুভ	স্থির
মীন	সম	রাত্রি	স্ত্রী	অশুভ	শুভ	দ্বি

৮১। দ্বিপদাদি সংজ্ঞানুসারে রাশি বিচার।

জন্মরাশি	সংজ্ঞা	জন্মফল।
মিথুন কুম্ভ কন্যা তুলা ধনুর প্রথমার্দ্ধ	দ্বিপদ	প্রশান্ত, সৌম্য, সদালাপী।

ধনুর শেষ মেষ বৃষ সিংহ মকর	চতুষ্পদ	দৃঢ়ব্রত, পরিশ্রমী, চঞ্চল, বিলাসী, অদূরদর্শী, লোভী, ক্রোধী, ইন্দ্রিয়পর, সাহসী, স্বল্পসঙ্গী প্রিয়, ইন্দ্রিয়সেবী, ভ্রমণশীল।
কর্কট	কীট	দীর্ঘসূত্রী, অস্থিরচিত্ত, তোৎলা।
বৃশ্চিক	সরীসৃপ	বুদ্ধিমান, অসহিষ্ণু।
মীন	জলজ	বিনীত, ধীর।

৮২। ফলপূর্ণাদি সংজ্ঞা অনুসারে রাশি বিচার।

কর্কট বৃশ্চিক মীন	ফলযুক্ত রাশি	তোৎলা, অস্পষ্টভাষী, বোবা।
মিথুন সিংহ কন্যা	ফলশূন্যরাশি	এই রাশিতে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে বন্ধ্যা বা অল্প পুত্রবতী হয়।

৮৩। সরবাদি সংজ্ঞা অনুসারে রাশি বিচার।

কর্কক বৃশ্চিক মীন	নীরব রাশি	জড়িত বাক্, বোবা।
মিথুন কন্যা তুলা কুম্ভ ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ	সরব রাশি	সমভাষী, সদালাপী।
মেষ বৃষ সিংহ ধনুর শেষার্দ্ধ মকর	অতিরব রাশি	কর্কশভাষী।

৮৪। হ্রস্বাদি অনুসারে রাশি বিচার।

মেষ বৃষ কুম্ভ মীন	হ্রস্ব রাশি	জাত শিশুর দেহ হ্রস্ব হয়।
সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক	দীর্ঘ রাশি	ঐরূপ দীর্ঘদেহী হয়।
মিথুন কর্কট ধনু মকর	সমরাশি	নাতি উচ্চ দেহ হয়।

৮৫। ইংরাজি মতে রাশি সংজ্ঞা।

ইংরাজ জ্যোতিষীগণও মধ্যখণ্ডে দ্বাদশ রাশি স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের রাশি গণের আকৃতি কল্পনাও অনেকাংশ হিন্দু জ্যোতিষের অনুসারী। রাশি দ্বাদশের ইংরাজি নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বাঙ্গলা নাম	ইংরাজি নাম	বাঙ্গলা নাম	ইংরাজি নাম
মেষ	Aries.	তুলা	Libra.
বৃষ	Taurus.	বৃশ্চিক	Scorpio.
মিথুন	Gemini.	ধনু	Sagittarins.
কর্কট	Cancer.	মকর	Capricornus.
সিংহ	Leo.	কুম্ভ	Auporius.
কন্যা	Virgo.	মীন	Piccs.

ইহারা প্রত্যেকেই ৩০ ডিগ্রী স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক রাশিই নক্ষত্র পুঞ্জ, এবং প্রত্যেকের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কয়েকটি অনুসারে রাশির মূর্ত্তি কল্পনা।

(রাশি অধ্যায় সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(তৃতীয় খণ্ড।)

নক্ষত্র।

৮৬। নক্ষত্রের সাধারণ সংজ্ঞা।

কৃষ্ণপক্ষে মেঘশূন্য রাত্রিতে আকাশমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগেরই নাম নক্ষত্র। নক্ষত্র সকল দিবা রাত্রিই আকাশমণ্ডলে বিরাজ করে, দিবাভাগে উজ্জ্বলতম সূর্য্যরশ্মিতে উহাদিগের ক্ষীণালোক পর্য্যুদস্ত করিয়া দেয় বলিয়াই নেত্রগোচর হয় না। নক্ষত্র সকল গতিবিশিষ্ট নহে। এই জন্যই দিগ্দর্শন যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে বিখ্যাত অচল নক্ষত্র ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া নাবিকগণ অকূল সমুদ্র মধ্যে দিঙ্নির্ণয় করিত।

৮৭। নক্ষত্রের আকার।

নক্ষত্রের স্থিতি ও অবস্থান পর্য্যায় দর্শনে আর্য্য জ্যোতিষিগণ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশি সমূহের নামকরণে যেমন মেষাদি জীবসংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, অশ্বিনী প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি ভুক্ত ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ কালেও সেই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। আকাশের মধ্য খণ্ডে যেমন দ্বাদশ রাশির অবস্থান, এই ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জও তদন্তর্গত। উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের রাশি প্রভৃতির গণনা যেমন আর্য্য জ্যোতিষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, তদন্তর্গত নক্ষত্রাবলীও সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের বিষয় ইংরাজী জ্যোতিষানুসারে পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত হইবে।

১। অশ্বিনী।—তিনটি নক্ষত্রে রচিত। আকার অশ্বমস্তকের ন্যায়, এজন্য উহার নাম অশ্বিনী।

২। ভরণী।—৩টি নক্ষত্রে রচিত। আকার, ত্রিকোণ।
৩।—কৃত্তিকা। ৬টি নক্ষত্রে রচিত। আকার, গৃহের ন্যায়।
৪।—রোহিণী। ৫টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। শকটাকার।
৫।—মৃগশিরা। ৩টি নক্ষত্রযুক্ত। আকার, মৃগমস্তকবৎ।
৬।—আর্দ্রা। ১টি নক্ষত্রযুক্ত। আকার রত্নের ন্যায়।
৭।—পুনর্ব্বসু। ৬টি নক্ষত্রযুক্ত। প্রাসাদাকার।
৮।—পুষ্যা। ২টি নক্ষত্রযুক্ত। চক্রাকার।
৯।—অশ্লেষা। ৫টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। কুম্ভকার চক্রের ন্যায়।
১০।—মঘা। ৫টি নক্ষত্রযুক্ত। কুটীরের ন্যায়।
১১।—পূর্ব্বফল্গুণী। ২টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। খট্টার ন্যায়।
১২।—উত্তরফল্গুণী। ২টি নক্ষত্রযুক্ত। শয্যবৎ।
১৩।—হস্তা। ৭টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। আকার, হস্তের ন্যায়।
১৪।—চিত্রা। কেবল ১টি নক্ষত্র। আকার, মুক্তা সদৃশ।
১৫।—স্বাতি। ১টি নক্ষত্র। প্রবালাকার।
১৬।—বিশাখা। ৬টি নক্ষত্রযুক্ত। আকার, পুষ্পমাল্যের ন্যায়।
১৭।—অনুরাধা। ৭টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। আকার, জলধারার ন্যায়।
১৮।—জ্যেষ্ঠা। ৩টি নক্ষত্রযুক্ত। আকার, কর্ণ কুণ্ডলবৎ।
১৯।—মূলা। ১১টি নক্ষত্রযুক্ত। আকার, সিংহ লাঙ্গুলের ন্যায়।
২০।—পূর্ব্বাষাঢ়া। ৪টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। আকার, হস্তিদন্তের ন্যায়।
২১—উত্তরাষাঢ়া। ৪টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। আকার, শয্যস্তূপের ন্যায়।
২২।—শ্রবণা। ৩টি নক্ষত্রযুক্ত। ত্রিশূলাকার।
২৩।—ধনিষ্ঠা। ৫টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। ঢক্কার ন্যায়।
২৪।—শতভিষা। ১০০ নক্ষত্রযুক্ত। মণ্ডলাকার।
২৫।—পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২টি নক্ষত্র বিরচিত। ঘণ্টাকার।
২৬।—উত্তরভাদ্রপদ। ২টি নক্ষত্র বিশিষ্ট। আকার, দ্বিমস্তক মনুষ্যবৎ।
২৭।—রেবতী। ৩২টি নক্ষত্রযুক্ত। মৃদঙ্গাকার।

৮৮। নক্ষত্রানুসারে রাশিবিভাগ।

প্রতি রাশি ৩০ ডিগ্রি পরিমাণ আকাশ অধিকার করিয়া থাকে, এবং প্রতি রাশির সেইস্থান আবৃত করিয়া রাখে। নক্ষত্র ২৭টি। এই ২৭টি নক্ষত্র দ্বারায় দ্বাদশরাশি সমাবৃত। প্রতি ৩০ ডিগ্রি পরিমাণ আকাশ জুড়িয়া থাকায় মধ্য আকাশের সমগ্র মধ্যখণ্ড (৩০ × ১২ = ৩৬০ ডিগ্রি) ৩৬০ ডিগ্রি পরিমাণ। প্রতি রাশির ৩০ ডিগ্রি স্থলে দুটি সম্পূর্ণ নক্ষত্র এবং একটি নক্ষত্রের (¼) সিকি ভাগ অধিকার করিয়া থাকে। এক এক নক্ষত্রের অধিকৃত স্থানের পরিমাণ ১৩৲ ডিগ্রি।

২৭ নক্ষত্র চারিপাদে বিভাগ করিয়া প্রতি রাশিতে নয় পাদ করিয়া নক্ষত্রাধিকার গণিত হইয়া থাকে। (ষড়বর্গ ও নাক্ষত্রিকী চক্র দেখ)। এই নিয়মে মেষ রাশির ৩০ ডিগ্রি অশ্বিনীর চারি পাদ, ভরণীর চারিপাদ এবং কৃত্তিকার একপাদে অধিকার করিয়া আছে। এইরূপ বৃষ রাশির ৩০ ডিগ্রি ঐ কৃত্তিকার বাকী ৩ পাদ, রোহিণীর চারিপাদ এবং মৃগশিরার প্রথম পাদদ্বয়ে; মিথুন রাশির ৩০ ডিগ্রি মৃগশিরার শেষ দুই পাদ, আর্দ্রার চারিপাদ এবং পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদে; কর্কটের ৩০ ডিগ্রি পুনর্ব্বসুর শেষ একপাদ, পুষ্যার চারিপাদ এবং অশ্লেষার চারিপাদে; সিংহ রাশির ৩০ ডিগ্রি মঘার চারিপাদ, পূর্ব্বফল্গুণীর চারিপাদ এবং উত্তরফল্গুণীর প্রথম পাদে; কন্যা রাশির ৩০ ডিগ্রি, উত্তরফল্গুণীর বাকি তিন পাদ, হস্তার চারিপাদে ও চিত্রার প্রথম দুইপাদে; তুলা রাশির ৩০ ডিগ্রি চিত্রার শেষ দুইপাদ, স্বাতির চারিপাদ এবং বিশাখার তিনপাদে; বৃশ্চিক রাশির ৩০ ডিগ্রি বিশাখার শেষ পাদ, অনুরাধার চারিপাদ ও জ্যেষ্ঠার চারিপাদে; ধনু রাশির ৩০ ডিগ্রি মূলার চারিপাদ, পূর্ব্বাষাঢ়ার চারিপাদ ও উত্তরাষাঢ়ার এক পাদে; মকররাশির ৩০ ডিগ্রি উত্তরাষাঢ়ার বাকী তিনপাদ, শ্রবণার চারিপাদ এবং ধনিষ্ঠার দুই পাদে; কুম্ভ রাশির ৩০ ডিগ্রি ধনিষ্ঠার শেষ দুই পাদ, শতভিষার চারিপাদ এবং পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিনপাদে এবং মীন রাশির ৩০ ডিগ্রি স্থান পূর্ব্বভাদ্রপদের বাকী একপাদ, উত্তরভাদ্রপদের চারিপাদ ও রেবতীর চারি পাদে জুড়িয়া আছে।

৮৯। পূর্ণিমার নক্ষত্র জ্ঞান।

নক্ষত্রের নামানুসারে মাসের নাম করণ হইয়াছে। বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রানুসারে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা ও মূলা জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্ব ও উত্তরাষাঢ়ায় আষাঢ়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠায় শ্রাবণ, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্রপদ এবং শতভিষায় ভাদ্র, অশ্বিনী, ভরণী ও রেবতীতে আশ্বিন, কৃত্তিকা ও রোহিণীতে কার্ত্তিক, মৃগশিরা ও আর্দ্রায় অগ্রহায়ণ, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসুতে পৌষ, মঘা ও অশ্লেষায় মাঘ, পূর্ব্ব ও উত্তর ফল্গুণী এবং হস্তায় ফাল্গুন, চিত্রা ও স্বাতীতে চৈত্র। যে যে নক্ষত্রানুসারে যে যে মাসের নাম করণ হইয়াছে, ঐ ঐ মাসের পূর্ণিমা ঐ সকল নক্ষত্রেরই হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় কি নক্ষত্র ছিল যদি জিজ্ঞাস্য হয়, তাহা হইলে স্থূল ভাবে মাসের নাম করণানুসারে বলা যায় যে, ঐ দিনের নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা অথবা মূলা। আবার কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, শ্রবণা নক্ষত্র ঘটিত পূর্ণিমা কি মাসে হইবে? তাহা হইলেও নক্ষত্রের নাম অনুসরণে উত্তর করা যায়, শ্রাবণ।

৯০। নক্ষত্রানুসারে মাসের নাম করণের উদ্দেশ্য।

পৃথিবী যখন যে রাশিতে স্থিত হয়, তৎকালে সেই রাশির স্থিতিকাল সেই সেই নক্ষত্রের নামানুসারে মাস অভিধা লাভ করিয়াছে। পৃথিবী যে রাশিতে স্থিত হয়, সূর্য্য তখন সেই রাশির সপ্তম স্থানে অবস্থান করতঃ তির্য্যগ ভাবে পৃথিবীতে রশ্মিদান করেন।

উদাহরণ।

পৃথিবী যখন বিশাখা নক্ষত্রে অর্থাৎ তুলা রাশিতে, (ষড়বর্গ ও নাক্ষত্রিকী চক্রে দেখ, যথায় ১৬ অঙ্ক আছে, উহাই বিশাখা নক্ষত্রের সংখ্যা) অবস্থিতি করে, সূর্য্য তখন উহার সপ্তম স্থানে অর্থাৎ মেষ রাশিতে দৃষ্ট হয়। পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থান সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়মে ঘটিয়া থাকে।

(নক্ষত্র অধ্যায় সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(চতুর্থ খণ্ড)

তিথি।

৯১। তিথিসংজ্ঞা।

তিথির সংখ্যা ৩০টি। প্রতিপৎ হইতে অমাবস্থা পর্য্যন্ত যে পনের তিথি, তাহার নাম মুখ্যচন্দ্র এবং কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে পনের তিথি, তাহার নাম গৌণচন্দ্র। চন্দ্র, সূর্য্য হইতে ১২ অংশ দূরে গমন করিলে প্রতিপৎ, তৎপরে ১২ অংশ দূরে দ্বিতীয়া, এইরূপে রাশিচক্রের অর্দ্ধাংশ যাইতে ১৫ তিথি অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ রাশিচক্রের অর্দ্ধাংশের পরিমাণ যে ১৮০ ডিগ্রি, প্রতিপদাদি অমাবস্থা পর্য্যন্ত যে ১৫ তিথি, উহারা প্রত্যেকে ১২ অংশ করিয়া চন্দ্রের গমনে উদয় হয়। ইহাই শুক্লপক্ষ। ঐরূপে শুক্লপ্রতিপদাদিও চন্দ্রের ১২ অংশ গমনে ঐ ১৮০ অংশে ১৫ তিথিতে উদয় হয়, উহার নাম কৃষ্ণপক্ষ।

৯২। কলা বিভাগ।

সূর্য্য হইতে চন্দ্র যত দূরবর্ত্তী হয়, চন্দ্রের কলার ততই বিকাশ ঘটে, সূর্য্যের ১২ অংশের মধ্যে চন্দ্রের স্থিতি ঘটিলে চন্দ্ররশ্মি নেত্রগোচর হয় না, এই জন্যই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষ হইতে শুক্লা প্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

চন্দ্র, সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী হয়, সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক প্রতিহত হওয়ায় চন্দ্র-রশ্মি ততই হীন হইতে থাকে। নভোমণ্ডলে চন্দ্রের আকারগত যে হীনতা পরিলক্ষিত হয়, বাস্তবিক সূর্য্যের নিকটবর্ত্তীতাই তাহার কারণ।

৯৩। ইংরেজী মতে তিথি গণনা।

১ প্রতিপৎ, ২ দ্বিতীয়া, ৩ তৃতীয়া, ৪ চতুর্থী, ৫ পঞ্চমী, ৬ ষষ্ঠী, ৭ সপ্তমী, ৮ অষ্টমী, ৯ নবমী, ১০ দশমী, ১১ একাদশী, ১২ দ্বাদশী, ১৩ ত্রয়োদশী,

১৪ চতুর্দ্দশী, ১৫ পূর্ণিমা। ১৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ, ১৭ দ্বিতীয়া, ১৮ তৃতীয়া, ১৯ চতুর্থী, ২০ পঞ্চমী, ২১ ষষ্ঠী, ২২ সপ্তমী, ২৩ অষ্টমী, ২৪ নবমী, ২৫ দশমী, ২৬ একাদশী, ২৭ দ্বাদশী, ২৮ ত্রয়োদশী, ২৯ চতুর্দ্দশী, ৩০ অমাবস্যা।

প্রদর্শনী (খ)

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রেল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৯৩	১২	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
১৮৯৪	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
১৮৯৫	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
১৮৯৬	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
১৮৯৭	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	১	১	২	৪	৪	৬	৬
১৮৯৮	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
১৮৯৯	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
১৯০০	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
১৯০১	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
১৯০২	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৬	২৭	০	০	২	২
১৯০৩	৩	৫	৪	৫	৬	৮	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
১৯০৪	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
১৯০৫	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
১৯০৬	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
১৯০৭	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
১৯০৮	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮
১৯০৯	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
১৯১০	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৩	২৬	২৮	২৮	০	০
১৯১১	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১

উপদেশ।

যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে সেই মাসের তারিখের সহিত যোগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই তিথির সংখ্যা। গত ১৮৯৩ সন হইতে আগামী ১৯১১ এই ১৯ বৎসরের প্রদর্শনী দেওয়া গেল। কিন্তু ইহার দ্বারা ভবিষ্যতের যে কোন বৎসরের তিথি গণনা করা যাইবে। যে স্থানে ১৮৯৩ আছে সেই স্থানে ১৯১২ও এবং পর পর এইরূপ লিখিয়া লইলেই চলিবে।

উদাহরণ।

মনেকর ১৮৯৩ সালের ৬ই এপ্রেল কোন তিথি তোমার জানা আবশ্যক, প্রদর্শনী অনুসারে ঐ সনের এপ্রেল মাসের নীচে ১৪ লেখা আছে, এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাস্য তারিখ ৬ এবং ১৪ একুনে ২০ হইতেছে, অতএব ৬ই এপ্রেল ২০ সংখ্যক কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি হইতেছে।

সতর্কতা।

তারিখ ও মাসাঙ্ক যদি ৩০ এর অধিক হয়, তবে তাহাহইতে ৩০ বাদ দিবে।

উদাহরণ।

১৮৯৩ সনের ২৫ শে মার্চ্চ কি তিথি তোমার জানা আবশ্যক। ১৮৯৩ সনের মার্চ্চ মাসের নীচে ১৩ লেখা আছে, এক্ষণে ১৩ ও জিজ্ঞাস্য তারিখের সংখ্যা ২৫, একুনে ৩৮ হইয়াছে, অতএব উহা হইতে ৩০ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৮ শুক্লাষ্টমী বুঝিতে হইবে।

৯৪। অমাবস্যা গণনা।

যে সনের যে মাসের অমাবস্যা গণনা করিতে হইবে, সেই সনের সেই মাসের নীচে পূর্ব্ব প্রদর্শনাতে যে অঙ্ক আছে, তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে, এই মাসের সেই তারিখে অমাবস্যা হইবে।

উদাহরণ।

১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন্ তারিখে অমাবস্যা হইবে তাহাই তোমার জিজ্ঞাস্য। প্রদর্শনীতে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নীচে ১৪

লেখা আছে। এক্ষণে ৩০ হইতে ঐ ১৪ বাদ দিলে ১৬ থাকিতেছে; অতএব জানা গেল, ১৬ই ফেব্রুয়ারি অমাবস্যা।

আক্ষেপ।

গণনার সূক্ষ্মতানুসারে যে সকল দিনে ২ কি ১ দণ্ড কোন্ তিথির ভোগ হয়, এই গণনায় তাহা অবধারণ করিতে না পারায় ঐ সকল স্থানে মাত্র এক দিন পূর্ব্ব কি পর হইয়া থাকে।

৯৫। তিথির শ্রেণী নির্দ্দেশ।

প্রতিপদেকাদশীষষ্ঠি নন্দাজ্ঞেয়া মণীষিভিঃ।
দ্বিতীয়াদ্বাদশীশ্চৈব ভদ্রা প্রোক্তা চ সপ্তমী॥
ত্রয়োদশ্যাষ্টমীশ্চৈব তৃতীয়া চ তথা জয়া।
চতুর্থী নবমীচৈব রিক্তা চতুর্দ্দশী তথা॥
পঞ্চমী দশমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পূর্ণাচ তিথয় প্রোক্তাঃ সর্ব্বদা চ মণীষিভিঃ॥

প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশীর নাম নন্দা; দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশীর নাম ভদ্রা, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশীর নাম জয়া; চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশীর নাম রিক্তা, এবং অমাবস্যা, পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমার নাম পূর্ণা তিথি।

৯৬। মাসদগ্ধা তিথির ক্রম ও ফল।

দ্বিতীয়া মীনধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।
মেষকর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যামিথুনকেঽষ্টমী॥
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরেতুলে।
মেষেদিনেশে নৃযুগে ধনুস্থে
যুকে মৃগেন্দ্রে কলসে চ শুক্লা
কুলীর কল্যাণি মৃগাস্থ মীন
বৃষেষু কৃষ্ণাস্তিথয়ঃ প্রদগ্ধা॥

বৈশাখের শুক্লা ষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া, এবং ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী মাস দগ্ধা। আর শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণা অষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া এবং জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্থী মাস দগ্ধা বলে। এই সকল তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিলে অকাল মৃত্যু, যাত্রা করিলে ক্লেশ, বিবাহে বিধবা বা বিপত্নিক, বাণিজ্যে মূলধন নাশ; স্ত্রী সঙ্গমে গর্ভনাশ, এবং কৃষিতে ফলের অভাব ঘটে। অতএব এই সকল তিথি সর্ব্ব-কার্য্যে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

৯৭। তিথি প্রবর্ত্তের কারণ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, তিথি হয় কেন? চিরদিন পূর্ণিমা বা অমাবস্যা না হইয়া, চন্দ্রের নিত্য নিত্য কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন?

পূর্ব্বে নানা স্থানে বলা গিয়াছে, সূর্য্যের যেমন গতি আছে, চন্দ্রেরও তেমনি গতি আছে। তবে এতদুভয়ের গতি পরিমাণ অবশ্য সমান নহে। সূর্য্য প্রতিদিন রাশিচক্রের ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ১০ অনুকলা এবং চন্দ্র প্রতি দিন রাশিচক্রের ১৩ অংশ ১০ কলা ১৪ বিকলা গমন করে। সুতরাং প্রতি দিন চন্দ্র সূর্য্যকে ছাড়িয়া ১২ অংশ ১১ কলা ৫ বিকলা ৫০ অনুকলা অগ্রগামী হয়। এই যে ১২ অংশ ১১ কলা ও ৫ বিকলা ও ৫০ অনুকলা দ্রুত গমন, উহাই তিথির অংশ, এবং ইহারই নাম তিথি। চন্দ্র ঐ পূর্ব্বোক্ত অংশে যেমন আগমন ও অতিক্রম করে, প্রতিপদাদিও তেমনি প্রবর্ত্তিত হয়। রাশি চক্রের ১২ অংশ ১১ কলা ৫ বিকলা ও ৫০ অনুকলা এক এক তিথির সীমানা।

প্রতিদিন ইংরাজি পরিমাণে ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে ৬০ দণ্ড হইতে কখনও অধিক কখনও অল্প সময়ে দিনমান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চন্দ্র সূর্য্যের গতাগতি লইয়াই যখন বারাদি প্রবর্ত্ত হয়, তখন উহাদিগের বক্র-মন্দাদি গতিতে দিনমানও দীর্ঘ ক্ষুদ্র না হইবে কেন? এই জন্য হিন্দুর কোনও দিন পরিমাণ ৫৭ দণ্ড, কোনও দিন পরিমাণ ৬৭ দণ্ড।

বৎসরের প্রথম দিনের যে তিথি, শেষ দিনে তাহার ১১ শ তিথি হয়।

পর বৎসর আবার ১ম দিন অবশ্য ১২ শ এবং সংক্রান্তিতে ১৩ শ তিথিতে হইয়া থাকে।

৯৮। তিথি গণনা।

কোন শকাব্দার তিথি গণনা করিতে হইলে শকাব্দার সংখ্যাকে ১৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অবশিষ্টকে ১১ দিয়া গুণ করিবে। পরে সেই গুণ ফল, যে তারিখের তিথি জানা আবশ্যক সেই তারিখের সংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ দিবে। এই যোগাঙ্কে যে মাসের তিথি জানিতে হইবে, সেই মাসাঙ্ক (নিয়ে দেখ) যোগ দিয়া ৩০ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগাবশেষে ১ থাকিলে শুক্লাপ্রতিপদ, ২ থাকিলে দ্বিতীয়া এইরূপ ক্রমান্বয়ে জানিবে।

তিথি গণনায় মাসাঙ্ক।

বৈশাখ ২	শ্রাবণ ৫	কার্ত্তিক ১০	মাঘ ৯
জ্যৈষ্ঠ ১	ভাদ্র ৭	অগ্রহায়ণ ১০	ফাল্গুন ১০
আষাঢ় ৩	আশ্বিন ৯	পৌষ ৯	চৈত্র ১০

(তিথি অধ্যায় সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(পঞ্চম খণ্ড)

যোগ ও লগ্ন।

৯৯। যোগ সংখ্যা।

বিষ্কুম্ভঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনস্তথা।
অতিগণ্ডঃ সুকর্ম্মা চ ধৃতিঃ শূলস্তথৈব চ॥
গণ্ডোবৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতো হর্ষণস্তথা।
বজ্রশ্চাসৃগ্ব্যতীপাতো বরীয়ান্ পরিঘঃ শিবঃ
সাধ্যঃ সিদ্ধিঃ শুভঃ শুক্রো ব্রহ্মেন্দ্রো বৈধৃতিস্তথা।

যোগ ২৭টি। বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতিপাত, বরীয়াণ, পরিঘ, শিব, সাধ্য, সিদ্ধ, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, এবং বৈধৃতি।

১০০। নক্ষত্রযোগে যোগ প্রকরণ।

(১) রবি কিম্বা মঙ্গলবারে যদি প্রতিপৎ, ষষ্ঠী কি একাদশী (নন্দা) তিথি হয়, এবং সেই দিন যদি স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা, মূলা, বা কৃত্তিকা নক্ষত্র হয়, তবে সেই দিন অমৃতযোগ হয়। আর শুক্র কি সোমবারে দ্বিতীয়া, সপ্তমী, কি দ্বাদশী তিথিতে (ভদ্রা) যদি পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সে দিন অমৃতযোগ হয়। বুধবারে তৃতীয়া, অষ্টমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে (জয়া) যদি মৃগশিরা, শ্রবণা, জ্যেষ্ঠা, পুষ্যা, ভরণী কি অশ্বিনী নক্ষত্র হয়, তাহা

হইলে অমৃতযোগ হয়। বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে (রিক্তা) উত্তরাষাঢ়া, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, রোহিণী, মঘা, হস্তা কি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। শনিবারে পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে (পূর্ণ) রোহিণী, হস্তা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলেও অমৃতযোগ হইয়া থাকে। এই যোগ সর্ব্ব যোগের শ্রেষ্ঠ এবং ফলপ্রদ।

২। রবিবারে উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, হস্তা, মূলা বা রেবতী নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, উত্তর ও পূর্ব্বফল্গুণী, পূর্ব্ব ও উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। মঙ্গলবারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতী, উত্তরভাদ্রপদ বা রেবতী নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা বা অনুরাধা নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। বৃহস্পতিবারে, অনুরাধা নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। শুক্রবারে পূর্ব্ব ও উত্তরফল্গুণী, পূর্ব্ব ও উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা কি অনুরাধা নক্ষত্র হইলে, অমৃতযোগ হয়। শনিবারে স্বাতী বা রোহিণী নক্ষত্র হইলেও অমৃত-যোগ হইয়া থাকে।

এই অমৃতযোগ নক্ষত্রামৃতযোগ নামে প্রসিদ্ধ। (বরাহ)

৩। রবি ও মঙ্গলবারে প্রতিপৎ, অষ্টমী বা একাদশী (নন্দা) হইলে, শুক্র ও সোমবারে দ্বিতীয়া, সপ্তমী বা দ্বাদশী (ভদ্রা) হইলে, বুধবারে তৃতীয়া, অষ্টমী বা ত্রয়োদশী (জয়া) হইলে, বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী বা চতুর্দ্দশী (রিক্তা) হইলে, শনিবারে পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা কি পূর্ণিমা (পূর্ণা) তিথি হইলে পাপ যোগ হয়।

৪। শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, মঙ্গলবারে জয়া, শনিবারে রিক্তা, এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা তিথি হইলে সিদ্ধি যোগ হয়। নন্দাদি কোন্ কোন্ তিথিকে বলে, তাহা পূর্ব্বে লেখা আছে।

১০১। লগ্ন পরীক্ষা।

উদয়াবধি বা অস্তাবধি যত দণ্ডে জন্ম হইবে, তাহার অর্দ্ধেক এবং রবি ভুক্তি সেই জাত দণ্ডে যোগ করিলে লগ্ন হইবে। আমরা ৭টি লগ্ন এই নিয়মে মিলাইয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে ৫টি মিলিয়াছে, বাকী দুটি মিলে নাই।

বিবাহাদি দশকর্ম্ম ব্যবস্থা।

১০২। বিবাহে বরকন্যার রাশিনির্ণয়।

বরের রাশি অপেক্ষা কন্যার রাশি পঞ্চম হইলে কন্যা মৃতবৎসা, নবম হইলে পতিপ্রিয়া ও পুত্রবতী, দ্বিতীয়া হইলে ধনহানী, এবং দ্বাদশ হইলে পুত্রবতী হয়।

১০৩। বিবাহে প্রশস্ত নক্ষত্র ও লগ্ন।

রেবতী, উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, উত্তরভাদ্রপদ, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতী নক্ষত্রে, এবং মিথুন, কন্যা ও তুলা লগ্নে বিবাহ প্রশস্ত।

১০৪। দ্বিরাগমন।

রবিশুদ্ধি হইলে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ মাসে দ্বিরাগমন করাই উত্তম।

১০৫। গর্ভাধান।

লগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে, অথবা লগ্নের নবম, পঞ্চম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে যুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান করাই ব্যবস্থা।

১০৬। পুংসবন।

গর্ভাধান হইতে গণনায় তৃতীয় মাসে; প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশী, সপ্তমী কি দ্বিতীয়া তিথিতে; হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা, আর্দ্রা, পূর্ব্ব ও উত্তরভাদ্রপদ অথবা পূর্ব্বাষাঢ়ান ক্ষত্রে পুংসবন করিবে।

১০৭। পঞ্চামৃত।

রেবতী, অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, স্বাতী, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা, উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রে; শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) ব্যতীত অন্য তিথিতে পঞ্চামৃত পান করা গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

১০৮। নামকরণ।

উতরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, অনুরাধা, চিত্রা, রেবতী, মৃগশিরা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, অশ্বিনী ও হস্তা নক্ষত্রে নামকরণ বিহিত।

১০৯। নিষ্ক্রামণ।

শনি মঙ্গলবার ভিন্ন অন্য বারে, আর্দ্রা, অশ্লেষা, ভরণী, কৃত্তিকা, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ব্যতীত অন্য নক্ষত্রে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে এবং কুম্ভ, তুলা, কন্যা বা সিংহ লগ্নে বালককে গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করাইবে।

১১০। অন্নপ্রাশন।

আর্দ্রা, মূলা, ভরণী, ও অশ্লেষা ভিন্ন অন্য যে কোন নক্ষত্রে; শুক্র, সোম, বৃহস্পতি বা বুধবারে এবং বৃষ, মিথুন, কন্যা বা মীন লগ্নে অন্নপ্রাশন ব্যবস্থা।

১১১। চূড়াকরণ।

মাঘাদি ৬ মাসে; হস্তা, পুষ্যা; অশ্বিনী, স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, মৃগশিরা, রেবতী ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে; শুক্লপক্ষে; মঙ্গল ভিন্ন বারে; যুগ্ম মাসে ও যুগ্ম বৎসরে; জন্ম নক্ষত্র ও জন্মমাস বাদে; তুলা, মেষ, বৃষ, কর্কট ও সিংহ ভিন্ন অন্য লগ্নে, রবি শুদ্ধিতে চূড়াকর্ম্ম বিধেয়।

১১২। কর্ণবেধ।

রবি শুদ্ধিতে; অশ্বিনী, পুষ্যা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, অনুরাধা, চিত্রা, রেবতী, মৃগশিরা, স্বাতী বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে; তুলা, ধনু বা মীন লগ্নে; জন্ম নক্ষত্র, জন্মমাস ও রবি, শনি ও মঙ্গলবার ব্যতীত অন্য যে কোন বারে কর্ণবেধ বিধেয়।

১১৩। উপনয়ন।

বৃষ, তুলা, সিংহ, ধনু বা মীন লগ্নে; সপ্তমী ও ত্রয়োদশী তিথি ভিন্ন অন্য তিথিতে, বৃহস্পতি অস্ত বা অতিচারী না হইলে; শুদ্ধকালে উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য।

১১৪। যাত্রানিষেধ।

ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, প্রতিপৎ ও ত্র্যহস্পর্শ দিনে যাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রমাণ

ষষ্ঠ্যষ্টমী দ্বাদশীষু ন গচ্ছেৎত্রিদিনস্পৃশি।
পূর্ণিমা প্রতিপদ্দর্শ রিক্তাবমদিনেষু চ॥ (দীপিকা)

১১৫। যাত্রা ব্যবস্থা।

মন সরে ত যা।
অদিনে গেলেও দোষাবহ নহে।

প্রমাণ

শুভাশুভানি সর্ব্বানি নিমিত্তানি স্যুরেকতঃ।
একতশ্চ মনো যা তু শুদ্ধিশুদ্ধিং জয়াবহং॥

১১৬। যোগফল।

রাশিচক্রের গ্রহ পর্য্যায় অনুসারে ফলের তারতম্য ঘটে। ঐ তারতম্য ফলের নাম যোগফল। কোন জাতকস্থ গ্রহগণের দৃষ্টি ও ফলাফল নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, ঐ সকল গ্রহগণের দ্বারা, কোন যোগ ঘটিয়াছে কিনা। যোগফল সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। কোন্ কোন্ গ্রহের কি প্রকার সন্নিবেশ হেতু কোন্ কোন্ যোগ হয়, তাহা নিম্নে ফলের সহিত লিখিত হইতেছে।

১১৭। বিনিময় যোগ।

দুইটি গ্রহ পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে বা তুঙ্গস্থানে থাকিলে বিনিময় যোগ হয়। বিনিময় যোগস্থ গ্রহ আপনার স্বভাবানুযায়ী বিশেষ ফল দিয়া থাকে।

১১৮। রাজযোগ।

গৃহের অধিপতিগণ স্বক্ষেত্রগত হইলে রাজযোগ হয়। রাজযোগ ফল অতি উত্তম।

১১৯। দ্বিগ্রহ যোগ।

রবি ও চন্দ্র এক রাশিস্থ হইলে, দ্বিগ্রহ যোগ হয়। ফল, নেত্ররোগী, চঞ্চলচিত্ত, কৃপণ, কামার্থী, বাল্যে মাতৃহীন, কিন্তু বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে রাজ তুল্য হয়।

(খ) রবি ও মঙ্গল, মেষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক ধনু বা মীন রাশিতে থাকিলে নেত্ররোগী, সাহসী, রাজ সম্মানিত হয়। কিন্তু অন্য রাশিতে ঐ দ্বিগ্রহ যোগ ঘটিলে তোৎলা, পরাশ্রয়ে উন্নতি লাভ এবং পরে তথায় অপদস্থ হয়।

(গ) রবি ও বুধ, মেষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা বা ধনু রাশিতে থাকিলে মেধাবী, যশস্বী ও পরোপকারী হয়। অন্য রাশিতে ঐ যোগ ঘটিলে ফলপ্রদ হয় না।

(ঘ) রবি ও বৃহস্পতি একত্রে যে কোন স্থানে থাকিলে জাতকের পিত ব্যবহারজ্ঞ, ধার্ম্মিক, পুরোহিত ও বিচারক হয়।

(ঙ) রবি ও শুক্র একত্র যে কোন রাশিতে থাকিলে, অভিনেতা, প্রিয়-দর্শন, অমিতব্যয়ী ও ললনা সাহায্যে বিষয়ী হয়।

(চ) রবি ও শনি এক রাশিতে অবস্থিতি করিলে, পিতৃরিষ্ট ও বিকলাঙ্গ হয়।

১২০। দ্বিগ্রহ যোগ ও তাহার ফল।

গ্রহদ্বয়	রাশি	ফল।
চন্দ্র মঙ্গল	যে কোন রাশি	সাহসী, কৌশলী, ভূমিজীবি,
" "	ঐ	চন্দ্র ক্ষীণ থাকিলে মাতৃরিষ্ট হয়।
" "	কন্যা	প্রিয়দর্শন, গুণবান।
" বৃহঃ	যে কোন রাশি	সুবুদ্ধি ও যশস্বী, মানী, দাতা, দীর্ঘায়ু। (নামান্তর জীবযোগ ও উন্নতি যোগ।)
" শুক্র	"	ভাগ্যবান, ভোগী, চঞ্চল, স্ত্রীযুক্ত।
" শনি	"	মাতৃরিষ্ট, বায়ু রোগী, মলিন।
" "	৬, ৮, ১২ রাশি	অতি দরিদ্র, অল্পায়ু ও বাতুল।
মঙ্গল বুধ	যে কোন রাশি	অস্ফুটবাক্, গণিতজ্ঞ।
" বৃহঃ	ঐ	শাস্ত্রজ্ঞ, নৃপ বা নৃপতি তুল্য।
" শুক্র	ঐ	স্ত্রৈণ, গীতকুশল ও বাণিজ্য নিপুণ।
" ঐ	৬, ৮, ১২ রাশি	শুক্রদোষ জনিত পীড়া।
" শনি	যে কোন রাশি	কলহপর, ভূমিহীন।
বুধ বৃহঃ	ঐ	বিনীত, বিদ্বান, লিপিজীবি, ধার্ম্মিক।
" শুক্র	ঐ	বাল্যভাব, বাণিজ্যরত, চঞ্চল।
শনি	ঐ	প্রাজ্ঞ, কুটিল, লোভী, কলহতৎপর।
বৃহঃ শুক্র	যে কোন রাশি	সুপত্নিযুক্ত, পুত্র ভাগ্যবান।
" শনি	ঐ	সংশয়ী, ধীর, ধনী, অল্পপুত্রযুক্ত।
শুক্র শনি	ঐ	অবাধ্য, ব্যঙ্গকারী, স্ত্রীসুখ হীন।

রাহু যে কোন রাশিতে যে কোন গ্রহের সহিত একত্র থাকিলে শুভ ফলের বৃদ্ধি এবং কেতু অশুভ ফল দিয়া থাকে।

১২১। ত্রিগ্রহযোগ।

তিনটি গ্রহ এক রাশিতে থাকিলে ত্রিগ্রহ যোগ হয়। উহার বিশেষ বিবরণ ও ফল নিয়ে তালিকায় দেওয়া গেল।

গ্রহ	কোন রাশিতে	ফল
র, চ, ম	যে কোন রাশি	ক্রোধী, মিথ্যাবাদী, উদর রক্তপিত্ত পীড়িত।
র, চ, বু	„	ধনী, কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান।
„	৬, ৮, ১২ রাশি	উক্ত ফলের হ্রাস ও জল রোগ।
র, চ, বৃ	যে কোন রাশি	দাতা, কুলতিলক ও ধার্ম্মিক।
র, চ, শু	„	বাত বায়ু নেত্ররোগী ও দুঃশীল।
র, ম, বু	„	পিতৃমাতৃরিষ্ট।
র, ম, বৃ	„	পিতৃভক্ত, বুদ্ধিমান ও চতুর।
র, ম, শু	„	বাক্যকুশল, ধনী, যশস্বী ও সমাজপতি।
র, ম, শ	„	সঙ্গীতকুশল বিলাসী ও ভাগ্যশালী।
র, বু, বৃ	„	পিতৃভ্রাতৃরিষ্ট, বিকলাঙ্গ ও দুঃখী।
র, বু, শু	„	পণ্ডিত, কবি, বাগ্মী, লোকপূজ্য, বহু স্ত্রীযুক্ত ভীরু ও স্ত্রৈণ।
র, বু, শ	„	রুগ্ন, লোকদ্বেষ্য ও বিপন্ন।
র, বৃ, শু	„	মিত্রপালক, ধনী, মন্ত্রণাভেদকারী ও ধার্ম্মিক।
র, বৃ, শ	„	হীনদেহী, স্বজনত্যক্ত, কর্ত্তৃত্বাভিমানী।
র, শু, শ	„	হীনবীর্য্য, ধনহীন ও সন্তপ্ত।
চ, ম, বু	„	শাস্ত্রগণিতজ্ঞ, ভ্রমণশীল, কুশলী।
চ, ম, বৃ	„	ভাগ্যশালী, কামিনী মনোমোহন।
চ, ম, শু	„	রসিক, কাব্যকুশল, সঙ্গীতজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়পর।
চ, ম, শ	„	মাতৃহীন, সন্তপ্ত ও বিপন্ন।
চ, বু, বৃ	„	দীর্ঘজীবি, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও বাক্‌পটু।
চ, বৃ, শু	„	শাস্ত্রানুরাগী, বণিক্ ও কন্যাযুক্ত।

গ্রহ	কোন রাশিতে	ফল
চ, বু, শ	"	কফরুগ্ন, শঠ, ভীরু ও দূরদর্শী।
চ, বৃ, শু	"	দীর্ঘজীবি, বাগ্মী, কর্ম্মী, ধনী ও পুত্রবান।
চ, বৃ, শ	"	বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, ভাগ্যবান।
চ, শু, শ	"	সমালোচক, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্ত্রৈণ।
ম, বু, বৃ	"	ধীমান, নৃপতুল্য ও উদার।
ম, বু, শু	"	সুকান্তি, বিলাসী, উচিৎবক্তা ও স্ত্রীরঞ্জক।
ম, বু, শ	"	পরভোজী, বিপন্ন ও উন্মাদ।
ম, বৃ, শু	"	নারীবল্লভ, কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও পুত্রবান।
ম, বৃ, শ	"	নীচাশয় ও সাধুনিন্দিত।
ম, শু, শ	"	দুঃশীলাস্ত্রীযুক্ত ও অসুখী।
বু, বৃ, শু	"	প্রাজ্ঞ, সম্মানিত, ভাগ্যবান।
বু, বৃ, শ	"	ধীমান, ধনী, ধৈর্য্যশালী ও ধার্ম্মিক।
বু, শু, শ	"	শঠ, বাচাল ও সঙ্গীতপ্রিয়।
বৃ, শু, শ	"	কুলজ্ঞ, কীর্ত্তিমান ও গুণী।

১২২। চতুর্গ্রহ যোগ।

চারিটি গ্রহ এক রাশিস্থ হইলে, চতুর্গ্রহ যোগ বলে। কোন জাতকে ৪টি গ্রহের স্থিতি ঘটিলে, নীতিজ্ঞ ও লোকপূজ্য হয়।

১২৩। পঞ্চ ও ষড়্গ্রহ যোগ।

ইহা সর্ব্বদা শুভফলপ্রদ নহে। তবে নিম্ন লিখিত ৫টি ও ৬টি গ্রহ এক রাশিস্থ হইলে শুভ হয়। যথা,—

১।	র,	চ,	বু,	বৃ,	শু।	৫।	চ,	বু,	বৃ,	শু,	শ।	
২।	র,	ম,	বু,	বৃ,	শু।	৬।	র,	চ,	ম,	বু,	বৃ,	শু।
৩।	র,	বু,	বৃ	শু,	শ।	৭।	চ,	ম,	বু,	বৃ,	শু,	শ।
৪।	চ,	ম,	বৃ,	বু,	শু।	৬ষ্ঠ ও ৭ম ষড় গ্রহ যোগ।						

(যোগ ও লগ্ন অধ্যায় সম্পূর্ণ)।

বরাহমিহির ও খনা।

(৬ষ্ঠ খণ্ড)

গণ।

১২৪। জন্ম নক্ষত্রানুসারে গণনিরূপণ।

হস্তাস্বাতি মৃগাশ্বিনী হরিগুরুঃ পৌষ্ণানুরাধাদিতিশ্চ
আর্দ্রা রোহিণীচোত্তরাণি ভরণী পূর্ব্বাণি ভানিত্রয়ং।
জ্যেষ্ঠাশ্লেষবিশাখা মূল বরুণ বস্বগ্নি চিত্রা মঘাঃ
কথ্যন্তে মুনিভির্যথাক্রমবসাৎ দেবা নরা রাক্ষসাঃ

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবগণ; পূর্ব্ব ও উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্ব ও উত্তর ফল্গুনী, উত্তর ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা এবং বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক রাক্ষসগণ হয়।

১২৫। বিবাহে গণনিরূপণ।

বিবাহাদিতে বরকন্যার গণ নিরূপণ করা আবশ্যক। নতুবা গণ বিপরীতে বর বা কন্যার দৈহিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির যে বর্ণ, তাহার ঐ বর্ণানুসারে নাসাশ্বাসের তারতম্য ঘটে। বরকন্যার গণমিলন না ঘটিলে একের তীব্র শ্বাসে অপরের দৈহিক অনিষ্ট ঘটে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। গণ গণনার মূল স্বরোদয়। অতএব উহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিবার নাই। স্বরোদয়ের যে সামান্য অংশ "বিবিধ অধ্যায়ে" লিখিত হইয়াছে, ইহার সত্যতা বিষয়ে তাহাই অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারিবে।

১২৬। বিবাহের গণনির্ণয়।

গ্রহগণের ইহ পৃথিবীস্থ জীবাদির প্রতি যে অখণ্ডিত আধিপত্য, তাহা উপক্রমণিকায় বলা গিয়াছে। জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানানুসারে যে উক্ত আধিপত্য এবং তদনুসারে জাত শিশুর স্বভাব প্রকৃতি প্রভৃতির তারতম্য ঘটে, তাহা অবশ্য সকলে বুঝেন। প্রবীণ জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ জন্ম নক্ষত্রানুসারে যে দেবরাক্ষসাদি গণের নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ঐ জাত শিশুর স্বভাব বিজ্ঞাপক। আমাদিগের হিন্দু বিবাহ প্রথা ও দুনের কথা, স্বামীস্ত্রীর ব্যবহারাদিও সম্পূর্ণতঃ অন্যজাতিয় স্ত্রীপুরুষ হইতে অনেক ভিন্ন। সুতরাং ইহা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, যে স্ত্রীপুরুষ আজীবন পরস্পরের অবলম্বন, তাহাদিগের স্বভাব বৈপরিত্য ঘটিলে কোন মতেই শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে স্ত্রীর রাক্ষসগণ, তাহার প্রকৃতিও অবশ্য উগ্র, নৃশংস, এবং তাহার দৈহিক তাপ শ্বাসাদিও তদ্রূপ; তাহার সহিত সমধিক মৃদু, দয়ালু, হ্রস্বশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মিলন কখনই শুভসূচক হইতে পারে না। সুতরাং হিন্দু জ্যোতিষের এ আদেশ সর্ব্বথা প্রতিপালন করা আবশ্যক।

কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ গণাদি হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শনী দ্বারা দেখান গেল। প্রতি নক্ষত্রের স্থান পরিমাণ (৩৬০ ÷ ২৭ = ১৩ অংশ ২০ কলা) ১৩ অংশ ২০ কলা। এক এক রাশিতে দুইটি পূর্ণ নক্ষত্র ও এক নক্ষত্রের সিকি অংশ আছে, উহাদিগের রাশি অনুসারে অবস্থান পরিমাণও নিম্নে দেওয়া গেল। আর একটি কথা এখানেও একবার স্মরণ করিয়া দিতেছি। অশ্বিনী প্রভৃতি নামধেয় নক্ষত্র, একটি নক্ষত্র নহে, উহারা নক্ষত্রপুঞ্জ।

নিয়ম।

স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমাদেবমানুষে।
দেবাসুরে কনিষ্ঠা চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে॥

বরকন্যা উভয়ের এক গণ হইলে উত্তম, দেব নরে মধ্যম, দেব রাক্ষসে অধম, কিন্তু নর রাক্ষসে মৃত্যু নিশ্চয়।

১২৭। বিবাহে রাজযোটক।

বরকন্যার একরাশি বা সম সপ্তম, চতুর্থ দশম কিম্বা তৃতীয় একাদশ হইলে রাজ যোটক হয়। এই রাজযোটক বিবাহ অতি প্রশস্ত।

প্রদর্শনী (দ)

রাশির নাম	নক্ষত্রের নাম	পরিমাণ অংশে	নক্ষত্র সংখ্যা	আকার বিবরণ	গণ নাম
মেষ	অশ্বিনী	১৩,২০	৩	অশ্বমুখ	দেব
	ভরণী	১৩,২০	৩	ত্রিকোণ	নর
	কৃত্তিকা	৩,২০	৭	গৃহ	রাক্ষস
বৃষ	কৃত্তিকা*	১০,০	,,	,,	,,
	রোহিণী	১৩,২০	৫	শকট	নর
	মৃগশিরা	৬,৪০	৩	মৃগমুখ	দেব
মিথুন	মৃগশিরা	৬,৪০	,,	,,	,,
	আর্দ্রা †	১৩,২০	১	বৃহৎপ্রবাল	নর
	পুনর্ব্বসু	১০,০	৫	ধনু	দেব
কর্কট	পুনর্ব্বসু	৩,২০	,,	,,	,,
	পুষ্যা +	১৩,২০	১	চক্রাকার	দেব
	অশ্লেষা	১৩,২০	৫	কুক্কুর পুচ্ছ(১)	রাক্ষস
সিংহ	মঘা	১৩,২০	৫	হল (২)	রাক্ষস
	পূর্ব্বফল্গুনী	১৩,২০	২	খট্টা	নর
	উত্তরফল্গুনী	৩,২০	২	শস্যগুচ্ছ	নর

* উহার অন্য নাম সাত ভাই চম্পা।

+ অতি উজ্জ্বল ও সর্ব্বজনদৃশ্য তারকা।

† অনুজ্জ্বল আলোকপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী রক্তবর্ণ তারকা।

১ মতান্তরে গৃহাকার।

২ ,, খাটীর আকার।

রাশির নাম	নক্ষত্রের নাম	পরিমাণ অংক	নক্ষত্র সংখ্যা	আকার বিবরণ	গণ নাম
কন্যা	উঃফল্গুণী	১০,০	”	”	”
	হস্তা	১৩,২০	৫	হস্ত	দেব
	চিত্রা	৬,৪০	১	মুক্তা	রাক্ষস
তুলা	চিত্রা	৬,৪০	”	”	”
	স্বাতি	১৩,২০	১	প্রবাল	দেব
	বিশাখা	১০,০	৫	তোরণ (৩)	রাক্ষস
বৃশ্চিক	বিশাখা	৩,২০	”	”	”
	অনুরাধা	১৩,২০	৭	সর্প (৪)	দেব
	জ্যেষ্ঠা	১৩,২০	৩	গ্রন্থি (৫)	রাক্ষস
ধনু	মূলা	১৩,২০	৯	শঙ্খ (৬)	রাক্ষস
	পূর্ব্বাষাঢ়া	১৩,২০	৪	চতুরস্র	নর
	উত্তরাষাঢ়া	৩,২০	৪	শয্যাকার	নর
মকর	উত্তরাষাঢ়া	১০,০	”	”	”
	শ্রবণা	১৩,২০	৩	শর	দেব
	ধনিষ্ঠা	৬,৪০	৫	মৃদঙ্গ	রাক্ষস
কুম্ভ	ধনিষ্ঠা	৬,৪০	”	”	”
	শতভিষা	১৩,২০	১০০	মণ্ডল	রাক্ষস
	পূঃভাদ্রপদ	১০,০	২	ঘণ্টা	নর
মীন	পূঃভাদ্রপদ	৩,২০	”	”	”
	উঃভাদ্রপদ	১৩,২০	২	”	নর
	রেবতী	১৩,২০	৩২	মৎস্য	দেব

অভিজিৎ নামে আরও একটী নক্ষত্র আবিষ্কার হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয়, রাশি বিভাগে গোলযোগ ও অতিদূরত্বনিবন্ধন হিন্দু-জ্যোতিষিগণ কর্ত্তৃক উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে।

৩ মতান্তরে পুষ্পমাল্যাকার।
৪ ” জলধারা।
৫ ” কুণ্ডলাকার।
৬ ” সিংহ পুচ্ছ।

বর্ণ।

১২৮। রাশি অনুসারে বর্ণ নিরূপণ।

মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হইলে বিপ্রবর্ণ; মেষ, সিংহ ও ধনু রাশিতে জন্ম হইলে ক্ষত্রিয় বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর রাশিতে জন্ম হইলে বৈশ্যবর্ণ এবং মিথুন, তুলা ও কুম্ভ রাশিতে জন্ম হইলে শূদ্রবর্ণ হয়। বিবাহ কালে বর অপেক্ষা কন্যার উর্দ্ধবর্ণ প্রশস্ত নহে।

রাশি সমূহের যে বর্ণ, সেই রাশিতে জন্ম হইলে জাতশিশু সেই রাশির ব্যবস্থিত স্বভাবাদি প্রাপ্ত হয়।

১২৯। বর্ণ নিরূপণ।

জন্মরাশি	বর্ণ	জন্মরাশি	বর্ণ
মেষ	ক্ষত্রিয়	তুলা	শূদ্র
বৃষ	বৈশ্য	বৃশ্চিক	বিপ্র
মিথুন	শূদ্র	ধনু	ক্ষত্রিয়
কর্কট	বিপ্র	মকর	বৈশ্য
সিংহ	ক্ষত্রিয়	কুম্ভ	শূদ্র
কন্যা	বৈশ্য	মীন	বিপ্র

করণ।

১৩০। করণ সংজ্ঞা।

বববালবকৌলবতৈতিলগরবণিজবিষ্টয়ঃ
সপ্তশকুনি চতুষ্পাগাঃ কিন্তুঘ্ন সংজ্ঞকঞ্চধ্রুবাণিকরণানি।

মূল করণ সাতটি। যথা বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ এবং বিষ্টি। ইহা ভিন্ন শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন, এই চারিটী গৌণকরণ মিলিয়া সর্ব্ব শুদ্ধ করণ একাদশটি।

গণবর্গ ও করণ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বরাহমিহির ও খনা।

(সপ্তম খণ্ড)

কোষ্ঠি।

১৩১। কোষ্ঠি গণনা।

মনুষ্য যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় গ্রহগণ যে যে স্থানে অবস্থিতি করে, জাত শিশু তদনুরূপ ফল ইহজীবনে ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণ যেরূপ ফলদান করে, তাহাই অদৃষ্টচক্র নামে আখ্যাত হয়। এক্ষণে কিরূপে জাত শিশুর কোষ্ঠি অর্থাৎ কাহার ক্ষেত্রে, কোন্ হোরায়, কোন্ দ্রেক্কাণে, কোন্ নবাংশে, কোন্ দ্বাদশাংশে এবং কোন্ ত্রিংশাংশে জন্মিয়াছে তাহা স্থির করিবার উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১৩২। রাশিগণের শোধিত লগ্নমান।

মেষ	৪।৮	সিংহ	৫।৩৩	ধনু	৫।১৭
বৃষ	৪।৫১	কন্যা	৫।২৯	মকর	৪।৩২
মিথুন	৫।২৯	তুলা	৫।৩৭	কুম্ভ	৩।৫৬
কর্কট	৫।৪০	বৃশ্চিক	৫।৪১	মীন	৩।৪৭

সূর্য্য প্রতিমাসে এক এক লগ্নে উদিত হইয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে মেষ লগ্নে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ লগ্নে, আষাঢ়ে মিথুন লগ্নে, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ লগ্নে সূর্য্য উদয় হইয়া থাকেন। লগ্নমান শব্দে সেই রাশির পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া দ্বিতীয় লগ্নের উদয় পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই বুঝায়। মনে কর, এই পৃথিবীর রাশি কক্ষ ৩৬০ ডিগ্রী হওয়ায় প্রতি রাশির স্থান ৩০ ডিগ্রী পরিমাণ। এই ৩০ ডিগ্রী স্থান অতিক্রম করিতে যে রাশির যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়, তাহাই তাহার লগ্নমান। সূর্য্য যেমন প্রতিদিন এক লগ্নে উদয়

হইয়া উহার সপ্তম লগ্নে (যেমন সূর্য্য মেষ লগ্নে উদয় হইলে তুলায় অস্ত) অস্তগত হন, রাশি সমূহও তদ্রূপ ঐ সময়ের মধ্যে যথাক্রমে উদয় ও অস্তগত হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য ও রাশি সমূহের গতির ভিন্নতা প্রযুক্ত আজ সূর্য্য যে লগ্নের যে সময়ে উদিত হন, কল্য তাহাব কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়েন। এই রূপ ১ মাস কাল পিছাইয়া পড়ায় দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় লগ্নে অর্থাৎ বৈশাখ মাস মেষ লগ্নে উদিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে মন্দগতি হেতু জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় লগ্নে অর্থাৎ বৃষ লগ্নে উদিত হন।

১৩৩। রবিভুক্তি।

লগ্ন দণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎসংখ্যং ক্রমতঃ পলং।
বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমন্তভে॥

এই যে রবির গতির হ্রাস অর্থাৎ লগ্নের অতিরেক গতি, তাহাকে রবিভুক্তি বলে। রবিভুক্তির সাধারণ নিয়ম, প্রতি লগ্নের মানকে দ্বিগুণ করিয়া দণ্ডকে পল, পলকে বিপল, বিপলকে অনুপল ধরিয়া লইতে হইবে।

১৩৪। ষড়্বর্গ।

এতদ্দ্বারা কোষ্ঠির জ্ঞাতব্য তাবত জানা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বালকের কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দেখান যাইতেছে।

মনে কর, ১২৯১ সালের ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটের সময় একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করিল। উহার ষড়্বর্গ করিতে হইলে, এইরূপ করিতে হইবে।

প্রথম দেখ, জাত সময় ইংরাজি ৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। সেই দিন সূর্য্যাস্ত কাল ৫ টা ৫৯ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড। অতএব জন্ম সময় ৯।৩০ মিনিট হইতে ৫।৫৯।২৮ সেকেণ্ড বাদ দিলে ৩।৩০।৩২ সেকেণ্ড থাকে। অর্থাৎ, সন্ধ্যা হইতে ৩।৩০।৩২ সেকেণ্ড পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

এখন ঐ ৩।৩০।৩২ সেকেণ্ডকে দণ্ড পল করিলে ৮।৪৬।২০ বিপল হয়।

অতএব জানা গেল যে, সন্ধ্যার পর ৮ দণ্ড ৪৬ পল ২০ বিপল পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

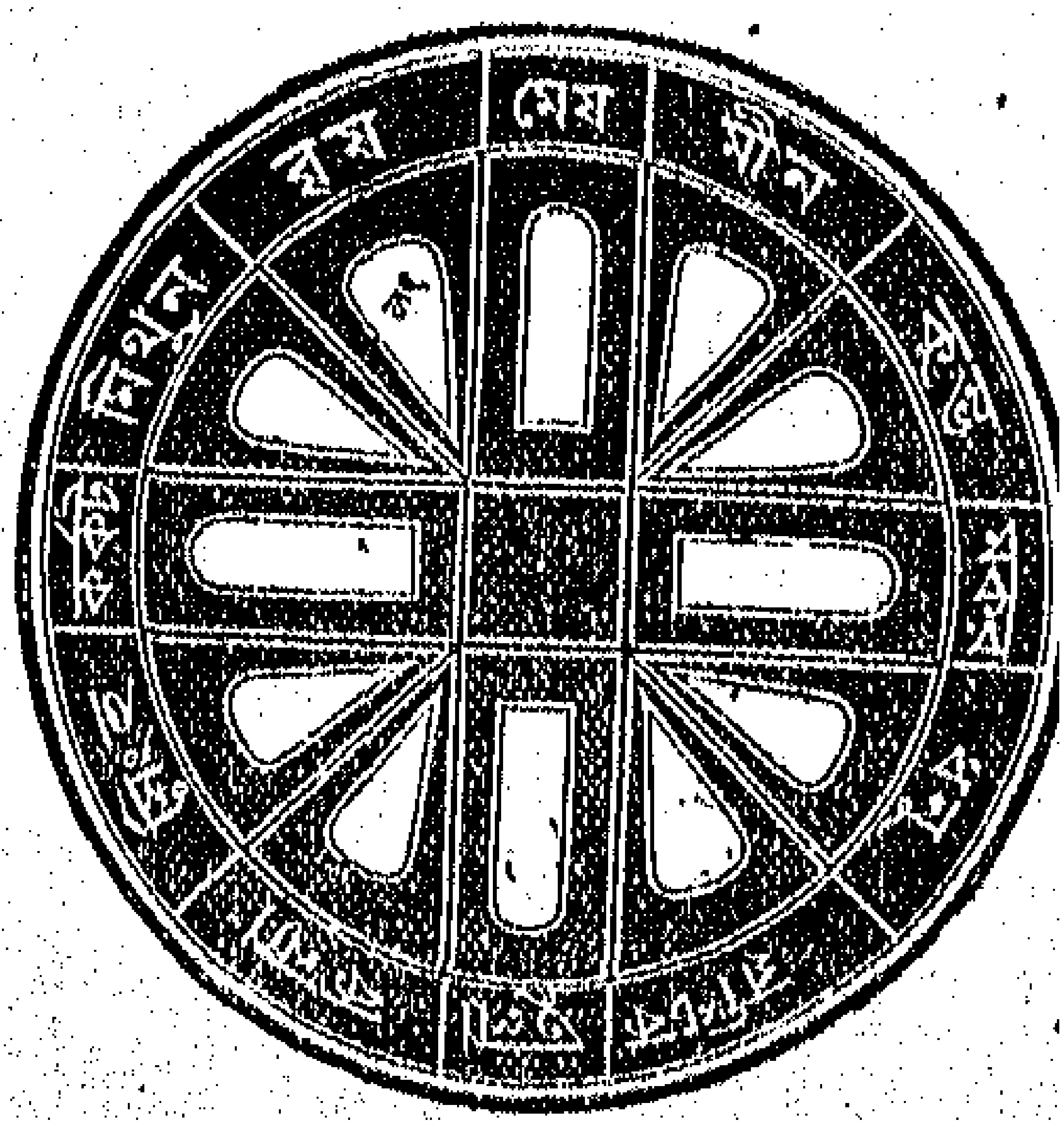
এখন দেখা যাউক, শিশু কোন্ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ৩রা আশ্বিন সূর্য্য কন্যা লগ্নে উদয় হইয়াছিলেন, অতএব উদয় লগ্নের সপ্তম লগ্ন যে মীন, উহাতেই সূর্য্য অস্তগত হইয়াছেন। মীন লগ্নের সে দিন ০।১৮।৪২ বিপল গতে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, অতএব মীন লগ্নের মান ৩।৪৭ পল হইতে ০।১৮।৪২ বিপল বাদ দিলে যে ৩।২৮।১৮ বিপল থাকে, সূর্য্যাস্তের পর মীন রাশির মান ঐ ৩।২৮।১৮ বিপল মাত্র সন্ধ্যার পর ভোগ হইতেছে। কিন্তু জাত সময় উহার অধিক।

অতএব মীনের পূর্ব্বোক্ত দিন প্রবিষ্ট ভাগ অর্থাৎ রবিভুক্তি বাদে অবশিষ্ট মীন ৩।২৮।১৮ বিপলে মেষের মান ৪।৮ যোগ দাও। যোগ ফল ৭।৩৬।১৮ বিপল হইল। জন্ম সময় ৮।৪৬।২০ বিপল, অতএব এখনও ১।১০।২ বিপল বাকি। সুতরাং বৃষ লগ্নের মান ৪।৫১ পলের প্রথম ১।১০।২ বিপল পরে শিশুর জন্ম।

এখন রাশি চক্র অঙ্কিত করিয়া বৃষ রাশির ঘরে লগ্নের চিহ্ন লং বলিয়া লিখিয়া রাখ। এবং পৃথক একটি কাগজে লিখিয়া রাখ, শিশুর জন্ম বৃষ লগ্নে।

জানা আছে, বৃষলগ্ন শুক্রের ক্ষেত্র, অতএব লিখিয়া রাখ, শুক্রের ক্ষেত্র।

দশম চিত্র।



এখন দেখ, কাহার হোরায় জন্ম। বৃষ লগ্নের মান ৪।৫১ পল, উহাকে দুই দিয়া ভাগ করিলে ২।২৫।৩০ হয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বালক বৃষ লগ্নের প্রথম ১।১০।২ বিপলে জন্মিয়াছে, অতএব বৃষ লগ্নের প্রথম অংশে জন্ম হইয়াছে সন্দেহ নাই। বৃষ লগ্ন বিষম সংজ্ঞক, (গ্রহ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) অতএব উহার প্রথমাংশ চন্দ্রের ও শেষাংশ সূর্য্যের হোরা। এখানে দেখা যাইতেছে, জাত শিশু বৃষ লগ্নের প্রথমার্দ্ধে জন্মিয়াছে, অতএব জানা গেল, জাত শিশু চন্দ্রের হোরায় জন্মিয়াছে। এখন লিখিয়া রাখ, চন্দ্রের হোরায়।

এখন কোন্ দ্রেক্কাণে জন্ম হইয়াছে দেখ। নিয়ম আছে, লগ্নমানকে তিন ভাগ করিলে দ্রেক্কাণ বাহির হয়। এখন দেখ, বৃষ লগ্নের মান ৪।৫১ পল। ইহাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে এক এক দ্রেক্কাণের পরিমাণ হয় ১।৩৭ পল। বৃষ লগ্নের প্রথম ১।১০।২ বিপলে জন্ম, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বালক বৃষ লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিয়াছে। অতএব, লিখিয়া রাখ, বৃষ লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে।

এখন দ্রেক্কাণ অধিপতি স্থির করিতে হইবে। উহার নিয়ম (ষড় বর্গ চক্র দেখ) অনুসারে বুধ বৃষ লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি। অতএব লিখিয়া রাখ, বৃষ লগ্নে বুধের দ্রেক্কাণে।

এখন দেখ, কোন্ নবাংশে বালকের জন্ম। লগ্নমাণকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে নবাংশ বাহির হয়, (গ্রহ অধ্যায় দেখ) জানা আছে — বৃষ লগ্নের মান ৪।৫১ পল। অতএব উহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে নবাংশ পরিমাণ (গ্রহ অধ্যায় এবং রাশিগণের নবাংশ গণনার সহিত মিলাইয়া দেখ) ০।৩২।২০ বিপল হয়। শিশু বৃষ লগ্নের ১।১০।২ বিপলে জন্মিয়াছে। অতএব প্রথম নবাংশ ০।৩২।২০ বিপলে না মেলায় দ্বিতীয় নবাংশ ০।৩২।২০ যোগ কর। যোগফল ১।৪।৪০ বিপল হয়। তাহাতেও না মেলায় তৃতীয় নবাংশ ০।৩২।২০ যোগ কর। যোগফল ১।৩৭ পল হয়। অতএব জানাগেল, বৃষ লগ্নের তৃতীয় নবাংশে শিশুর জন্ম। লিখিয়া রাখ। এই অধ্যায়ে ও ষড় বর্গ চক্রে নবাংশাধিপতি নির্ণীত আছে। ঐ অনুসারে জানাগেল, যে, বৃষ লগ্নের তৃতীয় নবাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, অতএব লিখিয়া রাখ ;—বৃষ লগ্নের তৃতীয় অর্থাৎ বৃহস্পতি নবাংশে।

এখন দ্বাদশাংশ গণনা কর। দ্বাদশাংশ গণনা অনুসারে বৃষ লগ্নের মান ৪।৫১ পলকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি দ্বাদশাংশের পরিমাণ

০।২৪।১৫ বিপল হয়। (গ্রহ অধ্যায়ে রাশিগণের দ্বাদশাংশ গণনার সহিত মিলাইয়া দেখ)।* শিশু বৃষ লগ্নের ১।১০।২ বিপলে জন্মিয়াছে। অতএব প্রথম দ্বাদশাংশে হইতেছে না। সুতরাং উহার সহিত দ্বিতীয় দ্বাদশাংশ ০।২৪।১৫ যোগ করিলে ০।৪৮।৩০ হয়। ইহাতেও মিলিল না। অতএব তৃতীয় দ্বাদশাংশ যোগ দাও, যোগ ফল ১।১২।৪৫ হয়। অতএব জানা গেল, বালক বৃষ লগ্নের তৃতীয় দ্বাদশাংশে জন্মিয়াছে। গ্রহ অধ্যায়ে রাশির দ্বাদশাংশ অধিপতি নির্ণয় করা আছে, তদনুসারে জানা গেল, বৃষলগ্নের তৃতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি চন্দ্র, অতএব লিখিয়া রাখ,—চন্দ্রের দ্বাদশাংশে।

এখন ত্রিংশাংশ নিরূপণ করিতে হইবে। গ্রহাধ্যায়ে উহার যে নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে বৃষলগ্নের মান ৪।৫১ পলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি ত্রিংশাংশের পরিমাণ ০।৯।৪২ বিপল। শিশুর জন্ম বৃষলগ্নের প্রথম ১।১০।২ বিপলে। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, শিশুর জন্ম প্রথম ত্রিংশাংশে নহে। অতএব উহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোগ করিলে যোগ ফল ২৯।৬ হইবে। ইহাতে মিলিল না, সুতরাং চতুর্থ ত্রিংশাংশ যোগ কর। যোগ ফল ০।৩৬।৪৮ হইল, ইহাতে মিলিল না। সুতরাং পঞ্চম ত্রিংশাংশ যোগ করিয়া ০।৪৬।৩০ হইল, মিলিল না; অতএব পুনরায় ষষ্ঠ ত্রিংশাংশ যোগ কর। যোগ ফল ০।৫৬।১২ হইল, মিলিল না; অতএব পুনরায় সপ্তম ত্রিংশাংশ যোগ কর। যোগ ফল ১।৫।৫৪ হইয়াও না মিলায় অষ্টম ত্রিংশাংশ যোগ করত যোগ ফল ১।১৫।৩৬ হইল। সুতরাং দেখা গেল, যে বালক বৃষ লগ্নের অষ্টম ত্রিংশাংশে জন্মিয়াছে। অষ্টম ত্রিংশাংশের অধিপতি (গ্রহ অধ্যায়ে দেখ।) বৃষ সম রাশি বিধায় উহার দ্বিতীয় ৫ ভাগের অধিপতি বুধ, অতএব লিখিয়া রাখ,—বুধের ত্রিংশাংশে।

এখন সব লেখা গুলি একত্র কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, ১২৯৭ সালের ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতি বার রাত্রি ৯।৩০ সাড়ে নয় ঘটিকার সময় যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার জন্ম—

---

* গ্রহাধ্যায়ে বুধের ত্রিংশাংশ বিভাগ ভুল আছে। বুধের ত্রিংশাংশ পরিমাণ ২৪ পল ১৫ বিপলই হইবে।

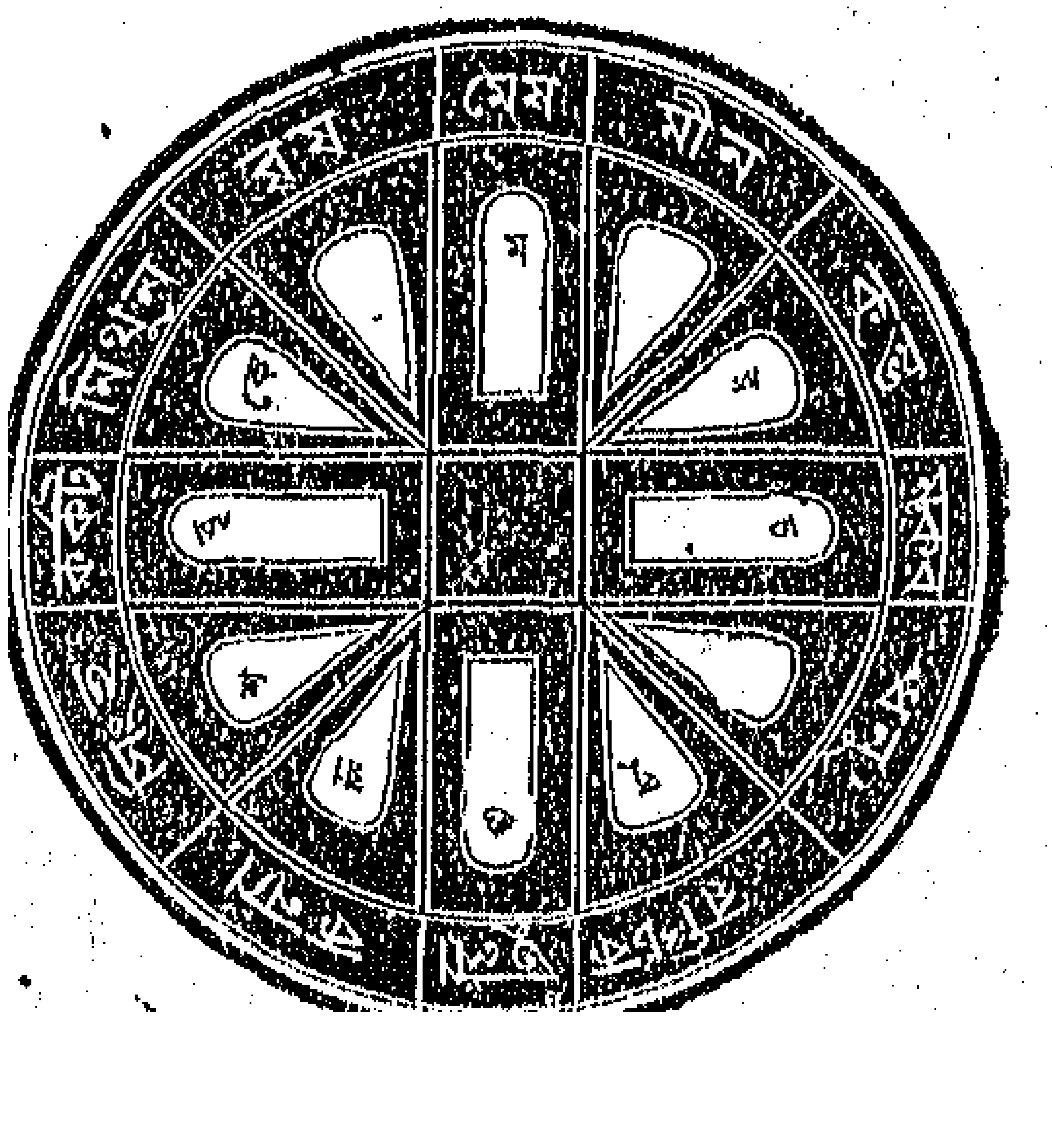
স্বয় লগ্নে, শুক্রের ক্ষেত্রে, চন্দ্রের হোরায়, বুধের
দ্রেক্কাণে, বৃহস্পতির নবাংশে, রবির
দ্বাদশাংশে এবং বুধের ত্রিংশাংশে
হইয়াছে।

১৩৫। দৃষ্টি সন্নিবেশ।

রাশি চক্রের কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ আছে, এবং ধন তনু প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবের কোন্ ভাবে কোন গ্রহের দৃষ্টি আছে, আর সেই দৃষ্টির পরিমাণই বা কত, তাহা না জানিলে কোষ্ঠি ফল লিখিতে পারা ত দূরের কথা, কোষ্ঠির মোটামুটী ফল গুলিও বলিতে পারা যায় না। অতএব রাশি চক্র প্রস্তত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে উহার কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ গ্রহের দৃষ্টি আছে, এবং উহার পরিমাণই বা কত, তাহা করিবে। উহা কিরূপে লিখিতে হয়, তাহা নিম্নে উদাহরণ সহ লিখিত হইল। কোষ্ঠিতে তদনু-সারে লিখিলেই হইবে।

উদাহরণ

একাদশ চিত্র।



মনে কর, কোন বালকের, উপনিম্নস্থিত চিত্রানুরূপ রাশি চক্র স্থির হইয়া গ্রহ সন্নিবেশ হইয়াছে। এক্ষণে উহার কোন্ স্থানে কোন্ গ্রহের দৃষ্টি আছে তাহা লিখিতে হইবে। ইহার লগ্ন মীন। এখন ইহার কোন্ স্থানে কোন্ ভাবের বিচার করিতে হইবে, দেখা যাউক। লগ্ন তনু, ইহা স্থির আছে, তৎপরে কোন্ রাশি, কোন্ ভাবের স্থান, তাহা এইরূপ লিখিবে।

রাশি	ভাব স্থান	স্থিত গ্রহ
মীন	তনু	০
মেষ	ধন	মঙ্গল
বৃষ	সহজ	০
মিথুন	বন্ধু	কেতু
কর্কট	পুত্র	বৃহস্পতি
সিংহ	শত্রু	শনি
কন্যা	স্ত্রী	রাহু
তুলা	আয়ু	শুক্র
বৃশ্চিক	পুণ্য	বুধ
ধনু	কর্ম্ম	০
মকর	আয়	চন্দ্র
কুম্ভ	ব্যয়	রবি

এক্ষণে দৃষ্টির নিয়মানুসারে দৃষ্টি সন্নিবেশ চক্র অঙ্কিত কর।

১৩৬। দৃষ্টির নিয়ম।

দৃষ্টির নিয়ম গ্রহাধ্যায়ের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পুনর্ব্বার স্মরণার্থ লিখিত হইল। গ্রহগণ তৃতীয় ও দশমে এক পাদ, নবম ও পঞ্চমে দ্বিপাদ, চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদ, এবং সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া থাকে। অন্যথা এই যে, বৃহস্পতির নবম ও পঞ্চমে পূর্ণ দৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি।

১৩৭। রাহুর দৃষ্টি।

পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে পূর্ণ, দ্বিতীয় ও দশমে ত্রিপাদ, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমে অর্দ্ধ দৃষ্টি এবং প্রথম ও একাদশে এক পাদ দৃষ্টি। এক্ষণে পূর্ব্ব পৃষ্ঠার রাশি চক্র দৃষ্টে গ্রহগণের দৃষ্টি-সন্নিবেশ চক্র প্রস্তুত কর।

১৩৮। দৃষ্টি সন্নিবেশ চক্র।

ভাব	রবি	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ	রাহু	কেতু
তনু	০	১৫	০	৩০	৬০	০	৪৫	৬০	৩০
ধন	১৫	৪৫	ম	০	১৬	৬০	৩০	৩০	৩০
সহজ	৪৫	৩০	০	৬০	০	৪৫	১৫	৬০	৪৫
বন্ধু	৩০	০	১৫	৪৫	০	৩০	০	৩০	কে১৫
পুত্র	০	৬০	৬০	৩০	বৃ	১৫	০	৩০	৬০
শত্রু	৬০	০	৩০	১৫	০	০	শ	৪৫	১৫
স্ত্রী	৪৫	৩০	০	০	১৫	০	০	রা১৫	৪৫
আয়ু	৩০	১৫	০	০	৪৫	শু	১৫	৬০	৬০
পুণ,	১৫	৪৫	৬০	বু	৬০	০	৪৫	১৫	৩০
কর্ম্ম	০	০	৩০	০	০	১৫	৩০	৪৫	৬০
আয়	০	চ	১৫	১৫	০	৪৫	০	৬০	৩০
ব্যয়	র	০	০	৪৫	১৫	৩০	৬০	৩০	৬০

এইরূপ দৃষ্টির অনুপাত অনুসারে ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে মোটামুটি ফল জানিতে পারিবে। আজি কালি কোষ্ঠিতে দৃষ্টির সঙ্কেত এক পাদে (।) এইরূপ ১ দাঁড়ি, দ্বিপাদে (॥) এইরূপ ২ দাঁড়ি, ইত্যাদি রূপ দিবার রীতি চলিতেছে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। প্রতিগ্রহের পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি। অতএব দৃষ্টির পরিমাণ ডিগ্রি হিসাবে লিখিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

১৩৯। লগ্ননিরূপণ।

যে মাসে সূর্য্য যে লগ্নে উদিত হন, তাহার সপ্তম লগ্নে অস্তগত হন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর সূর্য্যের গতি অনুসারে যে অগ্র পশ্চাৎ হেতু লগ্নমানের কিয়দংশ নিত্যনিত্য অগ্রগামী হইয়া যায়, এবং তাহাকে যে রবিভুক্তি বলে, তাহাও বলিয়াছি। রবিভুক্ত যে কাল, তাহা নির্ণয়ের নিয়ম না জানিলে কোষ্ঠি বা অন্য কোন কার্য্যে লগ্ন স্থির করিতে পারা যাইবে না। অতএব তাহা লিখিত হইতেছে।

নিয়ম।

যে মাসে সূর্য্য যে লগ্নে উদয় হন, সেই লগ্নের যে মান, তাহাকে সেই মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে যে ফল হয়, তাহাকেই প্রতিদিন প্রবিষ্ট রবিভুক্তি কহে।

উদাহরণ

মনে কর, সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ লগ্নে উদিত হন। ঐ মেষ লগ্নের মান ৪।৮ পল। বৈশাখ মাস ৩১ দিনে। অতএব ৪।৮ পলকে ৩১ দিয়া ভাগ করিলে যে ৮ পল হয়, উহাই প্রতিদিনের দিন প্রবিষ্ট রবিভুক্তি বলিয়া জানিবে। সূর্য্য উদিত লগ্নের সপ্তম লগ্নে অস্তগত হন। অতএব অস্তলগ্নেরও ঐরূপ নিয়ম।

উদাহরণ

মেষ লগ্নে উদিত সূর্য্য উহার সপ্তম লগ্ন তুলায় অস্তগত হন। তুলার মান ৫।৩৭ পল। অতএব উহাকে ৩১ ভাগ করিলে ০।১০।৫২ হয়, উহাই তুলা রাশির রাত্রি প্রবিষ্ট রবিভুক্তি বলে।

সঙ্কার গণনায় মাসের প্রথম দিনে যে ভুক্তির তারতম্য হয়, তাহা গণনা না করিলেও ক্ষতি হয় না। কেননা পঞ্জিকায় প্রতিদিনের রবিভুক্তি (উদয় লগ্নের ও অস্ত লগ্নের) লিখিত থাকে। তদ্দর্শনে লগ্ন গণনা করাই অনায়াস-সাধ্য মনে করি।

১৪০। অন্যপ্রকার লগ্ননিরূপণ।

দিবাভাগে রৌদ্রে দাঁড়াইলে স্বদেহের যে ছায়া পতিত হয়, তাহা আপনার পদ দ্বারা মাপিয়া যাহা হইবে তাহা দ্বিগুণ করিয়া তৎসহ ১৪ যোগ দিবে। ঐ যুক্তাঙ্ক দ্বারা ২৯২ কে ভাগ দিলে ভাগফল যাহা হইবে, দ্বিপ্রহরের মধ্যে ছায়া মাপিলে তত দণ্ড, এবং তৎপরে থাকিলে দ্বিপ্রহরের পর তত দণ্ড বেলা হইয়াছে বুঝিবে।

উদাহরণ

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আপন ছায়া পদদ্বারা মাপ করিয়া ১২ হইল। অতএব উহাকে দ্বিগুণ করিয়া ২৪ হইল। উহার সহিত ১৪ যোগ দিলে ৩৮ হইল। এখন ২৯২কে ৩৮ দিয়া ভাগ দিলে ৭।৪১ হয়, অতএব বুঝিবে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বেলা ৭ দণ্ড ৪১ পল হইয়াছে। বিশেষ কথা এই যে, ভাগাবশিষ্ট যাহা, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ দিলে পল, তদবশিষ্টকে ৬০ দিয়া ভাগ দিলে অনুপল ইত্যাদি হইবে।

১৪১। গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশভাব।

গ্রহগণ রাশিস্থ হইয়া দ্বাদশ ভাবের কোন না কোন ভাবে অবস্থান করেন। ঐ ভাবানুসারে গ্রহগণের বলের তারতম্য হয়, এবং জাতকে উহার তারতম্যানুসারে ফল দর্শিয়া থাকে। অতএব কোষ্ঠি প্রস্তুত কালে জাত বালকের রাশিচক্রে গ্রহগণ দ্বাদশ ভাবের কোন্ ভাবে আছেন, তাহা স্থির করিয়া গ্রহগণের ফল নির্ণয় করা বিধেয়।

১৪২। ভাব।

গ্রহগণ দ্বাদশভাবে অবস্থান করেন। ঐ দ্বাদশ ভাব, ১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণী, ৪ প্রকাশন, ৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবসতী, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক এবং ১২ নিদ্রা।

১৪৩। ভাব গণনার নিয়ম।

গ্রহগণ যে রাশিতে থাকে (অর্থাৎ মেষে থাকিলে ১, বৃষে ২, মিথুনে ৩, এইরূপ) সেই রাশি সংখ্যাকে গ্রহসংখ্যা (অর্থাৎ রবি ১, চন্দ্র ২, মঙ্গল ৩ ইত্যাদি নব গ্রহের সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিবে। পরে ঐ রাশিকে ৯৯ দিয়া গুণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করিতে হইবে, তাহার জন্ম নক্ষত্র সংখ্যা উহাতে যোগ দিবে। পরে লগ্নসংখ্যক অঙ্ক এবং জাত দণ্ড পরিমিত অঙ্ক উভয়ই ঐ রাশিতে যোগ দিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফল লইবে না। ভাগের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই লইবে। ভাগাবশিষ্ট ১ থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন, এইরূপ এবং মিলিয়া গেলে নিদ্রাভাব বুঝিবে।

১৪৪। অন্য নিয়ম।

যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশির সংখ্যা × যে গ্রহের ভাব গণনা করিবে তাহার সংখ্যা ×৯৯ + গ্রহের জন্ম নক্ষত্র + জাত দণ্ড পরিমিত অঙ্ক ÷ ১২ = ভাব ফল। ভাগাবশিষ্ট ১ থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি।

১৪৫। গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র সংখ্যা।

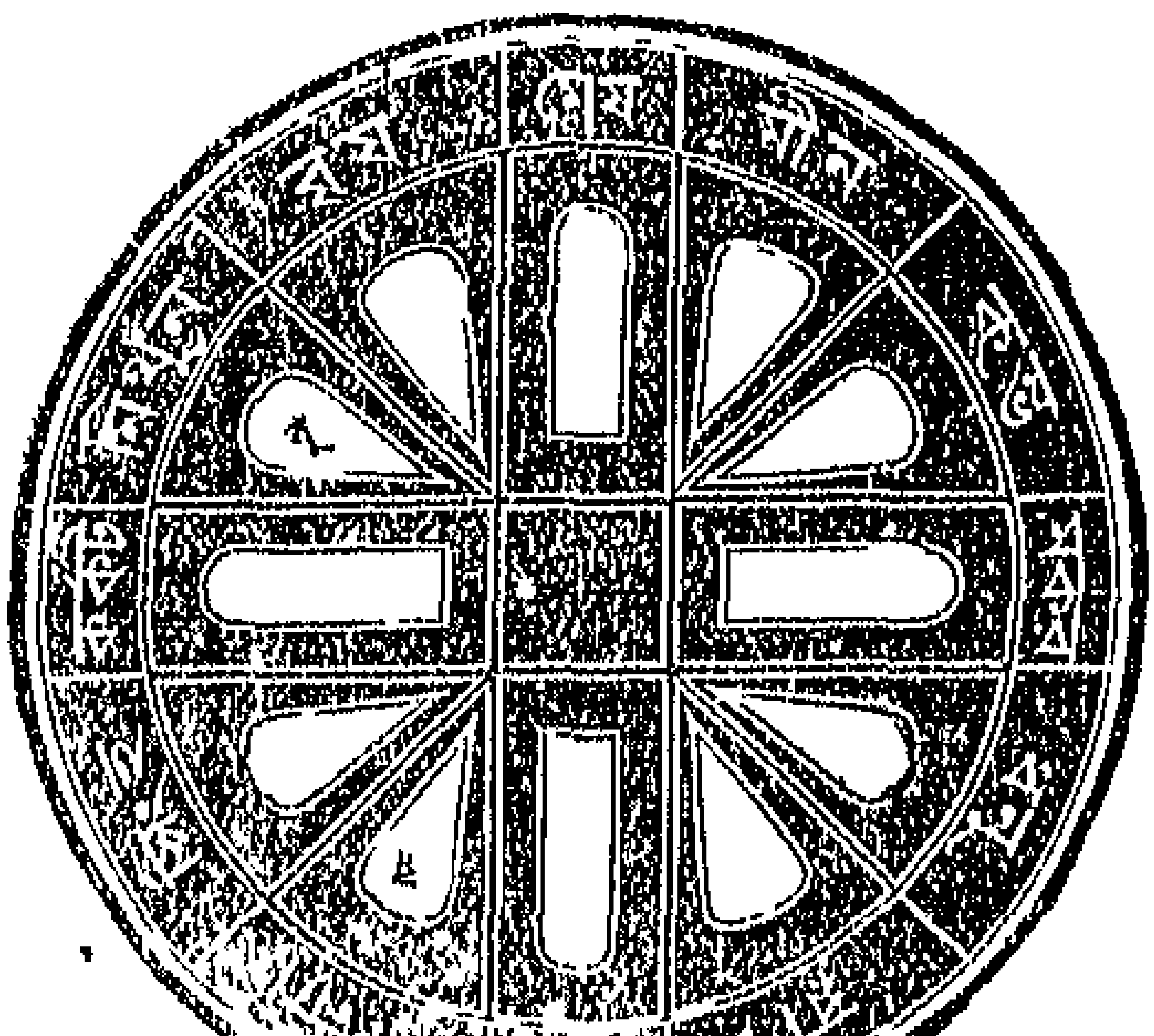
ভাব গণনায় গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র সংখ্যার যে উল্লেখ আছে, তাহার সংখ্যা এইরূপ। রবি ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা। ভাব গণনার নিয়মে যে যে স্থানে গ্রহের জন্মনক্ষত্র অঙ্ক আছে, তথায় গ্রহানুসারে ঐ সকল অঙ্ক ধরিয়া ভাব স্থির করিবে।

১৪৬। প্রসবগৃহের দ্বার নির্ণয়।

কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ জন্ম লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও লগ্নে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি (গ্রহ অধ্যায়ে কোন্ গ্রহ কোন্ দিকের অধিপতি, লিখিত আছে), সূতিকা গৃহের দ্বারও সেই দিকে হয়। যদি কেন্দ্র স্থানে অনেক গ্রহ থাকে, তবে তন্মধ্যে বলবান গ্রহ যে দিকের অধিপতি, প্রসব গৃহের দ্বার সেই দিকেই হইবে।

উদাহরণ।

দ্বাদশ চিত্র।



মনে কর, কোন বালকের জন্ম লগ্ন বৃষ। (চিত্র দেখ) উহার সপ্তমে রবি এবং চতুর্থে বুধ আছেন। লগ্নে বুধ অপেক্ষা রবির দৃষ্টির আধিক্য (সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি) বিধায় রবি যে দিকের অধিপতি, প্রসব গৃহের দ্বার সেই দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে নির্ণয় করিবে।

১৪৭। অন্য প্রকার নিয়ম।

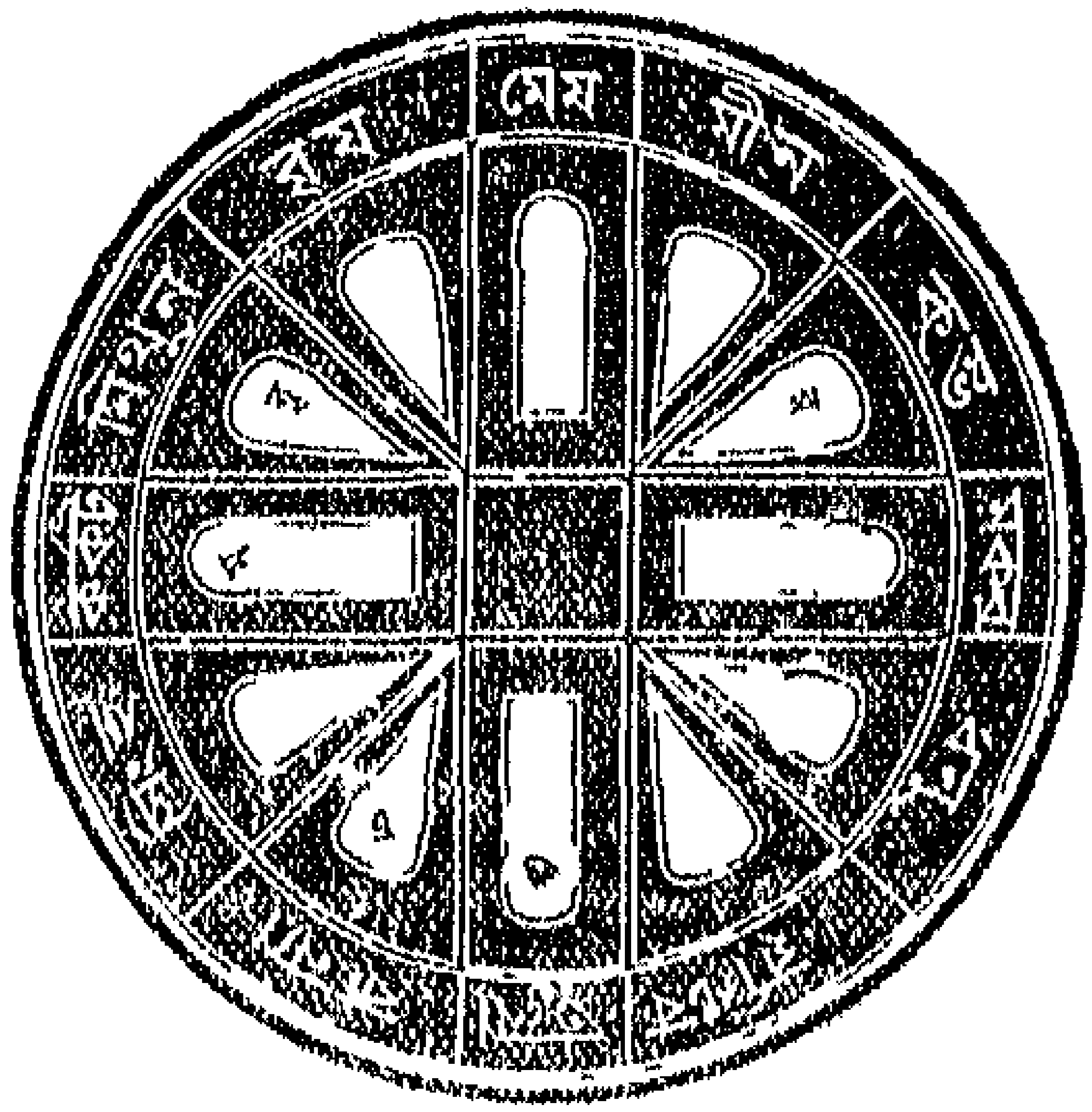
কেন্দ্র স্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকা গৃহের দ্বার সেই দিকে হয়। কেন্দ্রে একাধিক গ্রহ থাকিলে তন্মধ্যে বলবান গ্রহই গণনীয় হয়। (বরাহ)

১৪৮। প্রসব গৃহের জন সংখ্যা।

জন্ম লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, এই ব্যবধান মধ্যে যত গুলি গ্রহ অবস্থিতি করে, প্রসব গৃহে তত জন উপসূতিকা ছিল, জানিবে।

উদাহরণ

ত্রয়োদশ চিত্র।



মনে কর, কোন বালকের জন্ম লগ্ন মেষ। চন্দ্র কন্যারাশিতে আছে। এই মেষ ও কন্যার মধ্যে তিনটি গ্রহ আছে, অতএব জানিবে যে, প্রসব গৃহে তিন জন উপসূতিকা ছিল।

১৪৯। অন্যপ্রকার।

মীন ও মেষ লগ্নে জন্ম হইলে ৫ জন; ধনু, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক, বৃষ, কুম্ভ, কন্যা ও তুলা লগ্নে ৪ জন; মকর ও মিথুন লগ্নে ৩ জন, উপসূতিকা ছিল জানিবে। (জ্যোতিষ তত্ত্ব)

প্রমাণ

মীনে মেষে জনাঃপঞ্চ কন্যাতুলে চতুষ্টয়ং।
মকরে মিথুনে ত্রীণি চত্বারি ধনু কর্কটে॥
সিংহে চ বৃশ্চিকে চৈব চত্বারি বৃষকুম্ভয়োঃ॥

১৫০। জাত বালকের শিরোজ্ঞান।

মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে বালকের শির পূর্ব্ব দিকে; কন্যা বৃষ ও মকর লগ্নে দক্ষিণ দিকে; কুম্ভ, তুলা ও মিথুন লগ্নে পশ্চিম দিকে; শনি, বৃশ্চিক ও কর্কট লগ্নে উত্তর দিকে শিশুর মস্তক হয়।

প্রমাণ

মেষে চাপমৃগেন্দ্রয়োঃ কিলশিশুঃ প্রাচীশিরা জায়তে।
কন্যাগোমকরেষু দক্ষিণশিরাজাতো ভবেন্নিশ্চিতং॥
কুম্ভক্ষেধটযুগ্মযোর্যদি তদা পাশ্চাত্যমূর্দ্ধায়তঃ।
মীনে বৃশ্চিকে কর্কেটোযদি ভবেৎ কৌরেমস্তঃ শিশুঃ॥

১৫১। ধাত্রীজ্ঞান।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা ধনু ও কুম্ভ, এই ছয় লগ্নে জন্মিলে ধাত্রী সধবা, এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন, এই ছয় লগ্নে জন্মিলে ধাত্রী বিধবা হয়।

প্রমাণ।

যুগ্মাযুগ্ম লগ্ন বসাৎ প্রসবস্থ চ কারিণী।
সধবা বিধবা জ্ঞেয়া ক্রমাৎ খলু বিচক্ষণৈঃ॥

১৫২। পিতৃ অসাক্ষাতে জন্ম।

জন্ম লগ্নে যদি শনি থাকে, জন্ম লগ্ন হইতে সপ্তমে যদি মঙ্গল থাকে, রাশি চক্রে বুধ ও শুক্রের মধ্যে যদি চন্দ্র থাকে, তবে পিতার অসাক্ষাতে বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে জানিবে।

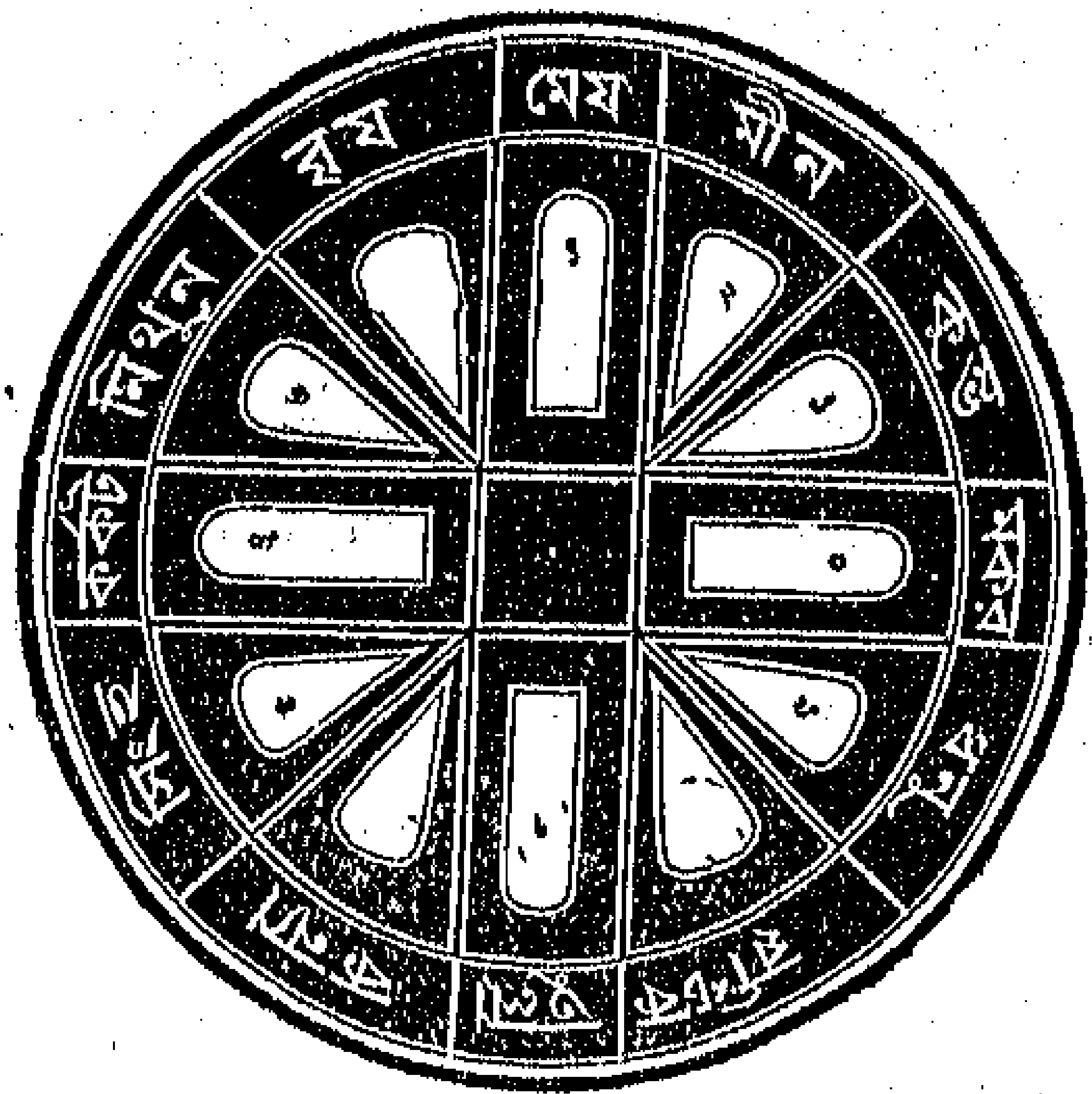
১৫৩। পিতৃ মাতৃ সাদৃশ্য জ্ঞান।

জন্ম কালে রবি বলবান থাকিলে শিশু পিতৃভাব এবং চন্দ্র বলবান থাকিলে মাতৃ ভাব প্রাপ্ত হয়।

১৫৪। তনু প্রভৃতি দ্বাদশ স্থান।

মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক, অথবা এক কথায় ঐহিক ও পারলৌকিক অবস্থা সমূহ জ্যোতির্ব্বিদগণ তনু অবধি ব্যয় পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দ্বাদশ রাশি সুদূর আকাশ মণ্ডলে রহিয়া পরোক্ষভাবে মনুষ্যের ঐ দ্বাদশ অবস্থা বিধান করিতেছেন। আবার গ্রহগণ ঐ সকল রাশিতে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে মানবের ঐ দ্বাদশ অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি করিতেছে। রাশি চক্রের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ অবস্থায়, ভাবাদির অবস্থান, নিম্নস্থ চিত্রে দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

চতুর্দ্দশ চিত্র।



নিয়ম

লগ্ন হইতে ভাব গণনা আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে বামাবর্ত্তে দ্বাদশ ভাব গণনা করিতে হইবে। পূর্ব্ব চিত্রে মেষ রাশিতে লগ্ন, অতএব মেষ তনু স্থান।

রাশি সংখ্যা	ভাবস্থান	সংখ্যা	ভাবস্থান
লগ্ন মেষ ১	তনু	৭	স্ত্রী
২	ধন	৮	আয়ু
৩	সহজ	৯	ধর্ম্ম
৪	বন্ধু	১০	কর্ম্ম
৫	পুত্র	১১	আয়
৬	শত্রু	১২	ব্যয়

উদাহরণ

যদি মেষলগ্নে কাহারও জন্ম হয়, তবে ঐ লগ্নস্থ মেষ রাশি তনুস্থান, বৃষ ধনস্থান এইরূপ পরস্পর গণনা করিবে। কর্কট লগ্নে জন্ম হইলে কর্কট রাশিই তনুস্থান, সিংহ ধনস্থান ইত্যাদি।

১৫৫। দ্বাদশভাব ব্যাখ্যা।

ভাব সকল কেবলমাত্র যে একরূপ ফল বুঝায় তাহা নহে, উহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

১।—লগ্নে তনু (শরীর ক্ষীণ কি স্থূল, খর্ব্ব কি দীর্ঘ), সামর্থ্য (সবল কি দুর্ব্বল) ও কল্যাণ, এই ত্রিবিধ গণনা করিবে।

২।—লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে (ধনী কি দরিদ্র) ও আত্মীয় গণনা করিবে।

৩।—লগ্নের তৃতীয় স্থানে সহজ (ভ্রাতা ও ভগ্নী), বিক্রম (সাহসী কি ভীরু) এবং যুদ্ধ বিষয় বিচার করিবে।

৪।—লগ্নের চতুর্থ স্থানে বন্ধু, বাহন ও আলয় (ইষ্টকালয় কি মৃত্তিকালয়) অথবা প্রবাসী কি গৃহবাসী, নিরূপণ করিবে।

৫।—লগ্নের পঞ্চম স্থানে পুত্র, বুদ্ধি ও মন্ত্রণা নির্ণয় করিবে।

৬।—লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে শত্রু ও ক্ষত (সর্পাদি দষ্ট) গণনা করিবে।

৭।—লগ্নের সপ্তম স্থানে জায়া (বিবাহ হইবে কি না, সৌন্দর্য্য ও আয়ু) কাম (লম্পট কি জিতেন্দ্রিয়) ও পথ নির্ণয় করিবে।

৮।—লগ্নের অষ্টম স্থানে আয়ু (দীর্ঘজীবি কি না), মৃত্যু (কোন স্থান এবং কিরূপে) ও রন্ধ্র (অপবাদ ও পাপ) গণনা করিবে।

৯।—লগ্নের নবম স্থানে ধর্ম্ম, গুরু (পিতা মাতা, পুণ্য, তপ) ও মন (ধীর কি চঞ্চল) নিরূপণ করিবে।

১০।—লগ্নের দশম স্থানে কর্ম্ম (সফল বা নিষ্ফল, অবাধ কি বাধ) মান ও আজ্ঞা স্থির করিবে।

১১।—লগ্নের একাদশ স্থানে আয় (স্বোপার্জ্জিত কি অপর হইতে প্রাপ্ত) বিচার করিবে।

১২।—লগ্নের দ্বাদশ স্থানে ব্যয় (ধর্ম্মে কি অধর্ম্মে) চিন্তা করিবে।

১৫৬। বলের তারতম্য।

কোন্ কোন্ স্থানে তনু প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব গণনা করিতে হয়, তাহা লিখিত হইল। ঐ সমস্ত স্থানে গ্রহগণ যে পরিমাণে (পূর্ণ, ত্রিপাদ বা পাদমাত্র) দৃষ্টি করে, পূর্ব্বোক্ত তনুধনাদি ভাবের পরিমাণও সেই পাদ অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

উদাহরণ

মনে কর, কোন রাশিচক্রের তনুস্থানে শুভগ্রহ বৃহস্পতি অর্দ্ধদৃষ্টি এবং পাপগ্রহ শনি ত্রিপাদ দৃষ্টি দিতেছে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, পাপগ্রহ শনির দৃষ্টিতে তনুর ত্রিপাদ হানি হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইলেও শুভগ্রহ বৃহস্পতির অর্দ্ধদৃষ্টিতে তনুর ঐ স্থানের কিয়দংশ নষ্ট হইতেছে। অতএব বুঝিবে, এই রাশিচক্রের তনুস্থান অতি নিকৃষ্ট না হইলেও মন্দের ভাল।

১৫৭। ভাবানুসারে জাত শিশুর বর্ণ।

ইতঃ পূর্ব্বে গ্রহগণের যে বর্ণ ও খর্ব্ব স্থূলাদি প্রকাশ আছে, তনুস্থানে যে গ্রহের যে বর্ণ, জাত শিশুর সেই বর্ণ হইবে।

উদাহরণ।

তনু স্থানে পূর্ব্বে শনি ও বৃহস্পতির দৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে। (গ্রহাধ্যায় দেখ) শনির বর্ণ কৃষ্ণ এবং বৃহস্পতির বর্ণ গৌর; এক্ষণে শনির ত্রিপাদ দৃষ্টি হেতু তিন ভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং বৃহস্পতির দ্বিপাদ দৃষ্টি হেতু দুই ভাগ গৌরবর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিলে যে বর্ণ হয়, জাত শিশুর বর্ণও সেইরূপ হইবে।

১৫৮। পিতৃমাতৃ স্থান।

লগ্ন হইতে গণনায় দশম স্থান পিতৃ স্থান এবং চতুর্থ স্থান মাতৃ স্থান। এই স্থান বিচার করিয়া মাতা পিতার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

১৫৯। তনু প্রভৃতির স্থানে গ্রহের দৃষ্টি।

শুভগ্রহ তন্বাদি স্থানস্থ হইলে শুভ এবং অশুভ গ্রহ ঐ তন্বাদি স্থানস্থ হইলে অশুভ ফল দান করে, কেবল ষষ্ঠস্থ হইলে শুভ হয়।

১৬০। জাতকে পিতা মাতার শুভাশুভ নির্ণয়।

অধ্যাপক মিশির কৃত জ্যোতিষ হইতে

জাত বালকের জন্ম যদি দিবায় হয়, এবং পিতার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে জন্মকালে রবি কোন্ রাশির কত অংশে ছিলেন, এবং রাত্রিতে হইলে, শনিগ্রহ কোন্ রাশির কত অংশে ছিল স্থির করিবে। পরে যে অংশ নির্ণয় করিবে, সেই রাশির সেই অংশে পিতার জন্ম হইয়াছে বুঝিবে। এবং সেই জন্ম রাশির লগ্ন ধরিয়া পিতার জন্মকুণ্ডলী প্রস্তত পূর্ব্বক তাহাতে শুভাশুভ দেখিবে।

যদি মাতার শুভাশুভ জানিতে হয়, তাহা হইলে বালকের জন্ম দিবাতে কি রাত্রিতে হইয়াছে তাহা স্থির করিবে। দিবাতে জন্ম হইলে তৎকালে শুক্র গ্রহ কোন্ রাশির কোন্ অংশে ছিল,এবং রাত্রিতে হইলে চন্দ্র কোন্ রাশির কোন্ অংশে ছিল, তাহা নির্ণয় করিবে এবং ঐ রাশি লগ্ন অনুসারে মাতার জন্ম কুণ্ডলী প্রস্তুতকরিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

১৬১। জন্মকাল দৃষ্টে গর্ভকাল নির্ণয়।

(মিহির বিধান)

জন্মকালে রবি যদি বিষম রাশিতে অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ রাশিতে থাকেন, পিতার শুভ, আর রাত্রিতে ঐরূপ জন্ম হইলে পিতৃব্যের শুভ হয়। দিবাজন্মে শুক্র যদি ঐ সকল রাশিতে থাকে, তবে মাতার শুভ এবং রাত্রিতে হইলে মাসীর শুভ হয়। রাত্রিতে জন্ম হইলে চন্দ্র যদি ঐ সকল রাশিতে থাকে, তবে মাতার এবং দিবাতে জন্ম হইলে মাসীর শুভ হয়।

দিবাতে জন্ম হইলে রবি যদি সম রাশিতে অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে থাকেন, তাহা হইলে পিতার অশুভ এবং রাত্রিতে হইলে পিতৃব্যের অশুভ। দিবা জন্মে শুক্র ঐ সকল রাশিতে থাকিলে মাতার অশুভ, এবং রাত্রিতে হইলে মাসীর অশুভ। রাত্রিতে জন্ম হইলে শনি যদি ঐ সকল রাশিতে থাকে, তাহা হইলে পিতার অশুভ, দিবাতে হইলে পিতৃব্যের অশুভ। রাত্রি জন্মে চন্দ্র ঐ সকল রাশিতে থাকিলে মাতার অশুভ, এবং দিবাতে হইলে মাসীর অশুভ হয়।

(টলেমীর গ্রন্থ হইতে)

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশি গর্ভ সঞ্চারের লগ্ন হয়। গর্ভ সঞ্চার কালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ সপ্তমে যে রাশি, তাহাই বালকের জন্ম লগ্ন হয়। এতদ্দ্বারা জন্ম-লগ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

জাতচক্র।

১৬২। জন্ম নক্ষত্রের শুভাশুভ নির্ণয়।

নিয়ম

যস্মিন্নৃক্ষে বসেদ্ভানুস্তদাদি ত্রিণি মস্তকে
মুখে ত্রিণি তথা দ্বেদ্বেস্কন্ধয়োর্দর্ভুজয়োরুভে।
দ্বেহস্তয়োঃ পঞ্চ হৃদি নাভাবেকং তথাগুদে
তথা জানুযুগে দ্বেদ্বে পাদয়োর্জলধিং ন্যসেৎ॥

একটি মনুষ্য অঙ্কিত করিবে। পরে যে নক্ষত্রে রবি থাকেন, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যথাক্রমে মস্তকে ৩, মুখে ৩, স্কন্ধে ২, দক্ষিণ বাহুতে ১, বাম বাহুতে ১, বাম হস্তে ১, দক্ষিণ হস্তে ১, বক্ষেঃ ৫, নাভীতে ১, গুহ্যে ১, দক্ষিণ জানুতে ২, বাম জানুতে ২, দক্ষিণ পদে ২, বাম পদে ২, এইরূপ নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া শুভাশুভ বিচার করিবে।

উদাহরণ

মনে কর, কোন বালকের জন্ম ১২৯৭ সালের ৩রা আশ্বিন স্বাতী নক্ষত্রে হইয়াছে। জাতচক্র দৃষ্টে তাহার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম দেখিবে, ঐ সময় রবি কোন্ নক্ষত্রে আছেন। দেখা গেল, ঐ সময় রবি ১২ সংখ্যক নক্ষত্র অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে আছেন। এখন নক্ষত্র বিন্যাস করিতে হইলে, নিয়মানুসারে এইরূপ হইবে।

পঞ্চদশ চিত্র।

মস্তকে ১২।১৩।১৪



দঃ স্কন্ধে ১৮
দঃ বাহুতে ২০
দঃ হস্তে ২২
হৃদয়ে ২৪।২৫।২৬।২৭।১
নাভিতে ২
গুহ্যে ৩

মুখে ১৫।১৬।১৭
বাম স্কন্ধে ১৯
বাম বাহুতে ২১
বাম হস্তে ২৩
দঃ ও বাম জানুতে ৪।৫।৬।৭
দঃ ও বাম পদে ৮।৯।১০।১১

এইরূপ নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া দেখিবে, বালকের জন্ম নক্ষত্র কোথায় আছে। স্বাতীর সংখ্যা ১৫, অতএব চিত্র দৃষ্টে দেখা গেল, ১৫ সংখ্যক নক্ষত্র মুখে, এখন ফল দেখিয়া বিচার কর।

দশাগণনা।

১৬৩। দশার বিধি।

গ্রহগণ যত দিন মানবীয় রাশি চক্রে ভোগ করে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়কে দশা কহে।

১৬৪। দশা ভোগের কাল।

সূর্য্যের ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১৫ বৎসর, মঙ্গলের ৮ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, শনির ১০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, রাহুর ১২ বৎসর এবং শুক্রের ২১ বৎসর।

প্রমাণ

ষট্ সূর্য্যস্য দশাঃ প্রোক্তাঃ শশিনো দশ পঞ্চ চ।
অষ্টাবঙ্গারকে প্রোক্তা বুধে সপ্তদশস্মৃতাঃ॥
শনৈশ্চরে দশ প্রোক্তাঃ গুরুরেকোনবিংশতি।
রাহোর্দ্ধদশ বর্ষাণি ভৃগোরপ্যেকবিংশতি॥

১৬৫। অন্তর্দ্দশা সংজ্ঞা।

গ্রহগণের স্থূল দশায় অন্য গ্রহ ভোগের নাম, অন্তর্দ্দশা।

১৬৬। অন্তর্দ্দশার ভোগকাল নিরূপণ।

স্থূল দশার পরিমাণকে পরস্পর গুণ করিয়া ৯ দিয়া ভাগ করিলে মাস, দিন, দণ্ডাদি যাহা হইবে, তাহাই অন্তর্দ্দশা ভোগ কাল।

উদাহরণ

রবির দশায় রবির অন্তর্দ্দশা বাহির করিতে হইলে রবির দশা ৬ বৎসর, উহাকে ৬ দিয়া গুণ করত ৯ দিয়া ভাগ দিলে ৪ হয়, অতএব ৪ মাস রবির দশায় রবির অন্তর্দ্দশা। রবির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা বাহির করিতে হইলে ৬ × চন্দ্রের দশা ১৫ = ৯০ ÷ ৯ = ১০ মাস। অতএব রবির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা ভোগকাল ১০ মাস।

অন্তর্দ্দশা কসিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বলিয়া নিম্নে কসিয়া দেওয়া গেল। তথাপি গণক মিলাইয়া লইবেন।

দশা	অন্তর্দ্দশা	ভোগকাল
রবি	রবি	৪ মাস
,,	চন্দ্র	১০ মাস
,,	মঙ্গল	৫ মাস ১০ দিন
,,	বুধ	১১ মা ১০ দিন
,,	শনি	৬ মা ২০ দিন
,,	বৃহঃ	১ ব ২০ দিন
,,	রাহু	৮ মাস
,,	শুক্র	১ব ২ মাস

দশা	অন্তর্দ্দশা	ভোগকাল
চন্দ্র	চন্দ্র	২ব ১ মাস
,,	মঙ্গ	১ ব ১ মা ১০ দি
,,	বুধ	২ ব ৪ মা ১০ দি
,,	শনি	১ ব ৫ মা ২০ দি
,,	বৃহঃ	২ ব ৭ মা ২০ দি
,,	রাহু	১ ব ৮ মাস
,,	শুক্র	২ ব ১১ মাস
,,	রবি	১০ মাস

দশা	অন্তর্দশা	ভোগকাল	দশা	অন্তর্দশা	ভোগকাল
মঙ্গল	মঙ্গল	৭ মা ৩ দি ২০ দ	বুধ	বুধ	২ব ৮ মা ৩ দি ২০ দ
,,	বুধ	১ ব ৩ মা ৩ দি ২০ দ	,,	শনি	১ব ৬ মা ২৬ দি ৪০ দ
,,	শনি	৮ মা ২৬ দি ৪০ দণ্ড	,,	বৃহঃ	২ব ১১ মা ২৬ দি ৪০দ
,,	বৃহঃ	১ ব ৪ মা ২৬ দি ৪০দ	,,	রাহু	১ ব ১০ মা ২০ দিন
,,	রাহু	১০ মাস ২০ দিন	,,	শুক্র	৩ ব ৩ মা ২০ দিন
,,	শুক্র	১ ব ৬ মাস ২০ দিন	,,	রবি	১১ মা ১০ দিন
,,	রবি	৫ মাস ১০ দিন	,,	চন্দ্র	২ ব ৪ মা ১০ দিন
,,	চন্দ্র	১ব ১মা ১০ দিন	,,	মঙ্গল	১ ব ৩মা ৩ দি ২০দ

দশা	অন্তর্দশা	ভোগকাল	দশা	অন্তর্দশা	ভোগকাল।
বৃহঃ	বৃহঃ	৩ ব ৪ মা ৩ দি ২০ দণ্ড	শুক্র	শুক্র	৪ ব ১ মা।
,,	রাহু	২ ব ১ মা ১০ দি	,,	রবি	১ ব ২ মা।
,,	শুক্র	৩ ব ৮ মা ১০ দি	,,	চন্দ্র	২ ব ১১ মা।
,,	রবি	১ ব ২০ দিন	,,	মঙ্গল	১ ব ৬ মা ২০ দি।
,,	চন্দ্র	২ ব ৭ মা ২০ দি	,,	বুধ	৩ ব ৩ মা ২০ দি।
,,	মঙ্গল	১ ব ৪ মা ২৬ দি ৪০ দ	,,	শনি	১ ব ১১ মা ১০ দি।
,,	বুধ	২ ব ১১ মা ২৬ দি ৪০ দ	,,	বৃহঃ	৩ ব ৮ মা ১০ দি।
,,	শনি	১ ব ৯ মা ৩ দি ২০ দ	,,	রাহু	২ ব ৪ মাস।

শনি	শনি	১১ মা ৩ দি ২০ দণ্ড।	রাহু	রাহু	১ ব ৪ মাস।
,,	বৃহঃ	১ ব ৯ মা ৩ দি ২০ দ।	,,	শুক্র	২ ব ৪ মাস।
,,	রাহু	১ ব ১মা ১০ দিন।	,,	রবি	৮ মাস।
,,	শুক্র	১ ব ১১ মা ১০ দিন।	,,	চন্দ্র	১ ব ৮ মাস।
,,	রবি	৬ মা ২০ দি।	,,	মঙ্গল	১০ মা ২০ দিন।
,,	চন্দ্র	১ ব ৪ মা ২০ দি।	,,	বুধ	১ ব ১০ মা ২০ দিন।
,,	মঙ্গল	৮ মা ২৬ দি ৪০ দ।	,,	শনি	১ ব ১ মা ১০ দিন।
,,	বুধ	১ ব ৬ মা ২৬ দি ৪০ দ।	,,	বৃহঃ	২ ব ১ মা ১০ দিন।

১৬৫। জন্ম নক্ষত্রানুসারে দশা নিরূপণ।

জাত নক্ষত্র অনুসারে দশা আরম্ভ হয়। কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ দশা হইতে ভোগ আরম্ভ হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। রবির দশা।—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা;

২। চন্দ্রের দশা।—আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা;

৩। মঙ্গলের দশা।—মঘা, পূর্ব্বফল্গুণী ও উত্তরফল্গুণী;

৪। বুধের দশা।—হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা;

৫। শনির দশা।—অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা;

৬। বৃহস্পতির দশা।—পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা;

৭। রাহুর দশা।—ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ; এবং

৮। শুক্রের দশা।—উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী।

দশা ভোগের পর্য্যায় পর পর যাহা লিখিত হইল, তাহাই জানিবে। যদি কাহারও শুক্রের দশায় জন্ম হয়, তবে সে শুক্রের দশা ভোগের পর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ইত্যাদি ক্রমে দশা ভোগ করিবে।

১৬৬। লাগ্নিক দশা নির্ণয়।

লগ্ন, রবি ও চন্দ্র, এ তিনের মধ্যে যে বলবান, তাহার দশা অগ্রে, তৎপরে কেন্দ্রস্থিত গ্রহের দশা হইবে।

কেন্দ্রস্থানে বহু গ্রহ থাকিলে তন্মধ্যে যে বলী, তাহার দশা অগ্রে এবং তৎপরে তৎপরস্থিত গ্রহ গণের (বলানুসারে) দশা হইবে।

প্রথমতঃ যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে গ্রহ না থাকিলে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানস্থিত গ্রহগণের দশা হইবে।

ঐ সকল স্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে, প্রথম যাহার দশা হইয়াছে, তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ স্থানস্থিত গ্রহগণের দশা ক্রমান্বয়ে হইবে।

যে কোন স্থানেই কেন হউক না, গ্রহগণের বলাবল অনুসারে গ্রহগণের দশা নির্ণয় করিতে হইবে।

১৬৭। নৈসর্গিকী দশা নির্ণয়।

সাধারণতঃ চন্দ্রের এক বৎসর, মঙ্গলের দুই বৎসর, বুধের নয় বৎসর, শুক্রের কুড়ি বৎসর, বৃহস্পতির আঠার বৎসর, রবির কুড়ি বৎসর ও শনির পঞ্চাশ বৎসর নৈসর্গিকী দশা।

লগ্নস্থ গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্য, এই তিনটি পূর্ণ বলবান হইলে লগ্নস্থ গ্রহের দশাই অগ্রে হইবে। দশাভোগ কালে শুভগ্রহ শুভ ফল ও অশুভ গ্রহ অশুভ ফল দিয়া থাকে। ইহা যবনাচার্য্যের মত।*

১৬৮। অন্তর্দ্দশা রিষ্ট বা জাতকে মৃত্যু গণনা।

যদি পাপ গ্রহের দশায়, পাপগ্রহের অন্তর্দ্দশা হয়; তাহা হইলে মৃত্যু বা জীবনসংশয় পীড়া হইবে।

শনির দশাতে যদি মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা হয়, তাহা হইলে সেই দশাতেই তাহার মৃত্যু হইবে।

লগ্নের অষ্টমে চন্দ্র থাকিলে সেই দশাতেই মৃত্যু হয়। লগ্নের দশাতে শত্রুগ্রহের অন্তর্দ্দশা হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে।

উদাহরণ।

যেমন লগ্নে যদি রবি থাকেন, তবে তাঁহার যে শত্রু সেই, অর্থাৎ শুক্র বা শনির দশায় মৃত্যু হইবে, এইরূপ। গ্রহগণের শত্রুমিত্র গ্রহাধ্যায়ে লিখিত আছে, তদ্দৃষ্টে মিলাইয়া লইবে।

লগ্নের ষষ্ঠ স্থানস্থিত লগ্নাধিপতির যে শত্রু, তাহার দশায় মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছেদ হয়। লগ্নের সপ্তম স্থানস্থিত লগ্নাধিপতির যে শত্রু, তাহার দশাতে পঙ্গু হয়। লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত লগ্নাধিপতির যে শত্রু, তাহার দশায় মনুষ্যের শিরশ্ছেদ ঘটে।

---

* যে সকল যবন-জ্যোতিষী বিদ্যাবলে ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে নূতন নূতন জ্যোতিষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর্য্যঋষিগণ তাহা বহুমান পুরঃসর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ উদারপ্রকৃতি আর্য্যগণের বর্ত্তমান সন্তানেরা আজ কথায় কথায় কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিতে যায়। বড়ই পরিতাপের কথা।

১৬৯। দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের শুভাশুভ বিচার।

গ্রহগণের দ্বাদশ ভাব বিচার ব্যতীত কোষ্ঠি ফলে অন্যান্য ফল লিখিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব গ্রহগণের দ্বাদশ দশা বা ভাবের বিষয় লিখিত হইতেছে।

১৭০। গ্রহগণের দ্বাদশ ভাব।

নৈসর্গিকী, লাগ্নিকী, অন্তর্দ্দশা, অতিপ্রত্যন্তর্দ্দশা, ভাবফল বিচার, যোগ-বিচার, দৃষ্টিবিচার, অষ্টবর্গ, ষড়বর্গ, অব্দ মাসাদি ফল, ভোজন শয়নাদি ভাব। এই সমস্ত পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, গণনা কালে সেই সেই স্থান দেখিয়া কোষ্ঠি বা প্রশ্নের ফলাফল লিখিবে।

১৭১। গ্রহ ভোগের কাল বিভাগ।

কোষ্ঠিতে দিন ফল, নক্ষত্র ফল প্রভৃতি জানিতে হইলে নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা জাইবে।

দশা	দশার ভোগকাল	প্রতিনক্ষত্র ভোগকাল	নক্ষত্রপাদে ভোগকাল	প্রতি দণ্ডে ভোগকাল	প্রতিপলে ভোগকাল
রবি	৬।০।০।০।০	২ বৎসর	৬ মাস	১২ দিন	১২ দণ্ড
চন্দ্র	১৫।০।০।০।০	৩।৯।০।০।০	০।১১।৭।৩০।০	০।০।২২।৩০।০	০।০।০।২২।৩০
মঙ্গল	৮।০।০।০।০	২।৮।০।০।০	০।৮।০।০।০	০।০।১৬।০।০	০।০।০।১৬।০
বুধ	১৭।০।০।০।০	৪।৩।০।০।০	১।০।২২।৩০।০	০।০।২৫।৩০।০	০।০।০।২৫।৩০
শনি	১০।০।০।০।০	৩।৪।০।০।০	০।১০।০।০।১	০।০।২০।০।০	০।০।০।২০।০
বৃহঃ	১৯।০।০।০।০	৪।৯।০।০।০	১।২।১৫।০।০	০।০।২৮।৩০।০	০।০।০।২৮।৩০
রাহু	১২।০।০।০।০	৪।০।০।০।০	১।০।০।০।০	০।০।২৪।০।০	০।০।০।২৪।০
শুক্র	২১।০।০।০।০	৫।৩।০।০।০	১।৩।২২।৩০।০	০।১।১।৩০।০	০।০।০।৩১।৩০

সময়ের প্রথম, বৎসর; পরে মাস; তৎপরে দিন; তাহার পর দণ্ড এবং সকলের শেষ, পল।

১৭২। জাতকে মৃত্যু পরীক্ষা।

কোষ্ঠিতে মৃত্যু ফলও লিখিত হয়। কোন্ সময়ে কিরূপে মৃত্যু হইবে, তাহাও লিখিবার রীতি থাকায় তাহার কয়েকটি নিয়ম লিখিত আছে।

নিয়ম।

জন্ম লগ্নের অষ্টম স্থানের নাম আয়ু স্থান, এবং ঐ অষ্টমের অষ্টম স্থানও আয়ু স্থান। অতএব ঐ দুই স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি দর্শনে মৃত্যু বিচার করিবে।

১। জন্ম লগ্নের অষ্টম স্থানের অধিপতি চন্দ্র হইলে চন্দ্রের দশায় মৃত্যু হয়।

২। নিধন স্থানে পাপগ্রহ, জন্ম লগ্নাধিপতি নীচ স্থান গত, কি সপ্তমাধিপতি নিধন স্থানে গত হইলে পাপালয়ে মৃত্যু হয়।

৩। নিধন স্থানে রবি থাকিলে অপমৃত্যু (বজ্রাঘাত ইত্যাদি) হয়।

৪। নিধন স্থানে মঙ্গল থাকিলে কুষ্ঠ রণ, অর্শাদি কষ্টসাধ্য রোগে মৃত্যু হয়।

৫। নিধন স্থান যাহার সিংহরাশি হয়, এবং তথায় যদি রবি থাকেন, তবে সজ্ঞান মৃত্যু হয়।

৬। জন্ম লগ্নের দক্ষিণ ভাগে যদি চন্দ্র ও বাম ভাগে রবি থাকেন, তাহা হইলে তাহার গঙ্গালাভ ঘটে।

৭। জন্ম লগ্নের নবমে বুধ ও অষ্টমে চন্দ্র থাকিলে গঙ্গালাভ ঘটে।

৮। জন্ম লগ্নের নবমে ও দ্বাদশে রবি থাকিলে বিবিধ ভোগ সুখের পর জ্ঞানগঙ্গা লাভ ঘটিয়া থাকে।

১৭৩। কেতুপতাকী বা বর্ষ প্রবেশ।

প্রতিবর্ষের একটা মোটামুটি শুভাশুভ জানিতে সকলেই ইচ্ছা করেন, সুতরাং প্রতিবর্ষের অধিপতি গ্রহাদির বিবরণ লিখিত হইল।

উপদেশ।

প্রথম বয়সশ্রেণী, বাম ভাগে জন্ম নক্ষত্রের নাম এবং তাহার দক্ষিণে উপরের বয়সের পরিমাণের সম নিম্নে সেই বর্ষের যে অধিপতি। যেমন যদি কোন ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র চিত্রা হয়, তবে তাহার ১৭ বৎসর বয়সে তাহার বর্ষ

হইবে। এক্ষণে দেখ, ১৯ বর্ষ বয়স প্রথম ঘরে আছে, অতএব ঐ কলমের নিম্নে বাম ভাগে যথায় চিত্রা নক্ষত্র আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের প্রথম ঘরই সেই বর্ষের অধিপতি বলিয়া জানিবে।

১৭৪। কেতুপতাকীর অন্তর্দ্দশা।

কেতুপতাকী গণনায় যে বর্ষের যে গ্রহ অধিপতি হয়, তাহার ঐ ১ বর্ষ আধিপত্যের মধ্যে নবগ্রহের উদয় হইয়া থাকে। বর্ষের অধিপতি গ্রহ ভিন্ন সেই বর্ষে অন্য যে অষ্ট গ্রহের দশা, তাহারই নাম অন্তর্দ্দশা।

১৭৫। অন্তর্দ্দশা ভোগের কাল।

রবির ২০ দিন, চন্দ্রের ১ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ২৮ দিন, বুধের ১ মাস ২৬ দিন, শনির ১ মাস ৭ দিন, বৃহস্পতির ২ মাস ৩ দিন, শুক্রের ২ মাস ১০ দিন ও রাহুর ১ মাস ১০ দিন।

১৭৬। কেতুপতাকীর অন্তর্দ্দশার ফল।

শুভগ্রহের দশাতে শুভফল এবং অশুভ গ্রহের দশাতে যেমন অশুভ ফল, সেইরূপ শুভাশুভ গ্রহের অন্তর্দ্দশাতেও শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে।

১৭৭। অন্তর্দ্দশার ভোগ পর্য্যায়।

যে গ্রহ যে বর্ষের অধিপতি, প্রথমে তাহারই অন্তর্দ্দশা হইয়া থাকে। রবি যদি বর্ষপতি হন, তাহাহইলে ঐ বর্ষের প্রথম দিন হইতে ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশা, তৎপরে ১ মাস ২০ দিন চন্দ্রের দশা, এবং পর পর পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ক্রমে অন্তর্দ্দশা স্থির করিবে। যদি রাহুর বর্ষ হয়, তাহা হইলে প্রথমে রাহুর, তৎপরে রবি, চন্দ্র ইত্যাদির দশা হইবে।

তিথি [illegible]	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪
	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩
	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২
	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১
	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯
	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮
৩ কৃত্তিকা ১২ উঃফল্গুনী ২১উত্তরাষাঢ়া	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহস্পতি	রাহু	কেতু	শুক্র
৪ রোহিণী ১৩ হস্তা ২২ শ্রবণা	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহঃ	রাহু	কেতু	শুক্র	রবি
৫ মৃগশিরা ১৪ চিত্রা ২৩ ধনিষ্ঠা	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহঃ	রাহু	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র
৬ আর্দ্রা ১৫ স্বাতী ২৪শতভিষা	বুধ	শনি	বৃহঃ	রাহুঃ	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল
৭ পুনর্ব্বসু ১৬বিশাখা ২৫পূর্ব্বভাদ্র	শনি	বৃহঃ	রাহু	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ
৮ পুষ্যা ১৭ অনুরাধা ২৬উত্তরভাদ্র	বৃহঃ	রাহু	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি
৯ অশ্লেষা ১৮ জ্যেষ্ঠা ২৭ রেবতী	রাহু	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহঃ
১০ মঘা ১৯ মূলা ১ অশ্বিনী	কেতু	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহঃ	রাহু
১১পূঃফল্গুনী ২০পূর্ব্বভাদ্র ২ ভরণী	শুক্র	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শনি	বৃহঃ	রাহু	কেতু

যোগিনী দশা।

১৭৮। যোগিনী দশার সংজ্ঞা।

যোগিনী দশা অনুসারে স্থূলকোষ্ঠি ফল লিখিয়া অনেক স্থানে কোষ্ঠি বলিয়া পরিগণিত হইতে দেখা যায়, এজন্য যোগিনীদশা অনুসারে কোষ্ঠি প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইতেছে।

নিয়ম।

স্বীয় জন্ম নক্ষত্র সংখ্যায় ৩ যোগ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই যোগিনীর দশা বলিয়া জানিবে।

১৭৯। যোগিনী পর্য্যায়।

যোগিনী আটটি। উহাদিগের নাম যথাক্রমে, মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধা ও শঙ্কটা।

১৮০। এই আট যোগিনীর দশা নির্ণয়।

নিয়মে যে ভাগাবশিষ্টের কথা বলা হইয়াছে, তদনুসারে যোগিনীগণের দশা নির্ণয় হইয়া থাকে। ঐ ভাগফলের অবশিষ্ট ১ থাকিলে মঙ্গলার, ২ থাকিলে পিঙ্গলার, ৩ থাকিলে ধন্যার, ৪ থাকিলে ভ্রামরীর, ৫ থাকিলে ভদ্রিকার, ৬ থাকিলে উল্কার, ৭ থাকিলে সিদ্ধার এবং ৮ অর্থাৎ ভাগাবশিষ্ট না থাকিলে শঙ্কটার দশা বলিয়া জানিবে।

১৮১। যোগিনীগণের দশা ভোগের কাল।

মঙ্গলার দশা ভোগের কাল ১ বৎসর, পিঙ্গলার ২ বৎসর, ধন্যার ৩ বৎসর, ভ্রামরীর ৪ বৎসর, ভদ্রিকার ৫ বৎসর, উল্কার ৬ বৎসর, সিদ্ধার ৭ বৎসর এবং শঙ্কটার ৮ বৎসর।

উদাহরণ।

মনে কর, কোন ব্যক্তির আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে। যোগিনী দশা অনুসারে তাহার কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে হইবে। নিয়মানুসারে আর্দ্রা নক্ষত্রের সংখ্যা ৬, উহাতে ৩ যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলে, ভাগাবশেষ ১ থাকে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তির প্রথমে মঙ্গলার বর্ষ এবং তৎপরে পিঙ্গলাদি অবশিষ্ট ৭ যোগিনীর দশা পর্য্যায়ক্রমে হইবে।

১৮২। জন্ম নক্ষত্রানুসারে যোগিনীর দশানির্ণয়।

জন্ম নক্ষত্র	দশার নাম।
আর্দ্রা, চিত্রা ও শ্রবণা,	মঙ্গলা।
পুনর্ব্বসু, স্বাতী, ধনিষ্ঠা,	পিঙ্গলা।
পুষ্যা, বিশাখা, শতভিষা,	ধন্যা।
অশ্বিনী, অশ্লেষা, অনুরাধা, পূর্ব্বভাদ্রপদ,	ভ্রামরী।
ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ,	ভদ্রিকা।
কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা, রেবতী,	উল্কা।
রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া,	সিদ্ধা।
মৃগশিরা, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া,	সঙ্কটা।

জন্ম নক্ষত্রানুসারে যে দশা পড়িবে, উহাই প্রথমে ধরিতে হইবে।

যোগিনী দশার ফল 'কোষ্ঠি ফল' অধ্যায়ে লিখিত আছে, তাহাকে বয়সের সঙ্গে পর পর দশা স্থির করিয়া সেই সকল ফল লিখিয়া দিলেই মোটামুটি কোষ্ঠি লেখা হইল।

যোগিনী দশানুসারে কোষ্ঠি প্রস্তুতের

উদাহরণ।

ওঁ নমঃ সূর্য্যায়।

শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের যোগিনী দশানুসারে কোষ্ঠি।

জন্ম ১২৮২ সাল, জন্ম নক্ষত্র স্বাতী।

বয়স	দশা	ফল।
১ হইতে ২	পিঙ্গলা	সুখ, যশ ও প্রীতি লাভ।
৩ হইতে ৬	ধন্যা।	সুখ, দুঃখ, প্রীতি ও সম্মান।
৭ হইতে ১০	ভ্রামরী।	কার্য্যক্ষতি, বিদেশভ্রমণ ও মনঃপীড়া।
১১ হইতে ১৫	ভদ্রিকা।	সুখ, যশ, ধম্ম, পুত্র ও ভার্য্যা লাভ।
১৬ হইতে ২২	উল্কা।	ব্যাধি, দুঃখ, শোক, ধননাশ ও শত্রু বৃদ্ধি।
২৩ হইতে ৩০	সিদ্ধা।	ধন, ধান্য, যশ, ধর্ম্ম ও শুভ লাভ।
৩১ হইতে ৩৯	শঙ্কটা।	রোগ, শোক, মনঃপীড়া ও নানাদুঃখ।
৪০ হইতে ৪১	মঙ্গলা।	পূর্ব্বে যে ফল উল্লেখ করা হইল, ঐ সকল ফল যথাক্রমে লিখিয়া লও।
৪২ হইতে ৪৪	পিঙ্গলা।	
৪৫ হইতে ৪৭	ধন্যা।	
৪৮ হইতে ৫১	ভ্রামরী।	

এইরূপ পর পর পূর্ব্বোক্ত আয়ু অনুসারে দশা ও ফল লিখিয়া দিবে। উপরে বাঙ্গালা ভাষায় দশা ফল লিখিত হইল। 'কোষ্ঠি ফল' অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যেরূপে ইচ্ছা, গণক দশা ফল লিখিয়া দিতে পারিবেন।

১৮৩। যোগিনীগণের অন্তর্দ্দশা।

পূর্ব্বোক্তরূপ দশা নির্ণয়ের পর যদি অন্তর্দ্দশা নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত নিয়ম অনুসারে করিবে।

নিয়ম।

যাহার যত বৎসর স্থূল দশা, সেই বৎসরের সংখ্যাকে তত সংখ্যার দ্বারা

গুণ করিয়া ৩৬ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল যাহা হইবে, সেই পরিমাণ দিনাদি সেই সেই যোগিনীর অন্তর্দ্দশা কাল জানিবে।

উদাহরণ।

যেমন কোন ব্যক্তির যদি মঙ্গলার দশায় জন্ম হয়, তাহা হইলে প্রথম ১০ দিন মঙ্গলার দশা ও পিঙ্গলার অন্তর্দ্দশা, ২য়, ২০ দিন মঙ্গলার দশা ও পিঙ্গলার অন্তর্দ্দশা এইরূপ।

"কোষ্ঠি ফল" অধ্যায়ে অন্তর্দ্দশা ভোগকাল ও ফল বিশদরূপে লিখিত আছে, অন্তর্দ্দশা গণনাকালে তথা হইতে উহার ফল ও বয়সের তল্লিখিত সময়ের পরিমাণ বসাইয়া দিলেই কোষ্ঠি প্রস্তুত হইল।

১৮৪। প্রথম দশার ভোগকাল নির্ণয়।

প্রথমে যে গ্রহের দশা হইবে, সেই দশায় জন্ম হইলেই যে, দশার সমস্ত কাল ভোগ করিতে হইবে, তাহা নহে। প্রথম দশার ভোগ কাল বাহির করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

নিয়ম।

জন্ম নক্ষত্রের যে কাল গত হইয়াছে, শুভ গ্রহের দশা হইলে (পাপগ্রহযুক্ত) বুধ, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র) তাহার দেড় গুণ এবং অশুভ গ্রহের দশা হইলে (রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু, কৃষ্ণা অষ্টমী হইতে শুক্লা অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ও পাপগ্রহযুক্ত বুধ) সেই গত কালকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ১০ দিয়া গুণ করিবে। পরে গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে মাস এবং মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে বৎসর বাহির হইবে। এই কাল, সম্পূর্ণ দশার ভোগ কাল হইতে বাদ দিলেই অবশিষ্ট ভোগ্য কাল বলিয়া জানিবে।

উদাহরণ।

মনে কর কোন বালক রোহিণী নক্ষত্রের ৩০ দণ্ড গতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন উহার দশা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ গ্রহের দশা হয়। তালিকা দৃষ্টে জানা গেল, রবির। রবি অশুভ গ্রহ, অতএব উহার গত ৩০ দণ্ড কালকে দ্বিগুণ করিলে ৬০ হইল। উহাকে ১০ দিয়া গুণ করিলে ৬০০ হয়। এখন উহাকে ৩০ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল

২০ হয়। উহা মাস। উহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে ১ বৎসর ৬ মাস হয়। রবি গ্রহের পূর্ণ ভোগকাল তিন নক্ষত্রে ৬ বৎসর, সুতরাং প্রতি নক্ষত্রে ২বৎসর। উহার প্রথম নক্ষত্র কৃত্তিকার ২ বৎসর অগ্রেই গত হইয়াছে। বাকী আছে, রোহিণী ও মৃগশিরা। রোহিণীর ভোগকাল ২ বৎসর হইতে গত কাল (পূর্ব্বে যাহা কসা হইয়াছে) ১ বৎসর ৬ মাস বাদ দিলে ৬ মাস থাকে। অতএব জানা গেল, ঐ জাত-বালকের রবি গ্রহ ভোগের কাল রোহিণীর ৬ মাস এবং মৃগশিরার ২ বৎসর, এই মোট ২ বৎসর ৬ মাস কাল। ইহার পর তালিকা লিখিত পর্য্যায়ক্রমে গ্রহগণের দশা ভোগ হইতে থাকিবে।

দশা ও অন্তর্দ্দশার ভোগকাল 'ফলাধ্যায়ে' বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। তাহা কোষ্ঠিতে বসাইয়া লইলেই চলিবে।

১৮৫। অন্তর্দ্দশায় মৃত্যু গণান।

পাপ গ্রহের দশা মধ্যে যদি পাপ গ্রহের অন্তর্দ্দশা হয়, এবং যদি ঐ অন্তর্দ্দশায় গ্রহ দশান্ত গ্রহের শত্রু হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ে মনুষ্যের মৃত্যু হয়।

অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহ যদি দশাধিপতির মিত্র হয়, তবে জীবন সংশয় পীড়া হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপতির দশাতে যদি উহার কোন শত্রু গ্রহের অন্তর্দ্দশা হয়, তাহা হইলে ঐ সময়েই মনুষ্যের মৃত্যু সম্ভাবনাকাল উপস্থিত হয়।

১৮৬। প্রত্যন্তর্দ্দশা।

অন্তর্দ্দশাকে আরও সূক্ষ্মরূপে বিভাগ করিবার জন্য প্রত্যন্তর্দ্দশা গণনা হইয়া থাকে। উহার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল। কোষ্ঠিতে যে দিন-ফল লিখিবার রীতি আছে, প্রত্যন্তর্দ্দশা গণনা ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

নিয়ম।

গ্রহগণের যে অন্তর্দ্দশা কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে দিন করিয়া তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ দিবে; ঐ ভাগ ফলের নাম ধ্রুবাঙ্ক। ঐ ধ্রুবাঙ্ককে গ্রহের

ভাগাঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে, গুণফল যত মাসাদি হইবে, তত মাসাদি গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশা বলিয়া জানিবে।

১৮৭। গ্রহগণের ভাগাঙ্ক।

রবির ৪, চন্দ্রের ৮, মঙ্গলের ৫, বুধের ৯, শনির ৬, বৃহস্পতির ১০, রাহুর ৭ এবং শুক্রের ১১ ভাগাঙ্ক।

উদাহরণ।

মনেকর, রবির অন্তর্দ্দশায় রবির প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল গণনা করিতে হইবে। ধ্রুবাঙ্ক ও ভাগাঙ্কের তালিকা দৃষ্টে জানাগেল, রবির ধ্রুবাঙ্ক ২ দিন এবং রবির ভাগাঙ্ক ৪। এই দুই অঙ্কে গুণ করিলে ৮ দিন হয়। অতএব জানাগেল, রবির অন্তর্দ্দশায় রবির প্রত্যন্তর্দ্দশার ভোগকাল ৮ দিন। রবির ধ্রুবাঙ্ক ২, চন্দ্রের ৮, অতএব রবির অন্তর্দ্দশায় চন্দ্রের প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল ১৬ দিন। সাধারণতঃ যাহার অন্তর্দ্দশা তাহার ধ্রুবাঙ্ক এবং যাহার প্রত্যন্তর্দ্দশা জানিবে, তাহার ভাগাঙ্ক গুণ করিলেই প্রত্যন্তর্দ্দশা ভোগকাল পাইবে।

১৮৮। গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ভোগকাল ও ধ্রুবাঙ্ক।

দশার নাম	অন্তর্দ্দশা	প্রত্যন্তর্দ্দশা	ধ্রুবাঙ্ক দি, দ, প,	ভোগকাল ব, মা, দি, দ,
র	র	র	২।০।০	০ ০ ৮ ০
র	র	চ	৫।০।০	০।০।১৬ ০
র	র	ম	২।৪০।০	০।০।১০।০
র	র	বু	৫,৪০।০	০ ০।১৮।০
র	র	শ	৩।২০।০	০।০।১২।০
র	র	বৃ	৬।২০।০	০।০ ২০।০
র	র	রা	৪ ০।০	০।০।১৪।০
র	র	শু	৭।০।০	০।০।২২।০
র	চ	চ	১২,৩০।০	০।০ ১।১০
র	চ	ম	৬।৪০।০	০।০।২৫।০

দশার নাম	অন্ত-র্দ্দশা	প্রত্যন্ত-র্দ্দশা	ধ্রুবাঙ্ক দি, দ, প,	ভোগকাল ব, মা, দি, দ,
র	চ	বু	১৪.১০|০	০|১|১৫|০
র	চ	শ	৮|২০|০	০|১|০|০
র	চ	বৃ	১৫|৫০|০	০|২|২০ ০
র	চ	রা	১০|০|০	০,৮|৫,০
র	চ	শু	১৭|৩০|০	০|১|২৫|০
র	চ	র	৫|০|০	০|০|২০,০
র	ম	ম	৩|৩৩|২০	০|০|১৩,২০
র	ম	বু	৭|৫৩'২০	০|০|২৪|০
র	ম	শ	৪|২৬|৪০	০|০|১৬|০
র	ম	বৃ	৮|২৬|৪	০ ০|২৬|৪০
র	ম	রা	৫ ২০|০	০|০|১৮|৪০
র	ম	শু	৯|২০|০	০|০|২৯|২০
র	ম	র	২|৪০|০	০|০|১০|৪০
র	ম	চ	৬|৪০|০	০|০|২১|২০
র	বু	বু	১৬|৩,২০	০|১|২১'০
র	বু	শ	৯|২৬|৪০	০|১|৪|০
র	বু	বৃ	১৭|৫৬|৪	০|১|২৬|৪০
র	বু	রা	১১|২০.০	০,১|৯|৪০
র	বু	শু	১৯ ৫০|০	০|২|২|২০
র	বু	র	৫|৪০|০	০|০|২২|৪০
র	বু	চ	১৪|১০|০	০|১|১৫|২০
র	বু	ম	৭|৩৩|২০	০|০|২৮|২০
র	শ	শ	৫|৩৩|২০	০|০|২০|০
র	শ	বৃ	১০|৩৩|২০	০|১৩|২০
র	শ	রা	৬|৪০|০	০|০২৩|২০
র	শ	শু	১১|৪০|০	০|১|৬|৪০
র	শ	র	৩|২০|০	০|০|১|৩২০
র	শ	চ	৮|২০|০	০|০|২৪|৪০

দশার নাম	অন্ত-র্দশা	প্রত্যন্ত-র্দশা	ধ্রুবাঙ্ক দি, দি, প,	ভোগকাল ব, মা, দি, দ,
র	শ	ম	৪।২৬।৪০	০।০।১৬।৪০
র	শ	বু	৯।১৬।৪০	০।১।০।০
র	বৃ	বৃ	২০।৩।২০	০।২।৩।২০
র	বৃ	রা	১২।৪০।০	০।১।১৪।২০
র	বৃ	শু	২০।১০।০	০।২।৬।৪০
র	বৃ	র	৬।২০।০	০।০।২৫।২০
র	বৃ	চ	১৫।৫০।০	০।১।২০।৪০
র	বৃ	ম	৮।২৬।৪২	০।১।১।৪০
র	বৃ	বু	১৭।৫৬।৪০	০।১।২৭।০
র	বৃ	শ	১০।৩৩।২০	০।১।৮।০
র	বা	বা	৮।০।০	০।০।২৮।০
র	বা	শু	১৬।০।০	০।১।১৪।০
র	রা	র	৪।০।০	০।০।১৬।০
র	রা	চ	১০।০।০	০।১।২।০
র	রা	ম	৫।২০।০	০।০।২০।০
র	রা	বু	১১।২০।০	০।১।৬।০
র	রা	শ	৬।৪০।০	০।০।২৪।০
র	রা	বৃ	১২।৪০।০	০।১।১০।০
র	শু	শু	২৪।৩০।০	০।২।১৭।০
র	শু	র	৭।০।০	০।০।২৮।০
র	শু	চ	১৭।৩০।০	০।১।২৬।০
র	শু	ম	৯।২০।০	০।১।৫।০
র	শু	বু	১৯।৫০।০	০।২।২।০
র	শু	শ	১১।৪০।০	০।১।১২।৩
র	শু	বৃ	২২।১০।০	০।২।১০।০
র	শু		১৪।০।০	০।১।১৯।০

প্রত্যেক গ্রহের অন্তর্দশা কাল পূর্ব্বোক্তরূপ হিসাব করিয়া লওয়াই নিয়ম। গণনার বিশেষ সুবিধার জন্য প্রত্যন্তর দশা ভোগের কাল কসিয়া দেওয়া গেল। প্রত্যন্তর দশার ভোগ কাল ও পর্য্যায় ও নিয়ম এই প্রকার।

নিত্য কোষ্ঠি গণনা।

১৮৯। সংজ্ঞা।

যাঁহাদিগের কোষ্ঠি নাই, কি কোষ্ঠিতে দিন ফল নাই, তাহারা নিম্ন নিয়ম অনুসারে নিত্য নিত্য কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া অভীষ্ট দিনের ফলাফল জানিতে পারিবেন। একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে এই নিয়ম দ্বারা জীবন কালের কোষ্ঠিও প্রস্তুত হইতে পারে।

সকলেই প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া জানিতে চায়, আজ আমার দিন কেমন যাইবে? জানিতে সকলেরই বাসনা, কিন্তু জানিবার উপায় জানা না থাকায় তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে যে নিয়ম লিখিত হইতেছে, পাঠকগণ নিত্যনিত্য আপনার শুভাশুভ জানিতে পারিবেন।

১৯০। নিত্যকোষ্ঠি গণনার নিয়ম।

যে দিনের দশা গণনা করিতে হইবে, সেই দিনের তিথির সংখ্যা, বার সংখ্যা, নক্ষত্র সংখ্যা, এবং যাহার দশা গণনা করিতে হইবে, তাহার জন্ম নক্ষত্র সংখ্যা, এই চারি সংখ্যা যোগ দিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিবে। যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, তাহা লইয়া দশা বিচার করিতে হইবে।

প্রমাণ।

তিথিবারশ্চ নক্ষত্রং স্বনক্ষত্রসমাযুতং
অষ্টাভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষে নিত্যদশাফলম্।

উদাহরণ।

মনে কর, কোন ব্যক্তির অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম। সে ব্যক্তি ১২৯৯ সালের ১৫ মাঘ তারিখের দশা গণনা করিবে। অতএব ঐ তারিখের তিথি, শুক্লা দশমী, উহার সংখ্যা ১০। ঐ দিন শুক্রবার, অতএব বার সংখ্যা ৬। ঐ দিন কৃত্তিকা নক্ষত্র, অশ্বিন্যাদি, উহার সংখ্যা ৩। যাহার দশা গণনা হইতেছে, তাহার জন্ম নক্ষত্র অনুরাধা, উহার সংখ্যা ১৭। এক্ষণে (১০+৬+৩+১৭=৩৬)

ঐ চারি অঙ্ক যোগ দিলে ৩৬ হয়। উহাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ৪ বাকী থাকে। অতএব জানা গেল, ঐ দিন ঐ ব্যক্তির বুধের দশা।

১৯১। নিত্যকোষ্ঠির দশা নির্ণয়ে গ্রহপর্য্যায়।

ভাগাবশিষ্ট ১ থাকিলে রবির, ২ থাকিলে চন্দ্রের, ৩ থাকিলে মঙ্গলের, ৪থাকিলে বুধের, ৫ থাকিলে শনির, ৬ থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ থাকিলে রাহুর। ভাগাবশিষ্ট না থাকিলে শুক্রের দশা। নিত্যদশার ফল এই পুস্তকের "ফলাধ্যায়ে" সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত আছে।

কোষ্ঠি অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বরাহমিহির।

(অষ্টম খণ্ড)

নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার।

১৯২। নষ্ট কোষ্ঠি কি ?

জন্মলগ্নই সর্ব্বাপেক্ষা কোষ্ঠি গণনায় প্রয়োজনীয়। জন্মলগ্ন স্থির হইলে যে কোন বৎসরের কোষ্ঠি প্রস্তুত করা যায়। জন্ম লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হইলে তৎপরে সেই সময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিস্থ ছিল, তাহা অস্ফুট নষ্ট কোষ্ঠি অধ্যায়ে প্রদর্শনী দ্বারা দেখান গিয়াছে। লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হইলে, রবি ও চন্দ্রের অবস্থিতি জানিবার উপায়ও কোষ্ঠি অধ্যায়ে নানা স্থানে বলাগিয়াছে। পরন্তু "নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার" কথাটা শুনিতে যেমন ভয়ানক, কার্য্যতঃ তত নয়। বিশেষ এক এক গ্রহ যে কাল পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহা এতই দীর্ঘ যে, দশা স্থির কালে প্রায়ই তাহার অন্যথা দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন চন্দ্রের দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর, নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার কালে ঐ ১৫ বৎসরেরই কিছু তফাৎ বাদ হইতে পারে না। বিশেষ নাক্ষত্রিকী দশা নির্ণয় সম্বন্ধে যে নিয়ম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও দশা স্থির করা অতি সহজ সাধ্য। গণকগণ অনায়াসেই তদ্দৃষ্টে নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার করিতে পারিবেন।

১৯৩। আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে জন্মলগ্ন নিরূপণ।

যদি কোন বালকের জন্মলগ্ন নিরূপিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে জন্মলগ্ন স্থির করিতে পারা যায়।

১। মেষলগ্নে জন্ম হইলে, কুনখী, ক্রোধী, স্খলিতবাক্, বায়ুপিত্ত প্রকৃতি, ও বাল্যাবস্থায় গুরুজনহীন;

২। বৃষলগ্নে জন্ম হইলে, নাসিকা, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্থূল, বৃহৎ ললাট, ও বাক্যরেখা যুক্ত ;

৩। মিথুনলগ্নে জন্ম হইলে, হীনাবয়বযুক্ত বা অধিকাঙ্গযুক্ত সন্তান উৎপাদক, দ্বিমাতৃক, হ্রস্বদেহ ও অল্প সহোদর ;

৪। কর্কটলগ্নে জন্ম হইলে, গুহ্যরোগী, ভীরু এবং কফবায়ু প্রকৃতি ;

৫। সিংহলগ্নে জন্ম হইলে, কঠিন দেহ, আমিষপ্রিয়, পিত্তপ্রকৃতি, বিস্তৃত নাস, জানু, কটি ও দশন পীড়াক্রান্ত ;

৬। কন্যালগ্নে জন্ম হইলে, অল্পকান্তি, দীর্ঘ হস্তপাদ, ব্রণাক্রান্ত দেহ ;

৭। তুলালগ্নে জন্ম হইলে, বিষমাঙ্গ, কফবাতিক প্রকৃতি, হ্রস্বগ্রীব, মৃত পত্নীক ;

৮। বৃশ্চিকলগ্নে জন্ম হইলে, বিস্তৃত মুখ ও উদর, পিঙ্গল নেত্র, পিত্ত প্রকৃতি ;

৯। ধনুলগ্নে জন্ম হইলে, স্থূলদশন, ওষ্ঠ ও নাসিকা, কফবায়ু প্রকৃতি, মাংসল হস্ত, কুলশ্রী, তস্কর, অনল বা রাজ দ্বারা বিনষ্ট ধন সম্পন্ন ;

১০। মকরলগ্নে জন্ম হইলে, স্বল্পচ্ছিদ্রনাস, হস্ত পদ সুদীর্ঘ, বায়ু প্রকৃতি, মৃগবদন, ভীরু, ক্ষীণজানু ও রোগী ;

১১। কুম্ভলগ্নে জন্মিলে, ক্রূর, পিত্তবায়ু প্রকৃতি, তিলপুষ্প সদৃশ নাস,

১২। মীনলগ্নে জন্মিলে স্থূলাধর, মৎস্য লোচন, বৃহৎ নাস, কফবায়ু প্রকৃতি ও ত্বক রোগী হয়।

১৯৪। নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধারের স্থূল নিয়ম।

যাহাদিগের জন্ম সন, জন্ম তারিখ, জন্ম মাস ইত্যাদি জানা না থাকে, তাহাদিগের কোষ্ঠি প্রস্তুত করিবার কোন উপায় থাকে না। তজ্জন্য জ্যোতিষীগণ নানাবিধ অঙ্গ চিহ্ন, প্রশ্ন গণনা, নিম্নোলিখিত নামাদি অবলম্বনে কোষ্ঠি প্রস্তুত প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল নিয়ম অবলম্বন ব্যতীত কোষ্ঠি প্রস্তুত করিবার উপায়ান্তর নাই।

১৯৫। জন্মশক গণনা।

প্রশ্নকর্ত্তা যে লগ্নে প্রশ্ন করেন, সেই লগ্নের অধিপতির সংখ্যা দ্বারা প্রশ্নের সংখ্যাকে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ১৬ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা

ভাগ ফল হইবে, তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত গুণ ফলে যোগ দিতে হইবে। ঐ যোগ ফলই প্রশ্নকর্ত্তার বয়স। যদি উহা আনুমানিক বয়সের সহিত না মিলে, তবে তাহা হইতে ১২ বাদ দিতে হইবে।

উদাহরণ।

মনে কর, কোন ব্যক্তি আসিয়া প্রশ্ন করিল "মহাশয়! আমার নষ্ট কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দিন।" প্রশ্নের সময় মেষ লগ্ন। মেষ লগ্নের অধিপতি মঙ্গল। (রাশি অধ্যায়ে দেখ) মঙ্গলের সংখ্যা ৩। প্রশ্নবর্ণ সংখ্যা ১৯। এক্ষণে নিয়মানুসারে প্রশ্নবর্ণ সংখ্যা ১৯ কে ৩ দিয়া গুণ করিলে ৫৭ হয়। এক্ষণে ৫৭ কে ১৬ দ্বারা ভাগ করিলে ৩ হয়। অতএব পূর্ব্ব গুণফল ৫৭+৩=৬০ হইল। অতএব জানা গেল, প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ৬০ বৎসর। প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখিলে যদি ৬০ বৎসরের কম বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে উহা হইতে ১২ বাদ দিয়া ৪৮ বৎসর হইত।

১৯৬। অয়নগণনা।

প্রশ্নকর্ত্তা কোন্ অয়নে জন্মিয়াছে, তাহা গণনা করিতে হইলে প্রশ্নের আদ্য বর্ণ এবং প্রশ্নকর্ত্তাকে ফল পুষ্প বা দেবতার নাম করিতে বলিলে তাহার আদ্য বর্ণ লইয়া গণনা করিবে। ঐ প্রশ্নের আদ্য বর্ণ ও দেবতার আদ্য বর্ণ যদি ক চ ট ত প য শ ইহার মধ্যে হয়, তবে উত্তরায়ন, গ জ ড দ ব ল স হয়, তবে দক্ষিণায়ন; আর যদি ইহার অতিক্রম হয়, তবে অয়ন সন্ধিতে জন্মিয়াছে, বুঝিবে।

১৯৭। ঋতু গণনা।

প্রশ্নের আদ্য অক্ষর বা ফল, পুষ্প বা দেবতার নামের আদ্যাক্ষর অ এ ক চ ট ত প শ হয়, তবে বসন্ত ঋতু; আ ঐ খ ছ থ ফ র ঠ হইলে গ্রীষ্ম, ই ও গ জ ড দ ব ল ম হইলে হেমন্ত, ঈ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ হইলে বর্ষা, উ ঊ অং অঃ হইলে শরৎ এবং ঙ ঞ ণ ন ম হইলে শিশির ঋতুতে জন্ম হইয়াছে বুঝিবে।

১৯৮। মাস গণনা।

প্রশ্নের আদ্য অক্ষর বা ফল পুষ্প বা দেবতার নামের আদ্য বর্ণ অ এ ক হইলে ফাল্গুন, চ ট হইলে চৈত্র, ই ও গ জ ড হইলে বৈশাখ, দ ব ল স হইলে জ্যৈষ্ঠ, ঈ ঘ ঝ ঢ ধ হইলে আষাঢ়, ভ ব হ হইলে শ্রাবণ, উ ঊ ঙ ঞ ণ হইলে ভাদ্র, ন ম অং অঃ হইলে আশ্বিন, ত প হইলে কার্ত্তিক, য শ হইলে অগ্রহায়ণ, আ ঐ খ ছ ঠ থ হইলে পৌষ এবং ফ র ষ হইলে মাঘ মাসে জন্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৯৯। পক্ষ গণনা।

প্রশ্ন বা ফল পুষ্পাদির প্রথম বর্ণ যদি অ এ ক চ ট ত প য শ ই ও গ জ ড দ ব ল স হয়, তবে শুক্লপক্ষে আর আ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ষ ঈ ঝ ঢ ধ ভ ব হ থাকিলে কৃষ্ণপক্ষে বুঝায়।

২০০। তিথি গণনা।

যদি প্রশ্ন ও দেব পুষ্পাদির আদি বর্ণ অ ই এ ও হয়, তবে শুক্ল প্রতিপদ এবং ক চ ট ত প য শ গ জ ড দ ব ল স এই চতুর্দশ বর্ণে যথাক্রমে শুক্ল দ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা, আর আ ঈ ঐ ঔ থাকিলে কৃষ্ণা প্রতিপদ এবং খ ছ ঠ ফ র ষ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ থাকিলে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত বুঝিবে।

২০১। নক্ষত্র গণনা।

ক হইতে হ পর্য্যন্ত ২৭ বর্ণে সাতাশ নক্ষত্রের গণনা করিবে। প্রশ্ন বা পুষ্পাদির আদ্য বর্ণ ক হইলে অশ্বিনী, খ হইলে ভরণী ইত্যাদি রূপ।

২০২। বার গণনা।

পূর্ব্বে যে বয়স গণনার প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেই বয়স অনুসারে জন্ম শক স্থির করিবে। যেমন যদি অদ্য কোন নষ্ট জাতকের বয়স ৪০

বৎসর স্থির হয়, তবে বর্ত্তমান শক ১৮১৪ হইতে ৪০ বাদ দিলেই ১৭৭৪ শক জন্ম শক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে নষ্টজাতকের জন্মবার নিরূপণ করিতে হইলে শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে কল্যব্দ হইবে। কারণ ৩১৭৯ কল্যব্দে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ কল্যাব্দকে ১৫৭৭৯১৭৮২৮ দিয়া গুণ করিলে যাহা গুণ ফল হইবে, তাহা হইতে ৬১৩৩৭৬০ বাদ দিয়া অবশিষ্টকে ৪৩২০০০০ দিয়া ভাগ দিবে। ঐ ভাগ ফলই বিষুব দিনের দিনবৃন্দ নামে নামিত। তৎপরে দিনবৃন্দকে ৭ দ্বারা ভাগ দিলে ভাগাবশেষ যাহা থাকিবে, তাহাই বার বলিয়া জানিবে। ভাগ শেষ ১ থাকিলে শুক্রবার, ২ এ শনি, ৩ এ রবি, এইরূপ গণনা করিবে।

ঐ শকের যে কোন তারিখের দিন জানিতে হইলে, বিষুব দিনের দিনবৃন্দের সহিত বিষুব দিনের গত দিন যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ দিবে। ভাগাবশেষ ঐ রূপ ১ থাকিলে শুক্র ইত্যাদি নিয়মে গণনা করিবে।

২০৩। রাশি গণনা।

নষ্ট জাতকের তিথি গণনার নিয়ম পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ঐ জন্ম তিথির অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে ৬ যোগ দিবে। এই সমষ্টিকে ৫ দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল হইবে, তাহা জন্ম মাস (পূর্ব্বে মাস গণনার বিষয় বলা হইয়াছে)। সেই মাসানুসারে অর্থাৎ সেই মাসের যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই রাশিই স্থির করিবে।

২০৪। লগ্ন নির্ণয়।

দিবসের দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে জন্ম হইলে সূর্য্য যে নক্ষত্রে ছিলেন, সেই নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্রস্থ যে রাশি, তাহাই জন্ম লগ্ন; দিবসের দ্বিপ্রহর পরে জন্ম হইলে তৎকালে সূর্য্য যে নক্ষত্রে ছিলেন, তথা হইতে গণনায় দ্বাদশ নক্ষত্রস্থ রাশিই জন্ম লগ্ন; আর রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম হইলে সূর্য্য যে নক্ষত্রে ছিলেন, তথা হইতে গণনায় সপ্তদশ যে নক্ষত্র, সেই নক্ষত্র যে রাশিতে থাকে, সেই রাশিই জন্মলগ্ন, এবং রাত্রির উত্তরার্দ্ধে জন্ম হইলে তৎকালে সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকেন, তথা হইতে চতুর্ব্বিংশ [illegible] রাশিই জন্ম লগ্ন বলিয়া জানিবে।

দ্রষ্টব্য।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সকল গুলি মিলেনা। আবার দুই একটি বেশ মিলিয়া যায়। ইহা কৌতূহলী পাঠকগণের পরীক্ষা সাপেক্ষ।

২০৫। লগ্ন দৃষ্টে জন্মঋতু বিচার।

জন্ম লগ্নে শনি থাকিলে শিশির, শুক্র থাকিলে বসন্ত, মঙ্গল থাকিলে গ্রীষ্ম, চন্দ্র থাকিলে বর্ষা, বুধ থাকিলে শরৎ, বৃহস্পতি থাকিলে হেমন্ত ঋতুতে জন্ম বুঝিতে হইবে।

লগ্নে গ্রহ না থাকিলে দ্রেক্কাণের অধিপতি নির্ণয় করিয়া সেই গ্রহানুসারে পূর্ব্বোক্ত রূপে ঋতু বিচার করিবে।

অন্যথার উদাহরণ।

মনে কর, কোন জাতকে বৃষ রাশিতে লগ্ন, কিন্তু ঐ রাশিতে কোন গ্রহ নাই। উহার জন্ম ঋতু স্থির করিতে হইলে বৃষ রাশির দ্রেক্কাণ দেখিতে হইবে। বৃষরাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি শুক্র, অতএব বালক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসন্ত ঋতুতে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

২০৬। অঙ্গচিহ্ন দর্শনে বালকের রাশিচক্র নিরূপণ।

যদি কোন ব্যক্তির কোষ্ঠি, কি কোষ্ঠি প্রস্তুত করিবার আবশ্যকীয় সময়াদি জানা না থাকে, তবে তাহার অঙ্গচিহ্ন দর্শনে রাশিচক্রের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোথায় কোন্ গ্রহ আছে, তাহা চিহ্ন দর্শনে জানিবার উপায় লিখিত হইতেছে।

১। জন্ম লগ্নের অষ্টম স্থানে যদি রাহু ও শুক্র থাকে, তাহা হইলে বাম কাণে চিহ্ন হয়।

২। লগ্নের অষ্টম বা দ্বাদশ রাশিতে শুক্র এবং লগ্নে রবি থাকিলে বাম বাহুতে চিহ্ন হয়।

৩। লগ্নের পঞ্চম বা নবম রাশিতে শুক্র, অষ্টমে বৃহস্পতি ও বুধ, এবং চতুর্থ রাশিতে শনি থাকিলে কুক্ষিদেশে চিহ্ন হয়।

৪। লগ্নের দ্বিতীয় রাশিতে, শুক্র, অষ্টমে রবি, দশমে রাহু ও শনি থাকিলে নাভিদেশে চিহ্ন হয়।

৫। লগ্নের দশমে শনি, দ্বিতীয়ে চন্দ্র, তৃতীয়ে শুক্র ও মঙ্গল থাকিলে কটিদেশে চিহ্ন হয়।

২০৭। গ্রহগণের চিহ্ন প্রভেদ।

১। শনি কর্ত্তৃক জন্মকালে বালক চিহ্নিত হইলে ব্রণাদি ঘটিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন।

২। মঙ্গল কর্ত্তৃক জন্মকালে রক্তবর্ণ চিহ্ন;

৩। বুধ কর্ত্তৃক জন্মকালে শ্যাম বর্ণ চিহ্ন;

৪। রবি কর্ত্তৃক জন্ম কালে রক্ত শ্যাম চিহ্ন;

৫। চন্দ্র কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইলে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হইবে।

৬। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক জন্মকালে চিহ্নিত হইলে, ভবিষ্যতে থাকিবে না।

(নষ্ট কুষ্ঠি উদ্ধার অধ্যায় সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(একাদশ খণ্ড।)

বিবিধ।

স্বরোদয়।

যোগের সহিত জ্যোতিষ আলোক ও ছায়ার ন্যায় সম্বন্ধ যুক্ত। দয়স্বরো' যোগশাস্ত্রানুসারে জ্যোতিষতত্ত্বের যে অংশের একতা দেখা যায়, তাহাই প্রয়োজন বোধে অতি সংক্ষেপে ইহাতে স্থান দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাঠকগণ ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। জ্যোতিষ ও যোগশিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

অনেকেই মনে করেন, নাশারন্ধ্রদ্বয় এককালেই শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, বাস্তবপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। সূর্য্যোদয়ের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তিথিনক্ষত্রের পর্য্যায় পরিবর্ত্তন ও গ্রহগণের আকর্ষণ হেতু কখন ঈড়া অর্থাৎ বাম এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপথে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

নিয়ম।

শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদাদি দিনত্রয় সূর্য্যোদয় কালে অগ্রে ঈড়া এবং কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপদাদি দিনত্রয় সূর্য্যোদয় কালে অগ্রে পিঙ্গলায় (দক্ষিণ নাসা রন্ধ্র) শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পুর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠি, দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্যোদয় কালে প্রথম বাম নাসাপথে শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আর কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এবং শুক্ল পক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে সূর্য্যোদয় কালে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

স্থিতি

প্রতিদিন ঐরূপ এক নাসাপুটে শ্বাস বহিতে আরম্ভ করিয়া ১ ঘণ্টা অর্থাৎ আড়াই দণ্ড কাল স্থিতি করিয়া পরে অন্য নাসা পথে আবার ঐ আড়াই দণ্ড বহিতে থাকে। এইরূপ প্রতিদিনে ২৪ বার শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

তত্ত্ব

পঞ্চভূত দেহের পরিরক্ষণ কল্পে শ্বাস ক্রিয়া একটি সর্ব্ব প্রধান সাধন; সুতরাং প্রতি নাসায় শ্বাস বহন কালে ঐ পঞ্চভূতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদিত

হইয়া দেহের রক্ষা করে। অতএব ঐ আড়াই দণ্ডে যথাক্রমে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চতত্ত্ব উদয় হইয়া থাকে।

তত্ত্বস্থিতি।

ঐ পঞ্চতত্ত্বের স্থিতি যথাক্রমে পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কাল, ২০ মিনিট (৫০ পল); জলতত্ত্ব ১৬ মিনিট (৪০ পল); অগ্নিতত্ত্ব ১২ মিনিট (৩০ পল); বায়ুতত্ত্ব ৮ মিনিট (২০ পল) এবং আকাশ তত্ত্ব ৪ মিনিট (১০ পল)।

তত্ত্ব লক্ষণ।

পৃথ্বিতত্ত্ব বহন কালে শ্বাস পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, কণ্ঠে মধুর রস, পীতবর্ণ দর্শনে স্পৃহা; জলতত্ত্বে শ্বাস পরিমাণ ১৬ অঙ্গুলি, কণ্ঠে কষার রস, শ্বেতবর্ণ দর্শনে স্পৃহা; অগ্নিতত্ত্বে, শ্বাস ৪ অঙ্গুলি, কণ্ঠে তিক্ত রস, রক্তবর্ণ দর্শনে স্পৃহা; বায়ুতত্ত্বে শ্বাস ৮ অঙ্গুলি, কণ্ঠে অম্ল রস, শ্যাম বর্ণ দর্শনে স্পৃহা; আকাশ তত্ত্বে শ্বাস যদৃচ্ছাগামী, কণ্ঠে কটু রস এবং বিবিধবর্ণ রঞ্জিত বিবিধ বস্তু দর্শনে স্পৃহা হয়।

গ্রহভোগ।

তত্ত্ব সকলের উদয় গ্রহগণের আকর্ষণে নিষ্পন্ন হয়। রবির আকর্ষণে বাম নাসা ও বুধের আকর্ষণে দক্ষিণ নাসায় পৃথিতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। দক্ষিণ নাসায় শনি এবং বাম নাসায় চন্দ্রের আধিপত্য কালে জলতত্ত্বের উদয় হয়। দক্ষিণ নাসায় মঙ্গল এবং বাম নাসায় শুক্রের আধিপত্যকালে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়। দক্ষিণ নাসায় রাহু এবং বাম নাসায় বৃহস্পতির আধিপত্যকালে বায়ু তত্ত্বের উদয় হয়। আকাশতত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিস্ফল। শনি ইহার অধিপতি।

পঞ্জিকা দৃষ্টে তিথি জানিয়া এবং তাহার উদয়াস্ত ধরিয়া সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তত্ত্বের উদয় জানা যাইবে। আবার সিদ্ধ বিষয়; এবং সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারে। হয়। ...ভ্রাস ঘটে না। ...ও সর্ব্বদেশে সমান হয় না।

উদাহরণ।

মনেকর, ১২ই চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ তিথি। ঐ দিন ৬টায় প্রাতঃকাল। পূর্ব্ব লিখিত নিয়ম অনুসারে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত বাম, ৭টা হইতে ৮টা দক্ষিণ, ৮টা হইতে ৯টা বাম, এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে সম্পূর্ণ তত্ত্ব চলিবে। এখন ঐ বাম নাসায় শ্বাস বহনকালে ১ ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয় স্থির করিবে; অর্থাৎ ঐ ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম পৃথ্বিতত্ত্ব ২০ মিনিট, অগ্নিতত্ত্ব ১২ মিনিট, বায়ু তত্ত্ব ৮ মিনিট এবং আকাশতত্ত্ব ৪ মিনিট, এই ১ ঘণ্টায় পঞ্চ তত্ত্বের ভোগ হইবে। পরীক্ষার্থী ঘড়ি ধরিয়া এই প্রণালী শিখিয়া পরীক্ষা করিলে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন।

একটি পরীক্ষা।

কৃষ্ণ প্রতিপদের দিন প্রাতঃকালে যদি দক্ষিণ নাসা-পুটে বায়ু বহন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে পক্ষকাল শরীর সুস্থ অবস্থায় অতিবাহিত হয়, এবং তৎকালে বাম নাসা পথে শ্বাস বহিলে পীড়াদায়ক হয়।

দৈনন্দিন সুখ বিচার।

যদি সোম, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতিবারে নিদ্রাভঙ্গ কালে বাম নাসাপুটে বায়ু বহন হয়, তবে সে দিন স্বচ্ছন্দে ও সুখে অতিবাহিত হয় ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। পাঠকগণ ইহা নিত্যই পরীক্ষা করিতে পারেন।

শুভাশুভ স্বর।

শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও সোমবার সর্ব্বকর্ম্মে শুভ। রাজদণ্ড ব্যায়াম ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম মঙ্গলবারে প্রশস্ত। পুণ্যকার্য্যাদি ও গৃহপ্রবেশে শনিবার শুভ ফল দিয়া থাকে।

বারবেলা ও কালবেলা।

পঞ্চভূত দেহের ধ. রাত্রিমানকে ৮ভাগ করিলে তাহার প্রতি ভাগকে যামার্দ্ধ সুতরাং প্রতি নাসায় শ্বাস বহন বারবেলা ও রাত্রি যামার্দ্ধকে কালবেলা বলে।

উদাহরণ।

মনে কর, কোন তারিখে দিনমানের পরিমাণ ৩২।১৬ পল, ইহাকে ৮ ভাগ করিলে ৪ দণ্ড ২ পল যামার্দ্ধ হয়। যে বারের যে ভাগ বারবেলা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ঐ পরিত্যজ্য সময়ের পরিমাণ ৪।২ পল।

রবিবারে দিবসের চতুর্থ, পঞ্চম ও রাত্রির ৬ষ্ঠ ভাগ; সোমবারে দিবসের ৭ম, ২য় ও রাত্রির ৪র্থ; মঙ্গলবারে দিবসের ২য় ও ৬ষ্ঠ এবং রাত্রির ২য়; বুধবারে দিবসের ৩য় ও পঞ্চম এবং রাত্রির ৭ম; বৃহস্পতিবার দিবসের ৭ম ও ৮ম এবং রাত্রির ৫ম; শুক্রবারে দিবসের ৩য় ও ৪র্থ এবং রাত্রির ৩য়; এবং শনিবারে দিবসের ৬ষ্ঠ ও প্রথম এবং রাত্রির প্রথম ও শেষ ভাগ বারবেলা ও কালবেলা।

রবৌ বর্জ্জং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা
কুজে ষষ্ঠদ্বয়ঞ্চৈব বুধে বাণ তৃতীয়কং।
গুরৌ সপ্তষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারিচ ভার্গবে
শনাবাদ্যং তথাচান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।

গ্রহণ

পৃথিবী ও চন্দ্র স্বয়ং তেজোময় নহে। চন্দ্রের যে জ্যোতিঃ, উহা সূর্য্যের রশ্মি সম্পাতজাত। তিথি অনুসারে চন্দ্রের যে কলা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তাহাও সূর্য্যরশ্মি সম্পাতের তারতম্য হেতু। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও উপগ্রহ হেতু তদ্রূপ পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর আবরণ হেতু চন্দ্রে প্রতিফলিত হইলেও পরিদৃশ্যমান হইতে পায় না। পৃথিবী ঐ রশ্মি আবৃত করিয়া দেয় বলিয়া চন্দ্র রশ্মি প্রকাশ পায় না। এই যে রশ্মি আবরণ, উহাকেই চন্দ্রগ্রহণ বলে। আর চন্দ্র কর্ত্তৃক যখন সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত হয়, তখনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। পরন্তু চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণ অতি বিরল।

চন্দ্রের যেমন সর্ব্বগ্রাস হয়, সূর্য্যের প্রায়ই তদ্রূপ সর্ব্বগ্রাস ঘটে না। আবার বিষুব রেখার দূরত্ব ও নিকটত্ব হেতু গ্রহণ দর্শনও সর্ব্বদেশে সমান হয় না।

যাহারা (গ্রহণ কালে) বিষুব রেখার সম্মুখীন প্রদেশে অবস্থান করে, তাহারা যেমন সর্ব্বগ্রাস দর্শন করে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থ লোক তখন হয় ত অর্দ্ধগ্রাস মাত্র দর্শন করিতে পায়।

কেবল যে পৃথিবীর চন্দ্রেই গ্রহণ হয়, তাহা নহে। অন্যান্য গ্রহ সমূহে যে সকল চন্দ্র আছে, তাহাতেও গ্রহণ ঘটিয়া থাকে, তবে অতিদূরত্ব হেতু আমরা স্থূলনেত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়াই তাহার গণনায় বা দর্শনে আমরা তাদৃশ উন্মুখ নহি।

গ্রহণের হেতু প্রমাণ

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ধৃত বচন,—

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যস্য ভবেদসৌ
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধি কোণকে।

সূর্য্যের অধোস্থ হইয়া মেঘের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যরশ্মিকে আবৃত করিলে সূর্য্য-গ্রহণ এবং চন্দ্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত হইলে চন্দ্র গ্রহণ হয়।

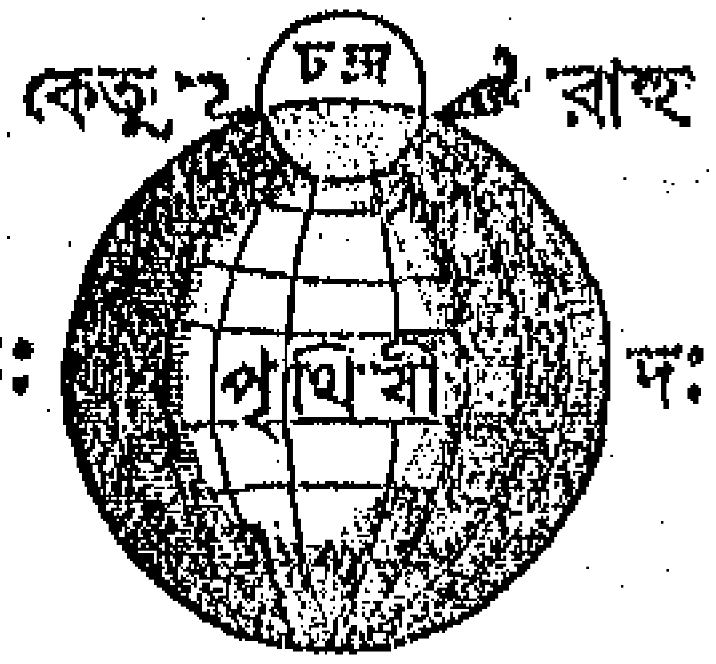
দ্রষ্টব্য। প্রবাদ আছে, চন্দ্র রাহুগ্রাসে পতিত হইলেই গ্রহণ হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর এই প্রবাদ শ্রবণে অনেক শিক্ষিতাভিমানী নাসা রাশির আকুঞ্চন প্রসারণ সাধন করেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে এ প্রবাদ "অবৈজ্ঞানিক" নহে। চন্দ্রপাতকেই রাহু বলে। জ্যোতির্বিদগণ ঐ পাতের ক্রিয়াধিক্য দর্শনে উহাদের "রাহুগ্রহ ও কেতুগ্রহ" এই আখ্যা দান করিয়াছেন। চন্দ্রপাত (অর্থাৎ রাহু কেতু) স্থানে চন্দ্র বা সূর্য্যের অবস্থান ঘটিলেই গ্রহণের সম্ভাবনা ও সংঘটন হইয়া থাকে।

অমাবস্যা কালে সূর্য্যস্ফুট ও রাহুস্ফুট, এতদুভয়ের ১০ অংশ ন্যূনাতিরেক ঘটিলে সূর্য্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমায় চন্দ্রস্ফুট ও রাহুস্ফুট (পাতস্ফুট) এতদুভয়ের ১৩ অংশ ন্যূনাধিক ঘটিলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।

জার্ম্মাণ জ্যোতিষী প্রোক্টর বলেন, ১৭ অংশ এবং কিছু কম ২১ কলা পাত স্থানের নিকটে থাকিলে সূর্য্যগ্রাস এবং ১১ অংশ ৩৪ কলা নিকট হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

গ্রহণের স্থূলবিধি।

১। সূর্য্য যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্রস্থ সেই পাদের পূর্ব্ব ও পর, ত্রিপাদ মধ্যে যদি রাহু, অথবা কেতু (এতদুভয়ই পাত, চিত্র দেখ) অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যায়, এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিতি করে, সেই নক্ষত্রস্থ সেই পাদের অগ্র পশ্চাৎ চারি পাদ মধ্যে যদি রাহু কিম্বা কেতু থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র গ্রহণের সম্ভাবনা হয়।



২। যে নক্ষত্রে রবি থাকেন, ঐ নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া যদি চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে চন্দ্র অর্থাৎ রবি অশ্বিনীতে থাকিলে চন্দ্র যদি উহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্র চিত্রায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পূর্ণিমা ও প্রতিপদ, এতদুভয়ের সন্ধিকালে চন্দ্র গ্রহণ হয়।

৩। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে যদি মাস নামক নক্ষত্র (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস নাম হেতু নক্ষত্র যেমন জ্যেষ্ঠা) থাকে, তবে ঐ নক্ষত্র হইতে গণনায় ত্রয়োদশ নক্ষত্র যে দিবসে হয় (অর্থাৎ তৃতীয়া হইতে গণনায় ত্রয়োদশ তিথি প্রতিপদ কিম্বা জ্যেষ্ঠা হইতে গণনায় ত্রয়োদশ নক্ষত্র ভরণীতে) সেই দিবস সূর্য্য গ্রহণ হইবে।

প্রমাণ যথা,—

ভত্রিপাদান্তরে রাহোঃ কেতোর্ব্বা সংস্থিতো রবিঃ
চতুষ্পাদান্তরে চন্দ্রস্তদা সম্ভাব্যতে গ্রহঃ।
যস্মিন্ ঋক্ষে রবিস্তস্মাচ্চতুর্দ্দশ গতঃ শশী
পূর্ণিমা প্রতিপৎ সন্ধৌ রাহুণা গ্রস্যতে শশী।
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং মাসর্ক্ষং যদি জায়তে
তত স্ত্রয়োদশে সূর্য্যে রাহুণা গ্রস্যতে রবিঃ।

দ্রষ্টব্য।—প্রতি অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয় বলিয়াই অমাবস্যায় চন্দ্রে প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মি পরিদৃষ্ট হয় না, এবং প্রতি পূর্ণিমায় পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় সূর্য্যরশ্মি অবাধে চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রের পূর্ণ দীপ্তি হইয়া থাকে।

অনেকের এমনও সংস্কার আছে যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে পৃথিবী সচল কি অচল, এই বিষয় লইয়া যেমন ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, অস্মদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তদ্রূপ সন্দিহান ছিলেন। ঐ সকল অমূলক সংস্কারবাদী, তত্তোধিক ঐ সকল সংস্কারবিদ্বেষীগণের তুষ্টির জন্য পৃথিবীর গতি বিষয়ক কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় ধৃত বচন;-

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুম গ্রন্থিঃ কেশর প্রসরৈরিব॥

যেমন কেশর পরিবেষ্টিত কদম্ব পুষ্প, সেইরূপ এই পৃথিবীও পর্ব্বত বন ও গ্রাম প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতিহাস্যা পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ॥

শূন্যমার্গে এই পৃথিবী আধার শূন্য অবস্থায় অবস্থিত আছে এবং তাহাতে দেবদৈত্য মনুষ্য প্রভৃতি বাস করিতেছে।

গর্ভস্থ সন্তান গণনা।

প্রশ্ন, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও অন্তর্ব্বত্নীর নামের অক্ষর সংখ্যা একত্র করত তৎসহ ৩ যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ ১ থাকিলে পুত্র, ২ থাকিলে কন্যা এবং মিলিয়া গেলে গর্ভপাত হয়।

উদাহরণ।

মনেকর, ১২৯৯ সালের ৩রা চৈত্র তারিখে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কন্যার কি সন্তান হইবে?' কন্যার নাম সরোজিনী। এখন গণনা করিবে, ঐ দিন কৃষ্ণা দ্বাদশী, অতএব ১৭; বুধবার, অতএব ৪ ,, শ্রবণা নক্ষত্র, অতএব, ২২; শিবযোগ, অতএব ২০, আর, অন্তর্ব্বত্নীর নাম ৪; একত্র করিলে ৭৭ হয়। উহাতে ৩ যোগ দিলে ৮০ হয়। এক্ষণে উহাকে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ২ বাকি থাকে, অতএব উত্তর, সরোজিনীর কন্যা হইবে।

বন্ধ্যা গণনা।

আজকাল কন্যার বয়স পনের উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সন্তান হইল না বলিয়া পাড়ার মেয়েমহলে একটা গোল পড়িয়া যায়। সকলেই জানিতে চাহে, কন্যার সন্তান হইবে কি না। অতএব এ সম্বন্ধে এই গণনা বড়ই প্রীতিপ্রদ ও কৌতুককর হইবে বলিয়া নিম্নে উহার গণনা প্রণালী লিখিত হইল।

নিয়ম।

যে দিন প্রশ্ন হইবে, সে দিনের তিথির সংখ্যাকে ৪ দ্বারা গুণ করিয়া ১ যোগ করিবে। পরে তাহাতে বারের সংখ্যা ও যোগ সংখ্যা যোগ করিয়া দুই দিয়া ভাগ করিবে। যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ৪ দ্বারা ভাগ করিবে। যদি ভাগ শেষ ১ থাকে, তাহা হইলে বিলম্বে সন্তান হইবে, ২ থাকিলে সন্তান হইবে না, আর ৩ থাকিলে অবিলম্বে এবং ০ হইলে বিলম্বে সন্তান হইবে।

উদাহরণ।

মনেকর একজন বলিল, 'আমার সন্তান হইবে কিনা।' প্রশ্নের তারিখ ৬ই মাঘ। ঐ দিনের তিথি শুক্লা প্রতিপৎ ১, উহাকে ৪ গুণ করিলে ও ১ যোগ করিলে ৫ হয়। পরে উহাতে বুধবারের সংখ্যা ৪ এবং ঐ দিন বজ্র যোগ, অতএব উহার সংখ্যা ১৫ যোগ করিলে ২৪ হয়। উহা দুই দিয়া ভাগ করিলে ১২ হয়। উহাকে ৩ দিয়া গুণ করিলে ৩৬ হয়, এবং উহাকে আবার নিয়মানুসারে ৪ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ০ থাকে। অতএব বিলম্বে সন্তান হইবে জানা গেল।

প্রশ্ন গণনা।

নিয়ম।

প্রশ্নের অক্ষর ×১০+১২×৫+৬৪÷৭=উত্তর। ভাগের অবশিষ্ট ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, ৩ থাকিলে মূল, ৪ থাকিলে জীবাশ্রিত জীব, ৫ থাকিলে জীবাশ্রিত ধাতু এবং ৬ থাকিলে জীবতাশ্রি মূল জানিবে।

উদাহরণ।

'বলুন আমি কি মনে করিয়াছি?' ইহার অক্ষর সংখ্যা ১২। অতএব ১২কে ১০ দিয়া গুণ করিলে ১২০ হইল। ইহাতে ১২ যোগ করিলে ১৩২ হইল। অপর ১৩২কে ৫ দিয়া গুণ করিলে ৬৬০ এবং উহার সহিত ৬৪ যোগ করিলে ৭২৪ হইল। এক্ষণে উহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৩ রহিল। অতএব জানা গেল, প্রশ্ন কর্ত্তা মূল বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন।

অন্য নিয়ম।

প্রশ্ন অক্ষর × ২ + ১ ÷ ৩ = উত্তর। ভাগ শেষ ০ থাকিলে জীব, ১ থাকিলে ধাতু এবং ২ থাকিলে মূল।

উদাহরণ।

"আমি কি ভাবিতেছি?" এইটি প্রশ্ন হইল। এক্ষণে প্রশ্নের অক্ষর ৭। অতএব ৭কে ২ দিয়া গুণ করিলে ১৪ এবং ১ যোগ করিলে ১৫ হইল। উহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ মিলিয়া যাওয়ায় ০ উত্তর এবং নিয়মানুসারে (ভাগশেষ ০ থাকিলে) প্রশ্নকর্ত্তা জীবচিন্তা করিয়াছেন।

দ্রব্যের মূল্য গণনা।

নিয়ম।

প্রশ্নমাসের সংক্রান্তির তিথি সংখ্যা + নক্ষত্র সংখ্যা + বার সংখ্যা + যে জিনিসের মূল্যগণনা করিবে তাহার অক্ষর সংখ্যা ÷ ৩ = উত্তর। অবশিষ্ট ১ থাকিলে সুলভ, ২ থাকিলে সম, ০ থাকিলে দুর্মূল্য হইবে।

উদাহরণ

প্রশ্ন মাসের সংক্রান্তির তিথি চতুর্থী অর্থাৎ ৪ এবং নক্ষত্র ভরণী অতএব ২, সে দিন মঙ্গলবার অতএব ৩, এবং গমের দর জানা আবশ্যক, অতএব উহার অক্ষর সংখ্যা ২, এক্ষণে এই সকলের সমষ্টি ১১ হইল, উহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ ২ থাকে। ইহাতে জানা গেল, গমের মূল্য সে মাস সমান থাকিবে।

মৃত্যু গণনা।

নিয়ম

যদি জন্মকালে রবি কিম্বা চন্দ্রের গৃহে (রাশি চক্রের) রাহু থাকে, এবং ঐ রবি কিম্বা চন্দ্র স্বগৃহে রাহুর সহিত অবস্থান করে, আর ঐ লগ্নের প্রতি শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে জাতশিশুর পরমায়ু এক পক্ষের অধিক হয় না।

জন্ম লগ্নানুসারে মৃত্যু জ্ঞান।

১। মেষলগ্নে জন্মিলে, অস্ত্র, বিষ, পিত্ত বিকার, অনল, উচ্চ হইতে পতনে;

২। বৃষ লগ্নে জন্মিলে, অস্ত্র, পাশ, পশু বা শূলে;

৩। মিথুন লগ্নে জন্মিলে, সর্প, বিষ, মৃগ বা সলিলে;

৪। কর্কট লগ্নে জন্মিলে, কণ্ঠপীড়া, রজ্জু, কফ, অস্থিভঙ্গ, বা জলোদরে;

৫। সিংহ লগ্নে জন্মিলে, অস্ত্র, বিষ, কাষ্ঠ জল বা ক্ষুধায়,

৬। কন্যা লগ্নে জন্মিলে, অস্ত্র, পিত্তরোগ, শোক, পতন বা রজ্জু দ্বারা;

৭। তুলা লগ্নে জন্মিলে শোক, বিয়োগ, উপবাস বা পথে;

৮। বৃশ্চিক লগ্নে জন্মিলে, শত্রু কর্ত্তৃক বন্ধনপ্রহারে, পাপকৃত রোগে বা অনলে;

৯। ধনু লগ্নে জন্মিলে, চতুষ্পাদ, সর্প, বন্ধন বা জলে;

১০। মকর লগ্নে জন্মিলে, রাগ, নৃপতি, বিষ, পতন, হস্তী, পিত্ত, অজীর্ণ বা পদস্খলনে;

১১। মীন লগ্নে জন্মিলে কফরোগ, কণ্ঠরোগ, বিষ, বমন বা স্ত্রীকৃত বিষ প্রয়োগে এবং

১২। মীন লগ্নে জন্মিলে, গুহ্যরোগ, ঔষধ প্রয়োগ বা উপবনে মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিবাহ কাল।

যুগ্ম বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে বিধবা এবং অযুগ্ম বর্ষে বিবাহ দিলে দুর্ভাগ্যশালিনী হয়, অতএব তৎপ্রতিকারার্থ জ্যোতির্বিদ্গণ গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। উহাতে কন্যা পতিব্রতা হয়।

প্রমাণ

অযুগ্মে দুর্ভাগানারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাদ্ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহ সা পতিব্রতা॥

বিবাহ বার।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে কন্যার বিবাহ দেওয়াই ব্যবস্থা। অন্যথা কন্যা কুলটা হয়।

প্রমাণ

গুরু শুক্রবুধেন্দুনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ।
সূর্য্যার্কিভূমিপুত্রানাং দিনেষু কুলটা ভবেৎ

গ্রহ সংজ্ঞা।

এক এক গ্রহ সংস্কৃত শ্লোকে নানা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার তালিকা দেওয়া আবশ্যক, কেন না যে কোন শ্লোকে ঐ রূপ নামের উল্লেখ দেখিলে এতদৃষ্টে ঐ নাম কাহার, তাহা জানা যাইবে।

নাম	পর্য্যায়।
১। রবি	হেলি সূর্য্য।
২। চন্দ্র	চন্দ্রমা, শীতরশ্মি।
৩। মঙ্গল	আর, বক্র, ক্রূরদৃক, আবনেয়, ভৌম, ক্ষমাপুত্র, ভূমিজ, কুজ।
৪। বুধ	হেম্না, বিৎ, জ্ঞ, বোধন, ইন্দ্রপুত্র, সৌম্য।
৫। বৃহস্পতি	জীব, অঙ্গিরা, সুরগুরু, বচসাংপতি, ইজ্য, গুরু।
৬। শুক্র	ভৃগু, ভৃগুসুত, সিত, অস্ফুজিৎ।
৭। শনি	কোণ, মন্দ, সূর্য্যপুত্র, অসিত।
৮। রাহু	তম, অগুর, সৈংহিকেয়, অসুর।
৯। কেতু	শিখী।

রাশি পর্য্যায়।

নাম	নামান্তর	নাম	নামান্তর
মেষ	ক্রিয়	তুলা	যুক
বৃষ	তাবুরি	বৃশ্চিক	কৌর্পাথ্য
মিথুন	জিতুম	ধনু	তৌক্ষিক
কর্কট	কুলীর	মকর	আকোকেয়
সিংহ	লেয	কুম্ভ	হৃদ্রোগ
কন্যা	পাথেয়	মীন	অন্ত্যভ

রাত্রি লগ্ন নিরূপণ।

যথায় ঘড়ি বা সময় নিরূপণের অন্য সুবিধা নাই, এবং দিবাভাগে যেমন পদচ্ছায়া পরিমাণ দ্বারা কাল নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম আছে, রাত্রিতে সন্তান জন্মিলে তখন অবশ্য তাহারও সুবিধা নাই তখন লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে আকাশ ভিন্ন উপায় নাই। অতএব ঠিক মধ্যগগনের নক্ষত্র ধরিয়া লগ্ন স্থির করিবার একটি প্রদর্শনী দিলাম।

নক্ষত্র নাম	নক্ষত্র সংখ্যা	নক্ষত্রের আকার	লগ্ন নাম	অতীত দণ্ড পল
অশ্বিনী	৩	ঘোটকমুখ	কর্কট	১।৩০
ভরণী	৩	ত্রিকোণ	”	৩।৪৫
কৃত্তিকা	৬	অগ্নিশিখা	সিংহ	১।২৪
রোহিণী	৫	শকট	”	৩।৩৮
মৃগশিরা	৩	বিড়ালচরণ	কন্যা	০।৩২
আর্দ্রা	১	উজ্জ্বল	”	২।৩৯
পুনর্ব্বসু	৫	ধনুক	তুলা	০।৩২
পুষ্যা	১	সুভ্র উজ্জ্বল	”	২।৫২
অশ্লেষা	৫	কুকুর পুচ্ছ	”	৩।২৫
মঘা	৫	হল	বৃশ্চিক	১।৪০
পূর্ব্বফল্গুনী	২	উঃ দঃ স্থিত	”	৪।২৮
উত্তরফল্গুনী	২	”	ধনু	০।৩৬
হস্তা	৫	হস্ত	”	৩।৩৫
চিত্রা	১	মুক্তা	মকর	উদয়মাত্র

নক্ষত্র নাম	নক্ষত্র সংখ্যা	নক্ষত্রের আকার	লগ্ন নাম	অতীত দণ্ড পল
স্বাতী	১	রক্তবর্ণ	মকর	৩।১৫
বিশাখা	৫	তোরণ	কুম্ভ	০।২৬
অনুরাধা	৭	সর্প	"	২।৩
জ্যেষ্ঠা	৩	শূকরদন্ত	"	২।৩৬
মূলা	৯	শঙ্খ	মীন	০।৮
পূর্ব্বাষাঢ়া	৪	সূর্প	"	১।৪৯
উত্তরাষাঢ়া	৪	"	"	২।৩৬
শ্রবণা	৩	বাণ	মেষ	১।১৮
ধনিষ্ঠা	৫	মাদল	"	২ ৩৬
শতভিষা	১০০	মণ্ডল	বৃষ	২।৫৫
পূর্ব্বভাদ্রপদ	২	জলভার	"	৩ ৪৮
উত্তরভাদ্রপদ	২	মস্তক	মিথুন	১।১২
রেবতী	৩২	মীন	"	৪।৬

পতাকী বেধস্থান।

কোষ্ঠি অধ্যায়ে যে পতাকীচক্র গণনা আছে, উহার রাশি ও বেধস্থান নিয়ে দেওয়া গেল। বেধ ৪টি। লগ্ন, সম্মুখ, বাম ও দক্ষিণ।

<table>
<tr><th>রাশি</th><th>লগ্নবেধ</th><th>সম্মুখবেধ</th><th>বামবেধ</th><th>দক্ষিণবেধ</th></tr>
<tr><td>মেষ</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>বৃষ</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>মিথুন</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>কর্কট</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td></tr>
<tr><td>সিংহ</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td></tr>
<tr><td>কন্যা</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td></tr>
<tr><td>তুলা</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>বৃশ্চিক</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>ধনু</td><td>|</td><td>০</td><td>|</td><td>|</td></tr>
<tr><td>মকর</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td></tr>
<tr><td>কুম্ভ</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td></tr>
<tr><td>মীন</td><td>|</td><td>|</td><td>|</td><td>০</td></tr>
</table>

যে যে বেধস্থানে (|) দাঁড়ি আছে, তাহার বেধ আছে, আর যে যে বেধস্থানে (০) শূন্য আছে, তাহার বেধ নাই।

বেধস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতরিষ্ট হয়।

গ্রহগণের দীপ্তাদি দশাভাব।

শ্রীপতি ভট্টের মতে গ্রহগণের দীপ্তাদি দশভাবের উল্লেখ আছে। সেই দশভাব এই ঃ—দীপ্ত, দীন, স্বস্থ, মুদিত, সুপ্ত, প্রপীড়িত, মুষিত, পরিহীয়মাণবীর্য্য, প্রবৃদ্ধবীর্য্য, অধিক বীর্য্য।

গ্রহগণ উচ্চস্থ হইলে দীপ্ত; নীচস্থ হইলে দীন; স্বগৃহস্থ হইলে স্বস্থ; মিত্র গৃহস্থ হইলে মুদিত; স্বশত্রু গৃহস্থ হইলে সুপ্ত; গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ-পরাজিত হইলে প্রপীড়িত; রবিকিরণ দ্বারা সম্যক প্রকারে আচ্ছাদিত হইলে মুষিত, স্বীয় নীচ গৃহাভিমুখে গমনশীল গ্রহ পরিহীয়মান বীর্য্য; স্বকীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গমনশীল গ্রহ প্রবৃদ্ধ বীর্য্য এবং স্বকীয় ষড়বর্গ ক্ষেত্রস্থিত হইলে গ্রহগণ অধিক বীর্য্য নামে কথিত হয়।

সারাবল্যাদি গ্রন্থে এ দশভাবের বিপর্য্যয়ও দেখা যায়, পরন্তু শ্রীপতি ভট্টের মতই সমীচীন বিধায় তাঁহারই মতে দশভাবের ফল নিয়ে লিখিত হইল।

জন্মসময়ে গ্রহ দীপ্তভাবে থাকিলে জাতকে কার্য্য সিদ্ধ।

”	দীন	বহু দুঃখভাগী হয়।
”	স্বস্থ	কীর্ত্তিমান ও সুখী হয়।
”	মুদিত	আমোদ প্রমোদ রত, অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
”	সুপ্ত	বিপদাপন্ন, নিপীড়িত হয়।
”	প্রপীড়িত	সর্ব্বদা শত্রুভীত হইয়া থাকে।
”	মুষিত	ধনক্ষয়ী হইয়া থাকে।
”	পরিহীয়মাণবীর্য্য মঙ্গল।	
”	প্রবৃদ্ধবীর্য্য	ধন রত্ন ভূম্যাদি লাভ হয়।
”	অধিকবীর্য্য	রাজ সদৃশ শক্তিমন্ত হইয়া থাকে।

নাড়ীনক্ষত্র।

যে নক্ষত্রে জন্ম, তাহার নাম জন্ম নাড়ী; জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় দশম যে নক্ষত্র, তাহার নাম কর্ম্ম নাড়ী; জন্ম নক্ষত্র হইতে ষোড়শ নক্ষত্রের নাম সাংঘাতিক নাড়ী; জন্ম নক্ষত্রের অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রের নাম সমুদয় নাড়ী;

জন্ম নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রের নাম বিনাশ নাড়ী এবং জন্ম নক্ষত্রের পঞ্চবিংশতি নক্ষত্রের নাম মানস নাড়ী। এই ষণ্নাড়ী লইয়াও জাতকের শুভাশুভ বিচার হইয়া থাকে।

নক্ষত্র ফল ফলাধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, নাড়ী বিচার কালে যে যে নক্ষত্র থাকিবে, তাহা তদ্রূপ ফল দিবে। যেমন জন্ম নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র রেবতী, রেবতী শুভ নক্ষত্র, এ স্থলে উহা কর্ম্ম নাড়ী নামে নামিত, অতএব রেবতী কর্ম্ম নাড়ী বিধায় জাতকের কর্ম্মে শুভ ফল দিবে। জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় মঘা ত্রয়োবিংশ হওয়ায় বিনাশ নাড়ী হইতেছে। অতএব জাতকের আয়ু হানী হইবে, এই প্রকার।

কোষ্ঠি ফল।

(দ্বাদশ খণ্ড)

উপদেশ।

অনেকে কোষ্ঠি দেখিতে ইচ্ছা করেন, কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন, লিখিয়াও থাকেন; কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রে যে সমস্ত ফলের আদেশ আছে, তাহা সর্ব্বত্র মিলে না। কেননা একই বিষয়ে বিভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থে বিবিধ প্রকার ফলের আদেশ থাকায়, ফলের অঙ্কেও অনেক তফাৎ থাকা হইবারই কথা। গণিতজ্যোতিষ যেমন উচ্চ অঙ্কশাস্ত্র সুতরাং অভ্রান্ত, ফলিত অংশ তদ্রূপ নহে। যাহারা জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী, তাঁহারা একই বিষয়ে বিবিধ ফলের অনৈক্য দর্শনেও অন্ধভাবে উহার অভ্রান্ততা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এবং ঐ শাস্ত্র আলোচনায় যে সামান্য জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি তাহাতে, আমাদের বিশ্বাস, জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ফলিত অংশ পরীক্ষাসিদ্ধ সেই হিসাবে, যে হিসাবে জ্যোতিষীগণ উহা দর্শন করিয়াছেন। এই জন্য আমরা বিবিধ জ্যোতিঃশাস্ত্র লিখিত ফলের আদেশ সমূহ সামঞ্জস্য করিয়াই লিখিয়াছি। সুতরাং এতল্লিখিত ফলাদেশ অন্যথা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

অনেকের কোষ্ঠিফল মিলে না। তাহার অন্য কারণ—ফলের অন্যথা নহে; লগ্নাদি স্থির করিবার ত্রুটিতেই ঐরূপ অমিল হইবার কথা। হইয়া থাকেও তাহাই। অধুনা যাহারা কোষ্ঠি লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই গণিত অংশে অজ্ঞ। কুলক্রমাগত নিয়মানুসারে এবং জ্যোতিষে যে সকল বাঁধা নিয়ম আছে, তাহাই দৃষ্টে লগ্নাদি স্থির করেন; সুতরাং অনেক ফলের অন্যথা ঘটে। বাস্তবিক, যদি বিশুদ্ধ কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে হয়, তবে প্রত্যেক বালকের জন্ম সময় বিশেষরূপে স্থির করিয়া তৎপরে কোষ্ঠি প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহা হইলে আর ফলের অন্যথা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রহ নক্ষত্রাদির নিত্য আবর্ত্তনে যে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে, এবং তজ্জন্য যে লগ্নাদির উদয়ের তারতম্য হয়, দুঃখের বিষয়, আধুনিক কোষ্ঠি লেখক জ্যোতিষীগণ তাহা অনুধাবনই করেন না।

যে যে লগ্নের যে যে মান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও সূক্ষ্ম গণনা করিলে তাহার ইতর বিশেষ স্পষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষ ও স্ত্রীজাতিতে ফলের কোন অনৈক্য হয় না, সুতরাং তাহা পৃথক ভাবে লিখিবার আবশ্যক বোধ করি নাই। যে সকল ফলের বিষয় ইহাতে লিখিত আছে, স্ত্রীজাতিকে ঐ ফলে লিঙ্গ প্রত্যয়াদি যোগ করিয়া লইলেই হইল।

জন্মলগ্ন ফল।

বালক যে মেষাদি লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে, লগ্নানুসারে তাহার শুভাশুভ অবধারিত হয়। অতএব মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের ফল লিখিত হইতেছে। কোষ্ঠি প্রস্তুত কালে লগ্ন স্থির করিয়া তৎপরে এতল্লিখিত ফল তাহাতে লিখিয়া রাখিলেই চলিবে।

মেষলগ্নের ফল।—ক্রুদ্ধ, ভ্রমণশীল, কৃশ, জড়ভাষী, বায়ু পিত্তরোগক্লিষ্ট, কার্য্য-কুশল, ভীরু, ধর্ম্মরত, স্বল্পমেধা, চপল, ভ্রাতৃ বিহীন, পিতৃভক্ত বন্ধুহীন, সৎকুলজা জায়ার প্রতি কৃপণ, ভৃত্যকার্য্য ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী।

বৃষলগ্নের ফল।—বলিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন, সঞ্চয়শীল, স্থূল ওষ্ঠনাসগণ্ড, অধর্ম্মী, পান ভোজননিঘৃণ (ঘৃণাহীন), উগ্রস্বভাব, দীর্ঘজীবী ও সুরূপ।

মিথুনলগ্নের ফল।—স্ত্রৈণ, পূজ্য, মধুরভাষী, পিতৃমাতৃভক্ত, কলাবিদ্যাকুশল, শঠ, সহিষ্ণু, হীনদেহী, অহঙ্কারী, অল্পবক্ত, বদান্য, বিমাতৃ পালিত, মন্থ ও বুদ্ধিমান।

কর্কটলগ্নের ফল।—ভীরু, মেধাবী, বিবৎসাহীন (এক স্থান বাসে অনিচ্ছু), গুহ্যরোগরুগ্ন, ইন্দ্রিয়সেবী, দেবদ্বিজসেবারত, বন্ধুহীন, দুষ্ট, নিন্দিত, অল্প প্রসূত (অল্প সন্তান যুক্ত), কন্যাধিক্য যুক্ত, বহুভাষী, কুরূপা কামিনীর ভর্ত্তা, পরান্নভোজী, প্রবাসবাসী, ধনশালী ও স্ত্রৈণেয়।

সিংহলগ্নের ফল।—মাংসাশী, ধনধর্ম্মযুক্ত, আত্মীয়সেবী, গম্ভীর, নির্লজ্জ, লোভী, পরদাররনিরত, ক্রোধী পরিহাসরসিক, দুঃখসহনশীল, বন্ধুপ্রিয়, কৃষিলব্ধ ধনে-ধনী, বারাঙ্গনাসেবী, রুগ্নভার্য্যা পতি, ভার্য্যাপুত্র-ধনত্যাগী ও স্বপ্নদ্রষ্টা।

কন্যালগ্নের ফল। সুকায়, শিল্পবিজ্ঞানবিৎ, লোভী, কর্কশ বাক্যভাষী, প্রণয়ী, দয়ালু, দেশভ্রমণরত, ভোক্তা, স্ত্রীপ্রকৃতি, বিভবশালী, বায়ু-রোগযুক্ত, অনন্যধর্ম্মী, সোদরসংত্যক্ত, সত্যভাষী, এবং ধন-পুত্রযুক্ত।

তুলালগ্নের ফল। বিষয়ার্থযুক্ত, চপল, সঞ্চিতার্থনাশক, বিবাদপ্রিয়, দীর্ঘদেহী, মেধাবী, দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট, অতিথিসেবী, ক্রিয়াশালী, সজ্জনপূজ্য, ভ্রাতৃপ্রিয়, পণ্ডিত, বন্ধুযুক্ত, ধর্ম্মব্যবসায়ী, নীচসংসর্গশীল, শক্র ও পুত্রহীন।

বৃশ্চিক লগ্নের ফল। স্থূলদীর্ঘদেহী, কুটীল, পিতামাতার অপ্রিয়কর্ম্মী, পিঙ্গল বর্ণ, গম্ভীর প্রকৃতি, মধ্যনিয়মনাস, উগ্রস্বভাব, হাস্য ব্যবসায়-বেত্তা, সাহসী, আত্মীয়প্রিয়, গুরুসুহৃদদ্রোহী, পরস্ত্রী মর্ষণ-কারী, রাজসেবী, পিত্তরোগ যুক্ত, দীন, পরান্নভোজী ও পুত্র-বিত্তসম্পন্ন।

ধনুলগ্নের ফল। স্থূলবদন, দীর্ঘস্থূল মস্তক, ধৃতিমান, সুতনয়জনক, খর্ব্বনাস, লজ্জাশীল, বিজ্ঞানবিৎ, কোপন স্বভাব, শত্রুশূন্য, শিল্পী, আত্মবংশধবংশক, চক্ষুমুখরোগরুগ্নপত্নীক, রাজপূজ্য ও গুণাকর।

মকরলগ্নের ফল। কৃশ, ভীরু, বাতব্যাধিযুক্ত, হীনচেতা, নর্ত্তক, নিন্দুক, রাজ-

সেবী, স্বল্পদাতা, কদাচারী, সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ, ধৈর্য্যশীল, মুখর ও অহঙ্কারী।

কুম্ভলগ্নের ফল। নীচসেবী, মূর্খ, কুলপাংশুল, খর্ব্ব, অলস, নিন্দিত, দ্যূতপ্রিয়, দাসীসেবী, ক্ষমাশীল, খল, দরিদ্র, বিনীত ও শূদ্রাধনাগ।

মীনলগ্নের ফল। বিজ্ঞানকাব্যবিৎ, বুদ্ধিমান, মদনাতুর, আমিষলোলুপ, বিলাসী, সুন্দর, রতিরসজ্ঞ ও শৌচাচারযুক্ত।

ক্ষেত্রফল

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে গ্রহগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিলেও এক রাশি এক এক গ্রহের ক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন্ গ্রহের ক্ষেত্রে জন্মিলে কিরূপ ফল হয়। তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

রবির ক্ষেত্রফল। কর্ম্মকুশল, ত্যাগশীল, বলিষ্ঠ, মেধাবী, শাস্ত্রার্থদর্শী, পাপরত, কন্দর্পসেবী ও তস্কর।

চন্দ্রের ক্ষেত্রফল। ঐশ্বর্য্যশালী, বন্ধু বেষ্টিত, শান্ত, সর্ব্বজনপ্রিয় ও দাতা।

মঙ্গলের ক্ষেত্রফল। ক্রোধী, মিথ্যাবাদী, ভূম্যাধিকারী, নিন্দুক ও বহুভাষী।

বুধের ক্ষেত্রফল। উৎসাহী, পুষ্টদেহী, দাতা, ভোক্তা, ধীর, চতুর ও হাস্যযুক্ত।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রফল। বাক্‌পটু, লোকানন্দদায়ক, ধনী, লক্ষ্মীশ্বর, দেবসেবানিরত ও ধীর।

শুক্রের ক্ষেত্রফল। স্ত্রীধনযুক্ত, মন্ত্রীত্বকর্ম্মকুশল, ধীর, পণ্ডিতসেবিত, নৃত্য গীতজ্ঞ।

শনির ক্ষেত্রফল। মনোজ্ঞ, প্রতাপান্বিত, ক্রূরকর্ম্মা, কুটীল, সুবক্তা, ও গুহ্য-রোগরুগ্ন।

হোরা ফল

মেষাদি প্রতি লগ্নকে দুইভাগে করিলে তাহার এক এক ভাগকে হোরা বলে। কোন লগ্নের হোরার পরিমাণ কত, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। জাত বালকের লগ্ন নিরূপণের পর ঐ লগ্নের যেমন প্রথম কি শেষ হোরায় জন্মিয়াছে, স্থির করিবে, তেমনি উহার ফলও নির্দ্দেশ করিবে। ঐ ফল নিম্নে লেখা গেল।

মেষ লগ্ন। ১ম হোরার ফল। রক্তনেত্র স্ত্রীরত, শূর, ক্রুদ্ধ ও তস্কর।
" ২য় হোরার ফল। বহুস্ত্রীপ্রিয়, তস্কর, চতুর ও মেধাবী।
বৃষলগ্ন। ১ম হোরার ফল। উন্নত শরীরী, প্রশস্তবক্ষ, দাম্ভিক, রতিবশ্য ও বপুষ্মান।
" ২য় হোরার ফল। স্থূলদেহী, উদারচেতা, মনোহর কটিদেশযুক্ত।
মিথুন লগ্ন। ১ম হোরার ফল। আয়তনেত্র, সুন্দরদেহ, সুরতপ্রিয়, ধনী ও প্রাজ্ঞ।
" ২য় হোরার ফল।—কামী, শূর, বচস্বী, দীর্ঘদন্ত ও ওষ্ঠ যুক্ত।
কর্কট লগ্ন। ১ম হোরার ফল। উন্নতদেহ, প্রগন্মাত্মা, চঞ্চলাঙ্গ, শঠ, শ্যামকায়, সুভাষভাষী ও কৃতঘ্ন।
" ২য় হোরার ফল। হ্রাতাশক্ত, ক্রোধী ও কঠিন দেহী।
সিংহ লগ্ন। ১ম হোরার ফল।—রক্ত চক্ষু, প্রগলভ, ক্রুরস্বভাব ও স্থিরকর্ম্মা।
" ২য় হোরার ফল।—স্ত্রীতাম্বুলসেবী, দাতা, অল্প সন্তানযুক্ত, ভোগী।
কন্যালগ্ন। ১ম হোরার ফল।—সুমূর্ত্তি, গীত ও অঙ্গনাবৃত্তিবিশিষ্ট, গান্ধর্ব্ব-বিদ্যানিপুণ, বিনয়ী ও ভাগ্যশালী।
" ২য় হোরার ফল।—হ্রস্বশরীর, শ্রুতার্থ বিশিষ্ট, সাধুমতাবলম্বী, বিপদী, লেখ্যলিপিতে কুশল।
তুলালগ্ন। ১ম হোরার ফল।—বৃত্তানন, উচ্চনাস, বিলাসী, ত্যাগী ও আত্মপ্রিয়।
" ২য় হোরার ফল।—বহ্বান্নভাক্ (বহুভোজী), শ্যামাঙ্গ, কুঞ্চিতকেশ।
বৃশ্চিক লগ্ন। ১ম হোরার ফল।—সাহসী, যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ, দুষ্টস্বভাব ও নারীপ্রিয়।
" ২য় হোরার ফল।—ঋদ্ধিসম্পন্ন, ভূপালসেবী, অনায়ত চক্ষু, ও মিত্রযুক্ত।
ধনুলগ্ন। ১ম হোরার ফল।—সুবক্ষঃ, গুরুভাবাপন্ন ও তপস্বী।
" ২য় হোরার ফল।—পদ্মলোচন, দীর্ঘবাহু, বহুশাস্ত্রবেত্তা, সুন্দর শ্রী, বাক্ সুভগ, ধর্ম্মী ও যশস্বী।
মকর লগ্ন। ১ম হোরার ফল।—শ্যামশ্রী, হরিণনেত্র, শঠ, স্ত্রীবিজিত।
" ২য় হোরার ফল। রজক্রষ্টা, অলস, গুরুভারধারী, দীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, সাহসী ও রোমশ।
কুম্ভ লগ্ন। ১ম হোরার ফল।—স্ত্রীমিত্রসেবী, অলস, তাম্রদেহী ও পাপী।

কুম্ভলগ্ন ২য় হোরার ফল।—কৃশ, কৃষ্ণ, অলস, কদাকার, কৃপণ, বিঘ্ন ও শঠ।

মীনলগ্ন। ১ম হোরার ফল।—বিশাল ললাট, স্ত্রী নির্জ্জিত ও যশস্বী।

” ২য় হোরার ফল।—দাতা, মেধাবী, সুভগ, দিব্যতনু, সুনেত্র ও রাজপ্রিয়।

রাশির দ্রেক্কাণ ফল।

মেষরাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—দাতা, ভোক্তা, তেজস্বী, উন্নতিহীন, বন্ধুপ্রিয় ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ।

” ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—চঞ্চল, বিহারী, রতিমান, গীতজ্ঞ, প্রশস্ত-মনা, ধনশালী, সুন্দর ও অভিন্নরুচী।

” ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—গুণজ্ঞ, পরদোষকারী, নরেন্দ্রসেবী, ও স্বজনপ্রিয়।

বৃষরাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল। পানভোজনপ্রিয়, নারীবিয়োগবিধুর, স্ত্রীকর্ম্মা-নুসারী।

” ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—ঐশ্বর্য্যশালী, ভোক্তা, ভূষণ রত, মনস্বী, লোভী ও স্ত্রী অবাধ্য।

” ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—চতুর, সৌভাগ্যশালী ও মলিন দেহী।

মিথুন রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—বলী, প্রাজ্ঞ, ধূর্ত্ত, বিলাসী, রাজসম্মানী ও বচস্বী।

” ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—সুন্দকেশ, খ্যাতিমান, মৃদু, মেধাবী, ও প্রতাপী।

” ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—কোমল নেত্র, শস্ত্রসংযুক্ত, চঞ্চলার্থ, অটন্ত, (ভ্রমণ শীল)

কর্কটরাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—দেবব্রাহ্মণভক্ত, গৌর, অন্যকীর্ত্তিভাগী, সৌম্যমূর্ত্তি, স্ত্রীপুত্রপালক।

” ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—লোভী, দুষ্টরত, অভিমানী, ভ্রাতৃ সেবিত, বিলাসী ও বহুভোজী।

” ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—স্ত্রীমান্যকারী, বিদেশবাসী ও পুত্রগুণভাগী।

সিংহ রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—দাতা, যাজক, বিজয়শীল, অবলাবন্ধু, গুরুজন সেবক।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—কাব্যকোকিল, সুরতরসজ্ঞ, সুখভূষণ সেবী ও বিশাল বুদ্ধি।

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—পরধননাশী, মহামতী, ধূর্ত্ত, বহু অপত্য ও ক্ষীণদীর্ঘদেহী।

কন্যা রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—শ্যামকায়, সুবাক্‌ভাষী, বিনীত, ও স্ত্রী অন্নভোজী।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—ধীর, বাচাল, শ্রুতবাক্‌(হরবোলা), বাক্‌পণ্ডিত

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—পরান্নভোজী, খর্ব্ব, রতিনীতিকুশল।

তুলা রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—কন্দর্পশরীরী, মল্লপাল, পণ্যরত ও মেধাবী ও বিশাল বুদ্ধিবিশিষ্ট।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—পদ্মলোচন, হাস্যবেত্তা, প্রলাপী, বৃত্ত্যর্থলাভী (প্রাইজ, স্কলারসিপ পেন্‌সানাদি)।

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—শঠ, চপল, কৃতঘ্ন, চক্রী, কৃশ, অমলশ্রী ও পতিত।

বৃশ্চিক রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—গৌরদেহ, ক্রোধী, মদরহিত, বিবাদী। ও কলহনিপুন।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—মিষ্টপানভোজী, ধনী, হিমগৌরমূর্ত্তি, কমণীয় স্ত্রী পতি।

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল।—শ্মশ্রুলোম হীন (মাকুন্দ), হিংস্র, প্রবক্তা ও ভিন্নধর্ম্মী।

ধনুরাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল।—বর্ত্তুলনেত্র, সুবক্তা, সাধু ও মৃদু।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল।—শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী, যাজ্ঞীক ও মন্ত্রভৃৎ।

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল। ধর্ম্মভাক্‌, মানী, পরাঙ্গনাসেবী ও দশভাজন।

মকর রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল। শ্যামবর্ণ, শঠ, মিতভাষী ও স্ত্রীজীৎ।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল। পরিমিতকথা, ধনাপহারী ও খল।

" ৩য় দ্রেক্কাণের ফল। দীর্ঘললাট, দীর্ঘজ, প্রিয়বিয়োগদুঃখী।

কুম্ভ রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল। স্ত্রীসামর্থ্যযুক্ত, প্রলুব্ধ, প্রসূতীপ্রিয় ও সুবাক্য ভাষী।

" ২য় দ্রেক্কাণের ফল। পটু, ধৃতিমান, উচ্চহাস্যহাসী ও অত্যুচ্চভাষী।

„ ৩য় দ্রেক্কাণের ফল। প্রলাপশালী, বন্ধুভাগ্যহীন, কুটিলমনা ও রতিবেত্তা।

মীন রাশির ১ম দ্রেক্কাণের ফল। মেধান্বিত, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, রতিকর্ম্ম-কুশল ও বিনীত।

„ ২য় দ্রেক্কাণের ফল। বহনশীল, মিষ্টান্নসেবক, কামী, স্বজনশরণ্য।

„ ৩য় দ্রেক্কানের ফল। শ্লাঘাঙ্গ, কলাকুশল, শুচি, দ্বিজানুরক্ত ও ক্রীড়াকুশল।

দ্রেক্কাণানুসারে পুত্রকন্যা ও স্বভাবাদি জ্ঞান।

নিয়ম এই যে, দ্রেক্কাণের অধিপতি পুরুষ গ্রহ হইলে জাতশিশু পুরুষ এবং স্ত্রী গ্রহ হইলে স্ত্রী কন্যা হয়।

১। মেষ লং ১ম দ্রেঃ—জন্মে পুরুষ। ক্রোধী, কৃষ্ণদেহ ও পাপাচারী।
২য় দ্রেঃ—কন্যা। স্থূলোদরী, রক্তবর্ণ ও গজপদা।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। ক্রূর, নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, ধূম্রবর্ণ।

২। বৃষ লং ১ম দ্রেঃ—কন্যা। পতিব্রতা ও স্বল্পকেশা।
২য় দ্রেঃ—পুরুষ। সর্ব্বকার্য্যনিপুণ ও শকটচালনে দক্ষ।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। দীর্ঘাকার, দীর্ঘপাদ, পিঙ্গলবর্ণ ও মাংসলোভী।

৩। মিথুন লং ১ম দ্রেঃ—কন্যা। সুন্দরী, সন্তানহীনা, হতভাগিনী ও কামার্ত্তা।
২য় দ্রেঃ—পুরুষ। বলবান্, কার্য্যকুশল, পুত্রবান ও অর্থচিন্তারত
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। পণ্ডিত, কৃষিকর্ম্মরত, কলাবিদ্যাদর্শী ও রসিক

৪। কর্কট লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। দৃঢ়কায়, শূকরমুখ, শ্রীযুক্ত।
২য় দ্রেঃ—নারী। কর্কশগাত্রা ও স্থিরযৌবনা।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। সর্ব্বজনপ্রিয়, সুরূপ ও নৌবাণিজ্যপ্রিয়।

৫। সিংহ লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। বানরমুখ ও পিতৃমাতৃহীন।
২য় দ্রেঃ—পুরুষ। উচ্চনাস, সুরূপ ও অস্ত্রধারী।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। উচ্চনাস, চপলবুদ্ধি ও শত্রুঘ্ন।

৬। কন্যা লং ১ম দ্রেঃ কন্যা। বস্ত্রালঙ্কারপ্রিয়, গুরুগামিনী।
২য় দ্রেঃ—পুরুষ। কবি, শ্যামবর্ণ, লোমশ ও রাজসেবী।
৩য় দ্রেঃ—কন্যা। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী ও গৌরী

৭। তুলা লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। তুলাধারক, বণিক।
২য় দ্রেঃ—পুরুষ। স্ত্রীকন্যায় আশক্ত, গর্দ্দভমুখ।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। দীর্ঘাকার, অস্ত্রধারী, দীর্ঘমুখ, মৎস্যধারী।
৮। বৃশ্চিক লং ১ম দ্রেঃ—কন্যা। স্থানচ্যুতা।
২য় দ্রেঃ—কন্যা। স্বপ্নাভিলাষিণী, পতিরতা।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। দীর্ঘাকার, ভোক্তা, চঞ্চল, শোভাগান্বিত।
৯। ধনু লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। অস্ত্রধারী।
২য় দ্রেঃ—কন্যা। অতি স্বরূপা, গৌরী, ধনশালিনী।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। বলবান, পাপশূন্য।
১০। মকর লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। স্থূলদন্ত, ক্রূর, দুর্জ্জন, লোমশ।
২য় দ্রেঃ—কন্যা। শ্যামবর্ণা, আভরণপ্রিয়া, কলাভিজ্ঞা।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। অশ্বমুখ, ধনশালী, গায়ক।
১১। কুম্ভ লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। স্থূলদন্ত, মদাপ।
২য় দ্রেঃ—কন্যা। গাম্ভীর্য্যবতী, বুদ্ধিমতি, খর্ব্বাঙ্গী।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। শ্যামাঙ্গ, লোমশকর্ণ, ছেদনমারণরত।
১২। মীন লং ১ম দ্রেঃ—পুরুষ। সর্ব্বজনপ্রিয়, স্ত্রীরপ্রতি অতি অনুরক্ত।
২য় দ্রেঃ—কন্যা, গৌরবর্ণা।
৩য় দ্রেঃ—পুরুষ। চৌর, অনলভীত।

অন্যথা। পুরুষ গ্রহ যদি পুরুষ রাশিতে অবস্থান করিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তাহা হইলে পুরুষ জন্মে, আর স্ত্রীরাশিতে যদি শুক্র ও বুধ অবস্থিতি করিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে, তবে কন্যা জন্মে।

শিশুরিষ্টি

অর্থাৎ জাত শিশুর জন্ম মৃত্যুর লক্ষণ সহজে বুঝাইবার জন্য পর পৃষ্ঠায় এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকগণ রাশিচক্র প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, যদি মিলিয়া যায়, তবে বুঝিবেন শিশু দীর্ঘজীবী হইবে। ১ হইতে যে ১২টি ঘর লিখিত হইল, উহা মেষ বৃষাদি রাশির সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

শিশুরিষ্ট।

স্থান গণনা জন্মলগ্ন হইতে করিতে হইবে।

জন্মলগ্ন—	১ম ঘর—	২য়—	৩য়—	৪র্থ—	৫ম—	৬ষ্ঠ—	৭ম—	৮ম—	৯ম—	১০ম—	১১শ—	১২শ—
০	০	০	০	০	০	চ	ম	০	শ	০	০	০
শ	০	০	বৃ	০	০	০	০	চ	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০	শ	০	র	০	বৃশু	০
শম	০	০	০	০	চ	০	০	০	০	০	০	বু
শম	০	০	০	০	০	বৃ	০	চ	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	রচ	০	০	০	০	০	০
শরশু	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	বৃ
র	০	০	০	০	০	০	ম	০	০	শ	০	০
চশ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	রম*
ম	০	০	০	রা	০	০	০	০	০	০	০	শ
শ	০	০	০	০	০	০	০	চ	০	০	০	বৃ

* যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক জন্মলগ্ন দৃষ্ট না হয়।

জ্যোতিসার অনুসারে—

শ	০	০	বৃ	বৃ	র	শু	ম	চ	রা	০	০	০
০	০	০	রা	০	০	০	চ	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০	ম	শু	র	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০	০	চররা	০	০	০	০
ম	০	০	০	০	০	০	০	বৃ	০	০	০	০
রা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	রা	০	০

দ্রেক্কাণে মৃত্যু ফল।

শুভগ্রহের দ্রেক্কাণে জন্মিলে মৃত্যু এবং অশুভ গ্রহের দ্রেক্কাণে জন্মিলে দহনে মৃত্যু হয়। রাশির দ্রেক্কাণে জন্মিলে যে ফল হয় তাহা এই;—

মেষের ১ম দ্রেক্কাণ ফল—অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু।
২য় দ্রেক্কাণ ফল—ঐ
৩য় দ্রেক্কাণ ফল—ঐ

বৃষের ১ম—ঐ—বিষাক্ত বাণে মৃত্যু।
২য়—ঐ— „
৩য়—ঐ „

মিথুনের ১ম—ঐ—অস্ত্রে মৃত্যু।
২য়—ঐ— „
৩য়—ঐ— „

কর্কটের ১ম—ঐ—ফলপুষ্পশোভিত প্রাসাদে বাস।
২য়—ঐ—সুখ।
৩য়—ঐ—সর্পাঘাতে মৃত্যু বা হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক মৃত্যু।

সিংহের ১ম—ঐ—হিংস্র জন্তুতে,
২য়—ঐ—অস্ত্রে,
৩য়—ঐ—হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু।

কন্যার ১ম—ঐ— „
২য়—ঐ—অস্ত্রে মৃত্যু।
৩য়—ঐ—সুখ।

তুলার ১ম—ঐ—অর্থভোগ।
২য়—ঐ—হিংস্র জন্তুতে,
৩য়—ঐ—অস্ত্রে বা হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু।

বৃশ্চিকের ১ম—ঐ—সর্পাঘাতে মৃত্যু।
২য়—ঐ— ঐ
৩য়—ঐ— „

ধনুর ১ম—ঐ—অস্ত্রে মৃত্যু।
২য়—ঐ—সুখ, রত্ন ও অর্থলাভ।
৩য়—ঐ—অস্ত্রে মৃত্যু।

মকরের ১ম—ঐ—অস্ত্রে বা বাণে মৃত্যু।
২য়—ঐ— "
৩য়—ঐ— ঐ বা হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু।
কুম্ভের ১ম—ঐ—অস্ত্রে বা হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু।
২য়—ঐ— ঐ "
৩য় ঐ— ঐ "
মীনের ১ম—ঐ— সুখ "
২য়—ঐ— "
৩য়—ঐ—সর্পাঘাতে বা হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু।

গ্রহগণের দ্রেক্কাণ ফল

লগ্নের কোন্ দ্রেক্কাণের অধিপতি কোন্ গ্রহ তাহা প্রথম চিত্রের ৬ষ্ঠ ঘরে লিখিত আছে।

রবির দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। মলিনাঙ্গ, কুকীর্তিকুশল, মূর্খ, হতশ্রী, গুর্ব্বাঙ্গনাগামী অল্পাপত্য (কম সন্তান), মুখর ও কৃপণ।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। সুরূপ, সুশীল, স্নেহবান, বহুভাষী, শাস্ত্রবেত্তা, কুলভূষণ ও গুরুদ্বেষী।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। ক্রূর, নির্ধন, পাপাত্মা ক্ষতদেহী আত্মম্ভরী, পরসেবক।

বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। সুবুদ্ধি, দীর্ঘায়ু, বহুসন্তানযুক্ত, শুচি, ধনী ও মনস্বী।

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। অতিগুণী, প্রিয়দর্শী, দয়ালু, শান্ত, স্ত্রীরত, পরকীয়াবিরত, ধনী।

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। শ্রীল, ইঙ্গিতজ্ঞ, বদান্য, শান্ত, সাধুপালক, মন্ত্রকুশল।

শনির দ্রেক্কাণে জন্ম ফল। মলিন, মূঢ়, তস্কর, গুর্ব্বাঙ্গণাগামী, কুরূপ। কামাতুর, পাপাত্মা, সুতার্থরহিত এবং ভৃত্য কর্ম্মকারী।

লগ্নের নবাংশ ফল।

লগ্নমানকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে নবাংশ বলে। কোন্ নবাংশের অধিপতি কে, তাহা প্রথম চিত্রের ৫ম ঘরে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে উহার ফল লিখিত হইতেছে।

মেষলগ্ন

১ম নবাংশ।—কৃশ, কদাকার, অস্ফুটচক্ষু।
২য় ”—হ্রস্বললাট, দীর্ঘনাস ও অস্পষ্টভাষী।
৩য় ”—কেশহীন, গৌর, নির্লজ্জ ও বিদ্বান।
৪র্থ ”—বিভ্রান্তদৃষ্টি, নত, কৃপ ও বিষণ্ণ।
৫ম ”—দীর্ঘদেহী ও লোমশ শরীরী।
৬ষ্ঠ ”—শ্যামকায়, স্ফীতপাদ (গোদা), ভীরু ও বহুভাষী।
৭ম ”—পাংশুলনেত্র (কটা চোক), সুনাস, কুলটাপ্রিয়, দুর্জ্জন।
৮ম ”—কর্কটমুখ, সুবক্তা, অনৃতভাষী, (মিথ্যাবাদী) ও পাপী।
৯ম ”—দীর্ঘকেশযুক্ত, কুটিল, নীচপ্রকৃতি ও হয়মুখ।

বৃষলগ্ন

১ম নবাংশ।—কুরূপ, লোভী, পূর্ব্বার্দ্ধ খর্ব্বদেহ, নীচকর্ম্মকারী, হীনদৃষ্টি।
২য় ”—গাম্ভীর্য্যহীন, অনর্থকভাষী, বিরুদ্ধ দানরত, (অপাত্রে)
৩য় ”—মিষ্টভোজী ও যাজ্ঞিক।
৪র্থ ”—তেজস্বী, ছাগচক্ষু ও দুষ্টবুদ্ধি।
৫ম ”—নিবীড় কেশযুক্ত, বিলাসী, গৌরবর্ণ।
৬ষ্ঠ ”—বাচাল, সুকেশ, সুহাসহাসী ও নিপুণ।
৭ম ”—পরস্ত্রীরত, দীর্ঘার্দ্ধদেহ, স্ত্রীর অপ্রিয়।
৮ম ”—সুকর্ম্মী, হর্য্যক্ষ (ব্যাঘ্রচক্ষু) ও সুনাস।
৯ম ”—পাপী, অল্পমানী, সঞ্চয়ী, কৃশ, কদাচারী।

মিথুন লগ্ন

১ম নবাংশ।—সলোমপাদ, কৃষ্ণ, উদ্ধনাস।

২য় ”—বিকৃতমস্তিষ্ক, মধ্যনিম্নস্বাস, বহুভাষী, সুবুদ্ধি।

৩য় ”—কৃষ্ণাক্ষ, অল্প ভ্রুবিশিষ্ট, বাক্‌চতুর।

৪র্থ ”—কামী, চঞ্চলা নীললোহিতলোচন।

৫ম ”—গুরুনিতম্বযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও মায়াবী।

৬ষ্ঠ ”—উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রলাপী, স্থূলদেহ ও ধূর্ত্ত।

৭ম ”—তাম্রারুণবর্ণ, কলাবিৎ, শিল্পী, হীনরতি রসজ্ঞ।

৮ম ”—শ্যামবর্ণ, গুরুভাবাপন্ন, মনস্বী, কলাবেত্তা।

৯ম ”—বৃত্তনেত্র, বিজ্ঞানকাব্যকুশল, ধার্ম্মিক ও সুদেহী।

কর্কটলগ্ন

১ম নবাংশ।—নির্ম্মলবাক্‌, গৌরবর্ণ ও সুকেশ।

২য় ”—রক্তনাস, বিবাদপ্রিয়।

৩য় ”—সুলোচন, শূর, শ্রীমান্‌, মৃদুকর্ম্মী ও অলস।

৪র্থ ”—শ্যামাঙ্গ, দাতা ও স্বজাতিকর্ম্মজ্ঞ।

৫ম ”—গর্হিতকর্ম্মী, অমর্ষপরায়ণ ও স্বল্পধী।

৬ষ্ঠ ”—বক্তা, স্থূলদন্ত বংশপালক ও বিশাল শরীর।

৭ম ”—পরান্নভোজী, অতি প্রগল্‌ভ ও বলী।

৮ম ”—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ও সুমুখ।

৯ম ”—লম্বোষ্ঠ ও গৌরবর্ণ।

সিংহ লগ্ন

১ম ”—উগ্রস্বভাব, বক্তা, শিরাযুক্তদেহ।

২য় ”—চতুর, সুপুরুষ ও বিশালনেত্র।

৩য় ”—সরোজবাহু, ত্যাগশীল, বাহ্যাচার বিশিষ্ট।

৪র্থ „—আনতনেত্র, বিরলকেশ, অস্ফুট শব্দশীল।

৫ম „—অল্পকেশ, স্থূলকটি ও লম্বোদর।

৬ষ্ঠ „—সজলনয়ন, শ্যামবর্ণ, চতুর, বাক্‌পণ্ডিত।

৭ম „—স্ত্রীভাগ্যযুক্ত, কৃষ্ণাঙ্গ ও মিথ্যাভাষী।

৮ম „—ভীরু, গর্হিতকর্ম্মা ও ধনহীন।

৯ম „—গর্দ্দভরাবী, কৃষ্ণতারচক্ষু।

কন্যালগ্ন।

১ম নবাংশ।—মৃগশাবকাক্ষ, বক্তা, দাতা, শ্যামকায়।

২য় „—সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, মৃদুবচনভাষী, তার্কিক, লোভী, পণ্ডিত।

৩য় „—গৌরাঙ্গ, বাগ্মী, শ্রুতিধর, বহুস্ত্রীরতিবিলাসী।

৪র্থ „—সুকুমারদেহী, সামান্য কেশরোমযুক্ত, কৃশ।

৫ম „—বহুভাষী, পরাশ্রয়, কুকেশ।

৬ষ্ঠ „—সুদেহ, শাস্ত্রবুদ্ধি, লিপিকুশল, সুমতি ও কলাজ্ঞ।

৭ম „—হ্রস্বমুখ, অম্বু-ভীরু (জলতরাশে:), উন্নতস্কন্ধ।

৮ম „—গৌর, দীর্ঘদেহ, উগ্র ও মানী।

৯ম „—খ্যাতিমান, চতুর, সুলেখক।

তুলালগ্ন।

১ম নবাংশ—গৌর, বিশালনেত্র, দীর্ঘবদন, অর্থগোপ্তা, ঘনশ্মশ্রুল, বণিক।

২য় „—লম্বিতবাহু, কুৎসিতশরীর, মিলিতভ্রূ।

৩য় „—কুন্দদন্ত, কৃশাঙ্গ, শরণ্য।

৪র্থ „—হরিণদৃষ্টি, নাসা-মুখ-খর্ব্ব, বিলাসী, উগ্র, শ্যাম, বিদ্বান।

৫ম „—ঐশ্বর্য্যগুণী, মাননীয়, গম্ভীরদৃষ্টি।

৬ষ্ঠ „—স্থূলদেহী, গৌর, স্নিগ্ধস্বরভাষী, শিক্ষক।

৭ম „—লোহিতনেত্র, বুদ্ধিমান্, কৃশশরীর, বচস্বী।

৮ম „—ভোক্তা, ক্র নাসা দীর্ঘ, বিশুদ্ধবাক্যভাষী, সুনেত্র।

৯ম „—সুব্যবহারবিশিষ্ট, মনোহর, কান্তি, কর্ম্মকুশল, বৈশ্যকর্ম্মী।

বৃশ্চিকলগ্ন।

১ম নবাংশ—খর্ব্বতনু, দৃঢ়াঙ্গ, গৌরবর্ণ।
২য় „—গৌর, বিশালবক্ষ, উদ্ধত, বলবান, ক্রোধী, সাহসী।
৩য় „—মধুরভাষী, কামী, গৌরবর্ণ, সুওষ্ঠাধর।
৪র্থ „—পরজীব ধর্ম্মনষ্টকারী, ধীর, শ্যামদেহ, কৃষ্ণ কেশ।
৫ম „—গম্ভীরপ্রকৃতি, যশস্বী, লগনাস (চাপা নাক)।
৬ষ্ঠ „—বিদ্বেষী, অশ্বনাস, উগ্রকর্ম্মা, পটু, পরিমিতভাষী।
৭ম „—স্থূলশিরাসম্পন্ন, বিরলদশন ও লম্বোদর।
৮ম „—একদৃক্ (কানা), কুমতি ও মিষ্টভাষী।
৯ম „—গৌরবর্ণ, দাতা, গুরুসেবাচিকীর্ষু।

ধনুর্লগ্ন।

১ম নবাংশ ফল—উচ্চহাস্যকারী, ক্রোধী, সুশ্রী।
২য় „—স্থিরবুদ্ধি, বিশালনেত্র, বিস্তৃতহনু।
৩য় „—দীক্ষাশাস্ত্রে মতিমান, প্রগল্ভ, কামিনীরঞ্জন, শিল্পী।
৪র্থ „—গৌর, নট, প্রাজ্ঞ ও সুকেশ।
৫ম „—স্থূলকর্ণ, দৃঢ়বুদ্ধি ও ঘনরোমশ।
৬ষ্ঠ „—কাব্যরত, কৃষ্ণবর্ণ, বিদ্বান, হীনপ্রকৃতি।
৭ম „—শ্যামবর্ণ, মৃদু, বচনবাগীশ, দীর্ঘাঙ্গ, দয়ালু।
৮ম „—বিভ্রান্ত, প্রতাপী, গুরুদ্বেষী।
৯ম „—অপকথাবাদী, সত্যবাদী, সাধু, কৃষ্ণবর্ণ।

মকরলগ্ন।

১ম নবাংশ ফল। শ্যাম, সুকর্ম্মা কৃশ, বিস্মৃত।
২য় „—শ্যামবর্ণ, গীতজ্ঞ, বহুরমণীদ্বেষী, বিবাদরত।
৩য় „—গান্ধর্ব্ববিদ্যানিপুণ, মিত্রযুক্ত, অভিমানী, ইচ্ছানুসন্ধিৎসু।
৪র্থ „—গোলনেত্র, বিরলদন্ত, হীনবুদ্ধি।
৫ম „—কুকামিনীপতি, শ্যামদেহ, সুভোক্তা।

৬ষ্ঠ „—বেশনিরত, বক্তা, ইচ্ছানুরতি।

৭ম „—শ্যামদেহ, অলস, সুভাষী, মতিমান।

৮ম „—বক্রমুখ, উদ্ধত, নিম্নললাট।

৯ম „—হৃদয়সম্পন্ন, মেধাবী, গীতবাদ্যরত ও সাধু।

কুম্ভলগ্ন।

১ম নবাংশ ফল। শ্যামাঙ্গ, মৃদুস্বভাব, শাস্ত্রকাব্যমতি, রতিমান।

২য় „—বিপন্নবন্ধু, সাধু, দীর্ঘাকৃতি।

৩য় „—সংশক্তচিত্ত, প্রমদাপ্রিয়, ধর্ম্মরত, সুভাষী।

৪র্থ „—কান্তানুরক্ত, গৌরবর্ণ, বিপ্রম্ন, ধীর ও বত্তিভোগী।

৫ম „—স্পষ্টবাদী, কলাজ্ঞ, স্বল্পী (অল্পবুদ্ধি)।

৬ষ্ঠ „—প্রগল্ভ, কুঞ্চিৎকেশ, বাজপ্রিয়।

৭ম „—নীচরত, স্ত্রীবিজিৎ, ধৃতিমান।

৮ম „—অতিমানী, নরেন্দ্রসেবী, ধনী, সুকান্তি।

৯ম „—শ্যামবর্ণ, ধনপুত্রপক্তিবিচ্যুত ও ভিক্ষার্থী।

মীনলগ্ন।

১ম নবাংশ ফল। গৌর, ধীমনা, চপল।

২য় „—ক্রিয়াশীল, মাংসপ্রিয়, সুদেহ, বৃহৎশির।

৩য় „—গৌরবর্ণ, ধনবান, বিদ্বান, দয়ালু ও বিনীত।

৪র্থ „—গুণজ্ঞ, সর্ব্বদা বিপদযুক্ত, দেবার্চ্চনাবিমুখ, বৃদ্ধাসেবী।

৫ম „—সতর্ক, হিংসারত, প্রতাপী, দুঃখসহনশীল।

৬ষ্ঠ „—মানী, বক্রদ্রষ্টা, শ্রীযুক্ত।

৭ম „—কুমতি, বিবাদী, শঠ।

৮ম „—অলস, বিরলকেশ, কৃশ।

৯ম „—মৃদু, বিশালনাস ও গুণবান।

গ্রহগণের নবাংশ ফল।

রবির নবাংশ ফল। উগ্র, বিরূপ, কুটিল, পুষ্টদেহ, দীর্ঘনেত্র, পাপী, মূর্খ, রক্তশ্যামবর্ণ, বক্তা ও সাহসী।

চন্দ্রের নবাংশ ফল। গৌরবর্ণ, মধুরভাষী, সৌম্যমূর্ত্তি, শব্দশাস্ত্রবেত্তা, কান্তাকেলিরতিকলাপণ্ডিত, দাতা, ভোক্তা, ধনী।

মঙ্গলের নবাংশ ফল। হিংস্র, লজ্জাশীল, ঘাতকর্ম্মপটু, স্থূলী, অতিলোভী, কামী ও গৈরিক ধাতু সম্পন্ন।

বুধের নবাংশ ফল। ধীরপ্রকৃতি, দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবী, স্বকুলগর্ব্বিত, হৃষ্ট, দক্ষ, সুবেশধারী।

বৃহস্পতির নবাংশ। স্থিরমনা, বদান্য, বক্তা, স্থূলদেহবিশিষ্ট, নীতিমান, ধর্ম্মনিরত, সুবাক, গৌরবর্ণ, দয়ালু, গৃহসুখী।

শুক্রের নবাংশ ফল। দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, বাতশ্লেষাধিকশরীর, কামী, দীর্ঘলোচন, প্রভু ও সুবুদ্ধি।

শনির নবাংশ ফল। কৃষ্ণবর্ণ, অলস, কৃশ, দীর্ঘ, নির্দ্দয়, ক্রোধী, খল, বায়ু, প্রকৃতি, ধন, দারা ও পুত্র রহিত।

গ্রহগণের দ্বাদশাংশ ফল।

দ্বাদশাংশাধিপতির নাম প্রথম চিত্রের ৪র্থ ঘরে দেখ।

রবির দ্বাদশাংশ ফল। প্রচুর ধনশালী, স্বদারনিরত, লোকমান্য, অল্পায়ু, অলস।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশ ফল। বিবিধভোগযুক্ত, শান্ত, খ্যাতিমান, গঠিতদেহ, বিচক্ষণ।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশ ফল। নির্দ্দয়, মলিন, শীলতাহীন, ধীর, ধূর্ত্ত, দরিদ্র, ...গদী।

বুধের দ্বাদশাংশ ফল। দেবদ্বিজরত, ধীমান, দীর্ঘজীবি, প্রজ্ঞা সম্পন্ন ও স্ত্রীরত।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশ ফল। সুখী, ধীর, সৌম্যমূর্ত্তি, দানকুশল, কৃপালু, বন্ধুর উপকারী, দীর্ঘায়ু।

শুক্রের দ্বাদশাংশ ফল। রতিকুশল, বলবান, কবি, লোকপূজিত, বিচক্ষণ, দাতা ও নৃত্যগীতপ্রিয়।

শনির দ্বাদশাংশ ফল। প্রবাসবাসী, বলবান, মূর্খ, খল, কামুক, এবং দারা পুত্রবিহীন।

গ্রহগণের ত্রিংশাংশ ফল।

ত্রিংশাংশ অধিপতি গ্রহগণের নাম প্রথম চিত্রের ৩য় ঘরে দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ ফল। সৎক্রিয়াশীল, ধনদারবর্জ্জিত, তস্কর, ধূর্ত্ত, ক্রোধী।

শনির ত্রিংশাংশ ফল। মলিন, ধূর্ত্ত, সদাকাতর, সত্যশৌচহীন, কৃপণ, নীচস্বভাব, নিন্দুক, লোভী, পরদাররত।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ ফল। উগ্রস্বভাব, বুদ্ধিমান, ভোক্তা, সুখী, সুদেহী, শ্রেষ্ঠ কামিনীবল্লভ, দীর্ঘায়ু, বহুপুত্র প্রমদাযুক্ত।

বুধের ত্রিংশাংশ ফল। ঐশ্বর্য্যশালী, অর্থ, কাম ও পুত্রযুক্ত।

শুক্রের ত্রিংশাংশ ফল। শ্রীমান্, আশান্বিত, দানধর্ম্মরত, দেবতাগণের অর্চ্চনাকারী।

গ্রহগণের দণ্ড ফল।

রবির দণ্ড ফল। রবির দণ্ডে জন্ম হইলে বালক বংশক্ষয়কারী ও পিতৃধন বিনাশী।

চন্দ্রের দণ্ড ফল। দীর্ঘায়ু, শেষ্মপ্রকৃতি, পণ্ডিত, মতিমান, কীর্ত্তিকুশল, সত্যনিষ্ঠ ও ধনী।

মঙ্গলের দণ্ডফল। ব্রণ ও অতিসার গ্রস্থ।

বুধের দণ্ডফল। দীর্ঘজীবী, সুকবি, পণ্ডিত, শান্ত, ধনী।

বৃহস্পতির দণ্ড ফল। মেধাবী, দাম্ভিক, বহুপুত্রযুক্ত, প্রিয়ভাষী ও নৃত্যগীতপ্রিয়।

শুক্রের দণ্ড ফল। মেধাবী, পিতৃভক্ত, পুত্রবান, যাজ্ঞিক, কুলতিলক।

শনির দণ্ড ফল। হীনায়ু, পিতৃদ্বেষী, দানব্রতধারী ও দুঃখী।

রাহুর দণ্ড ফল। তস্কর, পিতৃধনাপহারী ও বংশনাশক।

জন্ম ঋতু ফল।

হেমন্ত ঋতুর ফল। বীর্য্যবান, ধনী ও ভোগী।

শিশির ঋতুর ফল। বলবান, শৌর্য্যসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু, মিষ্টান্নপ্রিয় ও কগ্ন।

বসন্ত ঋতুর ফল। সুখী, ভোগী, গুণী, সর্ব্বদা কামাতুর ও দানকীর্ত্তি পরায়ণ।

গ্রীষ্ম ঋতুর ফল। বেদবিদ্যাপরায়ণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা।

বর্ষা ঋতুর ফল। দেশ গ্রাম বা প্রজাগণের অধ্যক্ষ, কর্ম্মনিরত, কৃষি-কার্য্যজ্ঞ ও ধনী।

শরৎ ঋতুর ফল। মন্ত্রণাদাতা, পণ্ডিত, গুণবান ও ধীর।

জন্মমাস ফল।

বৈশাখ মাসের ফল। বিনীত, দেবদ্বিজসেবী, ধর্ম্মপরায়ণ, সজ্জনপালক, লোকপ্রিয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল। বিদেশবৃত্তিধারী, উগ্রপ্রকৃতি, দীর্ঘসূত্রী ও পণ্ডিত।

আষাঢ় মাসের ফল। বহুভাষী, প্রমদাভিলাষী, গুরুসেবী, বহুব্যয়ী,

শ্রাবণ মাসের ফল। দেশমান্য, বদান্য, ভার্য্যাযুক্ত, আজ্ঞাবহ।

ভাদ্র মাসের ফল। ধীর, উত্তমাঙ্গীর মনোজ্ঞ, কুটিল, শরণ্য, গোপালক।

আশ্বিন মাসের ফল। রাজপ্রিয়, কাব্যজ্ঞ, অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভক্ত, মানী ও দাতা

কার্ত্তিক মাসের ফল। বাণিজ্যপটু, ধনাঢ্য, বক্তা ও সুরূপ।

অগ্রহায়ণ মাসের ফল। তীর্থবাসপ্রিয়, পরোপকারী ও ললনাভিলাষী।

পৌষ মাসের ফল। পিতৃবিত্তহীন, মন্ত্রকুশল ও বিধিজ্ঞ।

মাঘ মাসের ফল। বিদ্বান, বিনীত, আত্মকুলশেখর, প্রবীন, বিষয়ানুরক্ত।

ফাল্গুন মাসের ফল ; প্রিয়ম্বদ, প্রমদারত ও পরোপকারী।

চৈত্র মাসের ফল। সৎকর্ম্মশালী, বিনয়ী, সুবেশধারী, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎসংসর্গপ্রয়াসী।

জন্ম পক্ষ ফল।

শুক্ল পক্ষ ফল। চঞ্চলস্বভাব, দীর্ঘায়ু, চরিত্রবান, শ্রীমান, সদানন্দ, নীতি-বিশারদ ও বাক্‌পটু।

কৃষ্ণ পক্ষ ফল। বিবাদপ্রিয়, প্রলাপভাষী, অতিকর্ম্মী, চঞ্চলস্বভাব, কুলবর্দ্ধক।

জন্মবার ফল।

রবিবারের ফল। ধর্ম্মার্থী, তীর্থবাসী, সহিষ্ণু ও প্রিয়বাদী।

সোমবারের ফল। কামী, প্রমদাপ্রিয়দর্শন, সুভাষী, ভোগী।

মঙ্গলবারের ফল। সাহসী, ক্রোধী, শ্যামবর্ণ, পরদার গামী, কৃষিকর্ম্মনিপুণ।

বুধবারের ফল। পরতল্পগামী (পরস্ত্রী-গামী), নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী।

বৃহস্পতিবারের ফল। শাস্ত্রার্ত্তদর্শী, সুবাক্ পটু, শান্ত, অতি কামী, বহুপোষক ও দয়ালু।

শুক্রবারের ফল। কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিমান ও নারীচিত্তহারী।

শনিবারের ফল। দীন, কৃতঘ্ন, প্রবাসী, কলহপ্রিয় ও কুবৃত্তি-অবলম্বী।

জন্মতিথি ফল।

প্রতিপদের ফল। সুকান্তি, প্রতাপশালী, কুলোজ্জ্বলকারী।

দ্বিতীয়ার ফল। দাতা, নির্ম্মলচিত্ত, কীর্ত্তিমান ও অরাতিপাতকারী।

তৃতীয়ার ফল। নৃপানুরাগী, পরোপকারী, কৌতুকী, সত্যবাদী ও বিদ্বান।

চতুর্থীর ফল। প্রমদাপ্রমোদী, ঘৃতাভিলাষী, কৃপাময়, বিবাদী, পুত্রমিত্র-বৎসল।

পঞ্চমীর ফল। রাজমান্য, সুদেহ, কামী, বন্ধুর নিকট মাননীয়।

ষষ্ঠীর ফল। বিদ্বান, বলিষ্ঠ, চতুর, ব্রণাকীর্ণদেহী, আয়ুষ্মান, ধনপুত্রযুক্ত।

সপ্তমীর ফল। কন্যাসন্তানযুক্ত, বিশালনেত্র ও রসিক।

অষ্টমীর ফল। রাজধনভোগী, সুখী, কৃশ, যুবতীরঞ্জন।

নবমীর ফল। দুশ্চরিত্র, হীনাচারী ও কৃপণ।

দশমীর ফল। বিদ্যাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লম্বকণ্ঠ, কন্দর্প-শ্রী, উদারচেতা, দাতা।

একাদশীর ফল। সুভাষী, যাগকর্ত্তা, মহামতি আত্মীয়পালক ও হৃষ্ট।

দ্বাদশীর ফল। বহুসন্তানযুক্ত, নৃপমান্য, অতিথিপ্রিয়, অপ্রবাসী ও বিধিনিপুণ।

[illegible]দশীর ফল। সুকান্তি, সাত্ত্বিকী, জননীপ্রিয় ও আলস্যযুক্ত।

চতুর্দ্দশীর ফল। সর্ব্বদা রুষ্ট, তস্কর, প্রবঞ্চক, পরান্নভোজী, ও পরদারহারী।
পূর্ণিমার ফল। কন্দর্পসুন্দর, যুবতীকান্ত, ন্যায়ার্জ্জিত ধনাধিকারী ও বলী।
অমাবস্যার ফল। ক্রূর, সাহসী, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল ও চোর।
দ্রষ্টব্য। তিথিফলে পক্ষবিচারের তাদৃশ প্রয়োজন হয় না।
কৃষ্ণাদ্বিতীয়া বা শুক্লাদ্বিতীয়া, ফলের অঙ্কে প্রায় একইরূপ।

নন্দাদির জন্মতিথির ফল।

নন্দা তিথিসকলের জন্মফল। মাননীয়, পণ্ডিত দেবভক্ত ও জ্ঞাতিপ্রিয়।
ভদ্রা তিথি সকলের জন্মফল। বন্ধুর নিকট মাননীয়, রাজসেবী, ধনী, সংসার-ভয়ভীত ও পরমার্থচিন্তানিরত।
জয়া তিথি সকলের জন্মফল। রাজপূজ্য, বলী, শাসক, দীর্ঘায়ু, পুত্রযুক্ত ও বিজ্ঞ।
রিক্তা তিথি সকলের জন্মফল। ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দুক, শাস্ত্রজ্ঞ, এবং ধার্ম্মিক।
পূর্ণা তিথি সকলের জন্মফল। ধনী, শাস্ত্রজ্ঞ, শুদ্ধচেতা ও সত্যবাদী।

জন্মনক্ষত্রফল।

১। অশ্বিনী।—সুশ্রী, ভূষণপ্রিয়, ভাগ্যবান্, মতিমান ও কলাবিৎ।
২। ভরণী।—সত্যবাদী, রোগী, সুখী, নিপুণ ও দীর্ঘদেহী।
৩। কৃত্তিকা।—বহুভোজী, পরদাররত, তেজস্বী ও মতিমান।
৪। রোহিণী।—সত্য ও শুচিপরায়ণ, প্রিয়ম্বদ, ধীর ও কলাবিৎ।
৫। মৃগশিরা।—চপল, চতুর, ভীরু, কার্য্যপটু ও ধনী।
৬। আর্দ্রা।—ধূর্ত্ত, গর্ব্বিত, কৃতঘ্ন, পাপী ও হিংস্র।
৭। পুনর্ব্বসু।—সুখী, চরিত্রশালী ও অল্পলাভে সন্তুষ্ট।
৮। পুষ্যা।—ভাগ্যবান, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক।
৯। অশ্লেষা।—শঠ, পাপী, কৃতঘ্ন, ধূর্ত্ত, আহার-বিষয়ে অনিয়মী।

১০। মঘা।—ভৃত্যসম্পন্ন, ভোগী, পিতৃভক্ত, উদ্যমশীল।

১১। পূর্ব্বফল্গুনী।—প্রিয়বাক্যভাষী, দাতা, রাজসেবক ও ভ্রমণশীল।

১২। উত্তরফল্গুনী।—সৌভাগ্যবান, বিদ্যালব্ধার্থে ধনী, সুখী।

১৩। হস্তা।—উৎসাহী, প্রগল্‌ভ, পানপায়ী তস্কর ও দয়ালু।

১৪। চিত্রা।—বেশকারী, সুশ্রী, লোকপ্রিয়, মাননীয় ও মাতৃভক্ত।

১৫। স্বাতী।—দান্ত, বাণিজ্যব্যবসায়ী, কৃপালু, ধর্ম্মাশ্রিত।

১৬। বিশাখা।—লোভী, বাক্‌পটু, কলহকারী, তার্কিক।

১৭। অনুরাধা।—ধনী, প্রবাসবাসী, বাল্যকালে প্রবাসী।

১৮। জ্যেষ্ঠা।—অতিক্রোধী, অল্পমিত্র সম্পন্ন, সদা প্রসন্ন।

১৯। মূলা।—মানী, ধনী, পরশ্রীকাতর, ভোগী।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া।—মানী, ক্রূর ও সৌহার্দ্দপরায়ণ।

২১। উত্তরাষাঢ়া।—বিনয়ী, ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, বিভবশালী।

২২। শ্রবণা।—শ্রীমান্, শ্রুতবান্, অনুদার, বিখ্যাত।

২৩। ধনিষ্ঠা।—দাতা, ধনশালী, লোভী, গীতপ্রিয়।

২৪। শতভিষা।—স্পষ্টবাদী, ব্যসনাসক্ত, সাহসী ও বিবাদী।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ।—সদা উদ্বিগ্নচিত্ত, দাতা, কার্য্যপটু ও স্ত্রীজাতি।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ।—বক্তা, সুখী, পুত্রবান ও ধার্ম্মিক।

২৭। রেবতী।—সৌভাগ্যশালী, শুচি, অর্থবান ও নৃপসেবক।

জন্ম যোগ ফল।

বিষ্কম্ভ যোগ।—স্বাধীন কর্ম্মরত, মিত্রভার্য্যাপরায়ণ, স্থপতি-কার্য্যকুশল।

প্রীতি যোগ।—অরোগী, বিনোদী, ভিক্ষুক প্রতিপালক।

আয়ুষ্মান যোগ।—নিত্যযানগামী ও স্বদেশহিতৈষী।

সৌভাগ্য যোগ। ভাগ্যবান, গুণজ্ঞ, উদারচেতা, বিবেকী ও প্রিয়ভাষী।

শোভন যোগ।—ভাগ্যশালী, সুদেহী, বীর, প্রবীণবুদ্ধি।

অতিগণ্ড যোগ।—বিবাদপ্রিয়, মনোরমদেহী, নিন্দুক, ধূর্ত্ত, গলরোগযুক্ত।

সুকর্ম্মা যোগ।—কলাকুশল, পরোপকারী, যশস্বী ও সুকর্ম্মকারী।

ধৃতি যোগ।—প্রাজ্ঞ, সদানন্দ, অতিভাষী ও বিনয়ী।

শূল যোগ। ভীত, দরিদ্র, দাম্ভিকানুরক্ত, বিদ্যাযোগশূন্য ও পরানিষ্টকারী।
গণ্ড যোগ। আত্মকার্য্যদর্শী ও পরকার্য্যধ্বংশকারী, কুদেহী এবং ধূর্ত্ত।
বৃদ্ধি যোগ। সৌভাগ্যশালী ও ঋণগ্রহণপটু।
ধ্রুব যোগ।—বিদ্বান, কবি, বিখ্যাতকীর্ত্তি ও সুরূপ।
ব্যাঘাত যোগ।—অনৃতবাদী (মিথ্যাবাদী), কৃশাঙ্গ ও নির্দ্দয়।
হর্ষণ যোগ।—পদ্মনেত্র, শাস্ত্রানুগী, বিনীত ও অক্রোধী।
বজ্র যোগ।– গুণী, বলী, তেজস্বী, বস্ত্রাদি পরীক্ষক, স্ত্রীমর্দ্দক।
অসৃক যোগ।—কুরূপ, কুমতি, প্রদেশী ও অতিলোভী।
ব্যতীপাত যোগ।—কঠোরভাষী, রোগজীর্ণ ও মাতৃহীনকারী।
বরীয়ান যোগ।—দাতা, পরিচ্ছদপ্রিয়, সৎক্রিয়াকারী, বলবান ও ধনী।
পরিঘ যোগ।—বংশনাশকারী, মিথ্যাসাক্ষীদাতা ও অল্প ভোজী।
শিব যোগ।—শৈব, জিতেন্দ্রিয়, সুশরীরী ও মহাত্মা।
সাধ্যযোগ।—ধীর, শত্রুজীৎ, বিনীত।
সিদ্ধযোগ।—জিতচিত্ত, গৌরদেহ, মধুরভাষী, বিনীত ও সত্যবাদী।
শুভযোগ।—পণ্ডিত, সমাজহিতৈষী, ধীমান ও শোভনবেশধারী।
শুক্রযোগ।—হাস্যপরিজন বিবাদজয়ী, জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী।
ব্রহ্মযোগ।—শাস্ত্রাভ্যাসেকালাতিবাহী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, এবং তপঃক্লেশ সহিষ্ণু।
ইন্দ্রযোগ।—প্রতাপশালী, বলবান, গুণজ্ঞ, সুশ্রী ও প্রসন্নমূর্ত্তি।
বৈধৃতিযোগ।—মিত্রহীন, খল, দরিদ্র, মূর্খ, প্রবঞ্চক ও পরদারভক্ত।

জন্মকরণ ফল।

ববকরণ।—ধীর প্রকৃতী, কৃতকর্ম্মা, পণ্ডিত ও ধনী।
বালবকরণ।—কার্য্যদর্শী, আত্মীয় পালক উদার ও কুলীন।
কৌলবকরণ।—বাক্‌পটু, বিনীত, স্বাধীন ও তেজস্বী।
তৈতিলকরণ।—কলাপটু, ললনাভিলাষী, বক্তা ও সুশীল।
গরকরণ।—বিচারক্ষম, অতিধীর, মৃদুহাস্যযুক্ত, দাতা, দয়ালু, মানী ও পরহীত চিকীর্ষু।
বনিজকরণ। কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ধনী।

বিষ্টকরণ। দরিদ্র, ভাগ্যহীন, লোভী, মন্দচেষ্টাকারী ও কুৎসিত-দারসম্পন্ন।

শকুনিকরণ। শত্রুধনাপহারী, বঞ্চক, চৌরচেষ্টান্বিত, অতিমাত্র পর-তন্ত্রাশক্তচিত্ত ও রোষপরায়ণ।

চতুষ্পাদকরণ। সদাচারহীন, ক্ষীণদেহ, স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন।

নাগকরণ। কুস্বভাব, নৃত্যকারী, রাজদ্রোহী।

কস্তুঘ্নকরণ। সমদর্শী; পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য, অসত্য সাধুবাদে মোহিত।

জন্মরাশির ফল।

যে রাশিতে সন্তানের জন্ম, সেই রাশি জাতকে নিম্নরূপ ফল দিয়া থাকে।

১। মেষ রাশির ফল।—কামী, ক্ষীণজানু, কামিনীকান্ত, মানী, চপল, জলভীক, সুপ্রসন্ন, বক্তা ও ত্যাগশীল।

২। বৃষ রাশির ফল।—কমনীয় মূর্ত্তি, কন্যাসন্তানবিশিষ্ট, প্রথম বয়সে ধন, বন্ধু ও সন্তান হীন, ভাগ্য ও ক্ষমাবান এবং অল্পভাষী।

৩। মিথুন রাশির ফল।—সুরতকুশল, শাস্ত্রার্থবেত্তা, ইঙ্গিতজ্ঞ, গীতবাদ্য প্রিয়, সুদেহ, প্রিয় অথচ অস্পষ্টভাষী।

৪। কর্কট রাশির ফল।—সাধুসুহৃৎ, দ্রুতগামী, ঈষৎ বক্রদেহ, জ্যোতির্ব্বিৎ, খর্ব্ব, তোয়রত (পিপাসী)।

৫। সিংহ রাশির ফল।—উগ্রপ্রকৃতি, বিস্তৃত মুখ, অল্প সন্ততিযুক্ত, স্ত্রীদ্বেষী, দাতা, স্থিরবুদ্ধি, মাতৃভক্ত, স্থির, গর্ব্বিত ও সাংসাসী।

৬। কন্যা রাশির ফল।—মধুরভাষী, সত্যরত, কলানিপুণ, শাস্ত্র বিৎ, মেধাবী, শৃঙ্গার প্রিয়, পরদেশগামী ও অল্পসন্ততি সম্পন্ন।

৭। তুলা রাশির ফল।—দেবদ্বিজ ভক্ত, বুদ্ধিমান, উন্নতনাসাযুক্ত, কৃশ, বাণিজ্যকুশল, ক্রোধী, বন্ধুরউপকারী, বন্ধু নিন্দিত, অতি বহুভাষী (কথার পুঁটুলী)।

৮। বৃশ্চিক রাশির ফল।—পিতা ও গুরু পরিত্যক্ত, বাল্যকালে ব্যাধিযুক্ত, রাজকুলপূজনীয়, গুপ্তপাপরত ও উদ্যোগী।

৯। ধনু রাশির ফল।—পিতৃধনত্যাগী, কবি, বীর্য্যবান, স্থূলাধর, শিল্পী ধার্ম্মিক ও বন্ধুদ্বেষী।

১০। মকর রাশির ফল।—স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালক, মিথ্যাধর্ম্মধারী, অলস, কার্য্যকর্ত্তা, অগম্যা ও জরা কামিনীরত, লাজগুণহীন।

১১। কুম্ভ রাশির ফল।—শিরাযুক্তদেহ, পরস্ত্রীহেতু পাপনিরত, কুমুখ, অনুলেপন প্রিয় (গন্ধদ্রব্য প্রিয়) ও পরিশ্রম সহিষ্ণু।

১২। মীন রাশির ফল।—স্ত্রী ও বস্ত্রে অনুরক্ত, স্থূলনাসাবিশিষ্ট, পণ্ডিত, ধনরত্ন ভোগী ও অরিন্দম (শত্রুদমনকারী)।

দ্বাদশ রাশিস্থ রবি গ্রহের ফল।

এতদ্দ্বারা (কোষ্ঠীর) রাশিচক্রস্থ গ্রহগণের বলাবল এবং যাহার রাশিচক্র, তৎপ্রতি ঐ গ্রহগণের কি রূপ শক্তি, তাহা জানা যাইবে।

রাশিমেষ। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি মেষ রাশিতে থাকিলে, জাতশিশু শাস্ত্রব্যবসায়ী, ক্রোধী, কৃপণ ও ভ্রমণেচ্ছু ;

(খ) মেষ রাশিস্থ রবি স্বীয় তুঙ্গে থাকিলে, সাহসী, রক্তপিত্তব্যাধিযুক্ত, নরশ্রেষ্ঠ ও কান্তিসম্পন্ন ;

(গ) মেষ রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ চন্দ্র, তুলায় থাকিয়া পূর্ণ, কন্যা ও মকরে থাকিয়া ত্রিপাদ ধনু ও সিংহে থাকিয়া দ্বিপদ এবং কুম্ভ ও কর্কটে থাকিয়া একপাদ দৃষ্টি দিলে) দানরত, বহু ভৃত্যযুক্ত ও যুবতীপ্রিয় ;

(ঘ) ,, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ মঙ্গল যদি যথা রাশিতে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ দৃষ্টি করে) ক্রূর, রক্তচক্ষু, তেজবল যুক্ত ;

(ঙ) ,, বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ বুধ যথা রাশিতে থাকিয়া ঐ প্রকার দৃষ্টি দিলে) দাসবৃত্তিধারী, মলিন দেহ ও হীনবিত্ত ;

(চ) ,, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দাতা, ধনশালী ও শ্রেষ্ঠ ;

(ছ) ,, শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কুৎসিতা স্ত্রীরপতি, বহুশত্রুযুক্ত দীন ও কুষ্ঠরোগী এবং

(জ) মেষস্থ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দুঃখী, উৎসাহী, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, ও মূর্খ হয়।

রাশি বৃষ। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি বৃষরাশিতে থাকিলে, জাতশিশু নেত্ররোগে রুগ্ন, কৃশ, উত্তমস্ত্রীদ্বেষী, ভোক্তা, রতিমান, গীতজ্ঞ ও জলভীরু;

(খ) বৃষ রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বেশ্যারতিশীল, মৃদুভাষী, জলজীবি ও বহুযুবতীর আশ্রয়;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মূর্খ ও তেজস্বী;

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কাব্যসঙ্গীত নিপুণ ও স্বতন্ত্র;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শত্রুমিত্র সম্পন্ন, সচিব, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত ও সুকান্তি;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজা বা রাজমন্ত্রী, ভীরু, স্ত্রীধনভোগী এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীচ, অলস, দরিদ্র, বৃদ্ধাপালিত এবং ব্যাধিগ্রস্থ হয়।

রাশি মিথুন। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি মিথুন রাশিতে থাকিলে, মেধাবী, মধুরভাষী, বেদজ্ঞ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রকুশল, বহুধনসম্পন্ন ও জ্যোতিষী;

(খ) মিথুনস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শত্রুমিত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত, বহু-বিলাপযুক্ত;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লজ্জাশীল, অনৃতকলঙ্কভাগী এবং কলহ-নিপুণ;

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজচরিত্র, শত্রুবেষ্টিত, বৃদ্ধবৎ;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শাস্ত্রবিদ্যাপারগ, উৎসাহী, সুস্থদেহী;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধন দ্বারা পুত্রযুক্ত, অল্প স্নেহবান, নিরোগী ও চপল, এবং

(ছ) মিথুনস্থ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদ্বিগ্ন ও বহু পোষণে বিরক্ত হয়।

রাশি কর্কট। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি কর্কট রাশিতে থাকিলে, স্ত্রীভাগ্যহীন, সুশ্রী, পিতৃগুণদ্বেষী, সত্য-প্রিয় ও কফপিত্ত রোগী,

(খ) কর্কট রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অচলপণ্যধনসম্পন্ন, ক্রূর ও উদ্যমশীল ;
(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভগন্দর রোগ পীড়িত, পুত্রহীন, ও বন্ধুদ্রোহী ;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কর্ম্মনিপুণ, বিগত শত্রু ও রাজপ্রিয় ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজসচিব, সেনা বা দলপতি, কুলগৌরব ;
(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীসেবী, বিবাদে প্রগল্‌ভ, এবং
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাতরোগী, পরধনাপহারী, চঞ্চল-গতি বা দ্রুতগামী হয়।

রাশি সিংহ। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি সিংহ রাশিতে থাকিলে, শত্রু প্রভাবহারী, ক্রোধী, মাংসাশী, রাজপালিত, তেজস্বী ও উগ্র ;
(খ) সিংহ রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মেধাবী, সুশ্রীযুক্ত, কফান্বিত ;
(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরদাররত, উদ্যমশীল, প্রগল্‌ভ ;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান, ধূর্ত্ত, প্রতাপহীন, মধ্যবিত্ত ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যজনশীল, বুদ্ধিমান ;
(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্শ কুষ্ঠরোগী, নির্দ্দয়, লজ্জাহীন ও
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যণ্ডাচার বিশিষ্ট ও ধ্বংশকারী হয়।

রাশি কন্যা। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি কন্যারাশিতে থাকিলে, হ্রীমান, লিপিকুশল, ভারবাহী, গীতজ্ঞ ও লঘু সত্বসম্পন্ন ;
(খ) কন্যারাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মেধাবী, শ্রীমান, কফযুক্ত-দেহ ও রাজপ্রিয়
(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরদার রত, উগ্র, সাহসী, উদ্যমশীল ;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লিপিকুশল, ধূর্ত্ত, বিদ্বান, প্রতাপী, মধ্যধনী ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দেবতা প্রতিষ্ঠাতা, যজনশীল, ধনী, ও ধীমান্ ;

(চ) কন্যারাশিস্থরবি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, কুষ্ঠরোগী, নির্দ্দয়, লজ্জাহীণ এবং
(ছ) " শনিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, যণ্ডাচার বিশিষ্ট ও পরাপকারকারী হয়।

রাশি তুলা। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি তুলা রাশিতে থাকিলে, ক্ষমতাহীন, রোগী, লৌহপণ্যজীবি স্ত্রীলম্পট ও পরদাররত;
(খ) তুলারাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বেশ্যারমণশীল, সলিলজীবি, মৃদুবাক্য ভাষী, বহুযুবতীর আশ্রয়স্থল;
(গ) " মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, তেজস্বী, মূর্খ ও বিবাদপ্রিয়;
(ঘ) " বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, গীতবাদ্য নিপুণ, সুশ্রী, কার্য্যার্থদর্শী;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বহু শত্রুসম্পন্ন, রাজমন্ত্রী, উদ্বিগ্নচিত্ত;
(চ) " শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীধন ভোগযুক্ত, ভীরু, মতিমান এবং
(ছ) " শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীচ, দরিদ্র ও বৃদ্ধাস্ত্রীপ্রতিপালিত হয়।

রাশি বৃশ্চিক। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, অমৃতভাষী, সুশীলভার্য্যান্বিত, অসৎবৃত্তিসম্পন্ন, ক্রুর, কুলস্ত্রীর বশীভূত ও মূর্খ;
(খ) বৃশ্চিক রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, দাতা, বহুভৃত্যযুক্ত, যুবতী প্রীয়;
(গ) বৃশ্চিকরাশিস্থ রবি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, ক্রুর, বীর্য্যসম্পন্ন, বলীষ্ঠ, পীঙ্গলকেশ;
(ঘ) " বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভৃত্য কর্ম্মকারী ও দরিদ্র;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনী, দাতা ও রাজমন্ত্রী;
(চ) " শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, কুৎসিত কামিনীর পতি, বহু শত্রুযুক্ত, দীন ও শোণিতরোগ রুগ্ন এবং
(ছ) " শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, উৎসাহী, জড়বুদ্ধি ও রুগ্ন দেহ হয়।

রাশি ধনু। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি ধনুরাশিতে থাকিলে, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ দর্শী, দেবার্চ্চনাপরায়ণ, বিশালদেহী ;

(খ) ধনু রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, পুত্রবান ;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্পষ্টবাক্যভাষী, যশস্বী, ধৃতিমান ;

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মধুরবাক্য ভাষী, কাব্যকলাজ্ঞ ও ধাতু চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ ;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজভবনচারী, ধনযুক্ত, বিদ্বান ;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দিব্য স্ত্রীভোগ রত, শান্ত এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অশুচি, পরান্নভোজী, নীচানুরক্ত, নীচপ্রিয় ও চপল হয়।

রাশি মকর। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি মকররাশিতে থাকিলে; কুস্ত্রী লোলুপ, সর্ব্ব দৃষ্টি সম্পন্ন, কুকর্ম্মরত, সপক্ষদ্রোহী ও ভীরু ;

(খ) " মকর রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মায়ামোহান্ধ, চপল স্ত্রী সম্ভোগে ধনসৌখ্যনাশকারী ;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ব্যাধি ও শত্রুগ্রস্থ, পর কলহে পক্ষাবলম্বী

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ষণ্ড প্রকৃতি, পরস্বাপহারী, বলীষ্ঠ দেহ ;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মতিমান, মনস্বী, আশ্রয়দাতা ;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মণিকার; বেশ্যাধনে ধনী, এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজসম্মানিত, শত্রুক্ষয়কারী ও আশান্বিত হয়।

রাশি কুম্ভ। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, দুঃখী, শঠ, কুশ্রী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ;

(খ) কুম্ভ রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে; চপল, স্ত্রীসঙ্গে ধননাশকারী ও মায়াবী ;

(গ) কুম্ভরাশিস্থ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ব্যাধিগ্রস্থ, পরবিবাদে বিবাদী ;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী, মধ্যরূপ ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধীমান, কীর্ত্তিকুশল, মনস্বী ;
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মসীজীবি, বারাঙ্গনা ধনে ধনবান এবং
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শত্রুধ্বংশকারী ও রাজপূজ্য হয়।

রাশি মীন। রাশিস্থ গ্রহ রবি।

(ক) রবি মীনরাশিতে থাকিলে, পণ্যজীবি, মিথ্যাবাদী, বহু সোদর ও বহুশত্রু বেষ্টিত, মিত্রসংগ্রহশীল ;
(খ) মীন রাশিস্থ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুবাক্যভাষী, নৃপতুল্য, শোকহীন ;
(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্পষ্টবাক্যভাষী, ধৃতিমান ;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, গোষ্ঠিপতি, চিকিৎসক, মধুরভাষী ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজভবনবাসী, বিদ্বান ;
(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মাল্যচন্দনপ্রিয়, শান্ত, সুশ্রী, ও সম্ভোগী, এবং
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অশুচি, নীচসংসর্গ প্রিয়, চপল ও পরান্নভোজী হয়।

রাশি মেষ। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র মেষ রাশিতে থাকিলে, ভ্রাতৃহীন, সাহসী, মাংসল ওষ্ঠযুক্ত, কামুক, বহুপুত্র সম্পন্ন ও জলভীরু ;
(খ) মেষ রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, আশ্রিত পালক, বীর ;
(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, দন্তনেত্রমূত্ররোগগ্রস্থ, মণ্ডলাধ্যক্ষ ;
(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, আচার্য্য, বিদ্বান, বক্তা ও সুকবি ;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ঐশ্বর্য্যশালী,
(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, যুবতী ও ভূষণভোগকারী, এবং
(ছ) „ শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, সুকর্ম্মবিদ্বেষী, বহু দুঃখভাগী, দরিদ্র ও মিথ্যাবাদী হয়।

রাশি বৃষ। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র বৃষ রাশিতে থাকিলে, বিশালবক্ষ, দাতা, কন্যাযুক্ত, কামুক ও কীর্ত্তিমান ;

(খ) বৃষরাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, কৃষীজীবি, উৎসাহী ;

(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অতিকামী ও যুবতীমোহন ;

(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, সুদেহী ও সদানন্দ ;

(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, পুত্রপত্নির প্রতি কুব্যবহারকারী ;

(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, রত্নভূষণধারী ও বিলাসী, এবং

(ছ) „ শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নির্ধন, পুত্রমিত্ররহিত ও মাতার অনিষ্টকারী হয়।

দ্রষ্টব্য। চন্দ্র বৃষরাশির পূর্ব্বার্দ্ধে থাকিলে মাতার মৃত্যু এবং পরার্দ্ধে থাকিলে পিতার হানি হয়।

রাশি মিথুন। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র মিথুনরাশিতে থাকিলে, উল্লাসী, রতিবিৎ, শিরালদেহ ও মাতৃদ্বয় পালিত ;

(খ) মিথুন রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, প্রাজ্ঞ, নির্ধন, ধার্ম্মিক ;

(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ঐশ্বর্য্যশালী ও বলী ;

(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্থোপার্জ্জনশীল ও সুধীর ;

(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান, বক্তা, শ্রীমান্, সত্যবাদী ;

(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীবল্লভ, এবং

(ছ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বন্ধুহীন, দরিদ্র ও লোকদ্বেষ্টা হয়।

রাশি কর্কট। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র কর্কট রাশিতে থাকিলে, ভাগ্য বীর্য্যবন্ধু ও ভ্রাতৃযুক্ত, জ্যোতিজ্ঞ, মাংসাসী, কুসুমপ্রিয়, কামী ও প্রবাসী ;

(খ) কর্কটস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভাগ্য ও ধন হীন ;

(গ) কর্কটস্থ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিকলদেহী, কার্য্যদক্ষ, মাতার অনিষ্টকারী;
(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিপদহীন, বিনয়ী, ধনদারপুত্রবিশিষ্ট;
(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নৃপগুণশালী, সুস্ত্রীযুক্ত, পরাক্রান্ত;
(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কনককামিনীযুক্ত ও বারাঙ্গণাসেবী;
(ছ) „ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অটনশীল, পাপী ও নিচাশয় হয়।

রাশি সিংহ। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র সিংহরাশিতে থাকিলে, রোগহীন, স্ত্রীদ্বেষী, ক্ষুৎপিপাসাকাতর, জ্বরশূলরোগে রুগ্ন, উগ্র, অল্প পুত্রযুক্ত, মাতৃভক্ত ও সুবক্তা;
(খ) „ সিংহ রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নৃপতি, পুত্রহীন, ধীর, পাপী ও প্রতাপযুক্ত;
(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাহনযুক্ত, উগ্রস্বভাব, পুত্রবান এবং সচ্চরিত্র;
(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীসেবী, সুখী ও স্ত্রৈণ;
(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, গুণযুক্ত, নৃপতুল্য ও সুপুত্রজনক;
(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, প্রমদাবিভবযুক্ত, সুরতরসজ্ঞ, এবং
(ছ) „ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কৃষীজীবি কৈতববাদী হয়।

রাশি কন্যা। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র কন্যা রাশিতে থাকিলে, স্ত্রীলোলুপ, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, ধীর, সত্যবাদী, ভাগ্যশালী ও অধিক কন্যাসন্তানযুক্ত;
(খ) কন্যারাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মতিমান ও রাজপ্রিয়;
(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শিল্পী, ধনী, ধীর ও শিক্ষিত;
(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, জ্যোতিৰ্কাব্যবেত্তা, বিবাদজয়ী, কন্যাযুক্ত;
(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুখী ও বিভবশালী;
(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বহুদারযুক্ত, আঢ্য, উৎসাহী, এবং

(ছ) কন্যারাশিস্থ চন্দ্র শনি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, স্মৃতিমান, মাতৃহীন, দরিদ্র ও অসুখী হয়।

রাশি তুলা। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) তুলারাশিতে চন্দ্র থাকিলে, বহুদারান্বিত, গোধনসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক;

(খ) তুলারাশিস্থ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনহীন, ভ্রমণশীল, পুত্র ও স্ত্রীহীন্;

(গ) „ মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, চৌর, নীচপ্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী;

(ঘ) „ বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান, প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন ও বিখ্যাত;

(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, সর্ব্বলোকপূজ্য ও রত্নবণিক;

(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনবান্, বক্তা, পণ্ডিত ও বিবিধ উপায় বিধিজ্ঞ, এবং

(ছ) „ শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, আঢ্য, বিষয়ী, অসুখী ও গাত্মের অহীতকারী হয়।

রাশি বৃশ্চিক। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র থাকিলে, লোভী, নাস্তিক, চৌর, উদ্‌যোগী, পরস্ত্রীরত ও বন্ধু হীন্;

(খ) বৃশ্চিকরাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান, উদ্‌যোগী, সর্ব্বসুখ-বর্জ্জিত;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নৃপ বিভূতিযুক্ত ও ধৈর্য্যসম্পন্ন,

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, চতুর, কর্কশভাষী ও যমজ জনক;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদাসী, ধনী ও রূপবান;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সৌভাগ্যযুক্ত, অহঙ্কারী, যুবতী রঞ্জন; এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীচপুত্রযুক্ত, কৃপণ, ব্যাধিযুক্ত ও মিথ্যা-বাদী হয়।

রাশি ধনু। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) " চন্দ্র ধনু রাশিতে থাকিলে, কুজ, বক্তা, শিল্পী ও বৃথাভিমানী ;

(খ) " ধনু রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নৃপ বা নৃপতুল্য ও নানা-সুখে সুখী ;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনী, ভাগ্যবান্ ও সুভৃত্য যুক্ত ;

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, জোতিষী, শিল্পী ও কলাচার্য্য ;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুদেহী, নীতিবেত্তা ও ধার্ম্মিক ;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অতি বিনয়ী ও মিত্রযুক্ত, এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সত্যবাদী, প্রিয়ম্বদ ও রাজপুরুষ হয়।

রাশি মকর। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র মকর রাশিতে থাকিলে, নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, মদনভয়যুক্ত, ঘৃণা-হীন, কবি ও দীর্ঘকণ্ঠ ;

(খ) মকর রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দুঃখী, নিঃস্ব, পরকর্ম্মকারী ও অল্পমতী ;

(গ) " মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অতি ধনশালী, সুকণ্ঠ ও সুন্দর দার যুক্ত ;

(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মূর্খ, উগ্র, অসুখী ও ধনহীন ;

(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নৃপতি, সুদেহী, ও পুত্রমিত্রযুক্ত ;

(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভূষণবাহনযুক্ত ও সলজ্জ এবং

(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনহীন, পারদারিক, কামী ও অসত্য সেবী হয়।

রাশি কুম্ভ। রাশিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) কুম্ভ-রাশিতে চন্দ্র থাকিলে, মদ্যপায়ী, সাধুদ্বেষী, পরপুত্র উৎপাদক, শিল্পী ও দরিদ্র ;

(খ) কুম্ভ রাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মলিনদেহী, ধাম্মিক ও কৃষীজীবি ;

(গ) কুম্ভরাশিস্থ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সত্যবাদী, অলস, পরকার্য্যকারী, মাতা, পিতা, ধন ও গৃহবিযুক্ত;
(ঘ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সঙ্গীতজ্ঞ ও অল্পবিভবভোগী;
(ঙ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভবন ও বারাঙ্গণাভোগী;
(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নীচ, পুত্রহীন, মাৎসর্য্যযুক্ত ও নিন্দিত, এবং
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, পরদাররত, ধর্ম্মকর্ম্মহীন ও স্থাবর সম্পত্তিযুক্ত হয়।

রাসি মীন। রাসিস্থ গ্রহ চন্দ্র।

(ক) চন্দ্র মীনরাশিতে থাকিলে, গীতজ্ঞ, ভূপসেবী, পানাসক্ত, দানশীল ও সুদেহী;
(খ) মীনরাশিস্থ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অতি কামুক, সুখী ও সুরূপভার্য্যাযুক্ত;
(গ) „ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কুলটাপুত্র, অতিপাপরত ও অসুখী;
(ঘ) „ বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভূপতি, অতিসুখী ও শ্রেষ্ঠ;
(ঙ) „ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অধ্যক্ষ, সদ্‌গুণালয় ও সুকান্তি;
(চ) „ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুশীল, সঙ্গীতজ্ঞ ও কামিনীহৃদয়হর; এবং
(ছ) „ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিকলদেহ, কামার্থ, পুত্রদারাহীন ও নীচ প্রকৃতি হয়।

অন্যবিধ।

(১) „ জন্ম কালে চন্দ্র যদি মঙ্গল গ্রহের নবাংশে থাকিয়া মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, জাতশিশু কার্য্যনিবর্ত্তক, শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মায়াবী, বঞ্চক ও পাপী; রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চোর, ঘাতক ও বঞ্চক; বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিখ্যাত ও বিদ্বান্; শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনী, ও বিপুলা স্ত্রী এবং বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, শীঘ্রবাদী ও চপল হয়।

(২) চন্দ্র যদি শুক্রের নবাংশে থাকিয়া, শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, জাত শিশু স্ত্রী ও অন্নবস্ত্রযুক্ত ; বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, গীতবাদ্য রত ; বৃহস্পতি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, কবি ও নীতিজ্ঞ ; মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরদাররত ও কামী ; রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মহামূর্খ ও প্রিয়ম্বদ, এবং শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বন্ধুহীন ও গুণবান্ হয়।

(৩) চন্দ্র যদি বুধ গ্রহের নবাংশে থাকিয়া বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, জাতশিশু শিল্পী ও কবি ; শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, গীতবেত্তা ;
বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, গুণবান্ ও বিখ্যাত ; মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, চৌর ও বিবাদকুশল ; শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, শিল্পী ও শাস্ত্রার্থদর্শী এবং রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কর্কশভাষী হয়।

(৪) চন্দ্র যদি স্বীয় নবাংশে থাকিয়া, রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, কৃশদেহ ; বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, লোভী ও পরধনহরণনিপুণ ; শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিবাদ ও রোগসন্তপ্ত ; শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, নপুংসক পুত্রের উৎপাদক ; বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, নৃপতি বা নৃপমন্ত্রী, এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বহুল নিদ্রা ও অক্ষক্রীড়ায় রত হয়।

(৫) চন্দ্র রবির অংশে থাকিয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, জাতশিশু ক্রোধী ; শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, পাপী ও প্রাণীহন্তা ; মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনী ও রাজপূজিত ; বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজা অথবা রাজমন্ত্রী ; শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, মৃতাপত্য এবং বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, দৈবজ্ঞ ও উপকথাকথক হয়।

(৬) চন্দ্র বৃহস্পতির অংশে থাকিয়া বৃহস্পতি কর্তৃক যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, জাত সন্তান বিষচিকিৎসক ও কীর্ত্তিমান ; শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভোগী ; বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজপ্রিয় ; মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে, শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ; রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বৃথাপবাদভাগী এবং শনি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, নীচপ্রকৃতি হয়।

(৭) চন্দ্র যদি শনির অংশে থাকিয়া শনি কর্তৃক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, জাতসন্তান মৃতপুত্রক ; রবি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, ব্যাধি-

গ্রস্থ ও কদাকার; মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে, সৌভাগ্যহীনপত্নীর পতি; শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, যুবতীপ্রিয়; বুধ কর্তৃক লক্ষিত হইলে, নষ্টচরিত্র এবং বৃহস্পতি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, সুকর্ম্মনিরত হয়।

দ্রষ্টব্য। বর্গোত্তম স্থানে স্থিত চন্দ্র, রব্যাদি গ্রহ কর্তৃক লক্ষিত হইলে, পূর্ণ, স্বকীয়াংশে থাকিলে মধ্য ও পরকীয় নবাংশে থাকিলে অল্প ফল প্রদান করে। *

দ্বাদশ রাশিস্থ মঙ্গল গ্রহের ফল।

(১) মঙ্গল মেষরাশিতে থাকিলে, সাহসী, দাতা, বহুপুত্র ও বহুপত্নী সম্পন্ন;

(২) বৃষরাশিতে থাকিলে, কুৎসিতদার, বেশ্যানিরত ও ধনাপহারী;

(৩) মিথুনরাশিতে থাকিলে বিনীত, কাব্যরসজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও পরিব্রাজক;

(৪) " কর্কটরাশিতে থাকিলে, পরগৃহবাসী, হীনমনা ও দরিদ্র;

(৫) " সিংহরাশিতে থাকিলে, সঞ্চয়ী, সাংসারী, ব্যাঘ্রসর্পাদিপশুঘাতক ও প্রথমপত্নী বিযুক্ত;

(৬) " কন্যারাশিতে থাকিলে, রতি, গীত ও ধনসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যয়শীল;

(৭) " তুলারাশিতে থাকিলে, কৃপণ, ভাগ্যবান্, সঞ্চয়ী, মদ্য ও বেশ্যায় অপরিমিত ব্যয়ী;

(৮) " বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, চৌরপতি, অসচ্চরিত্র ও ব্রণক্লিষ্ট;

(৯) " ধনু রাশিতে থাকিলে, নিষ্ঠুরবাক্যভাষী, বিষণ্ণ ও পরাধীন;

(১০) " মকররাশিতে থাকিলে, স্থূলদেহ, সুখী, উপার্জ্জনশীল, লোকচিত্তহারক ও সুশীল;

(১১) " কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, প্রণয়হীন, জ্ঞাতিবিবাদী, পানাসক্ত দ্যূতকর্ম্মজীবি ও মিথ্যাবাদী এবং

---

* গ্রহ দৃষ্টির দ্বারা চন্দ্রের রাশিস্থিতির ফল পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে, যদি, অংশপতি গ্রহ বলশালী হয়, তাহা হইলে সেই সকল ফলের বিরোধ ঘটে।

(১২) " মীন রাশিতে থাকিলে, প্রবাসী, হৃতসর্ব্বস্ব, অসাধু, কুৎসিত অপ...
ও দ্বিজসেবী হয়।

গ্রহগণের গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল।

১। (ক) মঙ্গল স্বীয় গৃহে অর্থাৎ মেষ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদার প্রকৃতি ও মাতৃহীন;
(খ) " চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরস্বগ্রহণ নিপুণ ও দেবভক্ত;
(গ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দ্বেষ্টা ও বেশ্যারত;
(ঘ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অনুপম গুণবান্ ও ধনী;
(ঙ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রৈণ ও মিত্রহীন এবং
(চ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীচস্ত্রীহরণকারীওনির্দ্দয় হয়।

২। (ক) মঙ্গল শুক্র গৃহে অর্থাৎ বৃষ রাশিতে থাকিয়া, রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীজিত ও ধীরস্বভাব;
(খ) " চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বহুরমণী প্রিয় ও মাতার অপ্রিয়;
(গ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কলহপ্রিয় এবং কদর্য্যপত্নীক;
(ঘ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুশ্রী, সৌভাগ্যযুক্ত ও গীতজ্ঞ;
(চ) " শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজপ্রিয়, বিখ্যাত ও সুখী এবং
(ছ) " শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনবান্, ধীমান্ সুখী হয়।

৩। (ক) মঙ্গল বুধের গৃহে অর্থাৎ মিথুন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান্ ও সুখী;
(খ) " চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীধনসম্পন্ন ও সুখী;
(গ) " বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, গণিতকুশল, বহুভাষী ও মিথ্যাবাদী;
(ঘ) " বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে' রাজসেবী ও বিদেশগামী;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সমৃদ্ধিশালী, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চপল ও দরিদ্র হয়।

৪। (ক) মঙ্গল চন্দ্রের গৃহে অর্থাৎ কর্কটরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, তেজস্বী ও পিত্তরোগকম;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পাপী ও স্বজনত্যাগী;
(গ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কৃষ্ণবর্ণ ও লজ্জাহীন;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান্, ত্যাগশীল ও ভোগ বিরহিত;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা ধননাশকারী, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনশালী, নদীতটবাসী ও কমনীয় মূর্ত্তি হয়।

গ্রহগণ গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল।

৫। (ক) মঙ্গল রবির গৃহে অর্থাৎ সিংহ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, তোষামোদ প্রিয়, উগ্র ও বন্ধুযুক্ত;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মাতৃ অনিষ্টকারী, স্ত্রীধনযুক্ত ও ধীমান;
(গ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শিল্পী, লোভী, কাব্যরসজ্ঞ ও দক্ষ;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজপণ্ডিত, নৃপসমীপবর্ত্তি ও শ্রেষ্ঠ;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রী প্রিয় ও ভোগযুক্ত এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বৃদ্ধাকৃতি, নির্ধন ও পরগৃহভ্রমনশীল হয়।

৬। (ক) মঙ্গল বৃহস্পতির গৃহে অর্থাৎ তুলা কিম্বা মীন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সর্ব্বজনপূজ্য ও স্বরূপ;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিকল দেহ, কলহকারী ও রাজদ্রোহী;
(গ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মেধাবী, শিল্পী ও পণ্ডিত;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুন্দরী কন্যাযুক্ত ও সুখী;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদ্ধত প্রকৃতি ও বিষয়ী এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মূর্খ, অসুখী ও কদাকার হয়।

৭। (ক) মঙ্গল শনির গৃহে অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে; কৃষ্ণবর্ণ, বহু পত্নীপুত্র যুক্ত ও বলী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শ্রীমান্, ধনী ও ভোগী;
(গ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধুরভাষী, মিথ্যাবাদী ও কপটী;

(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রূপবান ও দীর্ঘায়ু;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কলহপ্রিয় ও স্ত্রীপোষণ রত এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীদ্বেষী ও বহুসন্ততি বিশিষ্ট হয়

দ্বাদশ রাশিস্থ বুধ গ্রহের ফল।

(ক) বুধ মেষরাশিতে থাকিলে, প্রতারক, সঙ্গীতজ্ঞ অসত্যবাদি, মিথ্যাসাক্ষীদাতা, রতিপ্রিয় ও বহুভোজী;
(খ) বুধ বৃষ রাশিতে থাকিলে, দাম্ভিক, রতিশীল, দাতা ও খ্যাতিমান্;
(গ) „ মিথুন রাশিতে থাকিলে, কবি, স্বাধীন, বহুপুত্রমিত্রযুক্ত, মানী;
(ঘ) „ কর্কট রাশিতে থাকিলে, চপল, রতি ও গৃহে আশক্তি যুক্ত;
(ঙ) „ সিংহ রাশিতে থাকিলে, মিথ্যাবাদী, ভ্রাতৃঘাতী, সন্ততিহীন ও অল্পশ্রবণ শীল;
(চ) „ কন্যা রাশিতে থাকিলে, বিজ্ঞান ও শিল্পনিরত, সুন্দরী স্ত্রীযুক্ত, দাতা ও বিনয়ী;
(ছ) „ তুলা রাশিতে থাকিলে, বাক্‌চাতুর্য্যশালী, বণিক, অমিতব্যয়ী;
(জ) „ বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, মূর্খ, লোভী, ধনবান্ ও বারাঙ্গনাসেবী;
(ঝ) „ ধনু রাশিতে থাকিলে, দাতা, বাক্‌পটু ও মেধাবী;
(ঞ) „ মকর রাশিতে থাকিলে, মূর্খ, যণ্ডপ্রকৃতি, অসত্যভাষী ও পরকর্ম্মকারী এবং নিন্দিত;
(ট) কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, অশুচি, ক্লীব ও নির্লজ্জ এবং
(ঠ) মীন রাশিতে থাকিলে, পরিহাসরসিক, সন্তানহীন, দরিদ্র ও দেবানুরক্ত হয়।

গ্রহগণ গৃহস্থিত বুধের ফল।

১। (ক) বুধ মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ কিম্বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সত্যবাদী ও সুখী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীচিত্তহারী ও সঙ্গীতকুশল;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মিথ্যাপ্রিয় ও অতি ধনী;

(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুকেশ ও পাপাত্মা;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চতুর, বিশ্বাসী ও স্ত্রীপুত্রযুক্ত এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্বজনহীন ও অতি দুঃখী হয়।

২। (ক) বুধ শুক্র গৃহে অর্থাৎ তুলা কিম্বা বৃষরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রুগ্নদেহ, দরিদ্র ও লোকবলী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিশ্বাসী, ধনী ও ভক্তিমান্;
(গ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কবি ও ভোগী;
(ঘ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শোকসন্তপ্ত, ব্যাধিযুক্ত ও মলিনদেহ;
(ঙ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিষয়পরিত্যক্ত ও শত্রুগ্রস্থ এবং
(চ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, খ্যাতিমান্, প্রাজ্ঞ ও দেশনায়ক হয়।

৩। (ক) বুধ স্বগৃহে অর্থাৎ কন্যা কিম্বা মিথুন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মধুরভাষী, স্পষ্টবাদী ও রাজপ্রিয়;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাচাল, কলহরত ও শত্রুবৎসল;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মলিনদেহ, প্রতিভাসম্পন্ন ও রাজভৃত্য;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদারপ্রকৃতি ও ঐশ্বর্য্যশালী;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পণ্ডিত ও নীচাঙ্গনাসক্ত এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিনীত ও পরিচ্ছদ সমৃদ্ধি যুক্ত হয়।

৪। (ক) বুধ চন্দ্রের গৃহে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুশীল ও স্থপতিকার্য্যকুশল;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতী নিমিত্ত দুঃখিত ও অসুখী;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অল্পবিদ্যা, মুখর, মিথ্যাবাদী ও তস্কর;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মেধাবী, বিদ্বান্ ও ভাগ্যযুক্ত;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, গীতবাদ্যকুশল, ললিতদেহী এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পাপী, ভ্রাতৃদ্বেষী ও বন্ধনভাগী হয়।

৫। (ক) বুধ রবির গৃহে অর্থাৎ সিংহরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, হিংস্র ও চঞ্চল;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চপল, সুরূপ ও কাব্যসঙ্গীত রত;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীচাশয়, অচতুর ও নপুংসক;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনৈশ্বর্য্যযুক্ত, পণ্ডিত ও স্বতন্ত্র;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, প্রিয়ম্বদ, ধনি, রূপবান্ এবং
(চ) শনিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ব্যাধিযুক্তদেহ, ঘর্ম্মগন্ধযুক্ত ও কদাকার হয়।

৬। (ক) বুধ বৃহস্পতির গৃহে অর্থাৎ ধনু কিম্বা মীন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, প্রমেহপীড়িত ও শান্ত;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লেখকবৃত্তি বিশিষ্ট, বিশ্বাসী ও সুখী;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ধনহীন ও কর আদায়কারী;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্মৃতিমান ও ধনবঞ্চক;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, সুরূপ ও আচার্য্য, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বহুভোগী, ও কার্য্যনষ্টকারী হয়।

৭। (ক) বুধ শনির গৃহে অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মূর্খ, অতিসাররুগ্ন ও প্রিয়প্রতিমিষ্টুর;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ঔষধী বণিক, ভীরু, রূপহীন;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, সুবুদ্ধি, অলস ও লজ্জাশীল;
(ঘ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ধনমান্য সম্পন্ন ও সুখী;
(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বন্ধুহীন, কামার্ত্ত ও বহুপুত্রোৎপাদক;
(চ) শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, পাপী, দীন ও পরকর্ম্মকারী হয়।

দ্বাদশ রাশিস্থ বৃহস্পতি গ্রহের ফল।

(ক) বৃহস্পতি মেষ রাশিতে থাকিলে, কর্ম্মঠ, বক্তা, হিংস্রক ও ক্রূর;
(খ) „ বৃষ রাশিতে থাকিলে, স্বদারানুরক্ত, তার্কিক, বিনীত ও ভিষক্;
(গ) মিথুন রাশিতে থাকিলে, বাগ্মী, কবি ও ক্রিয়াশীল;
(ঘ) „ কর্কট রাশিতে থাকিলে, বিদ্বান, ধনেশ, ধর্ম্মপ্রিয় ও সুরূপ;

(ঙ) „ সিংহ রাশিতে থাকিলে, স্নেহসমৃদ্ধিসম্পন্ন, ক্রোধী;

(চ) „ কন্যা রাশিতে থাকিলে, মেধাবী, চিত্রকর, দাতা, পুষ্পপ্রিয় ও ধার্ম্মিক;

(ছ) „ তুলা রাশিতে থাকিলে, বিনীত, নটনর্ত্তনেধনী ও ভ্রমণশীল;

(জ) „ বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, পত্নী ও অল্পপুত্রযুক্ত, দুষ্টদমনকারী;

(ঝ) „ ধনু রাশিতে থাকিলে, ব্রতদীক্ষার আচার্য্য, অসঞ্চয়ী, দেশমান্য ও সুহৃদানুরক্ত;

(ঞ) „ মকর রাশিতে থাকিলে, শ্রমক্লেশসহিষ্ণু, মূর্খ, নিস্ব ও ভীরু;

(ট) কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, খল, অসাধু, নৃশংস, লোভী ও গুরু-স্ত্রীগামী এবং

(ঠ) „ মীন রাশিতে থাকিলে, সদানন্দ, ও ব্যবহারজীবী হয়।

গৃহগণ গৃহস্থিত বৃহস্পতির ফল।

১। (ক) বৃহস্পতি মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মিথ্যাভীরু ও খ্যাতিপরায়ণ;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বহুরত্নস্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নীতিবিনয়সম্পন্ন, ধনী ও কুৎসিত-পত্নিক;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মিথ্যাবাদী, পাপী, কপটী ও মেধাবী;

(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মতিমান, গৃহযুবতীসম্পন্ন ও ভীরু এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, উগ্র, লোভী, সাহসী ও অস্থির-সন্তান বিশিষ্ট হয়।

২। (ক) বৃহস্পতি শুক্রের গৃহে অর্থাৎ বৃষ বা তুলা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, রাজসচিব, পণ্ডিত ও ধনী;

(গ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অতিধনী, মধুরভাষী ও ভোগী;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বালাস্ত্রীপ্রিয়, (ষোড়শী প্রিয়) প্রাজ্ঞ, ধনী ও সুখী;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, চতুর, বিদ্বান্, বিভবযুক্ত ও সুশীল;

(ঙ) শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, মলিনদেহ, ধনবান, এবং
(চ) শনি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, নগরবাসীর প্রধান, ধনবান, ও কুৎসিত ভার্য্যান্বিত হয়।

৩। (ক) বৃহস্পতি বুধের গৃহে অর্থাৎ মিথুন কিম্বা কন্যা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, পুত্রদারাধনবন্ধুযুক্ত;
(খ) চন্দ্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, মাতৃভক্ত, ব্যয়কুণ্ঠ ও সুকৃতিসম্পন্ন;
(গ) মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে, সমরজয়ী, লোকপূজ্য ও ধনী;
(ঘ) বুধ কর্তৃক লক্ষিত হইলে অতিকর্কশভাষী, বহুপুত্র ও মানী;
(ঙ) শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, দেবল বেশ্যানুরক্ত, রমনীরঞ্জন এবং
(চ) শনি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, গ্রামাধিপতি ও স্বতন্ত্র হয়।

৪। (ক) বৃহস্পতি চন্দ্র গৃহে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করিয়া রবি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, দারাহীন ও শেষবয়সে ধনবান;
(খ) চন্দ্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, ধনবাহনসম্পন্ন ও উত্তম পত্নী যুক্ত;
(গ) মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে, শৈশবে বিবাহিত, পণ্ডিত ও ব্রণযুক্ত গাত্র;
(ঘ) বুধ কর্তৃক লক্ষিত হইলে, বন্ধু ও মাতৃধনে ধনী, বিবাদকুশল, নিষ্পাপ ও বিশ্বাসশীল;
(ঙ) শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, ভাগ্যবান, ঐশ্বর্য্যশালী এবং
(চ) শনি কর্তৃক লক্ষিত হইলে বাচাল, বৃদ্ধ বয়সে দীনভোগযুক্ত হয়।

৫। (ক) বৃহস্পতি রবির গৃহে অর্থাৎ সিংহ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্তৃক লক্ষিত হইলে, নৃপতি, সাধুসেব্য, ধনী ও সুন্দর স্বভাব;
(খ) চন্দ্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, কৃশদেহ, স্ত্রীধনেধনী ও ভীতচিত্ত;
(গ) মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে, সাধু, গুরুসমীপে সত্যবাদী ও ক্রুর;
(ঘ) বুধ কর্তৃক লক্ষিত হইলে, বিজ্ঞানবিৎ ও শ্রেষ্ঠ;
(ঙ) শুক্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে, স্ত্রীপ্রিয়, সত্ত্ববান এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মধুরভাষী, সাহসী, দেবীবৎ স্ত্রী ও ভোক্তা হয়।

৬। (ক) বৃহস্পতি স্বগৃহে অর্থাৎ মীন বা ধনু রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সন্তপ্ত ও ধনবন্ধুহীন;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ঐশ্বর্য্যশালী, ধনগর্ব্বিত ও সুখী;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নষ্টপরিবার ও ক্রূর;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, নৃপতি বা মন্ত্রি, পুত্র ও ধর্ম্মযুক্ত ও হৃষ্ট;

(ঙ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পণ্ডিত, চরিত্রবান, দীর্ঘায়ু ও শ্রীমান এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে, কৃষ্ণবর্ণ, ভীরু, দীন ও ইষ্টবিহীন হয়।

৭। (ক) বৃহস্পতি শনির গৃহে অর্থাৎ মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পণ্ডিত, লোকজয়ী ও ভোগী;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পিতৃমাতৃভক্ত, ধনী, প্রাজ্ঞ ও দাতা;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও খ্যাতিযুক্ত;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রতিজ্ঞ, ধনমানযুক্ত ও পণ্ডিত;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অন্নধনবান ও পরগৃহস্থায়ী;

(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদ্বান্ ও ধানবান এবং

(ছ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কৃষ্ণবর্ণ, কুসঙ্গকারী ও ধূর্ত্ত হয়।

দ্বাদশ রাশিস্থ শুক্রগ্রহের ফল।

(ক) শুক্র মেষ রাশিতে থাকিলে পরাঙ্গনাচৌর, দোষী, নীচ, বিশ্বাসী ও দাম্ভিক;

(খ) " বৃষ রাশিতে থাকিলে, দাতা, কৃষিজীবী, সুশ্রী, বহুপুত্রবান ও পরোপকারী;

(গ) " মিথুন রাশিতে থাকিলে, বাচাল, দৈবজ্ঞিজ্ঞানুরক্ত ও স্নেহবান;

(ঘ) " কর্কট রাশিতে থাকিলে, রতিরত, দয়ালু, পণ্ডিত, মদ্যপ ও নীতিবান ;

(ঙ) " সিংহ রাশিতে থাকিলে, দুঃখী, পরোপকারী, গুরুদ্বেষী ও বন্ধুপ্রিয় ;

(চ) " কন্যা রাশিতে থাকিলে, ক্ষুদ্রচেতা, প্রণয়ী, স্ত্রীদুষ্ট ও মৃদু ;

(ছ) " তুলা রাশিতে থাকিলে, আর্য্য, ভাগ্যবান, সৎকর্ম্মকারী ও শ্রমার্জ্জিত অর্থশালী ;

(জ) " বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, শঠ, নিষ্ঠুর, দরিদ্র, গুপ্তরোগগ্রস্ত ;

(ঝ) " ধনু রাশিতে থাকিলে, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, লোকপ্রিয় ও কবি;

(ঞ) শুক্র মকর রাশিতে থাকিলে, কাশরোগী, ক্লীব, বঞ্চক, মূর্খ ও ক্লেশসহিষ্ণু ;

(ট) " কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, পরস্ত্রীগামী, পুত্রদ্বেষী ও সন্তুষ্ট এবং

(ঠ) " মীন রাশিতে থাকিলে, শ্রেষ্ঠ ও রাজপ্রিয় হয়।

গ্রহগণ গৃহস্থিত শুক্রের ফল।

১। (ক) শুক্র মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ কিম্বা বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীজন্যদুঃখী, এবং প্রায় নৃপতি তুল্য ;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, উদ্ধত, কামাতুর ও অধমযুবতীভর্ত্তা ;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনমানসুখহীন ও মলিনবেশধারী ;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মূর্খ, অনার্য্য, বন্ধুস্ত্রীগামী, চৌর, ও দুর্বিনীত ;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিনয়ী, সুপুত্রজনক এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কৃষ্ণকায় ও চৌর হয়।

(ক) শুক্র স্বগৃহে অর্থাৎ বৃষ কিম্বা তুলা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনমন্ত্রীসম্পন্ন ;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, সুখী, ধার্ম্মিক ও সহায়হীন ;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দুঃশীলাস্ত্রীর ভর্ত্তা, কর্ম্মবশ্য ;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুভাষী, বিষয়বুদ্ধিরত ও বিখ্যাত;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধন, গৃহ, স্ত্রী ও ছত্রভোগী, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইলে, দুঃশীল, অসতীপতি ও ব্যাধি-যুক্ত দেহ হয়।

৩। (ক) শুক্র বুধের গৃহে অর্থাৎ মিথুন কিম্বা কন্যা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পিতৃকৃত্যদ্বেষী, ধনী ও সুখী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুকেশনেত্র ও মৃদু;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, কামার্ত্ত এবং তজ্জন্য ধননাশকারী;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, পণ্ডিত, মধুরভাষী ও ধনী;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দুঃখিত ও প্রাজ্ঞ, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, খল, লম্পট ও মূর্খ হয়।

৪। (ক) শুক্র, চন্দ্রের গৃহে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, ধনমুক্তা-রাজতনয়া ভোগী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সর্ব্বাগ্রে কন্যার জন্মদাতা, বহুপুত্রযুক্ত ও মলিনদেহী;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীজন্য দুঃখী ও ধনহীন;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদুষীভার্য্যাযুক্ত ও জ্ঞানী;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনপুত্রবাহনযুক্ত ও রাজপ্রিয়, এবং
(চ) শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, স্ত্রীনির্জ্জিত, পণ্ডিত, চপল, কদাকার ও সাহসী হয়।

৫। (ক) শুক্র রবির গৃহে অর্থাৎ সিংহ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ঈর্ষান্বিত, কন্যাবৎসল, কামার্ত্ত ও যুবতীধনধনী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মতিমান ও ধনি;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, রাজপুরুষ, ধনবান, পরদাররত;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লোভী, স্ত্রীলোলুপ, পরদারহারী, শঠ;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাহনধনযুক্ত ও বহুস্ত্রীক, এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, খ্যাত, ধনী, দুষ্টপুত্রান্বিত ও বেশ্যা-সেবী হয়।

৬। (ক) শুক্র বৃহস্পতির গৃহে অর্থাৎ ধনু বা মীন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ক্রূর, পণ্ডিত ও বিদেশবাসী;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লুব্ধ ও দুর্ম্মুখ;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীদ্বেষী ও সুখী;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধন ও বাহনভোগী;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পুত্রকলত্রযুক্ত, ধনী, এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রুগ্ন ও ধনবান হয়।

৭। (ক) শুক্র শনির গৃহে অর্থাৎ মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বীর্য্যবান ও বন্ধু উপকারী;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, তেজস্বী, সুরূপ ও সুতনু;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রুগ, শ্রমতপ্ত ও শেষবয়সে সুখী;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সুমূর্ত্তি, গীতজ্ঞ ও সুপত্নিযুক্ত;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এবং

(চ) শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্থভোগযুক্ত ও মলিনাঙ্গ হয়।

দ্বাদশরাশিস্থ শনিগ্রহের ফল।

(ক) শনি মেষরাশিতে থাকিলে, নিষ্ঠুর, মিত্রদ্রোহী, ধনহীন ও নিন্দিত;

(খ) „ বৃষরাশিতে থাকিলে, দরিদ্র, বৃদ্ধাস্ত্রীভোগী, মনোহারী, দরিদ্র, পরস্ত্রী-ভৃত্য ও কুৎসিত স্ত্রীসম্পন্ন;

(গ) „ মিথুনরাশিতে থাকিলে, শ্রমকাতর, নাস্তিক ও কূটনীতিজ্ঞ;

(ঘ) „ কর্কটরাশিতে থাকিলে, পণ্ডিত, মাতৃহীন, বাল্যে রুগ্ন ও মৃদু;

(ঙ) „ সিংহ রাশিতে থাকিলে, বিপন্ন, আত্মীয়হীন ও পথভ্রান্ত;

(চ) „ কন্যা রাশিতে থাকিলে, শঠ, বেশ্যাশক্ত ও পরোপকারী;

(ছ) „ তুলা রাশিতে থাকিলে, তপস্বী, কুলটাপতি ও সাধু;

(জ) „ বৃশ্চিক রাশিতে থাকিলে, লোকদ্বেষী, লোভী, পরধনহারী ও ব্যাধিগ্রস্থ;

(ঝ) „ ধনু রাশিতে থাকিলে, ব্যবহারকুশল, পুত্রজন্য খ্যাত, ও অল্প বাক্যভাষী;

(ঞ) „ মকর রাশিতে থাকিলে, পরস্ত্রীলুব্ধ, সরলতাহীন, শিল্পী;

(ট) „ কুম্ভ রাশিতে থাকিলে, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, কপট, বঞ্চক, কর্কশভাষী, এবং

(ঠ) „ মীন রাশিতে থাকিলে, যজ্ঞপ্রিয়, বিনয়ী, বিনীত, ধার্ম্মিক ও শান্ত হয়।

গ্রহগণ গৃহস্থিত শনির ফল।

১। (ক) শনি মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ কিম্বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত, গোধনযুক্ত, পুণ্যবান;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চপল, নীচপ্রকৃতি, বারাঙ্গনাশক্ত;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, প্রাণী হিংসক, মদ্যপ, চৌরপ্রধান;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মিথ্যাবাদী, তস্কর, যথেচ্ছাচারী, অসুখী;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মন্ত্রণাকুশল, সুখী, এবং

(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধূর্ত্ত, বঞ্চক, পরস্ত্রী ও বেশ্যাশক্ত হয়।

২। (ক) শনি শুক্রের গৃহে অর্থাৎ বৃষ বা তুলা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্পষ্টবাক্যভাষী, বিদ্বান; পরান্নভোজী;

(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরিবারান্বিত, পূজ্য ও যুবতীধনধনী;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনজনবেষ্টিত, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী;

(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সদাহাস্যযুক্ত, যুবতীবশ্য, নীচপ্রকৃতি;

(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অন্যের বিপদে বিপন্ন, দাতা, উৎসাহী, এবং

(চ) শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মদ্যপায়ী, রাজপ্রিয় ও রত্নবান হয়।

৩। (ক) শনি বুধের গৃহে অর্থাৎ মিথুন কিম্বা কন্যা রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অসুখী, ধার্ম্মিক, অক্রোধী ও ধীর ;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীধনে ধনবান ;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, অতিমূর্খ, ধনহীন ও ভারবাহী ;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইলে, ধনী, বিদ্যাচার্য্য, সংগীতকুশল ;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, গুপ্তগুণজ্ঞ, সাধু, এবং.
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীলোকের প্রিয় হয়।

৪। (ক) শনি চন্দ্রগৃহে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাল্যকালে পিতৃহীন, পাপাত্মা, ধনজনবর্জ্জিত ;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ভ্রাতৃপীড়ক, ধনী, জন্মকালে মাতার অনিষ্টকারী ;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিকলদেহী, রাজদত্ত বিষয়সম্পন্ন ;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নির্দ্দয়, অতিবক্তা ও দাম্ভিক ;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বাল্যকালে গৃহভাগ্যযুক্ত, ধনী ও দয়ালু, এবং
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিলাসসুখরহিত হয়।

৫। (ক) শনি রবিগৃহে অর্থাৎ সিংহ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মিথ্যাবাদী, কৃশ, অনার্য্যভাব সম্পন্ন ;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, কীর্ত্তিমান ও যুবতীভাজন ;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, পাপী, চৌর, ভাগ্যপুত্রহীন ;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, ধনহীন, অলস ও দরিদ্র ;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিশ্বাসী সুশীল ও পুত্রবান, এবং
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যুবতীদ্বেষী, ধনী, সুখী ও শান্ত হয়।

৬। (ক) শনি বৃহস্পতির গৃহে অর্থাৎ ধনু বা মীন রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পরপুত্রের পিতা ও ধনী ;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, মাতৃহীন, অসচ্চরিত্র, পুত্র ও ধনসম্পন্ন ;

(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লোকদ্বেষী, নীচস্বভাব ও অতি নিন্দিত-চরিত্র;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অধ্যাপক, ধনী, সুকায় ও সুখী;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজতুল্য, নিরাপদ, এবং
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিমাতৃযুক্ত, বনপ্রিয় ও ধনবান হয়।

৭। (ক) শনি স্বগৃহে অর্থাৎ মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রোগী, কুৎসিত ভার্য্যাসম্পন্ন, পরান্নভোজী, দুঃখসহিষ্ণু ও মিথ্যাবাদী;
(খ) চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চপল, মিথ্যাপ্রিয়, পাপী ও ধনী;
(গ) মঙ্গল কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে, বলী, বিখ্যাত, গুণবান, সাহসী ও ক্রোধী;
(ঘ) বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিকটাকার, নিন্দিত, বিভবযুক্ত ও বায়ুরোগরুগ্ন;
(ঙ) বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজতুল্য, দীর্ঘায়ু, নিরোগ, এবং
(চ) শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, আশ্রয়হীন, পরদাররত, ধনী ও সুখী হয়।

গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশভাব ফল।

১। রবি।

১।—রবি শয়নভাবে থাকিলে, শ্লীপদী, পিত্ত, মন্দাগ্নি ও গুহ্যরোগী;
(খ) " উপবেশনভাবে থাকিলে, শ্যামকায়, পরদ্বেষী, দুঃখী ও শিল্পী;
(গ) " নেত্রপাণিভাবে থাকিলে, ক্রুর ও জলদোষরোগী;
ঐ ভাবস্থ রবি লগ্নের ৫মে, ৯ম, ৭ম ও ১০ম স্থানগত হইলে জাতক সর্ব্বসুখযুক্ত হয়।

(ঘ) „ প্রকাশন ভাবে থাকিলে, নেত্ররোগী, ক্রোধী, পরদ্বেষী ও ধনী;

ঐ ভাবস্থ রবি লগ্নের ৫ম বা ৭ম স্থানে আসিলে দাতা, রাজতনয় ও মানী হয়।

(ঙ) „ গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে, ক্রুর, নিদ্রালু, কুবুদ্ধি, কৃপণ ও পারদারিক;

(চ) „ গমন ভাবে থাকিলে, প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র হীন ও পাদরোগরুগ্ন;

(ছ) „ সভাবসতি ভাবে থাকিলে, স্ত্রৈণ, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, মানী;

(জ) „ আগমন ভাবে থাকিলে, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দুক ও নির্দ্দয়;

(ঝ) „ ভোজন ভাবে থাকিলে, মাংসলোভী, সদাচারী ও দাম্ভিক;

(ঞ) „ নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে, জন্মরোগী, পণ্ডিত ও রাজপূজ্য;

(ট) „ কৌতুক ভাবে থাকিলে, উৎসাহী, কৌতুকী, দাতা, ধনী, এবং

(ঠ) „ নিদ্রাভাবে থাকিলে, নিদ্রালু, প্রবাসী, পরনিন্দুক ও ক্রোধী হয়।

২। চন্দ্র।

২। (ক) চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে, ক্রোধী, লম্পট, দরিদ্র, আলস্যযুক্ত ও গুহ্যরোগী;

(খ) „ উপবেশনভাবে থাকিলে, নিন্দুক, ধনহীন ও পিত্তশূলরোগী;

(গ) „ নেত্রপাণিভাবে থাকিলে, নেত্ররোগী, বহুভাষী, ক্রুর ও খল;

(ঘ) „ প্রকাশনভাবে থাকিলে, ধনী, কৃপণ ও স্থূলদেহী;

(ঙ) „ গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে, মায়াবী, শ্লীপদী (গোদা), ও ধনহীন;

(চ) „ গমনভাবে থাকিলে, নির্ধন, প্রবাসী, দন্ত ও শিরোরোগী;

(ছ) „ সভাবসতিভাবে থাকিলে, দাতা ধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ;

(জ) „ আগমনভাবে থাকিলে, শান্ত, বহুভাষী, দ্বিভার্য্যাযুক্ত, দুঃখী ও একপুত্রক;

(ঝ) „ চন্দ্র ভোজনভাবে থাকিলে, লোভী, দাতা, কৃশ ও রুগ্ন ;

(ঞ) „ নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে, ধার্ম্মিক, দাতা ও ধনী ;

(ট) „ কৌতুকভাবে থাকিলে, বিদ্বান ও সুখী, এবং

(ঠ) „ নিদ্রাভাবে থাকিলে, দদ্রুরোগী, পুত্রশোকসন্তপ্ত ও দুঃখী হয়।

এই ভাবস্থ চন্দ্র ৯ম বা ১০ স্থান স্থিত হইলে জাতক চিরসুখী হয়।

মঙ্গল।

৩। (ক) মঙ্গল শয়নভাবে থাকিলে, কৃপণ, লম্পট, পণ্ডিত ও সুখী ;

(খ) „ উপবেশনভাবে থাকিলে, পাপী, নিষ্ঠুর, দরিদ্র ও অবশ্য ;

দ্রষ্টব্য। উপবেশনভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে ঐ ফল হয়, এবং ধর্ম্ম স্থানে (অর্থাৎ ১০ম স্থানে) থাকিলে, পুত্রকলত্রের নিধন ঘটে।

(গ) „ নেত্রপাণিভাবে থাকিলে, নেত্ররোগী, স্ত্রীপুত্রত্যক্ত ও দরিদ্র ;

দ্রষ্টব্য। লগ্নের ২য় ও ৭ম স্থানে মঙ্গল থাকিলে, ভূজীব্রি ও মৃতপত্নিক হয়।

(ঘ) „ প্রকাশনভাবে থাকিলে, ধনী, ঊর্দ্ধ হইতে পতিত, ক্ষণসুখী ;

দ্রষ্টব্য। প্রকাশন ভাবে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে তাহার সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে।

(ঙ) „ গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে, প্রবাসী কুকর্ম্মরত ও ধনহীন ;

(চ) „ গমনভাবে থাকিলে, দুঃখী, কুষ্ঠরোগী, তেজস্বী, স্ত্রীবশীভূত ও নেত্ররোগী ;

দ্রষ্টব্য। গমনভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে থাকিলে এই ফল ফলিবে। অন্যত্র অন্যরূপ ফল।

(ছ) „ সভাবসতিভাবে থাকিলে, ধার্ম্মিক, সম্পত্তিশালী, দাতা ও শীরোরোগী ;

দ্রষ্টব্য। এই ভাবস্থ মঙ্গল সুতস্থানে থাকিলে, তাহার পুত্র নষ্ট হয়। ৯ম বা ৫ম স্থানে থাকিলে অধার্ম্মিক হয়।

(জ) „ আগমন ভাবে থাকিলে, খঞ্জ, নীচপ্রকৃতি ও ধনী ;

দ্রষ্টব্য। এই ভাবস্থ মঙ্গল লগ্নের ১০ম স্থানে থাকিলে ভার্য্যাদ্বয়, বহুপুত্র ও বহুধনে ধনী হয়।

(ঝ) „ ভোজনভাবে থাকিলে, মাংসলোভী, ক্রূরদেহী, উৎসাহী ও ধনী;

(ঞ) „ নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে, দাতা, সুখী ও গোধনসম্পন্ন;
দ্রষ্টব্য। এই ভাবস্থ মঙ্গল লগ্নের ২য়, ৭ম ও ১০ম স্থানে থাকিলে অতিসুখ দিয়া থাকে। ৯ম বা ৮ম স্থানে থাকিলে জাত সন্তানের অপমৃত্যু ও ধর্ম্মহানী ঘটে।

(ট) „ কৌতুক ভাবে থাকিলে, পণ্ডিত, দ্বিভার্য্যাযুক্ত ও বহু কন্যা সন্তান বিশিষ্ট, এবং
দ্রষ্টব্য। লগ্নের ৫ম, ৭ম ও ৯ম স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে মঙ্গল উক্ত ফল দিয়া থাকে। কেবল ঐ তিন স্থানে ফলের বিপরীত হয়।

(ঠ) „ নিদ্রাভাবে থাকিলে, ধনহীন, মূর্খ, নরাধম ও ক্রোধী হয়।
দ্রষ্টব্য। লগ্ন, ২য়, ৩য়, ৯ম ও ১১শ স্থানে ঐ ফল হয়, বিশেষ ৯ম ও একাদশে থাকিলে বহুসুখী ও বহুপুত্র হয়।

৪। বুধ।

৪। (ক) বুধ শয়ন ভাবে থাকিলে, খঞ্জ ও ধনী;
দ্রষ্টব্য। শয়নভাবস্থ বুধ লগ্নে থাকিলে উক্ত ফল ঘটে, নতুবা দরিদ্র ও অতিলম্পট হয়।

(খ) ,, উপবেশন ভাবে থাকিলে, বাক্‌পটু, কবি ও গৌরাঙ্গ;

(গ) ,, নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে, বিদ্যাহীন, মোদ ও মৃতপুত্রক;
দ্রষ্টব্য। উক্ত ভাবে বুধ লগ্নের ৫ম স্থানে থাকিলে প্রথম পুত্র নষ্ট হয় এবং বহুকন্যা সন্তান হয়।

(ঘ) „ প্রকাশন ভাবে থাকিলে, দাতা, ধার্ম্মিক ও পুরাণবেদজ্ঞ;

(ঙ) ; গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে, বাচাল, কামুক, দুষ্টাভার্য্যাসম্পন্ন;

(চ) „ গমন ভাবে থাকিলে, জলদোষ রূগ্ন, বণিক, স্ত্রীবন্ধুবিয়োগী;

(ছ) ,, সভাবসতি ভাবে থাকিলে, ধনবান, মূর্খ ও চিররোগী;
দ্রষ্টব্য। এই ভাবস্থ বুধ ৫ম বা ১২শ স্থানে থাকিলে, বহুপুত্র ও কৃপণ এবং ৭ম স্থানস্থ হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্দ্ধর্ষ হয়।

(জ) „ আগমন ভাবে থাকিলে, ক্রূর, খল, পাপী ও মূর্খ ;

(ঝ) „ ভোজন ভাবে থাকিলে, চর্ম্মরোগী, প্রবাসী ;

(ঞ) „ নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে, ধনী, পণ্ডিত, ক্রোধী, এবং তাহার ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা হয়।

(ট) „ কৌতুক ভাবে থাকিলে, অর্শরোগী ও চর্ম্মরোগী ;

দ্রষ্টব্য। এই ভাবস্থ বুধ ৫ম বা ১০ ম স্থানে থাকিলে প্রথম পুত্র নষ্ট এবং ৯ম (ধর্ম্মস্থান) ও ১০ম কর্ম্মস্থান) স্থানে থাকিলে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে শুভ এবং

(ঠ) „ নিদ্রাভাবে থাকিলে, দুঃখী, অল্পায়ু ও বিবাদী হয়।

দ্রষ্টব্য। লগ্নে বা দশম স্থানে থাকিলেই উপরোক্ত ফল ফলিবে, নতুবা ঠিক উহার বিপরীত ফল ঘটিবে।

৫। বৃহস্পতি।

(ক) বৃহস্পতি শয়নভাবে থাকিলে, বিদ্বান, ধনী ও সুখী ;

(খ) „ উপবেশনভাবে থাকিলে দুঃখী, বহুভাষী ও রোগী ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবে বৃহস্পতি যদি, লগ্নের ২য়, ৩য়, ১১শ, ও ১২শ স্থানে থাকেন, তবে জাত সর্ব্ব গুনালঙ্কৃত হয়।

(গ) „ নেত্রপাণিভাবে থাকিলে, গৌরদেহ, ধনী ও সংসারী ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবে বৃহস্পতি লগ্নের ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ৯ম স্থানে থাকিলে গঙ্গালাভ ঘটে।

(ঘ) „ প্রকাশন ভাবে (লগ্নে বা ১০ম স্থানে) থাকিলে ধনবান;

(ঙ) „ গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে, পণ্ডিত ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ বৃহস্পতি লগ্নের ২য়, ৫ম বা ১০ম স্থানে থাকিলে, শ্যামবর্ণ, লম্পট, প্রবাসী ও পরসেবী হয়।

(চ) „ গমনভাবে থাকিলে, সাহসী, পরধনে ধনী ;

(ছ) „ সভাবসতিভাবে থাকিলে, বক্তা, ধনী, বিদ্বান ও বাগ্মী ;

দ্রষ্টব্য। বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ থাকিয়া ঐ ভাবস্থ হইলে পরস্ত্রী-ভোগী ও ধনী, এবং ৮ম বা ১২শ স্থানে থাকিলে সমস্ত নাশ ও অতি দুঃখী হয়।

(জ) ,, আগমনভাবে থাকিলে পণ্ডিত, মানী, অহঙ্কারী;

(ঝ) ,, ভোজন অবস্থায় থাকিলে মাংসাশী, কামুক ও প্রিয়ভাষী,
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ বৃহস্পতি লগ্নের ৫ম বা ৯ম স্থানে থাকিলে, পুত্রবান ধার্ম্মিক এবং ১০ স্থানে থাকিলে চিররুগ্ন হয়।

(ঞ) ,, নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে পণ্ডিত, সাত্ত্বিক, অতি ধনী;
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ বৃহস্পতি লগ্নে, ৫ম, ৯ম বা ১০ম স্থানে থাকিলে ঐ ফল ঘটিবে।

(ট) , কৌতুকভাবে থাকিলে, ধনী, ধার্ম্মিক, উৎসাহী, এবং
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ বৃহস্পতি লগ্নে, ৭ম বা ১০ম স্থানে থাকিলে, ঐ ফল ঘটিবে। অন্যস্থানে উহার ঠিক বিপরীত হইবে।

(ঠ) ,, নিদ্রাভাবে থাকিলে, কৃপণ, বহুভাষী প্রবাসী ও নেত্ররোগী হয়।
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ বৃহস্পতি যদি লগ্নের ৫ম, ৭ম বা দশম স্থানে থাকিলে, জাতকের স্ত্রীপুত্র নাশ ও লগ্নে থাকিলে দারিদ্র হয়।

৬। শুক্র।

(ক) শুক্র শয়ন ভাবে (লগ্ন হইতে ৭ম বা ১১শ স্থানে) থাকিলে জাতক সুখী ও চিরধনী, ৭ পুত্র ও কন্যার পিতা;

(খ) উপবেশন ভাবে থাকিলে, ধনী, ধার্ম্মিক;
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবে শুক্র স্বীয় তুঙ্গে (অর্থাৎ মীন রাশিতে) কিম্বা স্বীয় গৃহে (অর্থাৎ বৃষ কি তুলায়) থাকিলে স্ত্রী, পুত্র ও ধনবান এবং মেধাবী;

(গ) ,, নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে, নষ্টনেত্র;
দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবে শুক্র লগ্নের নবমে (কর্ম্মস্থানে) থাকিলে দরিদ্র এবং অন্যত্র থাকিলে দ্বিভার্য্যা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী;

(ঘ) ,, প্রকাশন ভাবে (লগ্নে, দ্বিতীয়ে, সপ্তমে বা নবমে) থাকিলে ধনী, ধার্ম্মিক ও শুদ্ধাচারী, অন্যত্র দুঃখী ও পাপী;

(ঙ) ,, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে, ভ্রাতৃনাশ, বাল্যে মাতৃহীন ও ব্যাধিগ্রস্থ;

(চ) „ গমন ভাবে থাকিলে, উৎসাহী ও তীর্থদর্শন লোলুপ;

(ছ) „ সভাবসতি ভাবে থাকিলে, ধনেশ ও শূলরোগী;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থিত শুক্র শত্রু সহ অর্থাৎ রবি কি চন্দ্র সহ কিম্বা রবি বা চন্দ্র গৃহে অর্থাৎ বৃশ্চিক বা সিংহ রাশিতে থাকিলে সর্ব্বস্বনাশ ও নানা রোগে রোগী হয়।

(জ) „ আগমন ভাবে থাকিলে, পুত্রশোকসন্তপ্ত, অতিভাষী;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থিত শুক্র যদি শত্রু গৃহগত অর্থাৎ বৃশ্চিক বা সিংহ রাশিতে আগত, কি রবি বা চন্দ্রের সহিত এক গৃহে স্থিত অথবা রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি, স্ত্রী ও পুত্রনাশ ঘটে।

ঐ ভাবস্থ শুক্র যদি লগ্নের ২য়, ৮ম বা ১০ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মানব অতি দুঃখভাজন হয়।

(ঝ) „ ভোজন ভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বণিক, শিরোরোগী, দুঃখী ও পরসেবক;

(ঞ) " নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে, বাগ্মী, কবি ও পণ্ডিত;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থিত শুক্র নীচগৃহস্থ অর্থাৎ কন্যা রাশিতে থাকিলে মূর্খ, স্বগৃহে অর্থাৎ বৃষ বা তুলায় কি তুঙ্গে অর্থাৎ মীন রাশিতে থাকিলে কামুক, মানী, ধনী ও পরনারীরত হয়।

(ট) " কৌতুক ভাবে থাকিলে, ধনী, আনন্দিত, বক্তা, বহুপুত্রযুক্ত ও কৌতুকী, এবং

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থিত শুক্র নীচ গৃহে অর্থাৎ কন্যায় থাকিলে ফলের বিপরীত হয়।

(ঠ) " নিদ্রাভাবে থাকিলে, বিকলাঙ্গ, রোগী, দরিদ্র ও স্থূলাঙ্গ হয়।

৭। শনি।

(ক) শনি শয়নভাবে থাকিলে, গুহ্যরোগী, বিকলাঙ্গ ও কোষবৃদ্ধি;

দ্রষ্টব্য। লগ্নে বা লগ্নের ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টমে ঐ ভাবে থাকিলে, বিদেশবাসী, দরিদ্র ও বিকৃতমতি হয়। লগ্নের পঞ্চম, সপ্তম,

নবম কি দশম স্থানে দশম স্থানে শনি ঐ ভাবস্থ থাকিলে, পুত্রবান, ধার্ম্মিক ও দাতা হয়।

(খ) " উপবেশন ভাবে থাকিলে, গোদা, দক্রুরোগী ও নিত্য ধননাশ;

(গ) " নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে, মূর্খ ও পণ্ডিত খ্যাতি পায়, এবং ধনী, সুভাষী, দ্বিভার্য্যাপতি ও পিতৃশূন্যরূপ হয়।

দ্রষ্টব্য। নেত্রপাণি ভাবে শনি লগ্নে বা লগ্নের দশমস্থানে থাকিলে, কৃতকার্য্য, পরদ্বেষাকর্ষী ও দুঃখী, এবং লগ্নের সপ্তম বা পঞ্চম স্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রীপুত্রবিয়োগবিধুর হয়। অন্যত্র ঐ ভাবস্থ শনিও সুখদান করে।

(ঘ) " প্রকাশন ভাবে থাকিলে, রাজমন্ত্রী, নানাগুণধন ও ধর্ম্মী;

দ্রষ্টব্য। লগ্নের সপ্তম স্থানে (অর্থাৎ জায়া স্থানে) কিম্বা লগ্নে ঐ ভাবস্থ শনি সম্পত্তি লাভের হেতু হয়।

(ঙ) " গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে, বহুপুত্রবান, ধনী, দাতা ও শ্রেষ্ঠ;

(চ) " গমন ভাবে থাকিলে, গোদা, ক্রোধী, কৃপণ ও পরনিন্দুক;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ শনি লগ্নে, বা সপ্তম, নবম, দশম কি দ্বাদশ স্থানে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার সুখী, পণ্ডিত ও ধনী হয়।

(ছ) " সভাবসতি ভাবে থাকিলে, স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ন শালী;

(জ) " আগমন ভাবে লগ্নে থাকিলে, ক্রোধী, রোগী, সর্পদষ্ট ও ভ্রাতৃনাশ ঘটে। আর লগ্নের ২য়, ৩য়, ৫ম কি ৭ম স্থানে থাকিলে পুত্র স্ত্রী ও ভ্রাতৃ সুখে সুখী এবং নবম গৃহে থাকিলে পুণ্যকার্য্যে বহুবিঘ্ন ঘটে।

(ঝ) " ভোজনভাবে থাকিলে, অর্শ ও শূলরোগী;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ শনি স্বীয় তুঙ্গে (অর্থাৎ তুলায়) কিম্বা স্বীয় গৃহে (অর্থাৎ মকর বা কুম্ভে) থাকিলে, জাতক সুখী ও নিরোগী হয়।

(ঞ) " নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে, ধনী ও ধার্ম্মিক;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ শনি লগ্নের পঞ্চম, সপ্তম, নবম কি একাদশে থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

(ট) " কৌতুকভাবে থাকিলে, বিদ্বান, ধনী, দাতা, কর্ম্মঠ ও শুদ্ধাচারী, এবং

(ঠ) " নিদ্রাভাবে থাকিলে, জাতক ধনী, পণ্ডিত, নেত্ররোগী, দ্বিভার্য্যা ও সুপুত্রবান হয়।

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ শনি যদি তুঙ্গী (তুলাস্থ), ত্রিকোণী, (লগ্নের পঞ্চম বা নবম স্থানস্থ), কেন্দ্রী (লগ, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এ সকলের যে কোন স্থানস্থ) এবং স্বগৃহী (মকর বা কুম্ভস্থ) হন্, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ফলের অন্যথা হয়।

৮। রাহু।

(ক) রাহু শয়নভাবে থাকিলে, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ, গোদা ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু জন্ম সময়ে কর্কট, সিংহ, কন্যা কিম্বা বৃষরাশিতে থাকিলে, অতুল সুখসমৃদ্ধি ঘটে।

(খ) " উপবেশনভাবে থাকিলে, কুষ্ঠরোগ ও ধনক্ষয় ;

(গ) „ নেত্রপাণিভাবে থাকিলে নেত্ররোগগ্রস্থ, স্ত্রৈণ, কুটিল, ধূর্ত্ত ও ধনী ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু লগ্নে বা সপ্তমস্থানে থাকিলে, অতি দুঃখদায়ক ও ধনক্ষয়কারী হয়।

(ঘ) „ প্রকাশন ভাবে থাকিলে, উৎসাহী, ধনী, ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদেশবাসী ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু কর্কট কিম্বা সিংহ রাশিতে থাকিলে, শিরচ্ছেদকর যোগ ঘটে।

(ঙ) " গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে, ধনপুত্র নাশক, দাতা পণ্ডিত ও ধনী ;

(চ) „ গমনভাবে থাকিলে, ক্রোধী, খল, পরনিন্দুক ;

(ছ) „ সভাবসতিভাবে থাকিলে, কৃপণ, ধার্ম্মিক, ধনী ও পণ্ডিত ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু লগ্নে, পঞ্চমে, বা দশমে থাকিলে, স্ত্রীপুত্র ও ধননাশ ঘটে।

(জ) " আগমন ভাবে থাকিলে, সর্ব্বলোকের দুঃখদাতা এবং জ্ঞাতিবন্ধুনাশকারী।

(ঝ) " ভোজন ভাবে থাকিলে, লোভী, কৃপণ, ক্রুর ও কলহপ্রিয় ;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু লগ্নে বা দশমে থাকিলে, অকলঙ্কিত বংশজাত সন্তানও পতিত ও ভ্রষ্ট বলিয়া বিখ্যাত হয়। লগ্নের সপ্তম কিম্বা দশম গৃহে ঐ ভাবস্থ রাহু পত্নিনাশ করিয়া থাকে।

(ঞ) " নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে, ধনসম্পদযুক্ত, দ্বিভার্য্যাপতি ও বহু সন্তান যুক্ত;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু লগ্নে থাকিলে, জাতক খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ অথবা অন্ধ হয়।

(ট) " কৌতুকভাবে থাকিলে, সর্ব্বগুণালয়, ধনবান্ ও পিত্তশূলরুগ্ন;

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু লগ্নের পঞ্চম, সপ্তম ও দশম ব্যতীত অন্যস্থানে থাকিলে, স্ত্রীপুত্রের অভাব নিবন্ধন কষ্ট, আর যদি ঐ রাহু তুঙ্গী (মিথুনস্থ) অথবা স্বগৃহী (কন্যাস্থ) হয়, তাহা হইলে বিবিধ সৌভাগ্য; এবং

(ঠ) ", নিদ্রাভাবে থাকিলে, শোকদুঃখাভিভূত, চিরপ্রবাসী, দরিদ্র ও পুত্রহীন হয়।

দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবস্থ রাহু পঞ্চমে বা সপ্তমে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত ফলের বিপরীত ফল, নবম বা দশমে থাকিলে গঙ্গালাভ, এবং দ্বিতীয়, একাদশ বা দ্বাদশে থাকিলে, অতি দরিদ্র হয়।

জাতচক্রের ফল।

নক্ষত্র জাতচক্রের মস্তকে থাকিলে, সুখী, রত্নবস্ত্রাদি ভোগী;

" মুখে থাকিলে, সুখভোজী, বক্তা, শ্রীমান্ ও সচ্চরিত্র;

" স্কন্ধে বংশোজ্জ্বলকারী, বলবান, উদার স্বভাব, কীর্ত্তিমান;

" বাহুতে, ক্রুর, দুষ্ট, দুরাশয়, গর্ব্বিত, প্রবাসী;

" হস্তে, সত্যমিথ্যাবাদী, কৃপণ, ধনী;

" বক্ষঃস্থলে, সুশীল, শাস্ত্রজ্ঞ;

" নাভীতে, ক্ষমাশীল, ভীরু, কলাবিৎ, উদার, ধর্ম্মপরায়ণ;

,, গুহ্যে, সুশ্রী, গীতনৃত্যবিৎ, কীর্ত্তিমান;

,, জঙ্ঘাতে, প্রবাসী, চঞ্চল, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, এবং

,, পদে, কৃষিজীবি, ভৃত্য ও অধার্ম্মিক হয়।

নক্ষত্র বিন্যাসকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, যে নিয়মের যে পর্য্যায় আছে, নক্ষত্রের সংখ্যাবিন্যাসকালে তদ্রূপ করিবে। চিত্র দৃষ্টে নক্ষত্র সংখ্যা কিসের পর কি হইবে, দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ্রহগণের গোচর ফল।

১। দ্বিতীয় ঘর জন্মরাশি এবং তৃতীয় চতুর্থাদি ঘর তৎপর রাশি বুঝিতে হইবে।

গ্রহ	জন্মরাশি	২য় রাশি	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
রবি	স্থাননাশ	ভয়	স্ত্রীলাভ	অপমান	দীনতা	শত্রুনাশ	অর্থহানী	পীড়া	দেহক্ষয়	অর্থবৃদ্ধি	স্ত্রীলাভ	বিপদ
চন্দ্র	অর্থলাভ	ধননাশ	দ্রব্যলাভ	চক্ষুরোগ	কর্ম্মহানী	ধনলাভ	স্ত্রীলাভ	মৃত্যু	রাজভয়	সুখ	ধনবৃদ্ধি	রোগ
মঙ্গল	শত্রুভয়	ঐ	অর্থলাভ	শত্রুভয়	মৃত্যু	ধনলাভ	শোক	অস্ত্রাঘাত	কর্ম্মহানী	শুভ	ভূলাভ	ঐ
বুধ	বন্ধন	ধননাশ	বধ	অর্থলাভ	পীড়া	শুভ	বিপদ	ধনলাভ	পীড়া	শুভ	অর্থলাভ	বিত্তনাশ
বৃহঃ	ভয়	ঐ	ক্লেশ	অর্থনাশ	শুভ	অশুভ	রাজপূজা	ধননাশ	ধনবৃদ্ধি	বিবাদ	ধনলাভ	পীড়া
শুক্র	শত্রুনাশ	ঐ	শুভ	ধনলাভ	পুত্রলাভ	শত্রুবৃদ্ধি	শোক	অর্থলাভ	বস্ত্রলাভ	অশুভ	ঐ	সুখ
শনি	বিত্তনাশ	ক্লেশ	ধনলাভ	শত্রুবৃদ্ধি	পুত্রনাশ	অর্থলাভ	অনিষ্ট	পীড়া	ধনহানী	মনঃপীড়া	ঐ	অনিষ্ট
রাহু	ঐ	ভয়	শুভ	শুভ	কর্ম্মহানী	শুভ	রোগ	অগ্নিভয়	মৃত্যু	শুভ	শুভ	শুভ
কেতু	অশুভ	অশুভ	ভোগ	অশুভ	হানী	সুখ	বিপদ	পীড়া	অশুভ	রাজপূজা	সম্মান	অশুভ

বিশেষ বিধি।

এই যে, যে সকল গ্রহ যে সময় ভোগ করেন, সেই ভোগ কাল ব্যাপ্য গোচর ফল প্রদান করেন না। লিখিত গোচর ফলের ন্যূনাধিক্য, এইরূপ। রবি ও মঙ্গল রাশি প্রবেশ কালে, বৃহস্পতি ও শুক্র মধ্য কালে, শনি ও চন্দ্র রাশি হইতে বিনির্গমন কালে এবং বুধ, রাহু ও কেতু সর্ব্বদা গোচর ফল প্রদান করিয়া থাকে।

নৈসর্গিকী দশার ফল।

রবির দশায় স্বর্ণ, অর্থ, মনুষ্য, চর্ম্ম, পথ, রাজা ও ক্রূরকর্ম্ম দ্বারা ধনলাভ, ভার্য্যা, পুত্র, ধন, বস্ত্র ও অগ্নি হইতে আপদ উপস্থিত এবং হৃদয় ও চর্ম্মপীড়া জন্মে।

চন্দ্রের দশায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ হইতে ধনলাভ; দধি, বস্ত্র, পুষ্প, তিল ও অন্ন— হইতে অর্থলাভ; দেবদ্বিজে ভক্তি ও জ্ঞাতির সহিত কলহ উপস্থিত হয়।

মঙ্গলের দশায় ভ্রাতা, শত্রু, মনুষ্য ও ঊর্ণা হইতে ধনলাভ ঘটে। মঙ্গল অশুভ কালে পুত্র, মিত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা, পণ্ডিত ও গুরুর সহিত বিবাদ এবং জ্বর, পিত্ত, বিকার, ও পরস্ত্রী লোভে প্রহারাদি জনিত তৃষ্ণা জন্মে।

বুধের দশায় মনুষ্য দৌত্যকার্য্য দ্বারা ধনলাভ করে; পণ্ডিত, কবি ও কীর্ত্তিভাজন হয়। বুধগত অশুভ হইলে উপহাস, পরসেবা, বন্ধন ও শোকাভি- ভূত হইতে হয়।

বৃহস্পতির দশায় বিদ্যা, সম্মান, কান্তি ও ধনলাভ হয়। বৃহস্পতি অশুভ হইলে কর্ণপীড়া ও অধার্ম্মিকের সহিত শত্রুতা হয়।

শুক্রের দশায় গীতানুরাগ, কান্তি, প্রিয়বস্তু, স্ত্রী, রত্ন, অন্ন ও বন্ধুলাভ ঘটে। শুক্র অশুভ হইলে প্রিয়ব্যক্তির বিনাশ, হেতু শোক এবং রাজা ও অধার্ম্মিকের সহিত শত্রুতা জন্মে।

শনির দশায় পক্ষী, গর্দ্দভ ও বৃদ্ধাস্ত্রীলাভ হয়। শনি অশুভ হইলে ঈর্ষা, শ্লেষ্মা, কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয় এবং সন্তান ও স্ত্রীর নিকট অপ- মান লাভ ঘটে।

নৈসর্গিকী অন্তর্দ্দশার ফল।

দশা।	অন্তর্দ্দশা।	ফল।
রবি	চন্দ্র	আরোগ্য, ধনলাভ, শত্রুনাশ ও প্রতাপবৃদ্ধি ;
”	মঙ্গল	বিবাদে জয়, নৃপতির সহিত সখ্য ও ধনলাভ ;
”	বুধ	দদ্রুকুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ ;
”	বৃহস্পতি	বিবিধ ব্যাধি, পাপ ও দ্যূতাশক্তি ;
”	শুক্র	প্রবাস, শূলব্যাধি ও কণ্ঠরোগ ;
”	শনি	প্রতাপ, দরিদ্র ও স্বার্থনাশ ;
চন্দ্র	রবি	ক্ষয়রোগ, অর্থ, বিত্ত ও রাজঅনুগ্রহ লাভ ;
”	মঙ্গল	পিত্ত ও অগ্নি কর্ত্তৃক ভয় এবং বিত্ত নাশ ;
”	বুধ	অশ্ব, গজ, বন্ধু ও ধনলাভ ;
”	বৃহস্পতি	বস্ত্রালঙ্কার ও বহুধনলাভ ;
”	শুক্র	যান, রত্ন, ভূষণ ও বহুপত্নীলাভ ;
”	শনি	স্বজন বিয়োগ ও বিবিধ পীড়া ;
মঙ্গল	রবি	লোক পূজা, বিবিধ ধন ও সাহস বৃদ্ধি ;
”	চন্দ্র	রত্ন, মিত্র, সুখ ও ধনলাভ ;
”	বুধ	শত্রুভয়, পশ্বাদির নিধন ও বিবাদে পরাজয় ;
”	বৃহস্পতি	ধর্ম্ম, শুদ্ধচিত্ত ও পুণ্যলাভ ;
”	শুক্র	ভয়, ব্যাধি ও কলঙ্ক ;
”	শনি	পরিজন বিনাশ ও ব্যসনে ধননাশ ;
বুধ	রবি	স্বর্ণ, অর্থ, অশ্ব ও শ্রেয়োলাভ ;
”	চন্দ্র	কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ ও বাহন বিনাশ ;
”	মঙ্গল	শিরোশূল ও বিবিধ ক্লেশ ;
”	বৃহস্পতি	রিপু, রোগ ও পাপ হইতে মুক্তি এবং বিবিধ পুণ্য ;
”	শুক্র	বস্ত্রালঙ্কার ও গন্ধপুষ্প লাভ ;
”	শনি	ধর্ম্ম, সুখ নাশ এবং মরণেচ্ছা বৃদ্ধি ;

বৃহস্পতি	রবি	ঋণ ও বিবাদ মুক্তি ও বন্ধুলাভ ;
”	চন্দ্র	বহুপত্নিলাভ এবং পীড়া ও শত্রু নাশ;
”	মঙ্গল	রণলব্ধ বিজয় কীর্ত্তি, ধন ও প্রতাপ লাভ ;
”	বুধ	স্ত্রী ও ধন লাভ ;
”	শুক্র	শত্রু ও ধন বিনাশ ;
”	শনি	সুরথ, দ্যূত ও কুৎসিত বৃত্তির বৃদ্ধি ও সুখ হানি;
শুক্র	রবি	গণ্ড, উদর ও চক্ষু রোগ ;
”	চন্দ্র	গল, দশন ও শিররোগ ;
”	মঙ্গল	পিত্ত ও কফ রোগ, ভূমি নাশ ও মন্দোৎসাহ ;
”	বুধ	ধন ও সুখ বৃদ্ধি এবং বাসনা বৃদ্ধি ;
”	বৃহস্পতি	ধন, রাজ্য, সুখ ও জ্ঞান লাভ ;
”	শনি	পুরনগরাদির আধিপত্য, বহুমিত্র ও বৃদ্ধাস্ত্রী লাভ ;
শনি	রবি	ধন, পুত্র ও স্ত্রীনাশ এবং ভয় বৃদ্ধি ;
”	চন্দ্র	স্ত্রীর মৃত্যু বা পরকৃত অপহরণ, বন্ধু বিয়োগ ও বিবাদ—
”	মঙ্গল	দেশ নাশ ও বিবিধ দুঃখ ;
”	বুধ	ভাগ্য, সুখ, বিজয়, প্রবোধ, মান ও ধনলাভ ;
”	বৃহস্পতি	ভূমি, বন্ধু ও স্ত্রীলাভ ;
”	শুক্র	পত্নি, ধন, বিষয় এবং যশোলাভ হয় ;
”	শনি	মূল দশায় শুভ হইলে অন্তর্দ্দশায় তদ্রূপ ফল ফলে ; অন্যথা নহে।

বর্ষফল বা কেতুপতাকী।

১। বর্ষাধিপতি রবি হইলে সে বর্ষ নিস্ফল ও জ্বরাদি পীড়া।

২। ” চন্দ্র ” স্বর্ণ, রৌপ্য ও অর্থলাভ, কৃষিকার্য্যে সফল এবং কার্য্যসিদ্ধি ;

৩। ” মঙ্গল ” যমভয়, গৃহদাহ, অর্থহানী ও চৌর ভয় ;

৪। ” বুধ ” উত্তম শয্যা, দেশ লাভ, স্বর্ণদান, ভূমিদান ও পুণ্য কর্ম্মে রতি ;

৫। বর্ষাধিপতি বৃহস্পতি হইতে ধন, সম্পদ ও কীর্ত্তিলাভ ;
৬। " শুক্র " সম্পত্তি ও যানলাভ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি ;
৭। " শনি " গৃহদাহ, বন্ধন, পীড়া, ধনহানি ও স্বজনের নিকট অপমান ;
৮। " রাহু কেতু " হস্তপদ দাহ ও ব্রণাদি পীড়া হয়।

মিহিরের মতে কেতুপতাকী।

১। রবি বর্ষাধিপতি হইলে ভ্রমণ, দুঃখ, সন্তাপ, রোগ ও শোক ;
২। চন্দ্র " " বিত্ত, সুখ, বন্ধুসংগতি ও সর্ব্বসম্পদ লাভ ;
৩। মঙ্গল " " বিচ্ছেদ, ক্রুরকর্ম্মে অনুরাগ ও বিবিধ দুঃখ ;
৪। বুধ " " অর্থলাভ, জয়, বন্ধুত্ব, রাজপূজা, সম্পদ ও ভাগ্যবৃদ্ধি ;
৫। বৃহস্পতি " " রত্ন ও অর্থলাভ ;
৬। শুক্র " " যান, বাহন, সম্পত্তি ও বরাঙ্গনা লাভ ;
৭। শনি " " অর্থনাশ, মনস্তাপ, দেশত্যাগ, বিবাদ ও জীবন সংশয় পীড়া ;
৮। রাহু " " রক্তস্রাব, বিদেশ গমন ও অগ্নিভয় ;
৯। কেতু " " বন্ধুবিচ্ছেদ, শোক ও পীড়া হয়।

যোগিনী দশার ফল।

বর্ষ	বর্ষফল।
মঙ্গলা	সুখং প্রীতি যশোলাভং নিত্যং মঙ্গলকারিণী মঙ্গলা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী।
পিঙ্গলা	দুঃখং ধনবিনাশঞ্চ সর্ব্বত্রাকুশলং ভবেৎ পিঙ্গলা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
ধন্যা	সুখং দুঃখং প্রিয়ং প্রীতিং সম্মান ধনমেব চ ধন্যা চ কুরুতে পুত্রং সর্ব্বকল্যাণকারিণী।
ভ্রামরী	বিদেশগমনং দুঃখং কার্য্যনাশং মনঃক্ষতিং ভ্রামরী কুরুতে দুঃখং সর্ব্বদা দুঃখদায়িনী।

ভদ্রিকা	সুখং লাভং যশোধৰ্ম্মং ভোগং পুত্রং সভাৰ্য্যকং
উল্কা	ব্যাধিং দুঃখং ভয়ং শোকং ধননাশং রিপোর্ভয়ং উল্কা প্রকুরুতে তাপং সৰ্ব্বদা রোগশোকদা।
সিদ্ধা	ধান্যং ধনং যশোধৰ্ম্মং শুভং কান্তং সুখং বহু সিদ্ধাদত্তে মহাসৌখ্যং রাজপূজা জনাদরং।
শঙ্কটা	রোগং শোকং মনোদুঃখং সংশয়ং নাশমেব চ শঙ্কটা শঙ্কটং দত্তে যদি দৈবাত্তু জীবতি।

যোগিনীর অন্তৰ্দ্দশার ফল।

দশা	অন্তৰ্দ্দশা	ভোগকাল	ফল।
মঙ্গলা	মং	০।০।১০	ঐশ্বৰ্য্যং বহুসৌখ্যঞ্চ রাজসম্মান মেব চ।
"	পিং	০।০।২০	ঐশ্বৰ্য্য সুখসম্পত্তি নৃপসম্মান ভূষণং।
"	ধং	০ ১।০	স্বর্ণালঙ্কার বনিতাং ভাগ্য বহু পুত্রমানঞ্চ।
"	ভ্রাং	০।১।১০	পিত্তজ্বরাদি রোগঞ্চ ব্রণাদি শস্ত্রঘাতকঃ।
"	ভং	০।১ ২০	যানাদি বাজি বহুভোগ ধনাগমশ্চ রাজ্যাদি লাভ বহু বিত্ত শমদ্রবশ্চ।
"	উং	০।২।০	শোকোদ্বেগং মনস্তাপং রিপুযোগাদি সঙ্করঃ।
"	সিং	০।২।১০	বিবিধং বরষং ভোগং নানালঙ্কার ভূষণং।
"	শং	০।২।২০	রিপুচৌরাগ্নিবিদ্বেষং ব্রণাস্ত্র ভয়সংযুতম্।
পিঙ্গলা	পিং	০।১।১০।	পিঙ্গলা জনয়েদ্ব্যাধিং মনদুঃখঞ্চ সম্ভ্রমঃ
"	ধং	০।২।০	ধনবৃদ্ধিং সদাসৌখ্যং সম্মানঞ্চ দিনে দিনে।
"	ভ্রাং	০।২।১০	অশুভং ভয়মত্যুগ্রং রোগং ধনবিনাশনং।
"	ভং	০।৩।১০	তত্যাজ বন্ধুভিঃসার্দ্ধং প্রাণপীড়া ভয়ন্তথা।
পাঙ্গিলা	উং	০।৪।০	সদোদ্বেগং নৃপাদ্ভীতিং কলহং সততং নৃণাং।
"	সিং	০।৪।২০	শিরোরোগঞ্চ বিদ্বেষং নানাদুঃখঞ্চ জায়তে।
"	শং	০।৫।১০	ধনবৃদ্ধিং সদাসৌখ্যং স্বর্ণঞ্চ লভতে মহীং।
"	মং	০।৭।২০	সুহৃদ্বন্ধো ভবেদ্ভীতির্জায়তে ধনবৰ্দ্ধনং।
ধন্যা	ধং	০।৩।০	ধন্যাধান্য সুহৃদ্বন্ধুরূপসম্পত্তিকারিণী।
"	ভ্রাং	০।৪।০	শিরঃশূলাদি রোগঞ্চ কফপিত্ত সমস্তবং। জীবনস্য চ সন্দেহং———।

”	ভং	০।৫।০	কাঞ্চনং বিক্রমং লাভং বস্ত্রালঙ্কার ভূষণং।
”	উঃ	০।৬।০	কলহোদ্বেগরোগঞ্চ পিত্তমগ্নি বিনাশনং।
”	সিং	০।৭।০	ধর্ম্মার্থকামসৌখ্যানি রত্নানি বিবিধানি চ প্রাপ্তি।
”	শং	০।৮।০	বৈরাগ্যং ধননাশঞ্চ রিপুরোগাদিসঞ্চয়ং।
”	মং	০।১।০	কণ্ডু কুষ্ঠাদি রোগঞ্চ চক্ষুঃপীড়া মহোদ্ভবং।
”	পিং	০।২।০	চিন্তাভ্রান্তিকরং ঘোরং নানাদুঃখবিবর্দ্ধনং।
ভ্রামরী	ভ্রাং	০।৫।১০	দেহক্ষীণঞ্চ কুরুতে ভূমিম্নি ভ্রাময়েৎ দিশিং।
”	ভং	০।৬।২০	কান্তায়া লভতে সৌখ্যং পুণ্যতীর্থং—।
”	উং	০।৮।০	রিপুচৌরাগ্নিভূপানাং ভয়ঞ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ।
			সুহৃদ্ভেদঞ্চ ভ্রামর্য্যাশঙ্কাচ কুরুতে নৃণাং।
”	সিং	০।৯।১০	ধনবৃদ্ধি সুখং ভোগং নৃপপূজাং করোতি চ।
			——————-নানালঙ্কারবনিতাং।
”	শং	০।১০।২০	গৃহান্তরঞ্চ গমনং মনভঙ্গঞ্চ জায়তে
			দুঃখ প্রবাস মরণং————।
”	মং	০।১।১০	মহীপতেঃ সমসুখং লভতে রোগনাশনং।
”	পিং	০।১।২০	রোগপিত্তাদিকঞ্চৈব ব্রণাস্ত্র ভয়দ্ভুতং।
			———ক্লেশং বহুবিধং তথা।
”	ধং	০।৪।০	মনোদুঃখং ভবেন্নিত্যং কণ্ডু কুষ্ঠাদি বর্দ্ধনং।
ভদ্রিকা	ভং	০।৮।১০	ভদ্রিকা সুখসম্পত্তিবিলাসবরদায়িনী।
”	ভং	০।১০।১	পরদাররতোনিত্যং বিত্তনাশ সদাভবেৎ।
”	সিং	০।১১।২০	জায়তে শত্রুবৃদ্ধিশ্চ কলহো বন্ধুভিঃ সহ।
”	শং	১।১।১০	বহুপুত্রধ্বংশ চিন্তোদ্বেগং মহতীং ভীতিঞ্চ।
ভ্রিকা	মং	০।১।২০	শত্রুনাশং লভতে স্ত্রী সুতৈঃ সহ সুখং ভজেৎ।
’	পিং	০।৩।১০	বন্ধুবর্গৈঃ সমাযুক্তো দানং মানং ভবেৎ সদা।
”	ধং	০।৫।০	ধন্যা ধান্যং সদা দত্তে বিলাসবরসংযুতং।
”	ভ্রাং	০।৬।২০	নানা সুখং সদা ভোগ্যং বিলাস রস সংযুতং।
ল্কা	উং	১।০।০	উল্কা বাচ্য ধনঘ্নীচ নিত্যং কলহ কারিণী।
”	সিং	১।২।০	সুন্দরীভিঃ সহ ক্রিড়াং লভতে চ মহাসুখং।
”	শং	১।৪।০	প্রাণপীড়া ভয়ং ঘোরং দারুণং বিষসংযুতং।
”	মং	০।২।০	শরীরে চ মৎপীড়া দ্বিতীয়ে ধননাশনং।

”	পিং	০।৬।০	মহীভৃতো ভয়ং ঘোরং বন্ধনং চাপমানসং।
”	ধং	০।৬।০	সুহৃদ্বন্ধুধনৈর্যুক্তো নৃপপূজার্থবন্ধনং।
”	ভ্রাং	০।৩।০	ভ্রামরী কুরুতে নিত্যং সর্ব্বাপদবিনাশনং।
”	ভং	০।১০।০	ভদ্রিকা সর্ব্ব ভদ্রঞ্চ যন্ত্রমন্ত্রাদি সাধনং।
সিদ্ধা	সিং	১।৪।১০	সিদ্ধা সাধয়তে কার্য্যং রূপ সম্পত্তিদায়িনী।
			বিলাসরসসম্ভোগং ভৃত্যঞ্চ রাজবাহনং।
”	শং	১।৬।২০	শরীরং ক্লেশসংযুক্তং শক্রপীড়াদিসংযুতং।
”	মং	০।২।১০	শিরং পীড়াং জ্বরং রোগং শক্রবৃদ্ধিং সুতক্ষয়ং।
”	পিং	০।৪।২০	ধনধান্যসুখৈর্হীনো নানাক্লেশাদিসংযুতাং।
”	ধং	০।৭।০	ধনবৃদ্ধিং সুখং পূজ্যং নানা রত্নাদি বাহনং।
”	ভ্রাং	০।৯।১০	পিত্তজ্বরং মহাঘোরং রূপবন্ধুধনক্ষয়ং।
”	ভাং	০।১১।২০	সদ্বুদ্ধি রিপু সম্মানং নানাভরণ ভূষিতং।
”	উং	১।২।০	দেহপীড়া মহৎকষ্টং ঘোর বাতাদি পীড়নং।
শঙ্কটা	শং	১।৯।১০	শঙ্কটা শঙ্কটব্যাধিং মরণক্লেশকারিণী।
”	মং	০।২।২০	শিরঃপীড়াদি ঘাতঞ্চ দারুণং ভয়মদ্ভুতং।
”	পিং	০।৫।১০	মতিভ্রমং মহারোগং সুখসম্পত্তি নাশনং।
”	ধং	০।৮।০	সুহৃদৎবন্ধু ধনৈঃ পূর্ণো দদাতি পরমোদয়ং।
”	ভ্রাং	০।১০।২০	ঘোরং বিশভয়ঞ্চৈব শঙ্কটায়াং কফাদিকং।
”	ভং	১।১।১০	ব্যাধিদুঃখভয়ৈস্ত্যক্তো লভতে চ মহাসুখং।
”	উং	১।৪।০	বন্ধুদ্বেষং মহৎকষ্টং নৃপভীতিং সুতক্ষয়ং।
”	সিং	১।৬।২০	দীক্ষ দেবার্চ্চনরতো নৃপপাত্রো ভবেন্নরঃ।

গ্রহগণের দশা ফল।

দশা	ফল।
রবি	উদ্বিগ্নচিত্ত পরিখেদিত বিত্তনাশং
	ক্লেশ প্রবাস গদভীতি মহাভিঘাতান্।
	দুঃখ প্রয়োগ বধবন্ধ ভয়ানি চৈব
	ভানোর্দ্দশা প্রকুরুতে খলু রাজপীড়াম্।
চন্দ্র	কুর্য্যাদ্বিভূতি বরবাহনরত্নছত্র
	ক্ষেম প্রতাপ ধনবীর্য্য সমন্বিতানি।
	মিষ্টান্নপানশয়নাসনভোজনানি
	চান্দ্রীদশা প্রকুরুতে বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিম্।
মঙ্গল	শস্ত্রাভিঘাত বধবন্ধভয়ং বিধত্তে
	চিন্তাজ্বরং বিকলাঞ্চ গৃহে করোতি।
	চৌরাগ্নিদাহ ভয়ভঙ্গবিবাদ রোগ
	কীর্ত্তি প্রতাপ ধনহা চ দশা কুজস্য।
বুধ	দিব্যাঙ্গনা বদনপঙ্কজষট্‌পদত্বং
	লীলাবিলাসবরভোগ সুখোদয়ঞ্চ
	নানাপ্রকার বিভবাগম কোষবৃদ্ধিম্
	ক্ষিপ্রং সৃজেদ্বুধদশা বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিং।
শনি	মিথ্যাপ্রবাদ বধবন্ধ নিরাশ্রয়ত্বং
	চৌরাদি ভূপতি ভুজঙ্গম ভীতিমগ্রাম্।
	আশানিরাশমথার্জ্জন কার্য্যহানিং
	সূর্য্যাত্মজঃ প্রকুরুতে নিয়তং নরাণাম্।
বৃহস্পতি	রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্তবিশালভোগান্
	পর্য্যাপ্ত সৌখ্যধনধান্য সমাশ্রয়ঞ্চ।
	ধর্ম্মার্থকামসুখভোগ বহুপ্রয়োগং
	দবিদ্‌বৃহস্পতি দশা পুরুষো হি তাবৎ।
	ভার্য্যাদি ভূষণনিমিত্ত বিবাদবন্ধ
	শস্ত্রাভিঘাত ভয়হীনঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।

অপ্রাপ্ত সৌখ্য ধনকাঞ্চন হীনদেহো
রাহোর্দ্দশা ভবতি জীবন সংশয়ায়।

শুক্র
মন্ত্রপ্রভুত্ববিপুলং প্রমদাবিলাসং
শ্বেতাতপত্র নৃপপূজিত কোষবৃদ্ধিং।
হস্ত্যশ্বযানপরিপূর্ণমনোরথঞ্চ
শৌক্রীদশা সৃজতি নিশ্চল রাজলক্ষ্মীং।

গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

রবির দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

দশা	অন্তর্দ্দশা	ফল।
রবি	রবি	দণ্ডোঃরাজকুলাদিভ্যো মনস্তাপঞ্চ বন্ধনম্ প্রবাসং বেদনাং দুঃখং স্বদশায়াং দিবাকরঃ।
„	চন্দ্র	শত্রুনাশং রুজোহানিং বিত্তলাভং সুখোদয়ম্ কুরুতে কুলশং নৃণাং রবেরন্তর্গতঃ শশী।
„	মঙ্গল	সর্ব্বেষাং ত্রিলোকো ভুত্বা মণিরত্নপ্রবালকম্ প্রাপ্নোতি ধনধান্যানি রবেরন্তর্গতে কুজে।
„	বুধ	দারিদ্র্যং দুঃখিতং নিত্যং সর্ব্বগাত্রে বিচর্চ্চিকা নশ্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি রবেরন্তর্গতে বুধে।
„	শনি	রাজ্ঞোভয়ঞ্চ সততং শক্তি ধৃতিধনক্ষয়ম্ সর্ব্বদা তস্য বৈকল্যং রবেরন্তর্গতে শনৌ।
„	বৃহস্পতি	সম্পদো ব্যাধিহানিঞ্চ বিশ্বাসলভতে নরঃ প্রাপ্নোতি ধর্ম্মপদবীং রবেরন্তর্গতে গুরৌ।
„	রাহু	রোগং শোকং ভয়ং দত্তে মরণাঞ্চ শুভং সদা বিত্তনাশং করোনিত্যাং ভানোরন্তর্গতস্তমঃ।
„	শুক্র	শিরোজঠরবোগাদৌ জরাতিসারশূলকৈঃ শরীরং নশ্যতি ক্ষিপ্রং রবেরন্তর্গতেভৃগৌ।

চন্দ্রের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল ।

চন্দ্র	চন্দ্র	দদাতি বহুসম্পত্তিং বরস্ত্রীং কনকান্বিতাং নির্ভয়েন যশোবৃদ্ধিং স্বদশায়াং নিশাকরঃ।
,,	মঙ্গল	অপূর্ব্বং ভয়মাপ্নোতি চৌরাদিভ্যো ভয়ং সদা শারীরক্লেশমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতে কুজে।
,,	বুধ	প্রভুত্বং সুখসম্পত্তি গজাশ্বগোধনাদিকম্ দদাত্যন্তর্গতো নিত্যং শশিনঃ শশিনন্দনঃ।
,,	শনি	বৃদ্ধিক্ষয়ো সুহৃদ্দ্বেষী শোকাকুল মহাপদী ভবেন্নরো ন সন্দেহশ্চন্দ্রস্যান্তর্গতে শনৌ।
,,	বৃহস্পতি	ধনধর্ম্মাদিসৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্ প্রাপ্যতে চ নরোনিতং চন্দ্রস্যান্তর্গতে গুরৌ।
,,	রাহু	সর্ব্বরোগো ভবেন্নিত্যং বন্ধুনাশো ধনক্ষয়ম্ ন কিঞ্চিৎ সুখমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতস্তমঃ।
,,	শুক্র	বরাঙ্গনাভিঃ সংযোগো ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি মুক্তাহারমণিশ্চৈব চন্দ্রস্যান্তর্গতে ভৃগৌ।
,,	রবি	ভূপপ্রসাদসৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্য্যমতুলং ভবেৎ করোতি ধনসম্পত্তিং চন্দ্রস্যান্তর্গতে রবি।

মঙ্গলের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল ।

মঙ্গল	মঙ্গল	মঙ্গলস্য দশায়াস্তু কলহো বন্ধুভিঃ সহ অগ্নিদাহাদি পীড়াঞ্চ লভতে নিয়তং নরঃ।
,,	বুধ	নৃপচৌরাদিশত্রুভ্যঃ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ হৃত্তাপঞ্চ জ্বরশ্চৈব কুজস্যান্তর্গতে বুধে।
,,	শনি	ধননাশো মনস্তাপো হৃদিপীড়াদিকং ভবেৎ করোতি বিবিধং দুঃখং কুজস্যান্তর্গতঃ শনিঃ।
,,	বৃহস্পতি	পুণ্যতীর্থ সমাযোগো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং প্রাপ্তে জীবে কিঞ্চিন্নৃপাদ্ভয়ং।
,,	রাহু	শস্ত্রাগ্নি চৌরশত্রুভ্যো ভয়ঞ্চার্থবিনাশনং করোতি চাশুভং নিত্যং কুজস্যান্তর্গতস্তমঃ।

„	শুক্র	ধননাশং তথাব্যাধিং শত্রুভ্যঃ সমুপদ্রবং ভয়ং রাজকুলেভ্যোহ কুজস্থান্তর্গতে ভৃগৌ।
„	রবি	প্রচণ্ডৈশ্বর্য্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ স্ত্রীলাভঃ পদবীবৃদ্ধি কুজস্থান্তর্গতে রবৌ।
„	চন্দ্র	নানাবিত্তং সুহৃৎ সৌখ্যং মুক্তামণিবিভূষিতং চন্দ্রমা কুরুতে নিত্যং ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ।

বুধের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

বুধ	বুধ	বুধোধর্ম্ম সমাযোগং বুদ্ধিলাভং ধনাগমং সুভগং বিপুলং বিত্তং স্বদশায়াং করোতি বৈ।
„	শনি	বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদোঃবন্ধুভিঃ সহ বিদেশগমনঞ্চাপি বুধস্থান্তর্গতে শনৌ।
„	বৃহস্পতি	ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো,নৃপবল্লভঃ লভেদ্ভার্য্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধস্যান্তর্গতে গুরৌ।
„	রাহু	অকস্মাদগ্নিভীতিশ্চ ব্যাধি পীড়া চ বন্ধনং বিত্তনাশো মহাক্লেশো বুধস্থান্তর্গতে খরে।
„	শুক্র	ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মবত্বং ধনাগমং কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধস্থান্তর্দ্দশাং গতঃ।
„	রবি	সুবর্ণবিক্রমঞ্চৈব যশঃ প্রাপ্নোতি পুষ্কলং শ্রীমান্ পরধন ভোগী বুধস্থান্তর্গতে রবৌ।
„	চন্দ্র	কণ্টকাদি প্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ নিশাকরঃ করত্যাশু বুধ পাকদশাং গতঃ।
„	মঙ্গল	শিরোহৃদয়রোগঞ্চ দস্যুতস্করতো ভয়ং জজ্ঞে পীড়া পদে চৈব বুধস্থান্তর্গতে কুজে।

শনির দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

শনি	শনি	সৌরিঃ করোতি বৈকুল্যং পুত্রদারস্থ বিগ্রহং অর্থবন্ধুক্রিয়াশঞ্চবিদেশগমনং তথা।
„	বৃহস্পতি	দেবতানুরতং শান্তং নানাপ্রাপ্তিং করোতি চ করোতি রিপুনাশঞ্চ শনেরন্তর্গতো গুরুঃ।

„	রাহু	বিদেশগমনং দুঃখং বন্ধুদ্বেষং সুহৃদ্ভয়ং অকস্মাদগ্নিদাহঞ্চ শনেরন্তর্গতস্তমঃ।
„	শুক্র	সুহৃদজ্জন সমাযোগং ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতং সুখসম্পত্তি সৌভাগ্যং শনেরন্তর্গতো ভৃগুঃ।
„	রবি	ধনপুত্রবিনাশঞ্চ করোতি দুঃখবন্ধনং জীবনঞ্চ বলং হন্তি শনেরন্তর্গতো রবিঃ।
„	চন্দ্র	মরণং বন্ধুবিচ্ছেদং স্ত্রীনাশং কলহং সদা কোপং রোগং করোত্যেষ শনেরন্তর্গতঃ শশী।
„	মঙ্গল	দেশত্যাগং তথা ব্যাধিং নানাদুঃখ সমন্বিতং শনেরন্তর্দ্দশাং প্রাপ্য মঙ্গলঃ কুরুতে সদা।
„	বুধ	সৌভাগ্যং কুরুতে নিত্যং নানাসম্মান এব চ পুত্রং পৌত্রং কলত্রঞ্চ শনেরন্তর্গতো বুধঃ।

বৃহস্পতির দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	কুরুতে পূর্ব্ব সৎপুত্রং তপঃ খ্যাতিঞ্চ পৌরষং গজাশ্ববাহনং সৌখ্যং স্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ।
„	রাহু	অকস্মাদ্ভয়মাপ্নোতি রাজপীড়াং করোতি বৈ বন্ধনং হৃদিসন্তাপং গুরোরন্তর্গতস্তমঃ।
„	শুক্র	রিপোর্ভয়ং বন্ধুনাশং নানাব্যাধি সমাকুলং ভার্য্যাবিয়োগদুঃখঞ্চ গুরোরন্তর্গতো ভৃগুঃ।
„	রবি	বহুমিত্রং বহুধনং সুভার্য্যাং রাজবল্লভম্ কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ।
„	চন্দ্র	বরস্ত্রীণাং ভবেল্লাভো বিপুরোগোবিবর্জ্জিতং নৃপতুল্যং প্রকুরুতে জীবস্যান্তর্গতঃ শশী।
„	মঙ্গল	তীক্ষরোষো রিপোর্হন্তা গজবস্ত্রীম দর্শনঃ সুখসৌভাগ্যা সংযুক্তো গুরোরন্তর্গতে কুজে।
„	বুধ	সুস্থোঽসুস্থঃ সুখী দুঃখী শত্রুবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ দেবার্চ্চনপরোনিত্যং জীবস্যান্তর্গতে বুধে।
„	শনি	বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্বিত্ত বিবর্জ্জিতঃ সুপ্তধর্ম্মমনানিত্যং গুরোরন্তর্গতে শনৌঃ।

রাহুর দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

রাহু রাহু   বাহৌ স্ত্রীবন্ধুনাশশ্চ রিপুরোগ ভয়ং তথা
ভবেদর্থস্তু নাশশ্চ স বাহু স্বদশাং গতঃ।

„ শুক্র   সুহৃদ্ভাবোদ্বিজৈঃ সার্দ্ধং স্ত্রীলাভো বিত্তসঞ্চয়ঃ
রাহোবন্তর্গতে শুক্রে স্নেহো বন্ধুজনৈঃ সহ।

„ রবি   রিপুরোগং ভয়ং ঘোরং অর্থনাশো নৃপাদ্ভয়ং
গুরুর্ব্যথাং শিরোরোগং বাহোরন্তর্গতো রবিঃ।

„ চন্দ্র   স্ত্রীনাশং কলহং ক্লেশং পাপচিত্তং কুভোজনং
রিপুবন্ধুবিহীনঞ্চ বাহোবন্তর্গতঃ শশী।

„ মঙ্গল   বিষশস্ত্রাগ্নিচৌরেভ্যো নিয়তং দারুণং ভয়ং
নরোনিত্যমবাপ্নোতি রাহোরন্তর্গতে কুজে।

„ বুধ   জ্বরক্ষুধাগ্নি সং পীড়াং কলহং স্বজনৈঃ সহ
ভৃত্যাপত্যেষু বিদ্বেষং রাহোবন্তর্গতে বুধে।

„ শনি   বেশ্যাজনাশ্রয়োনিত্যং ভবেদ্বিত্তবিবর্জ্জিতঃ
লুপ্তধর্ম্মমনানিত্যং বাহোবন্তর্গতে শনৌ।

„ বৃহস্পতি   ব্যাধিশত্রু ভয়ৈস্ত্যক্তো দেবব্রাহ্মণপূজক
নানাধর্ম্মমনানিত্যং রাহোরন্তর্গতে গুরৌ।

শুক্রের দশায় গ্রহগণের অন্তর্দ্দশার ফল।

শুক্র শুক্র   গীতিকীর্ত্তিযশোলাভং বনিতাভোগবর্দ্ধনং
কুরুতে সর্ব্বলাভঞ্চ স্বদশায়াং গতো ভৃগুঃ।

„ রবি   অক্ষিরোগো মহান্‌দোষো বন্ধনঞ্চ মহদ্ভয়ং
সর্ব্বত্রাকুশলং নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতে রবৌ।

„ চন্দ্র   নখদন্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ
বিবাদং স্বজনৈর্নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতঃ শশী।

„ মঙ্গল   উত্তমবনিতা লাভং ভূমিলাভং তথৈব চ
বীর্য্যহানিঞ্চ কুরুতে ভৃগোরন্তর্গতঃ কুজঃ।

„ বুধ   বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যসমাকুলং

		মানং পুষ্টিস্তথামেধা শুক্রস্যান্তর্গতে বুধে।
,,	শনি	সুন্দরাভিঃ সহক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে. শক্রনাশং সুহৃল্লাভো ভৃগোরন্তর্গতে শনৌ।
,,	বৃহস্পতি	বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি নিত্যবন্ধুসমাকীর্ণং ভৃগোরন্তর্গতে গুরৌ।
,,	রাহু	বিদেশগমনং দুঃখং সম্পর্কদান্ত্যজৈঃ সহ পাপচিত্তং সদৈবেতি শুক্রস্যান্তর্গতঃ তমঃ।

গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

রবির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

দশা	অন্ত-র্দ্দশা	প্রত্যন্ত-র্দ্দশা	ফল।
র	র	ব	রোগান্বিতং বিত্তনাশং রাজভীতিঃ প্রজায়তে সূর্য্যঃ করোতি ভ্রমণং সন্তাপজরমেবচ।
র	র	চ	ধননাশং দুঃখশোকং রোগোপদ্রপ এব চ অপমানং রাজভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ।
র	র	ম	ধনং ধান্যং সুখারোগ্যং মণিমুক্তা প্রবালকং নরঃ প্রাপ্নোতি সুযশঃ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে কুজে।
র	র	বু	দদ্রুবিচর্চ্চিকা ক্লেশং দারিদ্র্যং ধননাশং করোতি বহুদুঃখানি সূর্য্যপ্রত্যন্তরে বুধঃ।
র	ব	শ	ধনহানিং জরং ঘোরং বন্ধনং রাজতোভয়ং চৌরসর্পভয়ং বিদ্যাৎ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে শনৌ।
র	র	বৃ	ধর্ম্মার্থসুখসৌভাগ্যং লক্ষ্মীযুক্তো ভবেন্নরঃ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মপদবীং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে গুরৌ।
র	র	রা	বিবাদং ব্যাধিশোকঞ্চ বৈরবৃদ্ধিং ধনক্ষয়ং বিস্ফোটকণ্ডুরোগঞ্চ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে তমঃ

র র শু জ্বরং ঘোরং শীরোরোগং মনস্তাপং করোতি চ
রাজপীড়া শত্রুভয়ং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

রবির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র চ চ উচ্চপাতং কণ্টকঞ্চ ত্রাশং রোগং ধনক্ষং
জলসর্প চৌরোভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ।

র চ ম চৌরভয়ং পিত্তরোগং চক্ষুরোগং নৃপাদ্ভয়ং
বৈরাগ্যঞ্চ বিরোধঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজঃ।

র চ বু ধনলাভং শুভং জ্ঞেয়ং পুত্রং পুণ্যং শুভান্বিতং
গজাশ্ববাহনং লাভং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে।

র চ শ বিরোধং রাজভীতিঞ্চ শোকং দুঃখং ধনক্ষয়ং
বন্ধনং সর্পভীতিঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে শনিঃ।

র চ বৃ তীর্থং দানং সুখং ভোগং বস্ত্রং ভূষণধান্যকং
যশঃ সম্মানতামেতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গুরৌ।

র চ রা ব্রণরোগং শোকং দুঃখং বন্ধুনাশং ধনক্ষয়ং
দস্ত্যাগ্নিভয়মাপ্নোতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে তমঃ।

র চ শু সুস্ত্রীকং ধনধান্যঞ্চ জনৈঃ প্রীতিং তথাত্মজাং
প্রাপ্নোতি রাজসম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগুঃ।

র চ র ত্রাশং ধনক্ষয়ং শোকং নানাদুঃখং করোতি চ
চন্দ্রপ্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ করোতি মনসঃ ক্ষতিম্।

রবির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র ম ম রাজসম্মানসৌখ্যানি যশঃ কীর্ত্তি ধনাগমঃ
দত্তে প্রবালরত্নঞ্চ কুজঃ প্রত্যন্তরে নিজে

র ম বু ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ নানাসুখসমাশ্রয়ম্
পুত্রং পুণ্যং ভবেত্তস্য কুজ প্রত্যন্তরে বুধে

র ম শ	শক্রভয়ং ধনহানিং চৌরসর্পভয়ং তথা বন্ধনং রোগশোকঞ্চ কুজ প্রত্যন্তরে শনৌ।
র ম বৃ	পুণ্যতীর্থং দেবপূজা ধনধান্যং সদা ভবেৎ বস্ত্রাদিভূষণং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
র ম রা	ধননাশং ব্রণং ক্লেশং জরাদিরোগমেব চ রাজসর্পাগ্নিভীতিঞ্চ রাহৌ প্রত্যন্তরে কুজে।
র ম শু	নানাসুখং ধনং ধান্যং পুত্রমিত্রপ্রমোদকম্ রাজবল্লভতামেতি কুজ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
র ম র	ভূমিকাঞ্চনলাভঞ্চ নানাসুখং যশোন্বিতম্ ধান্যাদিবৃদ্ধিমাপ্নোতি কুজ প্রত্যন্তরে রবৌ
র ম চ	আরোগ্যং ধনধান্যঞ্চ বিজয়ং শত্রুনাশনম্ মনস্তুষ্টিমবাপ্নোতি কুজ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

রবির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র বু বু	দানং সৌখ্যং ধনং ধান্যং মণিকাঞ্চনভূষণম্ রাজপ্রসাদমাপ্নোতি নিজ প্রত্যন্তরে বুধে।
র বু শ	বিবাদং বিরহং রোগং কাশজরসমাকুলম্ নানাভয়মবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ।
র বু বৃ	ধনাঢ্যং রাজপূজা চ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ভার্য্যাপুত্রমবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ।
র বু রা	ধননাশং ব্রণরোগং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ দংষ্ট্রীভয়মবাপ্নোতি বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।
র বু শু	বহ্বপত্যং ধর্ম্মবস্তং ধনধান্যং মনঃ সুখম্ ভূষণংবারণং তত্র বুধ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
র বু র	নানাসুখং মনঃপ্রীতিঃ স্ত্রীসুখং ধনধান্যকম্ রাজবল্লভতামেতি বুধ প্রত্যন্তরে রবৌ।
র বু চ	শৃঙ্গীকণ্টকভীতিঃ স্যাৎ জরদদ্রুসমাকুলঃ সর্পচৌরভয়ং জ্ঞেয়ং বুধ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

র বু ম ব্রণং রোগং ভয়ঞ্চৈব নানাদুঃখসমন্বিতম্
করোতি ক্লেশমত্যর্থং বুধ প্রত্যন্তরে কুজে।

রবির দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র শ শ সন্তাপো বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ম্
করোতি বহুদুঃখানি নিজ প্রত্যন্তরে শনিঃ।

র শ বৃ ধনসম্পৎ সুখং বস্ত্রলাভং বুদ্ধি জয়ন্তথা
করোতি রাজসম্মানং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ।

র শ রা রাজভয়ং জ্বরং ঘোরং নানাদুঃখসমন্বিতম্
করোতি ধনধান্যঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ

র শ শু বান্ধবঃ শস্যস্বর্ণাদি সুখভোজনমেব চ
স্বাতন্ত্র,নীরোগঞ্চৈব শনের্ভাগে তথা ভৃগৌ।

র শ র জীবনস্য চ সন্দেহো ধনহানির্ধনঃ ক্ষতিঃ
ভবেত্তত্র বহুজ্ঞানং শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

র শ চ চক্ষুরোগং জ্বরং ঘোরং স্ত্রীবিয়োগং ধনক্ষয়ং
করোতি বহুদুঃখানি শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ।

র শ ম ব্রণং ধনক্ষয়ঞ্চৈব বন্ধনং ভয়মেব চ
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে জায়তে বিস্ময়ো নরঃ।

র শ বু আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ
আনন্দং কৌতুকং নিত্যং শনেঃ প্রত্যোন্তরে বুধে।

রবির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র বৃ বৃ ধনরাজ্যং সুখং ধান্যং জায়তে লাভয়েব চ
আনন্দং কৌতুকং নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে তথা।

র বৃ রা স্থানভ্রষ্টং বিবাদঞ্চ ব্রণরোগং ভয়ন্তথা
মিথ্যাবাদং সংশয়ঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

র	বৃ	শু	বিবাদং শক্রভিঃ সার্দ্ধং ধনস্ত্রীণাং ক্ষয়োভবেৎ নানাদুঃখং মনস্তাপং গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
র	বৃ	র	ধনং বহুসুখং তত্র রাজবল্লভমেব চ জায়তে সুলভং সর্ব্বং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।
র	বৃ	চ	নৈরুজ্যং সুখভোগঞ্চ সন্তান লাভ এব চ গুরো প্রত্যন্তরে চন্দ্রে প্রাপ্নোতি কুশলং নরঃ।
র	বৃ	ম	সততং সুখমারোগ্যং রিপুহানি প্রজায়তে ধনপুত্রযুতশ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
র	বৃ	বু	অর্থহানির্মনোদুঃখং কিঞ্চিল্লাভো ভবিষ্যতি নরঃ প্রাপ্নোতি শোকঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
র	বৃ	শ	বুদ্ধিলোপো জ্ঞাননাশো বেশ্যাগমনমেব চ ধন হানি সদা দুঃখী গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ

রবির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

র	রা	রা	অশুভং ধনহানিঞ্চ নানাদুঃখং ন সংশয়ঃ। রাহোঃ প্রত্যন্তরে রাজভয়মেব বিশেষতঃ।
র	রা	শু	ধননাশং শিরঃপীড়াং বিবাদং জ্ঞাতিভিঃ সদা। রোগস্তত্র ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
র	রা	র	বহ্নিশত্রুভয়ং রোগং নিদানং পতনং ভবেৎ শিরঃশূলং,জ্বরং ঘোরং রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।
র	রা	চ	স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে মনোদুঃখং সদা ভীতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শশী।
র	রা	ম	বিষশস্ত্রভয়ং ঘোরং চৌরাগ্নিরাজতো ভয়ম্ ধনহানিকরো নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
র	রা	বু	জ্বরং ক্ষুদগ্নিভীতিঞ্চ নানাদুঃখ সমাযুতঃ ধনহানির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
র	রা	শ	বিবাদং বহুদুঃখঞ্চ চৌরাগ্নিভয়মেব চ করোতি নির্দ্ধনং নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

র রা বৃ নৈরুজ্যং ধনধান্যঞ্চ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে
নিত্যং পুণ্যসমাযুক্তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

রবির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

র শু শু কুষ্ঠং গ্রীবাশিরোরোগং কার্য্যহানিশ্চ জায়তে
মনস্তাপং ভবেত্তত্র শুপ্রপ্রত্যন্তরে নিজে।

র শু র ব্রণরোগং বিবাদঞ্চ ভয়ং দুঃখ মনঃক্ষতিম্
করোতি নিয়তং সূর্য্যো ভৃগু প্রত্যন্তরে যথা।

র শু চ শিরঃ পীড়া করো ভীতির্জায়তে ধননাশকঃ
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে নানাদুঃখং দদাতি চ।

র শু ম উৎসাহী ধনধান্যাঢ্য সুকলাঃ সুমনাঃ সুখী
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

র শু বু সর্ব্বত্র লভতে লাভং নানাদুঃখ সমাশ্রয়ম্
করোতি চন্দ্র সন্তুষ্টিং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তথা।

র শু শ নষ্টলাভং ধনং তত্র শত্রুনাশং করোতি চ
সুহৃদ্বন্ধুসমাযোগং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ।

র শু বৃ রাজপূজা সুখং প্রীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে
করোতি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ।

র শু রা বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ব্রণরোগ করোতি চ
কার্য্যহানিং তথা দুঃখং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

চন্দ্রের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

চ চ চ বরস্ত্রীণাং সমাযোগো ধনপুত্রসমন্বিতঃ
ভবেন্নানা সুখং ধর্ম্মো নিজ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

চ চ ম পিত্তরোগো বিবাদশ্চ চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ
রক্তদর্শন পীড়া চ চন্দ্র প্রত্যন্তরে কুজে।

চ চ বু — গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ নানাসুখ সমাশ্রয়ঃ
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্র প্রত্যন্তরে বুধে।

চ চ শ — কলহং রাজভীতিঞ্চ রোগং শোকং দদাতি চ
বন্ধুবিচ্ছেদকশ্চৈব বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ।

চ চ বৃ — ধনধান্যঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্
যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

চ চ রা — বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ধননাশং পরাজয়ং
ব্রণজ্বরং ভবেন্নিত্যং বিধোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ

চ চ শু — সৌখ্যং ধনসমাযোগো নিত্যং সুহৃৎ সমাশ্রয়ঃ
স্বর্ণং ধনং সুখং প্রাপ্য বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

চ চ র — প্রাপ্নোতি ধনধান্যঞ্চ নানা সুখ সমাশ্রয়ঃ
গবাদি লাভসন্তুষ্টো বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

চন্দ্রের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

চ ম ম — পিত্তশোণিতপীড়াঞ্চ চৌরাগ্নি নৃপতের্ভয়ং
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং নিজ প্রত্যন্তরং গতঃ।

চ ম বু — দত্তে সোমসুতো নিত্যং কুজ প্রত্যন্তরং গতঃ
সম্মানং রাজপূজাঞ্চ বন্ধুবৃদ্ধিং ধনানি চ।

চ ম শ — রিপুচৌরাগ্নিভীতিঞ্চ রোগমন্তরমন্তরম্
মহাজনকৃতদ্বেষঃ কুজ প্রত্যন্তরে শনৌ।

চ ম বৃ — পুষ্পধূপান্নবস্ত্রাদ্যৈর্দে বব্রাহ্মণ পূজনং
নৃপতুল্যত্বমাপ্নোতি কুজ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

চ ম রা — ভার্য্যার্থনাশমুদ্বেগং বন্ধুচৌরাদি সাদনং
কুরুতে সিংহিকা পুত্রো ভৌম প্রত্যন্তরে গতঃ।

চ ম শু — ধনবৃদ্ধিং সুখং ভোগং নানারত্ন বরস্ত্রিয়ঃ
প্রাপ্নোতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

চ ম র — নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথাপিবা
নৃপপূজামবাপ্নোতি ভৌম প্রত্যন্তরে রবৌ।

চ ম চ — ধনলাভং সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ
লোকানুরাগমাপ্নোতি কুজ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

চন্দ্রের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

চ বু বু — নক্রবিচর্চ্চিকাক্লেশং কণ্ডুকুষ্ঠাদি রোগকান্
পাপং জরাদিকং দুঃখং নিজ প্রত্যন্তরে বুধে।

চ বু শ — বিরোধং ধননাশঞ্চ বাতশ্লেষ্মাদি পীড়নং
পদে পদে ভবেদ্বিঘ্নং বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।

চ বু বৃ — দদাতি পুত্রভার্য্যাঞ্চ রাজসম্মানমেব চ
বস্ত্রঞ্চ সুখভোগঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

চ বু রা — দেশত্যাগং তথা শোকং মিথ্যাপবাদমেব চ
বুধ প্রত্যন্তরে রাহুঃ করোতি নাশনং ধ্রুবম্।

চ বু শু — বস্ত্রং ধনং সদা ভোগং বপুঃ কান্তিং সুখং সদা
বুধ প্রত্যন্তরে শুক্রঃ করোতি রাজতঃ সুখং।

চ বু র — নানাসুখং মিত্রলাভং ধনধান্যং মনঃ সুখং
ভ্রমণং কৌতুকালাপং বুধ প্রত্যন্তরে রবৌ।

চ বু চ — বুধ প্রত্যন্তরে ভীতিঃ বিবাদং মনসঃ ক্ষতিঃ
জায়তে ধনহানিশ্চ রোগশোকং তথা বিধৌ।

চ বু ম — রোগং দুঃখং পরিতাপং ক্লেশাদি ভয়মেব চ
ক্রুর কর্ম্ম সদাচিন্তো বুধ প্রত্যন্তরে কুজে।

চন্দ্রের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তরদশার ফল।

চ শ শ — বিবাদং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধভয়ং শোকং তথৈব চ
করোতি চাশুভং নিত্যং শনিঃ প্রত্যন্তরে সদা।

চ শ বৃ — দেবপূজা সুখং লাভং নিত্যঞ্চ রাজপূজনম্
জায়তে বিত্তবিপুলং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

চ	শ	রা	ব্রণজ্বরং ক্লেশতাপং চৌরশক্রভয়ং ভবেৎ শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহুং করোতি বহু সংশয়ঃ।
চ	শ	শু	ধনং শস্যং সুবর্ণাদি রাজবল্লভমেব চ কন্যালাভং ভবেত্তত্র শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
চ	শ	র	রোগং শোকং নিদানঞ্চ মিথ্যাপবাদমেব চ ধনং নাশঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌঃ।
চ	শ	চ	স্ত্রীবিয়োগং চক্ষুরোগং নানাদুঃখ সমন্বিতং ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
চ	শ	ম	রোগং শোকোবন্ধুপীড়া ধননাশঃ প্রজায়তে শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে মনোদুঃখং সুনিশ্চিতম্।
চ	শ	বু	বিজয়ং বিত্তলাভঞ্চ রাজসম্মানমেব চ। ধর্ম্মকর্ম্ম সুশীলঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

চন্দ্রের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

চ	বৃ	বৃ	লাভং জ্ঞানং ধনং ধান্যং অপত্যং বহুলং সুখম্ দেবপূজাদিসম্মানং গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা।
চ	বৃ	রা	বিবাদং রাজভীতিঞ্চ শোকঞ্চ কষ্টমেব চ ব্রণং জ্বরং ভবেত্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।
চ	বৃ	শু	জয়ং ধনং মনঃপ্রীতিং রাজসম্মানমেব চ যশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
চ	বৃ	র	ধনৈশ্বর্য্যং বাহনঞ্চ নানাসুখজয়ন্তথা করোতি মিহিরস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা।
চ	বৃ	চ	নীরোগং শক্রনাশঞ্চ ধনমিত্রযুতো ভবেৎ লোকানন্দকরং তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
চ	বৃ	ম	শক্রনাশং মনস্তুষ্টিং আরোগ্যং লাভমেব চ যশঃ প্রাপ্নোতি সততং গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে
চ	বৃ	বু	সন্তাপং ধনহানিশ্চ বিবাদং দুঃখমেব চ মিত্রদ্বেষং বুধো দদ্যাদ্ গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা।

চ বৃ শ ধনহানিঃ শোকদুঃখং সর্পচৌরনৃপাদ্ভয়ম্
ক্লেশস্তত্র ন সন্দেহো গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

চন্দ্রের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

চ রা রা অগ্নিচৌরশক্রভীতিং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্
গাত্রিকণ্ডুসমাযুক্তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যথা
চ রা শু ধনপুত্রসুখৈর্যুক্তং বিবোহি বন্ধুভিঃ সহ
শিরোরোগং ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
চ রা র সংশয়ং বহ্নিভীতিঞ্চ জ্বরং চৌরভয়ন্তথা
কলহং করয়েন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।
চ রা চ ধননাশং স্ত্রীকলহং নানাদুর্গতিরেব চ
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ
চ রা ম বিষশস্ত্রভয়ং ঘোরং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্
চৌরাদগ্নিমবাপ্নোতি রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
চ রা বু ক্ষুদ্ভয়ং দুঃখশোকঞ্চ ধনহানিশ্চ জায়তে
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে কলহো বন্ধুভিঃ সহ।
চ রা শ ধনং ধান্যং তথারোগ্যং রাজসম্মানমেব চ
করোতি সূর্য্যজস্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে সদা।
চ রা বৃ আরোগ্যং বস্ত্রমাপ্নোতি কার্য্যসিদ্ধিস্তথা ভবেৎ।

চন্দ্রের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

চ শু শু জয়ং লাভং লক্ষীযুক্তং রাজসম্মানমেব চ
গোধনৈঃ পরিপূর্ণ স্যাৎ স্বীয় প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
চ শু র ভয়ং শোকং বিবাদঞ্চ দৈবসম্ভাবিতং ধ্রুবম্
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যেবিদ্যাদগ্নিভয়ন্তথা।

চ শু চ রোগং দুঃখং মনস্তাপং বিবাদং বিত্তসংক্ষয়ং
কার্য্যনাশং বিধুঃ কুর্য্যাৎ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সদা।
চ শু ম ধনং ধান্যং কল্যাণঞ্চ লাভং মনসি শোভনম্
রাজসম্মানমেবেতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
চ শু বু সর্ব্বত্র লভতে লাভং সৌখ্যং ধন মনোহরং
বস্ত্রাদিভূষণং ধান্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
চ শু শ লাভং শত্রুবিনাশঞ্চ নানাসুখ সমাশ্রয়ঃ
নষ্ট প্রাপ্তিং জয়ং তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
চ শু বৃ বস্ত্রাদি ভূষণং পুত্রং লাভং রাজসুখং ভবেৎ
চৌরারিষ্টং ভবেত্তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
চ শু রা রাজপীড়া বন্ধনঞ্চ সংশয়ঃ জ্বরমেব চ
শোনিতং ভয়মাপ্নোতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

চন্দ্রের দশান্তে রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

চ র র শত্রুনাশং বহুধনং সুখং রাজশুভাবহম্
মিষ্টোভোজন সম্মানং নিজ প্রত্যন্তরে রবিঃ।
চ র চ ত্রাশং ভীতিং মহদ্দুঃখং গোধনাদি বিনাশনম্
জনপীড়া ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
চ র ম স্বর্ণরৌপ্যং ভবেত্তত্র স্ত্রীসুখং জয়মেব চ
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি রবে প্রত্যন্তরে কুজে।
চ র বু দদ্রুরোগং শত্রুপীড়া নানা দুঃখং ভবেৎ পুনঃ
ব্রণরোগং ধননাশং সূর্য্য প্রত্যন্তরে বুধে।
চ র শ রাজভয়ং বন্ধুনাশং পরাজয়ং জ্বরং তথা
অপমানং ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
চ র বৃ তীর্থলাভং ধনং ধান্যং ধর্ম্মকর্ম্মসু রোচয়েৎ
ভবেন্মিত্র সমাযুক্ত রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
চ র রা অশুভং ধনহানিশ্চ ব্যাধি পীড়াং দদাতি চ
প্রত্যন্তরে যথা ভাগৌ রবেঃ রাহোঃ সুনিশ্চিতম্।

চ র শু শিরোরোগং জ্বরং দুঃখং রাজপীড়াং করোতি চ।
জীবস্থ সংশয়ঞ্চৈব রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

মঙ্গলের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

ম ম ম বন্ধনং শত্রুঘাতঞ্চ ভয়ঞ্চ প্রাণসংশয়ম্
চৌরসর্পভয়ঞ্চৈব নিজ প্রত্যন্তরে কুজে।

ম ম বু ঐশ্বর্য্যং রাজপূজাচ লাভং পুণ্যং মনঃসুখম্
করোতি সোমপুত্রশ্চ কুজপ্রত্যন্তরে যদা।

ম ম শ শত্রুচৌরভয়ং রোগং সর্পাঘাতং মহদ্ভয়ম্
নিয়তং ধনধান্যঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ।

ম ম বৃ ধনবস্ত্রসুখং ধান্যং রাজসম্মানমেব চ
লভতে নাত্র সন্দেহো ভৌম প্রত্যন্তরে গুরৌ।

ম ম রা ধননাশং কার্য্যহানিং রাজপীড়া ভবেৎ ধ্রুবম্
শোকোশ্চাগ্নি ভয়ং রোগং কুজ প্রত্যন্তরে তমঃ।

ম ম শু সুখারোগ্যং ধনং প্রীতিং নানাবস্ত্র বরস্ত্রিয়ং
দদাতি ভৃগুজঃ সর্ব্বং কুজঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

ম ম র ভূমিলাভং ধনং ধান্যং লোকানন্দং জয়ং সুখম্
করোতি সর্ব্বদা সূর্য্যঃ কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

ম ম চ সুখং লাভং পুণ্যতমং রাজসম্মানমেব চ
কন্যাপত্যং ন সন্দেহো কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ।

মঙ্গলের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

ম বু বু সুযশঃ সুখভোগঞ্চ রাজসম্মানমেব চ
ধর্ম্মকৈশ্চরতো নিত্যং নিজ প্রত্যন্তরে বুধে।

ম বু শ শ্লেষ্মরোগং রাজপীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ
বিদেশগমনঞ্চৈব বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।

ম বু বৃ রাজবল্লভ সম্মানং ধনাঢ্যং জনবল্লভং।
করোতি ভীষণো নিত্যং বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ

ম বু রা বহুদুঃখং বিবাদঞ্চ দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্
করোতি কষ্টং বহুলং বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।

ম বু শু শৃঙ্গীকণ্ঠকসর্পেভ্যো ভীতিঞ্চ প্রাণনাশনং
করোতি রাজপীড়াঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে ভৃগুঃ।

ম বু র ধনধান্যং মহৎ সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ
বস্ত্রালঙ্কার সংযুক্তং বুধ প্রত্যন্তরে রবৌ।

ম বু চ সর্পকণ্টক শৃঙ্গীভ্যো ভীতিঞ্চ ধননাশনম্
করোতি রাজপীড়াঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে বিধুঃ।

ম বু ম রোগশোকোপদ্রবঞ্চ চৌরশত্রুভয়ন্তথা
নানাদুঃখমবাপ্নোতি বুধ প্রত্যন্তরে কুজে।

মঙ্গলের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

ম শ শ চৌরভূপতিভীতিঞ্চ নানাদুঃখ প্রবাসকং
ভূস্খলনং সর্পভয়ং শনেঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ।

ম শ বৃ দেবপূজা তীর্থলাভো বস্ত্রং ধান্যং সুখং যশঃ
করোতি রাজসম্মানং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

ম শ রা রোগং নিদানং দৈন্যঞ্চ শত্রুপীড়া করোতি চ
বিস্ফোটিং কণ্ডুরোগঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

ম শ শু বান্ধবৈ সহ সৌখ্যঞ্চ ধনং ধান্যং যশোবলং
রাজবল্লভতামেতি শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

ম শ র অকস্মাদেব বিঘ্নঞ্চ সংশয়ং শত্রুতোভয়ং
মিথ্যাভিযোগদুঃখঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

ম শ চ চক্ষুরোগং স্ত্রী বিয়োগং ধনধান্যস্য সংক্ষয়ং
রাজভয়ং শত্রুভয়ং শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

ম শ ম ধননাশং রোগশোকং বস্ত্রাভরণ ভ্রষ্টকং
ব্রণঞ্চ কুরুতে নিত্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

ম প বু আরোগ্যং বিজয়লাভং পুত্রসম্পৎ সমাযুতং
রাজপ্রসাদতামেতি শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

মঙ্গলের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

ম বৃ বৃ তীর্থাভিগমনং বস্ত্রং নানাসুখ সমাশ্রয়ঃ।
ধনধান্যং সদারোগ্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা।

ম বৃ রা স্থান ভ্রষ্টং বন্ধনঞ্চ গমনং ব্রণরোগকং
রাজশত্রু ভয়ঞ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

ম বৃ শু ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে
রাজপীড়াং তথা ধর্ম্মং গুরোঃ পত্যন্তরে ভৃগৌ।

ম বৃ র ধনলাভং রাজসৌখ্যং জনানুরাগমেব চ
সুখং ভোজনতামেতি গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

ম বৃ চ সুখভোগং যশো নিত্যং ধনসম্পস্তথা ভবেৎ
রাজসম্মাননা নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

ম বৃ ম শত্রুহন্তা মহৎ সৌখ্যং কৃষিবাণিজ্য তৎপরঃ
পুত্রান্বিতং ভবেদ্বস্ত্রং গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে

ম বৃ বু লাভং যথা তথা হানির্নিয়তং ধান্যসম্পদঃ
মনোদুঃখং ভবেত্তত্রগুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

ম বৃ শ রত্ননাশং ধনং নষ্টং নষ্টচিত্তো ভবেন্নরঃ
সন্তাপং জ্বররোগঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

মঙ্গলের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

ম রা রা চৌরসর্পাগ্নিভয়ং ব্রণশত্রুবিমর্দ্দনম্
করোতি সৈংহিকাদুঃখং প্রত্যন্তরে ভাগাশ্রিতঃ।

ম রা শু ধনং রাজসমং সৌখ্যং মান্যতা হর্ষবর্দ্ধনম্
কৌতুকং বর্দ্ধতে নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

ম	রা	র	বহ্নিশত্রুভয়ং রোগং ধনহানিশ্চ জায়তে রাজসর্পভয়ং ক্লেশং রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।
ম	রা	চ	বিত্তলাভং তথারোগ্যং স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো মহান্ জলাদ্ভয়ং তথা রোগং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
ম	রা	ম	চৌরসর্পাগ্নিশস্ত্রাচ্চ ভয়ং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ব্রণরোগং ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
ম	রা	বু	জরং বহ্নিভয়ং তত্র নানাদুঃখং করোতি চ চন্দ্রজঃ সুখহানিঞ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে পুনঃ।
ম	রা	শ	লাভং ধনবিবাদঞ্চ চৌরাদিভয়মেব চ শনিঃ করোতি সততং তমঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
ম	রা	বৃ	ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো রাজবল্লভঃ কামসিদ্ধির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

মঙ্গলের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

ম	শু	শু	ধনবৃদ্ধিং সুখং লাভং নানাবস্ত্র সমন্বিতম্ করোতি ভৃগুজঃ সৌখ্যং স্বীয় প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
ম	শু	র	বন্ধোর্ব্বিরহদুঃখঞ্চ ব্রণরোগভয়ং ভবেৎ সন্তাপং রাজবিঘ্নঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।
ম	শু	চ	নখাননশিরোরোগং কায়হানিশ্চ জায়তে জনানাঞ্চ ভয়স্তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
ম	শু	ম	উৎসাহী ধনধান্যাদি সুখসম্পত্তিরেব চ ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব শুক্র প্রত্যন্তরে কুজে।
ম	শু	বু	সর্ব্বত্র লভতে লাভং মান সঞ্চয় ভূষণম্ রাজসম্মানতামেতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
ম	শু	শ	শত্রুনাশং বিত্তলাভো মিত্রলাভং ন সংশয়ঃ শুক্র প্রত্যন্তরে প্রাপ্তে মনস্তুষ্টিং ধনং শনৌ।
ম	শু	বৃ	রাজপূজা সুখং প্রীতিঃ কন্যাজন্মমেব চ ইষ্টদেবরতোনিত্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

ম শু রা বন্ধনং ধননাশঞ্চ রোগশোকঞ্চ জায়তে
শরীর দাহমাপ্নোতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

মঙ্গলের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

ম র র নানালাভং সুখং তত্র রাজপূজা মনঃ সুখং
লাভঞ্চ ভ্রমণঞ্চৈব রবেঃ প্রত্যন্তরে নরঃ।

ম র চ ত্রাশং দুঃখং দেশভ্রংশো শত্রুপীড়া ভবেত্তথা
চৌরাগ্নিবন্ধুপীড়া চ রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

ম র ম রত্নবস্ত্রং ভূষণঞ্চ সৌখ্যানি কীর্ত্তিমুত্তমাম্
তীর্থাভিগমনং যাতি রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

ম র বু রোগশোকং বন্ধনঞ্চ ক্লেশং ধনক্ষয়ং তথা
করোতি চন্দ্রজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

ম র শ জ্বররোগং বন্ধুনাশং ধননাশং পরাজয়ং
ক্লেশং কষ্টঞ্চ দারিদ্র্যং রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

ম র বৃ ধর্ম্মার্থসুখভোগঞ্চ রাজবল্লভমেব চ
বস্ত্রভূষণমাপ্নোতি রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

ম র রা অশুভং শত্রুপীড়া চ রোগঞ্চ ব্রণ পীড়নং
করোতি বহুদুঃখানি রবেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

ম র শু শিরোরোগং জ্বরং ঘোরং ধনহানিং করোতি চ
শত্রুদ্বেষস্তথা দুঃখং রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

মঙ্গলের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

ম চ চ ধনলাভং সুখারোগ্যং পুণ্যং তীর্থমতিস্তথা
করোতি নিয়তং চন্দ্রো নিজ প্রত্যন্তরে যদা।

ম চ ম রোগশোকাভিতাপশ্চ ধনহানিঞ্চ জায়তে
শত্রুভয়ং রাজপীড়া চন্দ্র প্রত্যন্তরে কুজে।

ম চ বু	সর্ব্বত্র লাভং সৌখ্যঞ্চ গজাশ্বগোধনাদিকম্
	সুখং তত্র সদা জ্ঞেয়ং চন্দ্র প্রত্যন্তরে বুধে।
ম চ শ	বিবাদং রাজভীতিঞ্চ শোকং দুঃখং ভবেৎ পুনঃ
	শস্তহানির্ম্মনস্তাপং চন্দ্র প্রত্যন্তরে শনৌ।
ম চ বৃ	সৌখ্যানি ধনধান্যঞ্চ বস্ত্রলাভং মনঃসুখং
	জায়তে নাত্র সন্দেহশ্চন্দ্র প্রত্যন্তরে গুরৌ।
ম চ রা	বহ্নিশত্রুভয়ং দেষং ধনহানিশ্চ জায়তে
	চিন্তান্তরং কণ্ডুরোগং চন্দ্র প্রত্যন্তরে গতঃ।
ম চ শু	শত্রুনাশং ধনংধান্যং লাভং নৃপস্য পূজনং
	করোতি ভৃগুজস্তত্র চন্দ্র প্রত্যন্তরে গতঃ।
ম চ র	ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশং রিপুক্ষয়ং
	বহুসৌখ্যং রবিঃ কুর্য্যাদ্বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বুধের দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু বু বু	বাহনং ধনধান্যঞ্চ রাজপূজা যশোঽন্বিতং
	স্বজেন্বিত্যং রৌহিণেয়ো দিব্যস্ত্রী সুসমাগমম্।
বু বু শ	শ্লেষ্মরোগমর্থহানিং বিবাদং রাজতো ভয়ং
	করোতি রবিজস্তত্র বুধ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বু বু বৃ	আরোগ্যং শত্রুনাশঞ্চ ভার্য্যাং পুত্রান্বিতং ধনম্
	লভেদ্রাজসুখন্তত্র বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
বু বু রা	বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং
	করোতি বহুদুঃখানি বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।
বু বু শু	ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মবত্বং ধনাগমম্
	রাজপ্রসাদলাভঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
বু বু র	শ্রিয়াযুক্তং ধনধান্যং গজবাজি সমন্বিতং
	প্রভাকরঃ করোত্যাশু বুধ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বু বু চ	কণ্টকাদি প্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ
	নিশাকরঃ করোত্যাশু বুধ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু বু চ — ভ্রমজ্ঞানং দেহক্ষীণং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ
ধননাশং প্রকুরুতে বুধ প্রত্যান্তরে গতঃ।

বুধের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু শ শ — বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ
বিদেশগমনঞ্চৈব স্বীয় প্রত্যন্তরে শনৌ।

বু শ বৃ — ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ
ভবেত্তার্য্যাং স্ব পুত্রঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

বু শ রা — বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং
করোতি বহুদুঃখানি শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

বু শ শু — ধনাঢ্যং বহুবিত্তঞ্চ ধর্ম্মবন্তং ধনাগমম্
কুরুতে দানবাচার্য্যঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু শ র — পরদারাভিগমনং করোতি তীক্ষ্ণকিরণঃ
জীবনস্থ চ সন্দেহং শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু শ চ — স্ত্রীনাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তগদং শশী
বন্ধুদ্বেষঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ

বু শ ম — দেহক্ষীণং মহারোগং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু শ বু — আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ
করোতি চাদরং লোকে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

বুধের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

বু বৃ বৃ — রাজপূজাসুখং প্রীতিরপত্যজননং তথা
ধনবস্ত্রযশশ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরেঽঙ্গি চ।

বু বৃ রা — বন্ধুদ্বেষং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং
করোতি বহুদুঃখানি গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

বু বৃ শু ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মবত্তং ধনাগমম্
রাজপ্রসাদলাভঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

বু বৃ র বহুমিত্রং ধনং ধান্যং সৌভাগ্যং রাজবল্লভং
কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু বৃ চ বহুমিত্রং সুখং ভাগ্যমৈশ্বর্য্যং রাজবল্লভম্
নৃপতুল্যো ভবেচ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে শশী।

বু বৃ ম আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং সৌভাগ্যং শত্রুনাশনম্
গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে যশঃ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ।

বু বৃ বু সুখং দুঃখং ভবেল্লাভং তথা ধনক্ষয়ং ভবেৎ
দেবার্চ্চনপরোনিত্যং গুরো প্রত্যন্তরে বুধে।

বু বৃ শ ম্লেচ্ছজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্বিত্ত বিবর্জ্জিতং
লুপ্তনীতির্মানিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ

বুধের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু রা রা বিবাদং ব্রণরোগঞ্চ রাজতো ভয়মেব চ
রাহুর্দদাতি সততং মনস্তাপং ধনক্ষয়ং।

বু রা শু মনোহনুকুলসৌখ্যঞ্চ রাজসম্মান মাপ্নুতাম্
ভৃগুজঃ কুরুতে নিত্যং রাহো প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু রা র বহ্নিশত্রুভয়ং রোগং নিদানং বন্ধনং ততঃ
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্য কুরুতে চ ধনক্ষয়ং।

বু রা চ স্ত্রীপুত্রকলহোনিত্যং দুঃখং বিত্তস্য সংক্ষয়ম্
চন্দ্রঃ করোতি কুগতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ

বু রা ম বিষশস্ত্রাগ্নিচৌরাণাং ভয়ং দ্রবীন নাশনং
কুরুতে ভূমিপুত্রশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু রা বু বহ্নিশত্রুচৌরভয়ং জ্বরং ক্ষুধ্বন্ধুনাশনং
কুরুতে সোমপুত্রশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু রা শ আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং শত্রুনাশং ধনাৎ সুখং
রবিজঃ শ্রীযুতং কুর্য্যাৎ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু রা বৃ কার্য্যসিদ্ধিং শুভৈশ্বর্য্যং বস্ত্রভূষণং ধর্ম্মতঃ
ভবেত্তত্র মনঃ প্রীতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বুধের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু শু শু ধনং বহুসুখং রাজ্যং পুত্রং ধর্ম্মং সমাশ্রয়ং
শুক্রঃ করোতি সততং সৌভাগ্যঞ্চ যশোহন্বিতম্।

বু শু র বিবাদং ভয়দুঃখানি ব্রণরোগং ধনক্ষয়ং
সূর্য্যঃ করোতি নিয়তং ভৃগু প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু শু চ নখাননশিরোরোগং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ং
করোত্যাশু বিধুর্নিত্যং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ।

বু শু ম ধনলাভং ভূষণঞ্চ উৎসাহং ধনধান্যকং
করোতি ভূমিজঃ শান্তিং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ।

বু শু বু সুখং লাভং জয়ং প্রীতিং নানাবস্ত্র সমন্বিতম্
কুরুতে শশিজঃ পূণ্যং ভৃগোঃপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু শু শ শত্রুক্ষয়ং সুখং রাজ্যং সম্মানং নষ্টলাভকং
কুরুতে রবিজো ধর্ম্মং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ।

বু শু বৃ রাজপূজাগমঃপ্রীতিং কন্যাজন্মমেব চ
ভৃগোঃপ্রত্যন্তরে জীবো নষ্টপ্রাপ্তিং করোতি চ।

বু শু রা রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ সংশয়ং ধননাশনং
করোতি কলহং দুঃখং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

বুধের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু র র সুখং সৌভাগ্যমারোগ্যলাভং শত্রুপরাজয়ং
রবিঃ করোতি সততং বস্ত্রভূষণ সঞ্চয়ং।

বু র চ — ত্রাশং রোগং ভ্রমনঞ্চ সঙ্কটং চৌরতো ভয়ং
চন্দ্রঃ করোতি নিয়তং রবি প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু র ম — স্বর্ণ প্রবাল সৌখ্যানি ধর্ম্মবস্ত্রং ধনাগমম্
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং রবি প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু র বু — চক্রবিচর্চ্চিকাক্লেশং ধননাশং সহদ্ভয়ং
বন্ধনং রাজপীড়া চ রবি প্রত্যন্তরে বুধে।

বু র শ — সন্তাপং বন্ধুনাশঞ্চ বলনাশং পরাজয়ং
বহ্নিরাজভয়ঞ্চৈব রবি প্রত্যন্তরে শনৌ।

বু র বৃ — ধর্ম্মার্থলাভ সম্মানং বস্ত্রসম্পত্তিরেব চ
পুত্রলাভঞ্চ কুরুতে রবি প্রত্যন্তরে গুরৌ।

বু র রা — অশুভং সর্ব্বকার্য্যেষু পীড়নং রোগমেব চ
তমঃ করোতি নিয়তং রবি প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু র শু — শিরোরোগং জ্বরং ঘোরং বন্ধুনাশং ভয়ং ভবেৎ
ধননাশঞ্চ কুরুতে রবি প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

বুধের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু চ চ — জ্বরং ত্রাশং রাজপীড়াং করোতি চ ধনক্ষয়ম্
শত্রুভয়ং বিবাদঞ্চ নানাদুঃখং বিধুঃ পুনঃ।

বু চ ম — রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ চৌরাগ্নিভয়সঙ্গমম্
কুজঃ করোতি নিয়তং চন্দ্র প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বু চ বু — সর্ব্বত্র লভতে লাভং ধর্ম্মবস্ত্রং ধনাগমম্
রাজসম্মানতামেতি বিধু প্রত্যন্তরে বুধে।

বু চ শ — রাজশত্রু ভয়ং শোকং বন্ধুদ্বেষং ধনক্ষয়ং
করোতি রবিজস্তত্র চন্দ্র প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু চ বৃ — দানধর্ম্মসুখং পুত্রং বস্ত্রভূষণসম্পদম্
কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ বুধ প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু চ রা — বৈরিবহ্নিভয়ং দুঃখং বন্ধনং ধনসংক্ষয়ম্
করোতি সৈংহিকাস্বসুর্ব্বিধু প্রত্যন্তরে গতঃ।

বু চ শু সম্মানং সুখসৌভাগ্যং ধনপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
বু চ র শত্রুক্ষয়ং কোষবৃদ্ধিং নীরোগং পুণ্যবর্দ্ধনম্
করোতি দিননাথশ্চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বুধের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বু ম ম দেহক্ষৈণ্যং দস্যুভয়ং নানাভয়ং সমন্ততঃ
দণ্ডাঘাতং তথা দুঃখং কুজ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বু ম বু ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ কাঞ্চনং সুখমেব চ
বুধঃ করোতি নিয়তং কুজ প্রত্যন্তরে যদা।
বু ম শ রিপুচৌরভয়ং রোগং ধননাশং বিষাদ্ভয়ং
সুহৃদ্দ্বেষং মনোদুঃখং কুজ প্রত্যন্তরে শনৌ।
বু ম বৃ দেববিপ্রগুরোর্ভক্তিং নানাসুখসমাশ্রয়ম্
পুত্রলাভং ভবেত্তত্র কুজ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
বু ম রা উদ্বেগং ধননাশঞ্চ কার্য্যনাশং মনঃক্ষতিম্
চৌরশত্রুভয়ং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে তমঃ।
বু ম শু ধনবৃদ্ধি সুখং লাভং নানাবস্তুসমন্বিতম্
জায়তে রাজসম্মানং কুজ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
বু ম র নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভং মহদ্ভয়ং
রাজ্যং সম সুখং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে রবিঃ।
বু ম চ ধনলাভং সুখারোগ্যং ভোগবস্ত্র বিভূষণং
নানাসুখং ভবেত্তত্র কুজ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শনির দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

শ শ শ রোগং শোকং কলহঞ্চ বন্ধনং শত্রুতোভয়ম্
শনিঃ করোতি নিয়তং নরাণাং ধননাশনম্।

শ শ বৃ দেবপূজা ধর্ম্মবশ্বং সুখং বস্ত্রং বিভূষণম্
কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ শনি প্রত্যন্তরে গুরৌ।

শ শ রা রাজভীতিং জরং রোগং নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্
বন্ধনং বন্ধুপুত্রাদেঃ শনি প্রত্যন্তরে তমঃ।

শ শ শু পুত্ররত্নমিত্রবন্ধুস্ত্রীণাঞ্চৈব সমাগমম্
সুখস্তত্র রাজপূজা শনি প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

শ শ র শারীরদৈন্যমাপ্নোতি তথা ক্লেশং ধনক্ষয়ম্
করোতি চ রবিস্তত্র শনি প্রত্যন্তরে গতঃ।

শ শ চ চক্ষুরোগং জ্বরং ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্
জনাত্ত্বয়ং করোত্যাশু শনি প্রত্যন্তরে বিধুঃ।

শ শ ম ধনহীনং ব্রণং রোগং সর্পাগ্নিচৌরতোভয়ঃ
জীবনে সংশয়ো যাতি শনি প্রত্যন্তরে কুজে।

শ শ বু আরোগ্যং বিজয়ং রাজং সম্মানধনসঞ্চয়ম্
করোতি বহুপুত্রঞ্চ শনি প্রত্যন্তরে বুধঃ।

শনির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ বৃ বৃ অপত্যজননং সৌখ্যং ধনধান্যসমাশ্রয়ম্
শ্রিয়া পরমায়ুর্যুক্তং করোতি মানবং গুরুঃ।

শ বৃ রা মিথ্যাভিসংশয়ং স্থানং ব্রণধনস্য সংক্ষয়ম্
বিবাদং বহুদুঃখানি গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

শ বৃ শু ধনহানিং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে
অকস্মাত্তস্য পীড়া চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

শ বৃ র ইষ্টলাভং রাজপূজা কোষবৃদ্ধিং সুখাবহম্
জায়তে নিয়তং নৃণাং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

শ বৃ চ পুত্রমিত্রবন্ধুযুক্তং ধনলাভং সুখং শুভম্
করোতি রাজসম্মানং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ।

শ বৃ ম শত্রুনাশং মহৎ সৌখ্যং জয়ং লাভং ধনাগমম্
কুজঃ করোতি কুশলং গুরোঃ পাকদশাং গতঃ।

শ বৃ বু সুখং দুঃখং জয়ং তত্র ধনহানিশ্চ জায়তে
সম্মাননাশরোগশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
শ বৃ শ লুণ্ঠনীতিং সর্পচৌরশৃঙ্গীণাং ভয়মেব চ
করোতি সূর্য্যজস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শনির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ রা রা ধনহানিং সদোন্মাদং ব্রণং জ্বরভয়ন্তথা
করোতি সততং রাহুঃ প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।
শ রা শু ধনং সুখং রাজপূজাং মনঃপ্রীতিং যশোন্বিতম্
কুরুতে দানবাচার্য্যো রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।
শ রা র বহ্নিভয়ং পরৈর্দ্বেষং ব্যাধিপীড়াং চলং মনঃ
রবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।
শ রা চ দুঃখঞ্চ দুর্গতিং ক্লেশং বিবাদং ধনসংক্ষয়ম্
গোযু পীড়াং প্রকুরুতে রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ।
শ রা ম চৌরশত্রুভয়ঞ্চৈব বস্ত্রাভরণমেব চ
করোতি সততং ভৌমো রাহোঃ পাকদশাং গতঃ।
শ রা বু ত্রাশঞ্চ রাজপীড়াঞ্চ বন্ধনং বিত্তনাশনম্
বুধঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।
শ রা শ মিত্রবন্ধুধনৈর্যুক্তো মনসঃ প্রীতি বর্দ্ধনং
করোত্যাশু ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
শ রা বৃ আরোগ্যং কার্য্যসংসিদ্ধিং বস্ত্রভূষণসংযুতং
গুরুঃ করোতি কল্যাণাং রাহোঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ।

শনির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ শু শু ধনং যশোন্বিতং সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ
কুরুতে ভৃগুজস্তত্র প্রত্যন্তর দশাং গতঃ

শ শু র — পরদারাভিগমনং ধননাশং জ্বরং তথা
দশাস্থ সূর্য্যঃ সন্তাপং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শ শু চ — স্ত্রীনাশং ধননাশঞ্চ শক্রচৌরভয়ং জ্বরম্
রাজপীড়া ভবেত্যাশু ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শ শু ম — সত্যশৌচধনৈর্যুক্তং মলিনং বিত্তনাশনম্
কুজঃ করোতি সততং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

শ শু বু — সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং গজাশ্বগোধনাদিকম্
বুধঃ করোতি কল্যাণং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

শ শু শ — শত্রুনাশং নষ্টলাভং বলঞ্চ জয়কারকম্
নিয়তং কুরুতে মন্দো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।

শ শু বৃ — রাজপূজা সুখং পুত্রং সৌরভি সুখভূষণম্
জায়তে নিয়তং তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

শ শু রা — বন্ধনং রোগবৃদ্ধিশ্চ নানাদুঃখং প্রজায়তে
শুক্র প্রত্যন্তরে রাহো ধনহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্।

শনির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ র র — শারীরদৈন্যমাপ্নোতি নানাদুঃখং সমন্বিতম্
ভয়ং ত্রাশং সমাযুক্ত স্বীয় প্রত্যন্তরে রবিঃ।

শ র চ — শঙ্কটঞ্চ ভয়ং ত্রাশং শত্রুপীড়া তথা ভবেৎ
রবেঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রঃ করোতি বিবিধং ভয়ং।

শ র ম — ধনং ধান্যং সদা সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ
জায়তে ভূমিজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ।

শ র বু — রোগং শোকং মহদ্দুঃখং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে
নানাপ্রকার দুঃখানি রবেঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

শ র শ — সন্তাপং বন্ধুনাশঞ্চ শত্রুপীড়া ধনক্ষয়ং
করোতি রবিজস্তত্র ভানোঃ প্রত্যন্তরে যদা।

শ র বৃ — ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং রাজবল্লভমেব চ
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো ভানোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

শ র রা — ব্রণং জ্বরভয়ং ক্লেশং নানাদুঃখসমন্বিতম্
করোতি সৈংহিকেয়শ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
শ র শু — বাতশ্লেষ্মকৃতাপীড়া ধননাশং মনঃক্ষতিং
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সূর্য্য প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

শনির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ চ চ — ধনহানিং মনস্তাপং বিবাদং রাজপীড়নং
কবোতি নিয়তং চন্দ্রঃ প্রত্যন্তব দশাং গতঃ।
শ চ ম — রোগশোকং মহদ্দুঃখং মিথ্যাবিলসিতস্তথা
করোতি ভূমিজস্তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
শ চ বু — সর্ব্বত্র লভতে লাভং ধনধান্যং সুখং জয়ম্
করোতি বৌহিণেয়স্ত চন্দ্র প্রত্যন্তরে যদা।
শ চ শ — বন্ধু দ্বেষং নৃপাদ্ভীতিং ধননাশং পরাজযম্
দণ্ডিনো ভীতিমুগ্রঞ্চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
শ চ বৃ — শত্রুক্ষয়ং ধনং ধান্যং রাজপূজান্বিতং গুরুঃ
চন্দ্র প্রত্যন্তরে জাতো মনঃ প্রীতিঃ করোতি হি।
শ চ রা — বহ্নিসর্পচৌরভয়ং দুঃখং বন্ধুধনক্ষয়ম্
ন সন্দেহো ভবেত্তত্র চন্দ্র প্রত্যন্তরে তমঃ।
শ চ শু — শত্রুক্ষয়ং ধনং ধান্যং রাজসম্মানমেব চ
করোতি সততঞ্চৈব চন্দ্র প্রত্যন্তরে ভৃগুঃ।
শ চ র — ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ বস্ত্রভূষণসম্পদম্
করোতি দিননাথশ্চ চন্দ্র প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শনির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ ম ম — রোগভ্রমণসন্তাপং ধননাশং মনঃক্ষয়ম্
জায়তে নাস্তি সন্দেহঃ কুজ প্রত্যন্তরে যদা।

শ ম বৃ	পরমৈশ্বর্য্যমতুলং ধনলাভং সুখং জয়ং অশ্বাদি বাহনং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে বুধে।
শ ম শ	রিপুচৌরভয়ং দুঃখং ধনহানিশ্চ জায়তে সদর্পং স্ত্রীভয়ং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে শনৌ।
শ ম বৃ	দিব্যস্ত্রীগন্ধমাল্যানি ভূষণশ্চ সমাযুতং রাজপূজা ভবেত্তত্র কুজ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
শ ম রা	উদ্বেগং কলহশ্চৈব বন্ধনং রাজপীড়নং করোতি রাহুরত্যর্থং কুজ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
শ ম শু	ধনবৃদ্ধিং সুখং লাভং দানভোজনমেব চ প্রাপ্যতে তত্র সৌখ্যঞ্চ কুজ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
শ ম র	ধনলাভং জয়ং সৌখ্যং অপত্যং রাজপূজনং প্রাপ্নোতি চ ন সন্দেহঃ কুজ প্রত্যন্তরে রবৌ।
শ ম চ	নীলং বৃষঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বাহনং সুখভোজনং জায়তে নিয়তং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শনির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শ বু বু	আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ ধনং পুত্রং বুধো দদ্যাৎ নিজ প্রত্যন্তরে গতঃ।
শ বু শ	বাতশ্লেষ্মকৃতাপীড়া বিরহো বন্ধুভিঃ সহ বিদেশগমনং বিঘ্নং বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।
শ বু বৃ	রাজপূজা ধনং ধান্যং নীরোগং শত্রুমর্দ্দনম্ ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ।
শ বু রা	বিরোধং ধনহানিশ্চ রাজোপদ্রবমেব চ করোতি সৈংহিকেয়শ্চ বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।
শ বু শু	অসন্তোষং মনস্তাপং স্ত্রীষু পীড়া মহদ্ভয়ম্ জায়তে তত্র সন্তাপং বুধ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
শ বু র	দানধর্ম্মক্রিয়াযোগং বন্ধুভিঃ প্রাপ্তিমুত্তমাম্ করোতি সর্ব্বকল্যাণং বুধ প্রত্যন্তরে রবৌ।

শ বু চ আরোগ্যং ভার্য্যায়া ভোগং মহদ্‌জ্ঞানং শ্রিয়ো ভবেৎ
ধনসঞ্চয়মাপ্নোতি বুধ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
শ বু ম ব্রণরোগং নিদানঞ্চ নানাদুঃখং প্রজায়তে
বন্ধনং পরিতুষ্টঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে কুজে।

বৃহস্পতির দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বৃ বৃ বৃ সৌখ্যং শ্রিয়ং সুতার্থং বা রাজ্যার্থলাভমেব চ
সুরাচার্য্য স্বদশায়াং কুরুতে নিয়তং বরঃ।
বৃ বৃ রা স্থাননাশং বিবাদঞ্চ মিথ্যাভিসংশয়ং ভয়ম্
কুরুতে ধনহানিশ্চ গুরু প্রত্যন্তরে তমঃ।
বৃ বৃ শু ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিং নৃপাদ্ভয়ম্
রোগশোকঞ্চ কুরুতে গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
বৃ বৃ র বহু সাম্যং ধনং স্বর্গং রাজসৌখ্যঞ্চ ভূষণম্
দদাতি দিননাথশ্চ গুরোঃ পাকদশাং গতঃ।
বৃ বৃ চ সুখারোগ্যং রাজপূজাং জনানুরাগরঞ্জনম্
করোতি চ শুভাং কান্তিং গুরোঃ প্রত্যন্তরং গতঃ॥
বৃ বৃ ম ভৃত্যমিত্রার্থলাভঞ্চ ধনধান্যং সুখাশ্রয়ং
ধর্ম্মবৃদ্ধিং নরং কুর্য্যাদ্ গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
বৃ বৃ বু মনঃ প্রীতিং জয়ং লাভঃ যথা ধনস্য সংক্ষয়ং
করোতি সোমপুত্রশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ বৃ শ লুণ্ঠনীতি মনোদুঃখং সর্পচৌরাগ্নিতো ভয়ম্
শনিন্যূন প্রকুরুতে গুরোঃ পাকদশাং গতঃ।

বৃহস্পতির দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

বৃ র রা স্থাননাশং জ্বরং দুঃখং বন্ধনং সংশয়ং ভয়ম্
তমঃ করোতি নিয়তং গুরোঃ প্রত্যন্তরে গত।

বৃ রা শু	শিরোরোগং ধনং লাভং মান্যস্ত পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ভৃগুজঃ কুরুতে নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ রা র	বহ্নিশত্রুভয়ং শোকং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ রবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যদা।
বৃ রা চ	ধননাশং রাজভয়ং প্রাণনাশং করোতি চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
বৃ রা ম	বিষশস্ত্রাগ্নিসংযুক্তং নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্ নিয়তং কুরুতে ভৌমো রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ রা বু	জ্বরং ক্ষুধাগ্নিভীতিঞ্চ মনোদুঃখং প্রজায়তে রাজপীড়া ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
বৃ রা শ	মিত্রভৃত্যার্থসৌখ্যানি মনোঽনুকূলমেব চ জায়তে তত্র নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
বৃ রা বৃ	দানধর্ম্মস্তু নিয়তং বস্ত্রভূষণবাহনং কুরুতে দেবতা পূজ্যঃ প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।

বৃহস্পতির দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

বৃ শু শু	রাজপীড়া জ্বরং ঘোরং মলিনং ধনসংক্ষয়ম্ কুরুতে দানবাচার্য্যো নিজ প্রত্যন্তরেঽপি চ।
বৃ শু র	ব্রণরোগং ভয়ং দুঃখং ধননাশং মহত্তরাম্ কুরুতে চ দিননাথঃ শুক্রে পাকদশাং গতঃ।
বৃ শু চ	নখাননজ্বরং ঘোরং ত্রাশং রাজভয়ং সদা করোতি বহুদুঃখানি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
বৃ শু ম	ধনং ধান্যং শুভাপত্যং জনঃ প্রমোদ লাভকম্ ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ শু বু	নানাধর্ম্মলাভং সৌখ্যং নানাসুখকরোতি চ জায়তে সোমপুত্রশ্চ ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ।
বৃ শু শ	নষ্টলাভং বপুঃ পুষ্টিং ধনং শত্রুবিনাশনং মন্দঃ করোতি কুশলং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃ	শু	বৃ	ধনং ধান্যং যশোনিত্যং লাভং রত্নাদি ভূষণম্ সুরাচার্য্যঃপ্রকুরুতে ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ।
বৃ	শু	রা	ব্রণরোগং বন্ধনঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ জায়তে নাত্র সন্দেহো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃহস্পতির দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বৃ	র	র	ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ শুভং ভবেন্নসন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ।
বৃ	র	চ	বিত্তনাশং শত্রুভয়ং রোগং বিবাদমেব চ কুরুতে চ বিধুস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ	র	ম	সুবর্ণং ভূষণং তত্র সঞ্চয়ং সুখসম্পদম্ জায়তে চ ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
বৃ	র	বু	জ্বরং ঘোরং দস্যুভয়ং বিত্তনাশং মনঃক্ষয়ম্ করোতি সোমজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ	র	শ	মনস্তাপং রাজপীড়া বন্ধুনাশং পরাজয়ম্ কুরুতে রবিজো দুঃখং রবেঃ প্রত্যন্তরে যদি।
বৃ	র	বৃ	নানাদুঃখমবাপ্নোতি রূপমখ্যাতিপৌরুষম্ কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে যদা।
বৃ	র	রা	ব্যাধিপীড়ারাজশত্রুবহ্নিভীতি ধনক্ষয়ম্ সৈংহিকেয়ঃ প্রকুরুতে রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ	র	শু	শিরোরোগং শত্রুভয়ং অলসং পাপসঞ্চয়ম্ দদাতি ভৃগুজো নিত্যং রবেঃ প্রত্যন্তরে পুনঃ।

বৃহস্পতির দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার দশার ফল।

বৃ	চ	চ	ধনং প্রমোদিতং শস্তং কামনাপূরিতং সদা করোত্যেব ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃ চ ম	চক্ষুরোগং চৌরভয়ং রাজপীড়া ধনক্ষয়ং করোতি নির্দয়ং ভৌমো বিধোঃ প্রত্যন্তরে যদা।
বৃ চ বু	রাজবল্লভতামেতি ধনং সুখপ্রমোদকম্ আত্মজা জায়তে তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
বৃ চ শ	বন্ধুদ্বেষং নৃপাদ্ভীতিং শোকসঙ্কুলমেব চ করোতি নিয়তং তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
বৃ চ বৃ	ধর্ম্মবত্বং ভূষণঞ্চ ধনসঞ্চয়মেব চ করোতি সুখপূজ্যঞ্চ চন্দ্র প্রত্যন্তরে যদা।
বৃ চ রা	বন্ধুনাশং ধন নাশং বহ্নিশত্রুভয়ন্তথা তমঃ করোতি সততং চন্দ্র প্রত্যন্তরে গতঃ।
বৃ চ শু	শ্রিয়াযুক্তং শত্রুনাশং ধনসম্পত্তথা সুখম্ জায়তে নাত্র সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
বৃ চ র	ঐশ্বর্য্যং মনসঃ প্রীতিং রাজবল্লভমেব চ জায়তে মিত্র বহুলং বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

বৃহস্পতির দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বৃ ম ম	ধনং যশঃ সুখারোগ্যং মনঃ প্রীতিঞ্চ সম্পদম্ কুরুতে সততং লাভং নিজপ্রত্যন্তরে কুজঃ।
বৃ ম বু	পরমৈশ্বর্য্যমতুলং নানাসুখ সমাশ্রয়ম্ কুরুতে সোমজস্তত্র কুজ প্রত্যন্তরে গতঃ।
বৃ ম শ	চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং রাজতো ধননাশনম্ জায়তে রোগশোকঞ্চ কুজ প্রত্যন্তরে শনৌ।
বৃ ম বৃ	ধর্ম্মবত্বং ধনৈশ্বর্য্যং লাভং শত্রুবিনাশনম্ করোতি ভূষণাঢ্যঞ্চ কুজ প্রত্যন্তরে গুরুঃ।
বৃ ম রা	কার্য্যার্থ নাশং রোগঞ্চ প্রাণসংশয়মেব চ করোতি রাহুঃ সততং কুজ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ ম শু	ধনং সুখং বাহনাঢ্যং নানাবস্ত সমন্বিতম্ কুরুতে দানবাচার্য্যো ভৌম প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃ ম র	ভূমিলাভং ধনং সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ কুরুতে নাতিধর্ম্মঞ্চ কুজ প্রত্যন্তরে রবৌ।
বৃ ম চ	সুখং লাভং জয়ারোগ্যং কন্যাজননমেব চ করোতি নিয়তং চন্দ্রো ভৌম প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃহস্পতির দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বৃ বু বু	ধনধান্যং সুখারোগ্যং প্রবলো শত্রুনাশনম্ করোতি চন্দ্রজস্তত্র প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।
বৃ বু শ	শ্লেষ্মরোগং চৌরশত্রুসর্পাদ্ভীতিং জরন্তথা করোতি নিয়তং তত্র বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।
বৃ বু বৃ	ধনাঢ্যং বহুপত্যঞ্চ বাহনাদি বিভূষণম্ করোতি সততং ক্ষোভং বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
বৃ বু রা	বহ্নিশত্রুরাজপীড়াং সর্পভীতিং ধনক্ষয়ম্ রাহুঃ করোতি সততং বুধ পাকদশাং গতঃ।
বৃ বু শু	তীর্থ পূতং রাজসৌখ্যং স্ত্রীসুখং মাল্যভূষণম্ করোতি ভৃগুজো লাভং বুধ প্রত্যন্তরে যদা।
বৃ বু র	নানাসুখং পুত্রমিত্রং ধনধান্যযুতং সুখম্ রবিঃ করোতি নিয়তং বুধ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
বৃ বু চ	জলাদ্ভয়ং ধননাশং শৃঙ্গিদংষ্ট্রিভয়ন্তথা জায়তে নাত্র সন্দেহো বুধ প্রত্যন্তরে বিধৌ।
বৃ বু ম	ব্রণং তাপং শত্রুভীতিং বহ্নিচৌরভয়ন্তথা কুজঃ করোতি নিয়তং বুধ প্রত্যন্তরে কিল।

বৃহস্পতির দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

বৃ শ শ	মনস্তাপং দস্যুভয়ং শৃঙ্গিসর্পভয়ন্তথা করোতি সততং মন্দঃ প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।

বৃ শ বৃ — ধনং সম্পৎ সুখারোগ্যং নানাসুখবিভূষণম্
করোতি নিয়তং তত্র শনৈঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

বৃ শ রা — জরঞ্চ শারীরং ক্লেশং বিস্ফোটকভয়ন্তথা
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দ প্রত্যন্তরে তমঃ।

বৃ শ শু — বন্ধুনাশং বন্ধনঞ্চ কোষবৃদ্ধিং জরং তথা
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরং প্রাপ্য অনাচারঃ প্রজায়তে।

বৃ শ র — ধননাশং তথারোগ্যং নানাদুঃখং ভয়ন্তথা
মন্দ প্রত্যন্তরে সূর্য্যো দদাতি মিশ্রিতং ফলম্।

বৃ শ চ — শারীরক্লেশদৈন্যঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

বৃ শ ম — অকস্মাদ্দৈবঘটনং ধননাশং বিঘাতকম্
জায়তে চিত্তবৈকল্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

বৃ শ বু — আরোগ্যং ভয়নাশঞ্চ শস্যসম্পত্তিকারকম্
রাজপূজা ভবেত্যাশু শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

রাহুর দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা রা রা — আত্মমনসিতাপশ্চ দুঃখং শোকং ব্রণং ফলম্
করোতি সৈংহিকেয়োহসৌ স্বীয় প্রত্যন্তরে যদা।

রা রা শু — ধনং যশঃ সুখারোগ্যং মনঃ সংশোভনন্তথা
রাহোঃ প্রত্যন্তরে চৈব ভৃগুঃ কুর্য্যাৎ সুনিশ্চিতম্।

রা রা র — শারীরক্লেশদৈন্যঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্
সূর্য্যঃ করোতি সন্তাপং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যদি।

রা রা চ — স্ত্রীবিয়োগং শত্রুপীড়াং ক্লেশং রাজভয়ং মহৎ
নিয়তং কুরুতে চৈব রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধঃ।

রা রা ম — বুদ্ধিনাশং ভয়ং ঘোরং কফং ক্লেশকরং মহৎ
জায়তে নিয়তং তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

রা রা বু — সুখং দুঃখং শস্যপূর্ণং তথা মনসি পীড়নং
জায়তে স্বজনৈর্বৈরং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

রা রা শ শত্রুনাশং ধনং ধান্যং ভূষণাদ্যৈর্ম্মনঃ সুখম্
কুরুতে বিজয়ন্তত্র তমঃ প্রত্যন্তরে যদা।
রা রা বৃ কার্য্যসিদ্ধিং ধনাঢ্যং স্যাৎ নীরোগং লাভকৃদ্ভবেৎ
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌখ্যং দদাতি নিয়তং গুরুঃ।

রাহুর দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা শু শু সততং মনসন্তুষ্টিং রাজপূজা সুখাবহম্
করোতি ভার্গবঃ প্রীতিং প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।
রা শু র বন্ধনং রাজচৌরাভ্যাং ভয়ঞ্চ প্রাণনাশনং
জায়তে সুখকার্য্যঞ্চ শুক্র প্রত্যন্তরে রবৌ।
রা শু চ শিরোরোগং সদা দুঃখং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্
জায়তে চাশুভং ধর্ম্মং শুক্র প্রত্যন্তরে বিধৌ।
রা শু ম মানানুকুলধর্ম্মতত্ত্বং লাভং সম্মানমেব চ
কুজঃ করোতি নিযতং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে যদা।
রা শু বু সর্ব্বত্র লভতে লাভং মানকাঞ্চনভূষণং
কন্যা জননমেবস্যাৎ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।
রা শু শ নষ্টলাভং রাজপূজাং নীরোগং নিরুপদ্রবম্
জায়তে সততং লাভং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।
রা শু বৃ রাজপূজাং সুখং প্রীতিং কন্যাজননমেব চ
করোতি ধনলাভঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
রা শু রা রোগবৃদ্ধির্বন্ধনঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়স্তথা
জায়তে কণ্ডুরোগঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

রাহুর দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা র র সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ম্
করোতি নিয়তং সূর্য্যঃ প্রত্যন্তর দশাং গতঃ।

রা র চ ত্রাশং ধনক্ষয়ং চৌররাজশক্রভয়ন্তথা
করোতি সোমঃ সন্তাপং রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রা র ম ধনলাভং স্ত্রিয়াযুক্তং জয়ং শক্রবিনাশনং
জায়তে চাপদো নাশং রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

রা র বু ক্লেশং মনসি দুঃখঞ্চ স্ত্রীষু পুত্রেষু পীড়নং
করোত্যেব ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রা র শ সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ ধননাশং মহদ্ভয়ং
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

রা র বৃ ধর্ম্মার্থ সুখমাপ্নোতি শক্রনাশং মনঃ সুখম্
গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ

রা র রা ব্রণরোগং ভয়ং ত্রাশং শক্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে
রবেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ চৌর শক্রভয়ন্তথা।

রা র শু শিরোরোগং জরং ত্রাশং শক্রনাশং ভয়ং ভবেৎ
রবেঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে রাজপীড়া ভয়ন্তথা

রাহুর দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা চ চ স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং বিত্তনাশং পরাজয়ং
রোগশোকং চৌরভয়ং চন্দ্র প্রত্যন্তরে ভবেৎ।

রা চ ম জররোগং রাজপীড়াং ধননাশং মনঃক্ষতিং
বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে সদা চঞ্চলক্ক্যনরঃ।

রা চ বু সর্ব্বত্র লভতে লাভং সদা সৌভাগ্যবর্দ্ধনং
রাজবল্লভতামেতি চন্দ্র প্রত্যন্তরে বুধে।

রা চ শ রাজভীতিং শোকদুঃখং বন্ধুদ্বেষং ধনক্ষয়ং
করোতি রবিজস্তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে যদা।

রা চ বৃ ভূষণাদি ধণং সৌখ্যং নানাসুখমরিক্ষয়ং
রাজপুত্রা সুখং তত্র চন্দ্র প্রত্যন্তরে গুরৌ।

রা চ রা শোকং বন্ধুবিনাশঞ্চ বহ্নিশক্রভয়ং ভবেৎ
অকস্মাদ্দৈবমাপ্নোতি চন্দ্র প্রত্যন্তরে তমঃ।

রা	চ	শু	শত্রুনাশং ধনারোগ্যং রাজবল্লভমেব চ চন্দ্র প্রত্যন্তরে শুক্রে করোতি বিবিধং ধনং।
রা	চ	র	বহ্নিশত্রুভয়ং নিত্যং রোগশোকং ভয়ং সদা রাজপীড়াং ব্রণং তত্র চন্দ্র প্রত্যন্তরে রবৌ।

রাহুর দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা	ম	ম	বিষশস্ত্রভয়ং তত্র রাজভীতি ধনক্ষয়ং জায়তে রাজপীড়া চ স্বীয় প্রত্যন্তরে কুজে।
রা	ম	বু	নানাসুখমবাপ্নোতি রাজবল্লভমেব চ ধনং ধান্যং ভবেত্তত্র কুজ প্রত্যন্তরে বুধে।
রা	ম	শ	চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে কণ্ডুরোগং ব্রণং তত্র ভৌম প্রত্যন্তরে শনৌ।
রা	ম	বৃ	পুণ্যাপত্যং ধনং ধান্যং রাজসৌভাগ্যমেব চ মন্ত্রসিদ্ধি পরো নিত্যং কুজ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
রা	ম	রা	উদ্বেগং ধনহানিঞ্চ কার্য্যনাশং ভয়ং ভবেৎ জরাতিসারপীড়া চ কুজ প্রত্যন্তরে তমঃ।
রা	ম	শু	ধনবৃদ্ধিং সুখং প্রীতিং নানাবস্তু সমম্বিতং জায়তে নাত্র সন্দেহঃ কুজ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।
রা	ম	র	নানারত্নং ধনং সৌখ্যং ভূমিলাভং মহদ্ধনং অপত্যবহুলং তত্র কুজ প্রত্যন্তরে রবৌ।
রা	ম	চ	ধনং ধান্যং সদামিত্রং শত্রুনাশং মনঃসুখং চন্দ্রঃ করোতি কল্যাণং কুজ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রাহুর দশাস্থ বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

রা	বু	বু	জরং রোগং তথা পীড়া বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ স্বীয় প্রত্যন্তরে সৌম্যে কিঞ্চিৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।

রা বু শ — শ্লেষ্মরোগং নেত্রপীড়াং বিবাদং বন্ধুভিঃ সহ
বিদেশ গমনঞ্চৈব বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।

রা বু বৃ — আরোগ্যং ধনলাভঞ্চ রাজবল্লভমেব চ
পুত্রলাভং ভবেত্তত্র বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

রা বু রা — বন্ধনঞ্চ কুসম্মানং মিথ্যাভিসংশয়ঃ ভয়ম্
রোগশোকং জায়তে চ বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।

রা বু শু — লাভং ধনং তীর্থপুণ্যং বহুপুত্রসুখাগমম্
কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রা বু র — নানাবিধসুখং বস্ত্রং ভূষণানি প্রজায়তে
সৌম্য প্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ করোতি বিবিধং সুখম্।

রা বু চ — শৃঙ্গিকণ্টকভীতিঞ্চ জলজং শত্রুতোভয়ম্
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বুধ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

রা বু ম — বিচর্চ্চিকা ভবেৎ ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্
বিরোধো জায়তে তত্র বুধ প্রত্যন্তরে কুজে।

রাহুর দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

রা শ শ — বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং মনোহন্নকুলতাময়াৎ
স্বীয় প্রত্যন্তরে মন্দঃ করোতি বিবিধং ভয়ম্।

রা শ বৃ — দেবতাভিরতং পুণ্যং তীর্থপূত ভবেদসু
কার্য্যসিদ্ধির্ধনং লাভং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

রা শ রা — জ্বররোগং ভয়ং ত্রাসং নানা দুঃখং নৃপাদ্ভয়ম্
শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ বিবিধং জায়তে ধ্রুবম্।

রা শ শু — বহুশস্যধনৈঃ পূর্ণো বস্ত্রঞ্চ ভূষণং ভবেৎ
শনেঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে নষ্টলাভঞ্চ জায়তে।

রা শ র — সংশয়োজায়তে তত্র নানাদুঃখসমন্বিতং
অকস্মাদ্দৈবমাপ্নোতি শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

রা শ চ — স্ত্রীদুঃখং চক্ষুরোগঞ্চ চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ
শনেঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে শ্লেষ্মরোগস্তু জায়তে।

রা শ ম — ধননাশং ব্রণরোগং রাজতোভয়মেব চ
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে শ্লেষ্মা ভবতি নিশ্চিতম্।

রা শ বু — আরোগ্যং বিজয়ং লাভং তথাচাপত্যকৌতুকম্
করোতি রৌহিণেয়শ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রাহুর দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

রা বৃ বৃ — বিত্তাদয়স্তনয়বন্ধুজনৈরাশ্রিতং সৌখ্যবান্
জায়তে নাত্রসন্দেহো স্বীয় প্রত্যন্তরে গুরৌ।

রা বৃ রা — কলহঃ সজনৈঃ সার্দ্ধং মিথ্যাভিসংশয়ং ভবেৎ
গুরোঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ ব্রণরোগং ধনক্ষয়ম্।

রা বৃ শু — ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে
গুরোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে অতিত্রাশং করোতি চ।

রা বৃ র — অতিত্রাশং মনোদুঃখং দেশভ্রমণমেব চ
তত্র করোতি মার্ত্তণ্ডো গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

রা বৃ চ — ভার্য্যালাভং সুখং ভোগং আরোগ্যং বিজয়স্তথা
জায়তে রাজপূজা চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

রা বৃ ম — রিপুহানির্মহৎ সৌখ্যং পুণ্যাপত্যং নিরোগতা
জায়তে ভূমিপুত্রে চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা।

রা বৃ বু — লাভং তত্র বিরোধশ্চ ভয়ং সৌখ্যঞ্চ জায়তে
গুরোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে ফলমিশ্র সমন্বিতম্।

রা বৃ শ — অজস্রং অর্থনাশঞ্চ লুণ্ঠনীতি মহত্তরম্
গুরোঃ প্রত্যন্তরে মন্দে মিথ্যাবাদং ভয়ং ভবেৎ।

শুক্রের দশাস্থ শুক্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু শু শু — স্ত্রীলাভং বাহনাদ্যশ্চ পুণ্যধনাগমস্তথা
শুক্র প্রত্যন্তরে স্বীয় রাজপূজাসুখং ভবেৎ।

শু শু র — জ্বররোগং বিরোধশ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যে বন্ধনং ধনসংশয়ং।

শু শু চ — নখাননশিরোরোগং কার্য্যনাশঞ্চ জায়তে
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে শত্রুতো ভয়মেব চ।

শু শু ম — মহোৎসাহী ধনাঢ্যশ্চ সুকণ্ঠঃ সুমনঃ সুখী
লাভো বৈরীবিনাশশ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।

শু শু বু — সর্ব্বদ্রব্যং ভবেল্লাভং দানসৌখ্যাদি ভূষণং
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

শু শু শ — নষ্টলাভং জয়ং বিত্তং মিত্রলাভং সুখং ভবেৎ
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে মন্দে দেবভক্তো লভেন্নরঃ।

শু শু বৃ — অপত্যং রাজপূজা চ মনঃ প্রীতিং সুখং ভবেৎ
জায়তে চ দশা পাকে ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ।

শু শু রা — ব্রণরোগং ভবেন্নাশং শিরোরোগশ্চ জায়তে
এবং দশা ভৃগোঃ পাকে যদা প্রত্যন্তরে তমঃ।

শুক্রের দশাস্থ রবির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু র র — জ্বররোগং মনস্তাপং বন্ধুনাশং ধনক্ষয়ম্
করোতি দিননাথশ্চ স্বীয় প্রত্যন্তরে যদা।

শু র চ — স্খলনং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ ধনবন্ধুভয়ানি চ
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শু র ম — স্বর্ণপ্রবাল সৌখ্যানি করোতি বর্দ্ধিতং যশঃ
রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে রাজপূজা সুখং ভবেৎ।

শু র বু — ধননাশং মহৎ ক্লেশং রাজোপদ্রব এব চ
রবেঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে করোতি বিবিধং ভয়ম্।

শু র শ — রাজভয়ং বন্ধুনাশং জায়তে ধনসংক্ষয়ং
রবেঃ প্রত্যন্তরে মন্দে সন্তাপং জায়তে ধ্রুবম্।

শু র বৃ — ধর্ম্মার্থ সৌখ্যলাভঞ্চ রাজপূজা সুখং ভবেৎ
রবেঃ প্রত্যন্তরে জীবে বস্ত্রভূষণ তৎপরঃ।

শু র রা — শোকঞ্চ ধননাশঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়ন্তথা
রাহুঃ করোতি সততং রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শু র শু — বিষয়ঞ্চার্থ লাভঞ্চ স্ত্রিয়াযুক্তঞ্চ ভূষণং
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

শুক্রের দশাস্থ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু চ চ — সাম্মননাশো রোগঞ্চ কার্য্যনাশঞ্চ নিত্যশঃ
স্বীয় প্রত্যন্তরে চন্দ্রে স্ত্রীনাশো নিয়তং ভবেৎ।

শু চ ম — রোগ শোকং চক্ষুপীড়া চৌরশত্রুর্ভয়ং ভবেৎ
ধনহানিস্তথা দুঃখং চন্দ্র প্রত্যন্তরে কুজঃ।

শু চ বু — গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ নানাসুখ সমাশ্রয়ঃ
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্র প্রত্যন্তরে বুধে।

শু চ শ — কলহং রাজভীতিশ্চ রোগশোকং দদাতি চ
বন্ধুবিচ্ছেদকশ্চৈব বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

শু চ বৃ — ধনধান্যঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণং
যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ।

শু চ রা — বহুলং রাজভীতিঞ্চ ধননাশং পরাজয়ং
ব্রণজ্বরং ভবেন্নিত্যং বিধোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

শু চ শু — সৌখ্যং ধন সমারোগ্যং নিত্যং সুহৃৎ সমাশ্রয়ঃ
স্বর্ণং ধনং প্রাপ্যতে চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

শু চ র — প্রাপ্নোতি ধনধান্যঞ্চ নানাসুখ সমাশ্রয়ম্
গবাদি লাভ সন্তুষ্টো বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

শুক্রের দশাস্থ মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু ম ম — সুখভাগীমবাপ্নোতি উৎসাহী ধন ধান্যকম্
মিত্রলাভকরশ্চৈব স্বীয় প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শু	ম	বু	পরমৈশ্বর্য্যমতুলং রাজসম্মানমেব চ কুজ প্রত্যন্তরে সৌম্যে নষ্টপ্রাপ্তির্ভবেৎ ধ্রুবম্।
শু	ম	শ	চৌরশত্রু ভয়ং নিত্যং ধননাশশ্চ জায়তে কুজ প্রত্যন্তরে মন্দে ধ্রুবং সংশয়মেব চ।
শু	ম	বৃ	বস্ত্রভূষণসৌখ্যঞ্চ দেবব্রাহ্মণপূজনম্ কুজপ্রত্যন্তরে জীবে বহুপুত্র সুখং ভবেৎ।
শু	ম	রা	কার্য্যার্থনাশমুদ্বেগং কুরুতে ধনসংক্ষয়ম্ কুজপ্রত্যন্তরে রাহৌ ব্রণরোগং ন সংশয়ম্।
শু	ম	শু	ধনবৃদ্ধিসুখং প্রীতি কন্যাজননমেব চ কুজ প্রত্যন্তরে শুক্রে লাভং ভবতি নিশ্চিতম্।
শু	ম	র	রোগবৃদ্ধির্ধনং ধান্যং লাভং মিত্র বিবর্দ্ধনম্ কুজ প্রত্যন্তরে সূর্য্যে প্রমাদং রাজতো ভবেৎ।
শু	ম	চ	আরোগ্যং সুখমাপ্নোতি জয়ং লাভং ধনাগমম্ কুজ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে হৃষ্টমনসি জায়তে।

শুক্রের দশান্তে বুধের অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার ফল।

শু	বু	বু	ধনধান্যং সুখারোগ্যং তথা মিত্র বিবর্দ্ধনম্ করোতি চন্দ্রজস্তত্র স্বীয় প্রত্যন্তরে যদা।
শু	বু	শ	বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ বিদেশগমনঞ্চৈব বুধ প্রত্যন্তরে শনৌ।
শু	বু	বৃ	ব্যাধি শত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ লভেদ্ভার্য্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধ প্রত্যন্তরে গুরৌ।
চ	বু	রা	বন্ধুনাশং মিথ্যাবাদং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ করোতি চ মহদ্দুঃখং বুধ প্রত্যন্তরে তমঃ।
শু	বু	শু	ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ রাজসম্মানমেব চ কুরুতে দানধাচার্য্যো বুধ প্রত্যন্তরে যদা।
শু	বু	র	নানাবিধ সুখপ্রাপ্তির্ধনধান্যসমাগমম্ জায়তে নাত্র সন্দেহো প্রত্যন্তরে রবৌ।

শু বু চ — শত্রুপীড়া মহৎ কষ্টং শৃঙ্গিণাঞ্চ ভয়ং ভবেৎ
জরঞ্চ জায়তে নিত্যং বুধ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শু বু ম — জ্বরাতিসাররোগশ্চ নানাদুঃখ সমন্বিতম্
করোতি ভূমিজস্তত্র প্রত্যন্তরে বুধস্য চ ॥

শুক্রের দশাস্থ শনির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু শ শ — মিত্রলাভং শত্রুনাশং বিত্তলাভং মহোদয়ম্
কুশলঞ্চ ভবেন্নিত্যং স্বীয় প্রত্যন্তরে শনৌ।

শু শ বৃ — দেবতাভিরতঃ প্রীতির্ধনধান্যং সুখান্বিতম্
কুরুতে দেবীমন্ত্রী চ শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শু শ রা — রাজভীতিং জরং দুঃখং ধননাশঞ্চ জায়তে
শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ বিবাদো শক্রতোভয়ম্।

শু শ শু — ধনবন্ধু যশঃ সৌখ্যং মানভূষণমেব চ
দদাতি ভৃগুজস্তত্র শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শু শ র — পরদাররতোনিত্যং সংশয়ো ধনসংক্ষয়ম্
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ।

শু শ চ — স্ত্রীনাশং রোগশোকঞ্চ ধননাশোমনঃ ক্ষতিম্
ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

শু শ ম — ব্রণং রোগং রাজভীতিং ধননাশঞ্চ জায়তে
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্।

শু শ বু — আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ
করোতি স্বাদরং লোকে শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে।

শুক্রের দশাস্থ বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের
প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু বৃ বৃ — রাজপ্রীতিং সুখং প্রীতিং কন্যাজননমেব চ
করোতি দেবপূজাঞ্চ স্বীয় প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

শু	বৃ	রা	মিথ্যাবাদং রোগশোকং বন্ধনঞ্চ প্রজায়তে গুরোঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্।
শু	বৃ	শু	ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং কলহো বন্ধুভিঃ সহ কুরুতে দানবাচার্য্যো গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা।
শু	বৃ	র	বহুধনং সুখং প্রীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে গুরোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ কার্য্যসিদ্ধির্নসংশয়ঃ।
শু	বৃ	চ	ভোগভার্য্যা সমাযুক্তং রোগশোকং তথা ভবেৎ গুরোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে নানাসুখ ধনাগমম্।
শু	বৃ	ম	রিপুহানিঃ সুখঞ্চৈব প্রীতির্জ্জনমেব চ।
শু	বৃ	বু	সুখসৌভাগ্যযুক্তঞ্চ শত্রুহানিস্তথা ভবেৎ মিত্রালাপং বুধস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
শু	বৃ	শ	ধনহানির্মুখনীতির্ব্বসনাগমনেঽপি চ কুরুতে রবিজস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা।

শুক্রের দশাস্থ রাহুর অন্তর্দ্দশায় গ্রহগণের প্রত্যন্তর দশার ফল।

শু	রা	রা	বহুলং বন্ধুপুত্রাদে রোগবৃদ্ধিশ্চ জায়তে শরীরদৈন্যমাপ্নোতি স্বীয় প্রত্যন্তরে তমঃ।
শু	রা	শু	শিরোরোগং বন্ধুদ্বেষং নৃপাদ্ভীতিঞ্চ জায়তে রাহোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে ধননাশং মনঃক্ষতিম্।
শু	রা	র	রোগশোকসমাযুক্তং বন্ধুবিরহমেব চ করোতি দিননাথশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।
শু	রা	চ	স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে রাহোঃ প্রত্যন্তরং প্রাপ্যং নানাদুঃখকরো বিধৌ।
শু	রা	ম	ব্রণরোগং জ্বরং দুঃখং বিষশস্ত্রাদিরেব চ জায়তে নাত্র সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে।
শু	রা	বু	ক্ষুধাগ্নিজ্বরভীতিঞ্চ দস্যুতোরাজতোভয়ং রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে করোতি ধনসংক্ষয়ম্।
শু	রা	শ	বন্ধুনাশং তথা দুঃখং কলহং স্বজনৈ সহ করোতি বিজয়স্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

শু রা বৃ ব্যাধিশক্রভয়ঞ্চৈব কার্য্যনাশঞ্চ জায়তে
রাহোঃ প্রত্যন্তরে জীবে মহৎ কষ্টং ন সংশয়ঃ।

নিত্যদশার ফল।

যে দিন যে গ্রহের দশা, তাহার ফল নিম্নরূপ হইবে।

দশা—	প্রধান ফল।
রবি	সূর্য্যবিত্তবিনাশনম্। (বিত্তনাশ)।
চন্দ্র	ধর্ম্মার্থ সিদ্ধিং শশী। (ধর্ম্মকার্য্য ও অর্থলাভ)।
মঙ্গল	ভৌমঃশস্ত্রবিঘাতনম্। (অস্ত্রাঘাত)।
বুধ	প্রকুরুতে সোমাত্মজঃ সম্পদম্। (সম্পদ লাভ)।
শনি	মন্দোমন্দমতিং। (মন্দবুদ্ধি)।
বৃহস্পতি	গুরুশ্চ বিভবং (ধনলাভ)।
রাহুঃ	রাহুঃ সদাবন্ধনম্। (বন্ধন)।
শুক্র	শুক্রঃ সর্ব্বসুখাবহং প্রকুরুতে গর্গাদিভির্ভাষিতম্। (সর্ব্বসুখ)।

বরাহমিহির ও খনা।

(প্রথম পরিশিষ্ট।)

পরিচয়।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা করিলে, উহা স্বর্ণযুগ বলিয়া উল্লেখ যোগ্য। ইতিহাসের চক্ষে দেখিতে গেলে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ভারতের চরম অভ্যুদয়। ঐ সময় ভারত বিদ্যা-বিভবের দিব্যজ্যোতিঃ যে ভাবে সম্প্রসারিত করিয়াছিল, তাহারই স্তিমিতালোক এই ঘোর অন্ধকারের দিনেও আমাদিগের আশাবর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করিয়া দিতেছে। ঐ সময়ে সমগ্র ভারতের বিদ্যাবিভবের সমালোচনা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল ঐ সময়ের একটি সামান্য প্রদেশের একটি সামান্য নগরের বিষয় অবলম্বনে তত্রত্য তাৎসাময়িক বিদ্যার উন্নতি যথাসাধ্য প্রদর্শন করাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

কি ফলিত জ্যোতিষ, কি গণিত জ্যোতিষ, এতদুভয়েরই আবিষ্কর্ত্তা আর্য্য-ঋষি। জগতের যথায় যে কোনও জাতি যে কোনও প্রকারেই জ্যোতিষ তত্ত্বের আলোচনা করুক, জানিয়া রাখ, উহার অন্তর্নিহিত বীজ তোমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি। আর্য্যগণই যে জগতের শিক্ষক, আর্য্যবিদ্যাই যে জগতের বিদ্যা, আর্য্য সংস্রবই যে জগতস্থ তাবৎ জাতির উন্নতি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং তাহার প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি না। আর্য্যগণ অবশ্য শুভক্ষণে জ্যোতিষতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার পরিমার্জ্জন পরিবর্দ্ধন করিয়াছে নানাদেশের নানা লোকে। বিশেষ গণিত জ্যোতিষ অপেক্ষা ফলিত জ্যোতিষের গণনা সম্বন্ধে

আরববাসীগণের নিকট আমরা ঋণী। সত্য সর্ব্বত্রই সাদরে গৃহীত হয়। যবনাচার্য্যগণের গণনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় আর্য্যঋষিগণ উহা বহুমানে গ্রহণ করিয়াছেন; জাতিধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, সত্যের সমাদরে কৃতযত্ন হইয়াছেন। স্বীয় গ্রন্থে সর্ব্বাগ্রে যবনাচার্য্যের গণনা সমীচিন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও সামান্য উদারতা নহে। গণিতজ্যোতিষ যেমন গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন হয় না, তদ্রূপ ফলিত জ্যোতিষও গ্রহনক্ষত্র এবং রাশিচক্র ব্যতিত হয় না। যে দেশ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী, রাশিলগ্নের উদয় ও কালপর্য্যায় সেই স্থানেই যথাযথ রূপে দৃষ্ট হয়। বিশেষ ভারতবর্ষীয় গণনায় আকাশের উত্তর দক্ষিণ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধ্যখণ্ড মাত্রই লওয়া হইয়াছে। বিষুবরেখাকে মধ্যস্থলে লইয়া মধ্যখণ্ড এবং ঐ বিষুব রেখার উপর দিয়াই রাশি লগ্নের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশবাসীগণের দৃষ্টিতে লগ্নমানের উদয়াস্ত সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আর যথায় আকাশ সর্ব্বদা পরিষ্কার, তদ্দেশবাসীগণ গ্রহনক্ষত্র ও তাহাদিগের গতাগতি যেরূপ সুস্পষ্ট নেত্রগোচর করে, অন্যত্র সেরূপ হয় না। আরব-দেশের আকাশ স্বভাবতই শুষ্ক, পরিষ্কার, নক্ষত্রগণ উজ্জ্বলতর রূপে পরিদৃষ্ট। দিবায় রৌদ্রতেজে সর্ব্বত্র যাতায়াত কি মরুভূমি অতিক্রম অসম্ভব, তাই রাত্রে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিতে আরববাসীগণ বাধ্য হন। উপরে, সীমাহীন আকাশ নিম্নে অতি বিস্তীর্ণ মরুভূমি। রাত্রিতে দিঙ্‌নির্ণয় হইবে কিরূপে, তাই তাঁহারা নক্ষত্রকে চিহ্ন করিবার আবশ্যক বোধ করেন। যে সকল নক্ষত্র আজি যে সময় যে স্থানে ছিল, কাল সে সেস্থানে থাকে না। নক্ষত্রগণ সচল কি অচল, ভাবিয়াই স্থির হয় না। আরববাসীগণ যে সময় এইরূপ মহাবিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে আরবে হিন্দু জ্যোতিষের আবির্ভাব। আরবীয়গণ যে সকল অসুবিধা কোন মতেই যাইবার নহে বলিয়া ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছিলেন, আজি তাঁহারা জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনায় নিবিষ্ট। যে উজ্জ্বলনক্ষত্র নিত্য এক সময়ে একস্থানে থাকে না বলিয়া দিক নিদর্শনে অসমর্থ হইতে ছিলেন, আজি তাহারা কোন্ দিন কোন্ সময় কোথায় উদিত হইবে, তাহা জানিয়া পরীক্ষা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। আরবদেশ জ্যোতিষতত্ত্বের অনুধ্যানে যেন যোগ-মগ্ন। আর্য্যগণ যে সকল গ্রহ উপগ্রহের পরীক্ষার জন্য ঋতু বিশেষ বা কাল বিশেষের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, আরবগণের সে অপেক্ষা নাই। পরিষ্কার

আকাশে আরবীয় জ্যোতিষীগণ, নিত্য নিত্য পর্য্যবেক্ষণে অতি সত্বরে জ্যোতিষ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উঠিলেন। যে সকল সূক্ষ্ম গণনা আকাশ দর্শনাভাবে পরীক্ষাসিদ্ধ হইতে পারিতেছিল না, যবনাচার্য্যগণ তাহা অক্লেশে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। আর্য্যঋষিগণ সেই সকল গণনা সাদরে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আর্য্যজ্যোতিষে ঐ সকল গণনার প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে অধিক প্রমাণের আবশ্যক নাই; "আপক্লীম" "পনফর" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বেদ এ জগতের তাবৎ গ্রন্থের আদি। বেদ অপৌরষেয়, একথা বিশ্বাস করিতে যাঁহাদিগের অধর ওষ্ঠের আকুঞ্চন প্রসারণ পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা জানিয়া রাখুন বেদের প্রাচীনতা অপৌরষেয় অপেক্ষা অল্প সম্মানজনক নহে। এই বেদের নানা স্থানে জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। সামবেদী গোভিলীয় নবগ্রহ শান্তি, কেতুচার, অথর্ব্ববেদী নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ ইত্যাদি ইহার প্রমাণ। *

সম্বন্ধ নির্ণয়।

অনেকের এমন ভ্রম আছে যে, বরাহ ও মিহির, ইহারা পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহারা কোনও অজ্ঞাতনাম ঋষি বা পণ্ডিতের পুত্রদ্বয়। আবার এমনও অনেক আছেন যাঁহারা ভাবেন বরাহমিহির এক ব্যক্তিরই নাম, বাস্তবিক এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। বরাহ, যে মিহিরের পিতা, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার হেতুবাদ অতি ক্ষীণ। অধিক কি, খনা যে সকল বচন তাহার শ্বশুরকে উপলক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বরাহাচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া হইয়াছিল। সুতরাং ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে খনা বরাহাচার্য্যের পুত্রবধূ, এবং মিহির, বরাহাচার্য্যের পুত্র।

জন্মকাল নির্ণয়।

এখন মিহিরের জন্মকাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রবাদ আছে, এবং সে প্রবাদ সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করা উচিত, যে বরাহাচার্য্য বিক্রমা-

* ঋগ্বেদের সময়ে গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন, No doubt the acquaintance with intercalary month presupposes a certain knowledge of Solar and lunar astronomy.

দিত্যের সভার প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। সুতরাং মিহিরের জন্ম বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালেই হইয়াছিল। ইহা চিরপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বিক্রমাদিত্য স্বয়ং যে বৎসর গণনার নিয়ম স্বরাজ্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার নাম সংবৎ। ঐ সংবৎ সংখ্যা এক্ষণে ১৯৪৯ চলিতেছে; অতএব বরাহাচার্য্য ঐ ১৯৪৯ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন মিহিরের জন্ম তাহার নিকটবর্ত্তী সময়েই হইয়াছিল। কারণ, মিহিরাচার্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ রাজসভায়ই সম্মানিত হন। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কাল বা অববহিত তৎপূর্ব্বকাল মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও অভ্যুদয় হইয়াছিল।

এখানে একটা গোল। হিন্দুর কোন বিষয়ে কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে আঁধারে পড়িতে হয়। দয়াপরবশ ইংরাজ আমাদিগের অনেক বিষয়েরই কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বেদাদির কাল নির্দ্দেশ ত হইয়াছেই, পৃথিবীর উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতেও তাঁহারা ক্ষান্ত বা লজ্জা বোধ করেন নাই।

আরণল্ড নামে এক ইংরাজ (Edwin Arnold, C. S. I.) কালিদাসের ঋতুসংহার আপনার জাতিয়ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। কালিদাসের কবিত্বকণা সে অনুবাদে থাকুক বা না থাকুক, কালিদাসের প্রতি অনুবাদক যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ পুস্তকে কালিদাসের এবং তৎসহ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের একটা কালনির্দ্দেশ পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। আরণল্ডের মতে খৃষ্টের মৃত্যুর ৫৬ বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। আরণল্ড স্বীয় মত দৃঢ় করিবার জন্য বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে হিসাবে অদ্য হইতে গণনায় ১৮৩৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরাও এই মত অবশ্য শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম, যদি বিক্রমাদিত্য স্বয়ং একটা সংবৎ প্রচলিত করিয়া না যাইতেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া আমরা এক্ষণে অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ১৯৪৯ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য যখন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, বরাহাচার্য্যও ঐ সময় তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন, সুতরাং মিহিরের জন্মও ঐ ১৯৪৯ বৎসরের কতিপয় বৎসর মাত্র অগ্রপশ্চাত্র হইবে।

স্থান সংস্থান।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে উজ্জয়িনী কোথায়? যেখানে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সিংহাসন অতুল গৌরবে স্থাপিত ছিল, জগৎপ্রসিদ্ধ কোহিনুরাদি হইতেও মহা-মূল্য, উজ্জ্বল এবং অক্ষয় কালিদাসাদি নবরত্ন বিরাজিত ছিলেন; যেখানে নব-রত্নান্তর্গত জ্যোতিষমুখোজ্জ্বলকারী বরাহ মিহিরাচার্য্যের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় কঠিন। কালের অসীম ক্ষমতায় কুরুপতি, যদুপতি, রঘুপতির রাজধানীও অদ্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত! বরাহাচার্য্যের অধিষ্ঠান, সেই উজ্জয়িনী তবে কোথায়? যাহা হউক, জীর্ণোদ্ধারের ফলই এখন গ্রাহ্য!

বিদিত আছে রঘুবংশের কুলধ্বজ মহারাজ কুশের চারি পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশম্ব। কুশম্ব অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং অন্য এক নগর সংস্থাপন করেন, এবং স্বীয় নামানুসারে ঐ নগরের নাম কৌশম্বী রাখেন। এই কৌশম্বী নগর বর্ত্তমান প্রয়াগের (Allahabad) ২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কাল প্রভাবে সকল বস্তুরই যেমন অবস্থান্তর, ভাষান্তর, ও নামান্তর হয়, কৌশম্বীর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভাষান্তরে কৌশম্বীর নাম হইয়াছে কুসুম, অবস্থান্তরে নগরের পরিবর্ত্তে হইয়াছে গ্রাম, আর নামান্তরে কৌশম্বীনগর বা কুসুমগ্রাম হইয়াছে বৎসদেশ।

উজ্জয়িনী সেই বৎস দেশের অংশ বিশেষ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বংশানু-ক্রমে স্বীয়সত্ত্বে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। কালিদাসেরও বাস ছিল উজ্জয়িনীতে, তাই উজ্জয়িনীও সেই বৎসরের প্রশংসা তাঁহার জগতবিখ্যাত কাব্য মেঘদূতের প্রায় প্রতি পত্রে রহিয়াছে।

এখন দেখা গেল, উজ্জয়িনী বর্ত্তমান এলাহাবাদের ন্যূনাধিক ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে, সুতরাং মিহিরের জন্ম এলাহাবাদের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে উজ্জয়িনীতে।

গর্ত্তকোষ্ঠি।

(ভিন্ন জনশ্রুতি।)

এরূপও প্রবাদ আছে, মিহির যখন মাতৃগর্ভে, বরাহাচার্য্য তখন একদা গণনায় বসিয়াছিলেন। গর্ত্তস্থ সন্তানের শুভাশুভ নির্ণয়ে বরাহাচার্য্য দুই তিনবার উদ্যম করিলেন, সফল হইতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ সপ্তাহ ধরিয়া নিত নিত্য গণনা, কোন গণনাতেই আশানুরূপ ফল দেখিতে পান না। যতবার গণনা করেন, ততবারই দেখেন, বালক পিতৃ মাতৃরিষ্ট হইয়াছে। ফল গণনা করিয়া দেখেন, বালক ভূমিষ্ঠমাত্র পিতৃদ্রোহী হইবে। গণনায় সংক্ষুব্ধ আচার্য্য পিতৃদ্রোহী শব্দের অর্থ করিলেন, পিতামাতার মৃত্যু হইবে। পুত্র জন্মিলেই তাঁহার ও ভার্য্যার মৃত্যু হইবে; কুলে এই কুলপাংশুল শিশু ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না, তবে এ কুলনির্ম্মূলকারী সন্তানের প্রয়োজন? সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পূর্ব্বোক্ত ফল ফলিবে, তাই আচার্য্য গর্ভিণীস্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

গর্ভিণী যে দেশে নির্ব্বাসিতা হইলেন, সে দেশ রাক্ষস দেশ। * পতি পরিত্যক্তা বিষাদিনী বনমধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোন দরিদ্রা রমণী (কাঠুরিয়া রমণী) কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনমধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়, এবং স্বভাবদয়ার্দ্রহৃদয়া কাঠুরিয়া পত্নী তাঁহাকে সমাদরে লইয়া আপনার জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় দেয়। ঐ কাঠুরিয়া রমণী গণনা বিদ্যায় বিখ্যাত ছিল। সে পূর্ব্ব হইতে রাক্ষসী বিদ্যাবলে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ

---

* এখানে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, মিহির ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মৃৎকমণ্ডলুতে স্থাপন পূর্ব্বক বরাহাচার্য্য বেত্রবতীর জলে ভাসাইয়া দেন। ঐ কমণ্ডলু ভাসিতে ভাসিতে রাক্ষসদের বলক্ষ নগরের প্রেতনদীর তটে আসিয়া লাগিয়া যায়। একজন রাক্ষসী রাক্ষসী-বিদ্যাবলে ঐ কমণ্ডলুতে কি আছে জানিয়া উহা হইতে মিহিরকে গৃহে আনয়ন করে, এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করে; কিন্তু পরে ঐ রাক্ষস দেশের স্থান সংস্থান কালে দেখা যাইবে যে, ঐ বলক্ষ নগরের দূরের কথা, তাহার ১০।২০ ক্রোশ মধ্যেও এমন কোন নদী নাই, যাহা বেত্রবতী বা শিপ্রার সহিত সম্স্রোতোবাহিনী। সুতরাং হয় ঐ বলক্ষ দেশ প্রকৃত বলক্ষ দেশ নয় অথবা ঐ প্রবাদ নিরবচ্ছিন্ন কপোল কল্পিত।

তাহার নাম যন্ত্রী। যন্ত্রী নাম অমূলক কি সমূলক, তাহা বলা যায় না। তবে প্রচলিত খনার একটা বচন অবলম্বন করিয়াই ঐ নাম অগত্যা ধরিয়া লওয়া গেল। একদা কোন গণনা বিদ্যার প্রসঙ্গ লইয়া খনা ও মিহির, উভয়েই গণিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পরে গণনা করিলেন, উভয়ে ফলের প্রভেদ হইল। তখন কাহার গণনা সত্য, তাহা স্থির নিশ্চয় না হওয়ায় উভয়ের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ফল ফলিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হইল। সময়ে খনা জয় লাভ করিলেন। মিহিরের গণনা ব্যর্থ হইল। তখন খনা শ্লেষ করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

কি গুণ শিখালে, যন্ত্রী বুড়ী, আস্মানে তার মূল।
এ গুণেতে গুণ্‌তে আসে, সেও বড় বাতুল॥

এই এক প্রমাণ। আর এক প্রমাণ, দেশরীতি। আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কোন অকর্ম্মণ্য বচনসর্ব্বস্ব বৃদ্ধাকে দেখিলে শ্লেষ করিয়া বলে, 'যন্ত্র বুড়ী'। বোধ হয়, যন্ত্রীবুড়ীর ইতিহাস শ্রবণেই সমাজে ঐ যন্ত্রী বুড়ীরূপ শ্লেষ প্রমাণ চলিয়াছে। যাহা হউক, এ নামের কোন প্রয়োজ হইতেছে না। নাম তার যাহাই হউক, সে যে গর্ভিণীকে বিপদে আশ্রয় দিয়াছিল এবং মিহিরকেও গণনা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, তৎপক্ষে কোন তর্ক উঠিতেছে না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিহির ভূমিষ্ঠ হইলেন। আচার্য্যের গণনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল না, প্রসব মাত্রেই প্রসূতি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। অভাগা মিহির ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃহীন হইলেন।

যন্ত্রী মিহিরকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। মিহির পিতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত; অধুনা বলক্ষ দেশে যন্ত্রীর যত্নে লালিত ও পালিত।

এই বলক্ষ দেশ, রাক্ষস দেশ নামে অভিহিত কেন হইল? আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে নানা নামে অভিহিত করিতেন। অনার্য্যগণ এতই ঘৃণার পাত্র ছিল যে, তাঁহাদিগকে অনার্য্য খ্যাতি দিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায় কখনও তাহারা যবন, কখনও কিরাত, কখনও দস্যু এবং কখনও বা রাক্ষস নামে ভূষিত হইত। সেই জন্যই অনার্য্যদেশ বলক্ষ রাক্ষস দেশ, এবং রাক্ষসদেশবাসীগণও রাক্ষস অভিধা লাভ করিয়াছিলেন।

এ বলক্ষ দেশ কোথায়? কাল মাহাত্ম্যে ইহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার নাম প্রথমে ছিল বলক্ষ, তৎপরে ইংরাজ কৃত ভাষায় বাঙ্গালা হিসাবে

বল্থ, Balkh or Bactria modern Kafiristan in Hindukush এবং সংস্কৃত নাম বাহ্লিক। ইহাই রাক্ষস দেশ এই বাহ্লিক তুরাণের অন্তর্গত। বাস্তবিকই সে অনার্য্য দেশ * এবং অশ্বের জন্য বিখ্যাত। †

মিহির যেমন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যন্ত্রীও অতিযত্নে তেমনি তাঁহাকে গণনা বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল। বাহ্লিক দেশ গণনা বিদ্যায় এক সময় অতিগৌরবলাভে সমর্থ হইয়াছিল। আর্য্য ঋষিগণের জ্যোতিশাস্ত্রে যে সকল যবনাচার্য্যের মতের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই বাহ্লিকনিবাসী পণ্ডিতগণের সুতরাং মিহির যৎকালে বাহ্লিকে পালিত হইতেছিলেন, তথাকার তদানিন্তন গণনাবিদ্যার অবস্থা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বলিলেও অধিক বলা হয় না। গণনাবিদ্যা তখন বাহ্লিকের আপামর সাধারণের অবশ্য শিক্ষিতব্য বিদ্যা ছিল, সুতরাং মিহির সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন গণনা বিদ্যায় অল্পদিনেই পারদর্শী হইলেন।

টিয়া পাখীকে যতই আদর যত্ন কর, যতই সুরসাল ফল খাইতে দাও, শিকলী কাটিতে পারিলে আর পালকের কথা মনে থাকে না। মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক মিহির অনাশ্রয়ের আশ্রয় বাহ্লিকস্থ যন্ত্রীর সেই জীর্ণ কুটীর পরিত্যাগ করিলেন। যন্ত্রীর যত্ন পরিত্যাগ করিয়া, বিপদের আশ্রয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করিয়া গভীর রজনীতে ‡ মিহির বাহ্লিক ত্যাগ করিলেন।

বাহ্লিক হইতে বৎস দেশে আসিতে পথিমধ্যে শ্রীনগর নামক পল্লি। সেই

---

* Vide Greffith's Ramayana, Vol, IV. 208.

† প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত দেখ।

‡ কেহ কেহ বলেন, রজনীতে পলায়নের উদ্দেশ্য, রাক্ষসীগণ রাত্রে আহারান্বেষণে যায়, সেই সময়েই পলায়নের উত্তম অবসর বুঝিয়া মিহির গভীর রজনীতে বাহ্লিক ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাক্ষসী সম্বন্ধে ঐরূপ একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সে প্রবাদ অতি মেয়েলী। রজনীতে সকলেই নিদ্রিত থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্রই রাত্রিকালে পলায়ন প্রশস্ত।

পল্লির অটনাচার্য্যের কন্যা খনা। † অটনাচার্য্য জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ভাস্কর যেমন লীলাবতীকে অতুলনীয় বিদ্যায় বিদুষী করিয়াছিলেন, অটনাচার্য্যও খনাকে তদ্রূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বলিতে কি, জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গণিতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আজিও আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, খনা ও লীলাবতী।

যে যে বিদ্যায় পারদর্শী, সে স্বভাবতঃই সেই বিদ্যার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। অটনাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গণনায় তাঁহার কন্যাকে পরাস্ত করিবে, তাঁহাকেই তিনি কন্যারত্ন দান করিবেন। এই গণনা আর কিছু নহে, কন্যার কোন গুপ্তস্থানে, একটি তিল আছে, গণনাবিদ্যায় সেই তিল যে স্থানে আছে, তাহার স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ঘটনাক্রমে মিহির সেই শ্রীনগরে উপনীত হইলেন। নগরের সর্ব্বত্রই যথানিয়মে অটনার্য্যের পণের প্রসঙ্গই চলিতেছে, সুতরাং শ্রীনগর প্রবেশ মাত্রই সর্ব্বাগ্রে ঐ পণধ্বনিই মিহিরের কর্ণপথবর্ত্তী হইল। মিহির সিদ্ধান্ত করিলেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখায় ক্ষতি কি? চেষ্টা করিলেন, শুভ দেবতার দৃষ্টিতে চেষ্টায় সফলকাম হইলেন। অটনাচার্য্য সসম্মানে মিহিরকে কন্যা দান করিলেন।* মিহির কিছুকাল শ্রীনগরে অবস্থান করিয়া যৌতুক বরমাল্য গ্রহণ করিয়া স্বস্ত্রীক বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপনীত হইলেন।

---

* খনার বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। মিহিরকে প্রতিপালন করিয়া বাহ্লিককে স্থায়ী করিবার জন্য যক্ষী শ্রীনগর হইতে খনাকে চুরি করিয়া আনে। খনা ও মিহিরের বিবাহ সুতরাং বাহ্লিকের সন্নিজকুটীরেই নির্ব্বাহিত হয়। পরিশেষে মিহির স্বদেশগমনে উৎকণ্ঠিত হইয়া পত্নী খনাকে স্বীয় মনোরথ জ্ঞাপন করেন, এবং দম্পতি শুভ লগ্ন স্থির করিয়া বাহ্লিক পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীর রাজসভায় উপনীত হন। এ উভয়ই প্রবাদ, সুতরাং ইহার কোনটি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। ঠিকের নিয়ম অনুসারেই উহাদের সত্যতা নিরূপিত হওয়া উচিত।

† আমি অটনাচার্য্যের বেটি
গণ্‌তে গাঁথ্‌তে কারে বা আঁটি॥
সপে দেখ খড়ি পেতে।
তিন শ তিন, পেতে ওতে॥

রাজা বিক্রমাদিত্য, যাঁহার বিদ্যানুরাগীতা জগতের আবাল বৃদ্ধ বণিতার কণ্ঠসঙ্গীতবৎ অদ্যাপি ঘোষিত, সেই বিক্রমাদিত্য খনা ও মিহিরকে স্থান দিলেন কিনা, তাহা বিচার্য্য নহে, রাজা পরম সমাদরে খনামিহিরকে গ্রহণ ও যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিলেন।

পরীক্ষা সভার অধিবেশন কাল আসিল। সভায় লোকারণ্য। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অলৌকিক শক্তি আজি রাজসভায় প্রদর্শিত হইবে। দ্বিতল হইতে কোন ব্যক্তি একটি অঙ্গুরি ফেলিয়া দিবে। ঐ অঙ্গুরি কোন্ স্থানে পড়িবে, গণনা বিদ্যা বলে তাহাই বলিয়া দিতে হইবে। *

পিতাপুত্রে পরীক্ষা। আচার্য্যের গণনা এখানেও বিফল হয় নাই। মিহির পিতৃদ্রোহী হইয়াছেন, নতুবা পিতাপুত্রে এ বিষম পরীক্ষা কেন? বরাহ গণনা করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। মিহির বলিলেন, অঙ্গুরি পড়িবে বটে কিন্তু পতন মাত্রেই কিছু তাহা স্থির হইবে না। অতএব গড়াইয়া শেষ দাঁড়াইবে কোথায়? বরাহ হারি মানিলেন, মিহির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অঙ্গুরি নিক্ষিপ্ত হইল। বরাহ পরাজিত, অপমানিত, লজ্জিত হইলেন।

ক্রমে পরিচয় হইল, বরাহ লোকলজ্জায় পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া গেলেন, কিন্তু পুত্র কর্ত্তৃক অপমান তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিল; যে পুত্র পিতৃদ্বেষী, পিতার অপমানকারী, তাহার মুখ দর্শনেও পাপ।

বধূমাতাটিও কম নন। বরাহাচার্য্যের খ্যাতি আছে। নিত্যনিত্য মহামান্য রাজজ্যোতিষীর গৃহপ্রাঙ্গণে লোকারণ্য হয়; কত জন কত বিধান গণাইতে আইসে, বৃদ্ধ বরাহ গণনা করেন। বার্দ্ধক্য বশতঃই হউক, বা অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষেই হউক, গণনায় ভুল হয়; বধূমাতা কট্ কট্ করিয়া শ্বশুরের ভুল ধরেন, যে প্রশ্ন গণনায় বরাহের চারি দণ্ড অতীত হয়, খনা শ্রবণমাত্রেই তাহার উত্তর করেন। বৃদ্ধ আচার্য্য অন্তরে অন্তরে

---

* প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য এই উভয় জ্যোতিষীর মনোমালিন্য দর্শনে পরীক্ষা লইতে বাসনা করেন। কিন্তু কি উপায়ে সে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হন। বীণাপাণী স্বপ্নযোগে আদেশ করেন যে, "তোমরা পরীক্ষা সভা আহ্বান করিও। আমি উপর হইতে এক স্বর্ণ অঙ্গুরি নিক্ষেপ করিব।" রাজসভায় যে অঙ্গুরি পতন, তাহা দৈবশক্তি বশেই ঘটিয়াছিল।

জ্বলিয়া যান। ঘৃণায় অভিমানে বৃদ্ধ দিন দিন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কি উপায়ে এই পাপ বিদায় করিবেন, একান্ত মনে তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

খনার জিহ্বাচ্ছেদ।

বরাহ একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খনা! তুমি ত নিত্যনিত্যই আমার গণনার ভুল ধর। বল দেখি, আমাদিগের গাভীর কি বৎস হইবে?" খনা তৎক্ষণাৎ বলিলেন "বকনা বাছুর হইবে।" বরাহ বলিলেন, "তুমি আমাকে বারম্বার অপমানিত করিয়াছ। যদি তোমার এ গণনা সত্য না হয়, তোমার জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া দিব। যে পাপজিহ্বা গুরুনিন্দা করে, সে জিহ্বার আবশ্যক কি?" বীর্য্যবতী খনা অশঙ্কোচে উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে।"

দিন যাইতে লাগিল। গাভী কখন প্রসব হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য মধ্যস্থ নিযুক্ত হইল। প্রসবের দিন আসিল, খনা গণনায় জানিয়াছেন, গাভীর দিবায় প্রসব হইবে। খনা সংবাদ লইলেন, গাভীর ত দিবাভাগে প্রসব হয় নাই। খনা চিন্তিত হইলেন, বিষণ্ণ হইলেন, বিপদের আশঙ্কায় ভীত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে মধ্যস্থ প্রসূত গাভী ও বৎস লইয়া আসিলেন। খনা ভীতচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গণনা সত্য হয় নাই। খনা আরও চিন্তিত হইলেন। মিহির অনুসন্ধানে জানিলেন, খনার গণনার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। পিতা জাতক্রোধ শান্তির জন্য এই অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। বরাহ মানসম্ভ্রমে মিহির অপেক্ষা অনেক উচ্চ; বিশেষ তিনি পিতা, প্রাচীন, লোকপ্রিয়। পিতার বাসনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার সাহস হইল না। বরাহ খনার জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। *

---

* এ সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবাদ আছে। রাজসভায় কোন গণনা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হওয়ায় জ্যোতিষীগণ মহা বিব্রত হইয়া পড়েন। বরাহও মিহির অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রে খনার যে অধিকতর পারদর্শিতা আছে, রাজা তাহা জানিতেন। রাজা খনাকে সভায় আনিবার জন্য বরাহাচার্য্যের নিকট প্রতিহারী প্রেরণ করেন। বরাহ ক্রোধান্ধ হইয়া মিহিরকে বলেন "পুত্র! প্রাণ অপেক্ষাও মান প্রিয় হওয়া আবশ্যক। উজ্জয়িনীতে

এক দিকে অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া বরাহাচার্য্য কিয়দংশ শান্তিলাভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও প্রাণের আগুণ নিভিল না দেখিয়া মিহিরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে অন্য প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

খনামিহিরের নির্ব্বাসন।

একটা সম্ভবতঃ অসম্ভব প্রবাদে মিহিরের নির্ব্বাসন। মিহির কেবল মাত্র বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, ছিলেন না, রূপেও তিনি ভুবনমোহন। উজ্জয়িনীর শান্তিরক্ষক ছিল, যুধাজিৎ। (নামান্তর কণ্ঠমল্ল বা কণ্ঠমল)। যুধাজিতের এক ভুবনমোহিনী কন্যা ছিল, নাম মায়াদেবী। মায়া দেবী মিহিরের অলোক সামান্য রূপলাবণ্যে আত্মহারা হইয়া মিহিরের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। একথা চিরন্তন নিয়মানুসারে অপ্রকাশ রহিল না। যুধাজিৎ রাজসভায় মিহিরের বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেই অভিযোগের ফলে মিহিরের নির্ব্বাসন।

অন্য প্রবাদ। বরাহাচার্য্য পুত্রকে দেশত্যাগী করিবার জন্যই এই ষড়-যন্ত্র করিয়াছিলেন। যুধাজিতের কন্যা ছিল না, ছিল এক পালিতা কন্যা। সেই পালিতা কন্যার সহিত অতি গোপনে বরাহাচার্য্যই মিহিরের বিবাহ দিয়া * পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করেন। মিহির বিবা-

---

সম্মান গৌরবে আমি নিতান্ত হীন নহি। আমার পুত্রবধূ রাজসভায় উপস্থিত হইলে আমার সেই সম্মান নষ্ট হইবে। অতএব আমার আদেশ, এখনই খনার জিহ্বা ছেদন করিয়া দাও, যাহাতে সে আর কথা কহিতে না পারে। খনা বাক্‌শক্তি হীনা শুনিলে রাজা কখনই তাহাকে আর রাজসভায় আহ্বান করিবেন না।" পিতৃ আদেশে মিহির পত্নীর জিহ্বা ছেদন করিলেন। এখানে বক্তব্য এই যে মিহির পিতার কথায় খনা হেন প্রণয়িনীর জিহ্বা ছেদন করিবেন, এমন বিশ্বাস হয় না। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এমন সমাজ-বন্ধন ছিল না, যে রাজসভায় স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলে অপমান জ্ঞান হইবে। আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় রাজা যে তেমন অসঙ্গত আদেশ করিবেন, তাহা বোধ হয় না।

* ঊনিশ শত বৎসর পূর্ব্বেও কি তবে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল? মিহির ব্রাহ্মণ, মায়া দেবী ক্ষত্রিয় কন্যা।

হের কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন; যুবাজিৎ ও আচার্য্যের প্রতিকূলে মিহিরের সে আশা ফলবতী হইল না। অগত্যা রাজদণ্ড তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। আদেশ হইল, 'তিনদিনের মধ্যে মিহির স্বস্ত্রীক রাজাধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। যে কুমারীর তিনি ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, তাহা-কেও সঙ্গে লইয়া পত্নী নির্ব্বিশেষে পালন করিতে হইবে। তিনি জীবনে কখনও এ রাজ্যের কোন স্থানে পদার্পণ করিতে পারিবেন না।'

অগত্যা মিহির খনা ও মায়াদেবীকে লইয়া উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিলেন এবার বিপরীত মুখে। মিহিরাচার্য্য বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। আচার্য্য ক্রমে ক্রমে প্রয়াগ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছু দিন অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। স্বভাবের নিকট গুণ ধর্ম্ম তিষ্ঠে না। খনা ও মায়াদেবী উভয়েই শিক্ষিতা, পণ্ডিতা, লোকপূজিতা, তথাপি নারী স্বভাব সপত্নীদ্বেষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। খনা ও মায়া দেবী, পরস্পর পরস্পরের হানী কল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রয়াগে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। অনেকে বলে, খনা বিষ প্রয়োগে মায়া দেবীকে হত্যা করেন। একথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, মায়া দেবীর প্রয়াগধামেই মৃত্যু ঘটে। †

এই বিপৎ পাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া মিহির তথা হইতে যাত্রা করেন। এই বারেই তাঁহার স্থায়ী অবস্থান স্থান নির্ণয়।

চব্বিশ পরগণার বালান্দা পরগণা এই সময়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বালান্দা পরগণার অন্তর্গত চন্দ্রপুর নামক স্থানে রাজা চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতে-ছিলেন। চন্দ্রকেতু গুণজ্ঞ, দাতা, বিদ্যোৎসাহী ও অশেষগুণশালী ছিলেন। মিহির আসিয়া রাজা চন্দ্রকেতুর নিকট স্বকীয় দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ মিহিরের বসতীর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মিহির এক্ষণে নিরাপদ, সম্পদকল্যাণযুক্ত এবং সংসারী।

---

† অধুনা প্রয়াগে যে মায়াশীলা দেবীরূপে পূজিতা হইতেছে, অনেকের মতে উহাই মায়া দেবীর মূর্ত্তিকল্পিত শীলা। মায়া দেবী ক্ষত্রিয় কন্যা। পূর্ব্বে নাম ছিল মায়াবাই, মিহিরের স্ত্রী রূপে বরিতা হইবার পর তাঁহার দেবী উপাধী লাভ ঘটে।

চন্দ্রপুর কোথায় ?

সার্দ্ধ ঊনবিংশশতবৎসর পূর্ব্বের চন্দ্রপুর এখন কোথায় ? কাল গর্ভে ! চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাশত নামক স্থান, এখন উপবিভাগ। বারাশত হইতে ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে দেউলী নামক গ্রাম। এই গ্রাম রাজা চন্দ্রকেতুর গড়ের মধ্যেই অবস্থিত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, চন্দ্রপুরের নাম কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল চন্দ্রকেতুর এখনও স্থানে স্থানে ৩০।৩৫ হাত উচ্চ গড় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। আর সেই ভগ্নাবশেষ রাজনিকেতনের মধ্যে বসিয়াছে আধুনিক ক্ষুদ্রপল্লী দেউলী।

এই গড় প্রাচীরের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ দেখা যায়। প্রাচীনেরা এখনও বলেন, ঐ মৃত্তিকাস্তূপের অভ্যন্তরেই মিহিরের ধন রত্ন নিহিত আছে। ঐ মৃত্তিকাস্তূপই মিহিরাচার্য্যের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

চন্দ্রকেতু রাজার চন্দ্রপুর গ্রাম ও মিহিরের নাম লইয়া এতই কিম্বদন্তি ঐ দেউলী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আজিও ইতর ভদ্রের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় যে, সে সকল অলৌকিক ও দৈব ঘটনা বলিয়া অনুমান না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

একটা কিম্বদন্তি না বলিয়াও থাকা যায় না। চন্দ্রকেতু যখন চন্দ্রপুরে রাজত্ব করিতেন, তখন হাড়য়া নামক স্থানে গোরাচাঁদ নামে এক উগ্রতপা অতি দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি বাস করিত। রাজার রাজত্বে সে সর্ব্বদাই বিঘ্ন জন্মাইত। রাজা তজ্জন্য সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন।

মিহির কোথায় আছেন, যন্ত্রীর তাহা জানিতে বাকি নাই। যন্ত্রী মিহি-রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সেই মিহির তাহার স্নেহের বন্ধন তুচ্ছে ছেদন করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, আবার তথাকার অধিবাসীরা সেই অকৃতজ্ঞকে আশ্রয় দিয়াছে ? যন্ত্রীর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে কালের প্রতীক্ষায় প্রতিফল দিবার আশায় ফিরিতেছে। মিহির যখন রাজা চন্দ্রকেতুর আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, যন্ত্রী সবান্ধবে সেই সময় চন্দ্রপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। গোরাচাঁদ যে রাজার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। যন্ত্রী আসিয়া গোরাচাঁদের সহিত যোগ দান করিল। যন্ত্রী পুনঃ পুনঃ মিহিরকে তাহার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য রাজাকে সংবাদ দিল, রাজা আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

রাজা সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই সঙ্গে মিহিরও তিরোহিত হইলেন। রাজার তরবারিতে গোরাচাঁদের মস্তক ছিন্ন হইল। গোরাচাঁদ পারিষদ্বর্গকে বলিয়া রাখিয়াছিল, "যদি আমার শিরশ্ছেদ হয়, তবে পানের রস ও ইটের গুড়া একত্র করিয়া কর্ত্তিত স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইব।" কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না, গোরাচাঁদ ছিন্ন শির হইয়া তপঃ প্রভাবে ছিন্ন শিরেও বাঁচিয়া রহিলেন, কিন্তু ছিন্ন স্কন্ধ আর যোড়া লাগিল না। সমগ্র বালান্দা পরগণার মধ্যে কেহ পান বা ইটের সন্ধান পাইল না। অগত্যা ক্রুদ্ধ গোরাচাঁদ অতি আক্ষেপে সাপ দিল, "এই পরগণার মধ্যে যে কেহ পর্ণ ক্ষেত্র (পানের বরজ) বা ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিবে; সেই ব্যক্তিই সবংশে নির্ব্বংশ হইবে।" এই অভিসম্পাত ভয়ে এ পর্য্যন্ত ঐ পরগণার ভিতর কেহই ইচ্ছাসত্বেও ঐ নিষেধ আজ্ঞাদ্বয় অবহেলা করিতে পারে নাই। কেবল সম্প্রতি দুই একজন নব্যবিষয়ী ইষ্টকালয়াদি প্রস্তুত করাইতেছেন।

গোরাচাঁদের অলৌকিক শক্তি দর্শনে লোকে তাহাকে ভক্তি করিত এবং 'ঈশ্বরজানিত—ব্যক্তি' বলিয়া জানিত। গোরাচাঁদের মৃত্যুর পর তাহার নিধন সময়কে স্মরণীয় করিবার জন্য তত্রত্য অধিবাসীরা এক মেলা স্থাপন করিল; নাম হইল, পীর গোরাচাঁদের মেলা। পীরের পীরত্ব এখন আর তত নাই, কিন্তু পীরের মেলাটি আজিও দর্শনীয় বস্তু। পীর গোরাচাঁদের মেলা অধুনা বঙ্গের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববৎ জাঁক জমকের সহিত প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের ১লা হইতে মাসব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে।

খনার বচন।

চন্দ্রপুরে আসিয়া খনা আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। প্রকাশ হইল, খনার গণনা বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা। প্রতিবেশীরা নিত্য নিত্য খনাকে অসংখ্য প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাই সকলেই যাহাতে কিছু কিছু গণনা বিদ্যা শিখিতে পারে, এক বিষয়ের গণনা শত সহস্রবার করিয়া যাহাতে আর বিরক্ত ও সময় নষ্ট করিতে না হয়, সেই জন্য খনা অতি সহজে মেয়েলী কথায় সাদাসিধা ছন্দে গণনার নিয়ম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং মুখে মুখে ঐ সমস্ত প্রতিবেশিনিগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাতে এমনও হইয়াছিল যে, গর্ভ গণনা, তিথি গণনা, শস্য গণনা, বৃষ্টি গণনা, বার গণনা, নক্ষত্র গণনা, যোটক গণনা, বারবেলাদি গণনা করিতে পাঁজি দেখিবার বা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা কবিবার কাহারও অভিলাষ হইত না। মেয়েরা আপনার জ্ঞানেই উহা স্থির করিয়া লইতে পারিত।

খনার বচন বড়ই সুন্দর এবং বড়ই প্রত্যক্ষ। অধুনা যে সব খনার বচন মুদ্রিত ও প্রচারিত আছে, তাহা এতই অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ যে, তাহা সংগ্রহ করায় কোন ফল নাই। যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানে দুষ্প্রাপ্য খনার বচন সকল উদ্ধার করিতে কৃতযত্ন হন, ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতে যে একটি কীর্ত্তি স্থাপন করা হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রচলিত খনার বচন যাহা পাইলাম, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

প্রশ্নগণনা।

(প্রশ্নের শুভাশুভ বলিয়া দেওয়া।)

"সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।
নয়ে একে হাতে হাত॥

কি কর্‌বে ছটে চটে।
কার্য্য নষ্ট হয়ে আটে।।"

পরমায়ু গণনা।

"কিসের তিথি কিসের বার।
জন্মনক্ষত্র কর সার॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন।
পল্‌কে আয়ু বারদিন॥
নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়॥
বাইশ বল্‌দা তের ছাগলা।
তার অর্দ্ধ বরা পাগ্‌লা॥"

চন্দ্রগ্রহণ গণনা।

"যে যে মাসে যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সে দিনে হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥
দুই তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে দেখ্‌তে হয়॥"

জন্মলগ্নের শুভাশুভ নিরূপণ।

"সূর্য্য কুজে রাহু মিলে।
গাছের দড়ী বন্ধন গলে॥
যদি রাখে ত্রিদশনাথ।
তবু সে খায়—নীচের ভাত॥"

"খনা বরাহেরে বলে কোন্ লগ্ন দেখ।
লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন্ গ্রহ দেখ॥
আছে শনি সপ্তম ঘরে।
অবশ্য তারে খোঁড়া করে॥
রবি থাকিলে ভ্রমায় ভূখণ্ড।
চন্দ্র থাকে ধরে নবদণ্ড॥
মঙ্গল থাকে করে খণ্ড খণ্ড।
অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড॥
বুধ থাকে বিষয় করায়।
গুরু শুক্র থাকে বহুধন পায়॥
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা।
লগ্নে থাকে ভানুতনুজা॥
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ।
মরে জননী পীড়ে পাপ॥"

দম্পতীর মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ মরণ গণনা।

"অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা।
নামে নামে করি সমতা॥
তিন দিয়ে হরে আন।
তাহে মরা বাঁচা জান॥
একে শূন্যে মরে পতি।
দুই রহিলে মরে যুবতী॥"

তিথিগণনা।

"খালি ছাগ্‌লা বৃষে চাঁদা।
মিথুনে পূরিয়া বেদা
সিংহে বসু কর কি বসে।
আর সব পূরিবে দশে ॥* "

নক্ষত্রগণনা।

"মাস নখতা তিনি যুতা।
তা দিয়া হরয়ে পুতা ॥
আঁধারে দশ আলোতে এগারো।
ইহা দিয়া নক্ষত্র সারো ॥"

যাত্রার শুভ সময় নিরূপণ।

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা।
যথা ইচ্ছা তথা যা ॥"

"দ্বাদশ অঙ্গুলী কাঠি।
সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি ॥
রবি কুড়ি সোমে ষোল।
পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল ॥
বুধ বৃহস্পতি এগার বার।
শুক্র শনি চৌদ্দ তের ॥

---

* ছাগ্‌লা—মেষ, অর্থাৎ বৈশাখমাস। খালি—অর্থাৎ ০ শূন্য। বৃষ—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ। চাঁদা—অর্থাৎ ১ এক। মিথুন—অর্থাৎ আষাঢ়। বেদা—অর্থাৎ ৪ চারি। সিংহ—অর্থাৎ ভাদ্র। বসু—অর্থাৎ ৮ আট।

হাঁচি জেঠী পড়ে যবে।
অষ্ট গুণে লভ্য হবে॥"

"রবি গুরু মঙ্গলের উষা।
আর সব ফাসা ফুসা॥"

"ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা।
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা॥
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা।
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥
উড়ে পড়ে খায় না।
তখনি কেন যায় না॥"

"আপনার জন্মনক্ষত্র মাসের যত দিন।
তিথি বার ঐক্য করে সাতে কর হীন॥
একে শুভ দুয়ে ভাল তিনে শত্রুক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হলে পায় বহু সুখ।
খনা বলে এ যাত্রায় কভু নাহি দুখ॥"

"তিথি বার নক্ষত্র মাসের যত দিন
একত্র করিয়া সব সাতে কর হীন॥
একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রুক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠেতে মরণ হয় শূন্যে হয় সুখ।
এ দিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ॥"

যাত্রাকালীন শুভলক্ষণ ।

"শূন্য কলসী শুক্‌না না ।
শুক্‌না ডালে ডাকে কা ॥
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা ।
এক পা না যেও বাপা ॥
খনা বলে এরেও ঠেলি ।
যদি সাম্‌নে না দেখি তেলী ॥"

"ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভর্‌তে যায় ।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥
মরা হতে জেন্ত ভাল যদি মর্‌তে যায় ।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায় ॥
বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে চায় ।
হাঁসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয় ॥"

রবিবারদোষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ ।

"পাঁচ রবি মাসে পায় ।
ঝরা কিম্বা খরায় যায় ॥"

বারদোষে চৈত্রমাসের ফল ।

"মধুমাসে, প্রথম দিবসে,
হয় যে সে বার ।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে,
দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার ॥
সোম শুক্র গুরুবার ।
পৃথিবী না সহে শস্যের ভার ॥

পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে॥"

শনির অবস্থান ভেদে চৈত্রমাসের ফল।

"মধু মাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি।
সে বৎসর শস্যহানি খনা বলে গণি॥"

ধর্ম্মার্থে উপবাসের দিন।

"শয়ন উত্থান পাশমোড়া।
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া॥
দুই ছেলের জন্মতিথি।
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥"

সময় বিশেষে ভূমিকম্প দ্বারা অমঙ্গল আশঙ্কা।

"ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান্।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে কিন্‌তে না পান ধান॥"

তিথিভেদে ফাল্গুন মাসের ফল।

"ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই।
আগামী বৎসর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।
দশমীতে নির্ম্মূল পাতান॥"

গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা।

"যত মাসের গর্ভ নারীর নাম য অক্ষর।
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিহ নিশ্চয়॥"

"বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ
পেটের ছেলে গণে আন।
নামে মাসে করি এক।
আটে হরে সন্তান দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারীর পুত্র জান॥
দুই চারি থাকে ছয়।
অবশ্য তার কন্যা হয়॥
যদি থাকে শূন্য সাত।
তবে নারীর গর্ভপাত॥"

"গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা।
তিন দিয়া হর পুতা॥
একে সুত দুয়ে সুতা।
শূন্য হলে গভ মিথ্যা॥
একথা যদি মিথ্যা হয়।
সে ছেলে তার বাপের নয়॥"

"নামে মাসে করি এক।
তার দ্বিগুণ করে দেখ॥

"সাতে পূরি আটে হরি।
সমে পুত্র বিষমে নারী॥"

বৃষ্টি গণনা, কুয়াসা গণনা, বন্যাগণনা,
ধান্যাদি গণনা, মৎস্য গণনা।

"দিনে জল রাতে তারা।
এই দেখ্‌বে সুখের ধারা॥"

"পৌষ গরমি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া॥
খনা বলে শুন হে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি॥"

"পূবেতে উঠিল কাড়।
ডাঙ্গা ডোবা একাকার॥"

"চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
বর্ষে পানি মুষল ধারা॥"

"চৈতেতে থর থর।
বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥"

"কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝ্‌বে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥"

"কৃষককে বল গে বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥"

"দূর সভা নিকট জল।
নিকট সভা রসাতল॥"

"পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা।
পূবের ধনু বর্ষে ঝরা॥"

"বেঙ ডাকে ঘন ঘন।
বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান॥"

"বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়॥"

"পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
য দিন কুয়া ত দিন জল॥
শনির সাত মঙ্গলের তিন।
আর সব দিন দিন দিন॥"

"ভাদুরে মেঘে বিপরীত্ত বায়।
সে দিনে বড় বৃষ্টি হয়॥"

"কর্কট ছরকট সিংহে শুখা,
কন্যা কানে কান।
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে,
কোথা রাখবি ধান॥"

"যদি বরে আগনে।
রাজা যান মাগনে॥
যদি বরে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে॥
যদি বরে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥
যদি বরে ফাগুনে।
চিনা কাউন দ্বিগুণে॥"

"জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা॥"

"মাঘমাসে বর্ষে দেবা।
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা॥"

"জ্যৈষ্ঠে মারে আষাঢ়ে ভরে।
কাটিয়া মাড়িয়া ঘর করে॥"

"যদি বর্ষে মকরে।
ধান হবে টেকরে॥"

"যদি হয় চৈত্রমাসে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি॥"

"কাতির পূর্ণিমা কর আশা।
খনা বলে ডেকে শোন্‌রে চাষা॥
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়।
রবিখন্দের ভার ধরণী না সয়॥

মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল।
তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল॥"

"আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা।
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে নিগিঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥"

"বাদল বামুন বান।
দক্ষিণা পেলেই যান॥"

মড়ক গণনা।

"চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥"

বন্যা গণনা।

"পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়।
সেই বৎসর বন্যা হয়॥"

"আমে ধান।
তেঁতুলে বান॥"

শস্যগণনা, হল চাষ করিবার সময় নির্ণয়, শস্যাদি রোপণ ও কাটিবার সময় নিরূপণ, আলি-বন্ধনের প্রণালী ইত্যাদি।

"শ্রাবণের পুর, ভাদ্রের বার।
এর মধ্যে যত পার॥"

"ষোল চাষে মূলা।
তার অর্দ্ধেক তুলা॥
তার অর্দ্ধেক ধান।
বিনা চাষে পান॥"

"খনা বলে শুন কৃষকগণ।
হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন॥
শুভক্ষণ দেখে কর্‌বে যাত্রা।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা॥
মাঠে গিয়ে আগে দিক্ নিরূপণ।
পূর্ব্বদিক হতে কর হল চালন॥
তা হলে তোর সমস্ত আশয়।
হইবে সফল নাহিক সংশয়॥"

"থোড় তিরিশে।
ফুলো বিশে॥
ঘোড়ামুখো তের দিন।
ইহা বুঝে ধান কিন॥"

"পূর্ণিমা আমায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ সর্ব্বকাল॥
তার বলদের হয় বাত।
নাহি থাকে ঘরে ভাত॥

খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার প্রমাদ গণি॥"

"আষাঢ়ে কাড়ান নাম্‌কে।
শ্রাবণে কাড়ান ধান্‌কে॥
ভাদরে কাড়ান শীষকে।
আশ্বিন কাড়ান কিস্‌কে॥"

"থেকে বলদ না বয় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল॥"

"বাড়ীর কাছে ধান পা।
যার মার আগে ছা॥
চিনিস বা না চিনিস।
খুঁজি দেখে কিনিস॥"

"আঁধার পরে চাঁদের কলা।
কতক কালা কতক ধলা॥
উত্তরে উঁচো দক্ষিণে কাত।
ধারায় ধারায় ধানের ধাত॥
ধান চাল হবে সতা।
লোকে কবে মিটি কথা॥'

"কোল পাতলা ডাগর গুছি।
লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি॥"

"খনা ডাকিয়া কন।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥"

"এক আঘনে ধান।
তিন শাওনে পান॥"

"কার্ত্তিকের ঊন জলে।
দুনো ধান খনা ফলে॥"

"আঘণে পৌটি।
পৌষে ছেউট॥
মাঘে নাড়া।
ফাগুনে ফাঁড়া॥"

"শিষ দেখে বিশ দিন।
কাট্‌তে মাড়্‌তে দশ দিন॥"

"শনিরাজা মঙ্গল পাত্র।
চষ খোঁড় কেবল মাত্র॥"

"বাপ বেটায় চায চাই।
তা অভাবে সহোদর ভাই॥"

"আগে বেঁধে দিবে আলি।
তাতে রুইয়ে দিবে শালি॥
তাতে যদি না হয় শালি।
খনা বলে পাড় গালি॥"

"আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপয়ে যদি ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান॥"

"আউস ধানের চাষ।
লাগে তিন মাস॥"

"ভাদরের চারি আশ্বিনের চারি।
কলাই রোব যত পারি॥"

"সরিষা বনে কলাই মুখ।
বুনে বেড়াও চাপ্‌ড়ে বুক॥"

"আশ্বিনের উনিশ।
কার্ত্তিকের উনিশ॥
বাদ দিয়ে যত পারিস।
মটর কলাই বুনিস॥"

"ফাগুনের আট চৈত্রের আট।
সেই তিল দায়ে কাট॥"

"খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো॥"

"সাত হাতে তিন বিঘতে।
কলা লাগাবে মায়ে পুতে॥
কলা লাগিয়ে না কাট্‌বে পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥"

"যদি থাকে টাকা করিবার গৌ।
তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো॥"

"দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥"

"মানুষ মরে যাতে।
গাছলা সারে তাতে॥
পচ্‌লা সরায় গাছলা সারে।
গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে॥"

"বৈশাখের প্রথম জলে।
আশুধান দ্বিগুণ ফলে॥
শুন ভাই খনা বলে।
তুলায় তুলা অধিক ফলে॥"

"আউসের ভুঁই বেলে।
পাটের ভুঁই আটালে॥"

"কোদালে মান তিলে হাল।
কাতেন ফাঁকার মাঘে কাল॥
ছায়ে লাউ উঠানে ঝাল।
কর বাবু চাষার ছাওয়াল॥"

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপায় যাই॥
কাপাস বলে কোটা ভাই।
জ্ঞাতি পানি যেন না পাই॥"

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হাভাত॥"

"যেবার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে॥
নানাশস্যে পূর্ণ এই বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয়॥"

"বুধ রাজা আর শুক্র মন্ত্রী হয়।
শস্য হবে ক্ষেত্রে পূরা নাহিক সংশয়॥"

"লাউগাছে মাছের জল।
ধেনো মাটীতে বাড়ে ঝাল॥"

"বাঁশ বনের ধারে বুন্‌লে আলু।
আলু হয় গাছ বেড়ালু॥"

"চাল ভরা কুমড়া পাতা।
লক্ষ্মী বলেন আমি তথা॥"

"শাওনের পান রাবণে না খায়॥"

"উঠান ভরা লাউ শসা।
খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥"

"ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।
কিন্তু তাতে নাইক দুখ॥"

"পটল বুন্‌লে ফাগুনে।
ফল বাড়ে দ্বিগুণে॥"

"নদীর ধারে পুত্‌লে কচু।
কচু হয় তিন হাত নীচু॥"

"ভাদ্র কি আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক আঘ্রাণ মাসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুতিয়ে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা।
পূরিতে হবে না ঝালের গোলা॥"

"ফাগুনে না রুলে ওল।
শেষে হয় অণ্ড গোল॥"

"কচুবনে যদি ছড়াস ছাই॥
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥"

"মুলার ভুঁই তুলা।
কুশরের ভুঁই ধূলা॥"

"শোন্‌রে মালি বলি তোরে।
কলম রো শাওনের ধারে॥"

"বৈশাখে জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটী।
ভাদ্দরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি॥

অন্যথা নিয়মে পুঁতিলে হল্‌দি।
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি॥"

"ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥"

"শুন বাপু চাষার বেটা।
বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বেড়্‌বে ঝাড়ে।"

"শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস পটোল।
তাতেই তোর আশার সফল॥"

"খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মুলা বুন॥
তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পুঁত গুটী গুটী॥
ঘনরূপে পুঁতো না।
পৌষের অধিক রেখো না॥"

"বলে গেছে বরাহের পো।
দশটী মাস বেগুন রো॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাই কোন বিবাদ॥

পোকা ধর্‌লে দিবে ছাই।
এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥
মাটী শুকাইলে দিবে জল।
সকল মাসে পাবে ফল॥"

"যদি না হয় অগ্রাণে বৃষ্টি।
তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি॥"

"এক পুরুষে রোপে তাল।
অন্য পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল॥"

"হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুতে রাখ॥
গাছ গাছালি ঘন সবে না।
গাছ হবে তার ফল হবে না॥"

"বারো বছরে ফলে তাল।
যদি না লাগে গরুর নাল॥"

"নলেকান্তর গজেক বাই।
কলা রুয়ে খেও ভাই॥
কলা রুয়ে না কেটো পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥"

"ফাগুনে এটে।
পোঁত কেটে॥

বেধে যাবে ঝাড়কি ঝাড় ॥
কলা বইতে ভাঙ্‌বে ঘাড় ॥”

“ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ ॥
তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে।
থাক গৃহী ঘরে শুয়ে ॥
রুয়ে কলা না কাটি পাত।
তাতেই হবে কাপড় ভাত ॥”

“ডাক দিয়ে বলে রাবণ।
কলা রুলে আষাঢ় শ্রাবণ ॥
রুবি বটে খাবিনে।
কলা তলায় যাবিনে ॥
লেগে যাবে ভুয়ে।
কলা পড়্‌বে শুয়ে ॥”

“এক হাত এক মুটম কলা পোঁত।
তবে দেখ্‌বা কলার গোট ॥”

“সিংহ মীন বর্জ্জে।
কলা খাবে আজ্যে ॥”

“যদি রোয় ফাগুনে কলা।
তবে হয় মাস সফলা ॥”

“ভাদ্রমাসে রুয়ে কলা।
সংবংশে মলো রাবণ শালা ॥”

"আগে পুতে কলা।
বাগ বাগিচে ফলা॥
শোন্‌রে বলি চাষার পো।
পরে নারিকেল ক্রমে গুও॥
নারিকেল বার শুপারী আট।
এর ঘন তখনি কাট॥"

"গো নারিকেল নেড়ে পো।
আম টুটুরে কাঁঠাল ভো॥
"আটা চার গুও।
আম নাড়ায় টুকটুকী কাঁঠাল নাড়ায় ভুও।
তিন নাড়ায় গুও।
ছুয়ে ছুয়ো তিনে খাঁটি আগে কাট কুও॥"

"গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটী।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি॥
ওলে কুটী মানে ছাই।
এইরূপে কৃষি করগে ভাই॥"

"নারিকেল গাছে দিলে লুণে মাটী।
শীঘ্র শীঘ্র বাধে গুটি॥"

"দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে বারো মাস॥"

"খনায় ডাকিয়ে বলে।
চিটা দিলে নারিকেল মূলে॥

গাছ হয় তাজা মোটা ।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥”

“শোন্‌রে বাপু চাষার পো ।
সুপারি বাগে মান্দার রো ॥
মান্দার পাতা পল্লে গোড়ে ।
ফল বাড়ে ঝটপট করে ॥”

“হাতে হাত ছোঁয় না ।
মরা ঝাঁটি রয় না ॥
খনা বলে যখন চায় ।
তখন কেন লয় না ॥”

স্ত্রীজাতির আদ্যঋতুর বারফল ।

“রবিতে বিধবা হয় সোমে পতিব্রর্তা ।
মঙ্গলেতে বেশ্যা বুধে সৌভাগ্যসংযুতা ॥
বৃহস্প্যতিবারে পতি লক্ষ্মীযুক্ত হয় ।
শুক্রবারে বহুপুত্র্র চিরজীবী রয় ॥
শনিবারে বন্ধ্যা হয় জ্যোতিষের মতে ।
অতএব লিখি যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাতে ॥
গোকাঞ্চন ভূমি কিম্বা ধান্য দিবে দান ।
দোষ শান্তি হয় ইথে এইত বিধান ॥”

আদ্যঋতুর নক্ষত্রফল।

"ত্রিপূর্ব্বা ভরণী আর্দ্রা ফণীতে বিধবা।
মেযে শোক পুনর্ব্বসু বন্ধকী জানিবা॥
কৃত্তিকা অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে।
দরিদ্র নিশ্চয় ইহা জ্যোতিষেতে বলে॥"

আদ্যঋতুর মাসফল।

"জ্যৈষ্ঠেতে বিধবা হয আষাঢেতে ধনী।
মৃতাপত্যা শ্রাবণেতে ভাদ্রেতে রোগিণী॥
আশ্বিনেতে মৃতাপত্যা হইবে কামিনী।
কার্ত্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুলনাশিনী॥
মার্গশীর্ষে ঋতুমতী হয় ধর্ম্মশীলা।
পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা॥
মাঘে পতিব্রতা নারী হৈলে ঋতুমতী
ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী॥
মদনোন্মাদিনী হয় চৈত্রেতে কামিনী।
বৈশাখে হইলে হয় সুপ্রিয়বাদিনী॥"

হাঁচি টিকটিকীর ফল।

"শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে।
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে।
এই সপ্তকর্ম্মে হাঁচি আদি সুশোভন।
অন্যকর্ম্মে শুভ নাহি হয কদাচন॥
বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি।
যত্ন পূর্ব্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি॥
গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ॥

দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি।
ঊর্দ্ধভাগে হৈলে ধন-ভোগ কার্য্যসিদ্ধি॥
পূর্ব্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয়॥
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয় লাভ॥
উত্তরে টিকটিকী হাঁচি স্ত্রীলাভ কারণ।
ঈশানে হৈলে মৃত্যু কে করে বারণ॥"

গ্রহফল।

"জন্মস্থ হইলে রবি শত্রুবৃদ্ধিকর।
দ্বিতীয় হইলে বন্ধু বিচ্ছেদ তৎপর॥
চতুর্থে ক্রমিক দুঃখ তৃতীয়ে আশ্রয়।
পঞ্চমে থাকিলে রবি মিত্রহানি কয়॥
ষষ্ঠে ধনলাভ করে অনিষ্ট সপ্তমে।
অষ্টমেতে অপমান শোক ত নবমে॥
দশমে প্রাধান্য আর হয় কার্য্যসিদ্ধি।
একাদশে রবি করে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি॥
দ্বাদশেতে বধ আর বন্ধনের ভয়।
রবি সঞ্চারের ফল জ্যোতিষেতে কয়॥"

"মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে।
ক্লেশ দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে॥
তৃতীয়েতে শত্রুনাশ করে শশধর।
চতুর্থ চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদর॥
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্ঠে লাভ ধন ধান্য।
সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রীলাভের জন্য॥

অষ্টমে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস।
দশমেতে কার্য্যসিদ্ধি না করে নৈরাশ ॥
একাদশে মান কিম্বা হয় সুখোদয়।
দ্বাদশস্থ শশধরে সদা করে ভয় ॥”

“শুনহ সকল, ক্ষৌণীপুত্র-ফল,
জ্যোতিষেতে যাহা কয়।
জন্মস্থ রাশিতে, যদি ক্ষিতিসুতে,
থাকিলে শত্রুর ভয় ॥
দ্বিতীয়ে থাকিলে, ধনক্ষয় বলে,
তৃতীয়ে কার্য্যের সিদ্ধি।
ক্ষিতিজ চতুর্থে, জ্যোতিষের মতে,
থাকিলে শত্রুর বৃদ্ধি ॥
পঞ্চমে মরণ, ষষ্ঠে বৃদ্ধি ধন,
সপ্তমেতে শোককর।
থাকে অষ্টমেতে, অস্ত্রাঘাত তাতে,
ব্যক্ত আছে চরাচর ॥
নবম মঙ্গলে, কার্য্যহানি বলে,
ইহাতে নাহিক আন।
মহীজ দশেতে, থাকিলে ইহাতে,
মাত্র সে সুখ্যাতি পান ॥
একাদশে রয়, ধরণী তনয়,
নানা সুখ তাতে জানি।
দ্বাদশে মরণ, এই বিবরণ,
জ্যোতিষ প্রমাণে মানি ॥”

"জন্মস্থ থাকিলে বুধ করায় বন্ধন।
শাস্ত্রে বলে দ্বিতীয়ে থাকিলে দেন ধন॥
অপমান তৃতীয়ে চতুর্থে কার্য্যসিদ্ধি।
পঞ্চমেতে দুঃখ হয় বুঝহ সুবুদ্ধি॥
যষ্ঠে স্থান লাভ যে সপ্তমে পীড়া দেহে।
ধনলাভ করে বুধাষ্টমে যদি রহে॥
নবমে বৃহৎ পীড়া সুখ হয় দশে।
একাদশে ধন আর ধৈর্য্য যে দ্বাদশে॥"

"বৃহস্পতি জন্মস্থ থাকিলে হয় ভয়।
দ্বিতীয়ে অতুলৈশ্বর্য্য তৃতীয়ে ক্লেশ কয়॥
বুদ্ধি নাশ করে গুরু চতুর্থে থাকিলে।
পঞ্চমে পরম সুখ জ্যোতিষেতে বলে॥
অশুভদায়ক যষ্ঠে যদি রহে গুরু।
সপ্তমেতে রাজপূজা এ ফল সুচারু॥
সুরাচার্য্য অষ্টমে অশেষ ধন নাশ।
নবমেতে ধনবৃদ্ধি আছয়ে নির্য্যাস॥
বৃহস্পতি দশমে প্রণয় ভঙ্গ কয়।
একাদশে স্থান মান ধনলাভ হয়॥
পীড়া দেয় দ্বাদশেতে গুরুতে নিশ্চয়।
গুরু-ফলাফল এই জ্যোতিষেতে কয়।"

"জন্মস্থ হইলে শুক্র শত্রু করে ক্ষয়।
ধনলাভ দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে সুখ হয়॥
ধনভোগ চতুর্থে পঞ্চমে লাভ পুত্র।
ভৃগুর-নন্দন করে যষ্ঠে বৃদ্ধি শত্রু॥
সপ্তমেতে শোক কার্য্যসিদ্ধি সে অষ্টমে।
নানাবস্ত্র লাভ করে থাকিলে নবমে॥

অশুভ ভার্গব হয় দশমে থাকিলে।
একাদশে অধিকন্তু ধনলাভ বলে॥
দ্বাদশেতে ভৃগু করে পরমায়ু বৃদ্ধি।
ভার্গবের ফলাফল এই শাস্ত্র সিদ্ধি॥"

"জন্মস্থ রাশিতে বাস, শনি করে বিত্তনাশ,
মানসের কষ্ট সে দ্বিতীয়ে।
তৃতীয়ে শনির ভাব, শত্রুনাশ ধনলাভ,
ফলাফল দেখহ বুঝিয়ে॥
চতুর্থে শত্রুর বৃদ্ধি, পাঁচে হয় পুত্র ঋদ্ধি,
ষষ্ঠে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি কয়।
বহুদোষ সপ্তে কহে, অষ্টমেতে পীড়া দেহে,
নবমেতে করে অর্থ ক্ষয়॥
সুখ্যাতি দশমে শনি, প্রমাণেতে অনুমানি,
নিগূঢ়ার্থ জ্যোতিষ বচন।
একাদশে বহুধন, লাভ হয় শাস্ত্রে কন,
দ্বাদশেতে অনর্থ ঘটন।"

"রাহু কেতু জন্মস্থ হইলে ধনক্ষয়।
দ্বিতীয়ে প্রবাস বৃদ্ধি প্রমাণেতে কয়॥
রাহু কেতু তৃতীয়ে থাকিলে নানা লাভ।
চতুর্থেতে পীড়া দেন প্রমাণের ভাব॥
মনঃপীড়া দাতা হন থাকিলে পঞ্চমে।
ষষ্ঠে মহাসুখ অগ্নি ভয় ত সপ্তমে॥
অষ্টমে মরণ ভয় লজ্জা যে নবমে।
সুখ্যাতির বৃদ্ধি হয় থাকিলে দশমে॥
একাদশে থাকিলে হয় অশেষ সুখোদয়।
দ্বাদশেতে অতি কষ্ট জ্যোতিষেতে কয়॥"

অদৃষ্টগণনা চক্র।

ক	হ	বা	হে	না	হ	ই	র	গা	য	য	ঈ	য	গে	এ
য	স	ত্র	নে	নে	শ	ন	ষ্ট্রা	ক	গ	ন্দে	ভা	যে	র	য়
স্থি	ব	র্গ	ন	হ	ব	ণ	ভ	য	ব	না	এ	হ	ক	না
ব	ব	স্থ	ম	ক	ই	বে	রি	য	না	না	কু	হে	রি	গু
ক	বা	দো	ক	ষ্প	লু	এ	য়া	নে	দি	না	য	রি	রা	আ
কা	ছ	হ	ব	এ	দে	য়া	য়	ছে	ব	তা	ও	সু	কা	খি
ছ	ম	র্ণ	ণ	হা	নে	ক	র	তে	তা	ঙ্গ	ভা	ভা	গি	স্ব
মে	ভ্য	ছি	হা	লা	ব	দা	তা	যো	ক	গো	ভা	হ	হ	না
দে	স্তু	ত্রে	পাঁ	ই	লো	ব্রে	ই	ক	যি	হ	দে	রে	হ	হ
ক	বে	রি	না	যে	থি	লি	ই	রে	কি	ক্ত	সু	বু	রু	নু
তা	তে	ক	চ্ছু	ঈ	না	খা	না	মি	স্ত	ছে	না	কা	খ	প্যা
যা	বৃ	ছা	ম	প্ব	স	প	র	ষ্যা	কা	থা	প্র	ক্ষ	রা	দা
ব্য	ভা	য	র্য্য	শ্র	ম	ল	যু	কা	ড়	র	সা	ক	ম	কে
জ	জা	ব	হ	না	ক্ষি	রি	ক	ন	বৈ	নি	বা	ই	ক	পা
দো	রি	ক	না	তে	ন	বৈ	য়	ই	তা	বা	ঁ	না	পা	ই

"মনে মনে নিজ ইষ্টে করিয়া স্মরণ।
কহিবেক শুভাশুভ প্রশ্ন বিবরণ॥
যে কোন গৃহেতে হস্ত করিবে প্রদান।
গণক গণিবে দৃষ্টে এই ত বিধান॥
স্পৃষ্ট বর্ণ হৈতে ক্রমে একাদি করিয়া।
দশম অক্ষর যাহা দেখিবে গণিয়া॥
দশম হইতে পুনঃ করিবে গণন।
পুনশ্চ দশম যাহা করিবে গ্রহণ॥
এইরূপে চক্রশেষ যদবধি হবে।
এইরূপে দশ দশ করিয়া গণিবে॥
পুনশ্চ প্রথম হৈতে করিবে গণন।
স্পৃষ্ট বর্ণ সর্ব্বশেষ এইত লক্ষণ॥
এইরূপে যত বর্ণ গণিয়া পাইবে।
তাহা পাঠে প্রশ্নোত্তর অবশ্য জানিবে॥
উত্তরে শেষ বর্ণ কোন কোন কালে।
প্রথমে উঠিতে পারে জ্যোতিষেতে বলে॥
বিবেচনা করি তাহা করিবে নিবেশ।
জ্যোতিষের তাৎপর্য্য এই ত বিশেষ॥"

লাভালাভ চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

"বিষ্কুম্ভ করিয়া আদি যোগের আখ্যান।
সপ্তবিংশ যথাক্রমে জ্যোতিষে প্রমাণ॥
এই চক্রে বিপরীতে সে সব ধরিবে।
লাভালাভ ইথে গৃহে জানিতে পারিবে॥
গোধূম সর্ষপ ধান্য কলায় মটর।
চণক কোদ্রব যব মুদ্গ অরহর॥
মসূর তিলক আদি যত শস্য জাতি।
প্রথমে বুঝিতে হবে শাস্ত্রের ভারতী॥
দ্বিতীয়ে মৃত্তিকাময় যত দ্রব্য আছে।
বুঝিবেক স্বর্ণ রৌপ্য দ্বিতীয়ের পাছে॥
ঘৃত তৈল বসা আদি স্নেহ দ্রব্য যত।
চতুর্থে বুঝিবে তাহা জ্যোতিষের মত॥
তাম্র লৌহ সীস তিন ক্রমে পর পর।
অষ্টমে পারদ তাল বুঝিবেক নর॥
ফলমূল নবমেতে দশমে ব্যঞ্জন।*
একাদশে পশু পরে বিহঙ্গমগণ॥
ত্রয়োদশে পুষ্প আর বস্ত্র চতুর্দ্দশে।
মৎস্য মাংস পঞ্চদশ আর যে ষোড়শে॥
সপ্তদশে তরুলতা মুদ্রাদি অপর।
অষ্টাদশে মণিমুক্তা শাস্ত্রের গোচর॥
গ্রন্থাদি বুঝিতে হবে ঊনবিংশ পরে।
ইন্দ্রজাল আদি করি বিংশতির ঘরে॥
ইষ্টক প্রস্তর মসী এই দ্রব্য তিন।
একবিংশ গৃহ মাঝে বুঝিবে প্রবীণ॥
দ্বাবিংশ গৃহেতে নর বুঝিবে লবণ।
কাষ্ঠপাত্র ত্রয়োবিংশে জ্যোতিষ বচন॥

* এখানে ব্যঞ্জন শব্দে তরকারী বুঝিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশে দূরদেশে বাণিজ্য বুঝিবে।
পঞ্চবিংশে সুরাদ্রব্য জানিতে হইবে॥
ষড়্‌বিংশে যত আছে মাদক অপর।
অবশিষ্ট সপ্তবিংশে বুঝিবেক নর॥
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি আপন ইচ্ছাতে।
প্রশ্ন করিবেক গিয়া গণক সাক্ষাতে॥
শনি কুজ রবি কিন্তু করিবে বর্জ্জন।
গৃহেতে লাভের দ্রব্য বুঝিবে সুজন॥
যেই গৃহে যেই যোগ শাস্ত্রের বিধান।
সেই যোগে করিবেক সাধু মতিমান্॥
ইথে লাভ অন্যে ক্ষতি অবশ্য হইবে।
জ্যোতিষ প্রমাণ ইহা হৃদয়ে বুঝিবে॥"

বিবাহার্থ কন্যার শুভাশুভ ফল।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোম্নীং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং॥
ঋক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রৈষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥"
"ধূম্রবর্ণা অধিকাঙ্গী অথবা রোগিণী।
অলোমিকা কিম্বা হয় অধিক লোমিনী॥
বাচালা অথবা হয় পিঙ্গলবরণী।
নক্ষত্রনামিকা কিম্বা বৃক্ষের নামিনী॥
নদী পক্ষী অহি কিম্বা নামে অন্তগিরি।
ভীষণ নামিকা কিম্বা দূতী নাম ধারী॥
এ সব বিবাহযোগ্য কদাচ না হয়।
জ্যোতিষ বচন অর্থে এইরূপ কয়॥"

"গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোমতী চ সরস্বতী।
নদ্যাবাসাং নাম বৃক্ষে মালতী তুলসী তথা।
রেবতী চাশ্বিনী ভেষু রোহিণী শুভদা ভবেৎ॥"

"তার মধ্যে বিবাহ কর্ত্তব্য হবে যেই।
জ্যোতিষ প্রমাণ মত লিখিলাম এই॥
গঙ্গা কি যমুনা বা গোমতী সরস্বতী।
বৃক্ষ নামে যদি হয় তুলসী মালতী॥
নক্ষত্র নামেতে হয় রেবতী অশ্বিনী।
অথবা রোহিণী হয় অশুভনাশিনী॥"

"নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
স্যাদ্দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যা গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়াঃ
নিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদন্তি॥"

"ট্যারা চক্ষু কিম্বা হয় চঞ্চল লোচনা।
দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গলবরণা॥
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ হয় যার।
বন্দকী জানিহ তারে কহিলাম সার॥"

"শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী
সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা।
বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী
কুলেন হীনাপি বিবাহযোগ্যা॥
ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী
লোমৈঃ সমাকীর্ণপদাঙ্গযষ্টিঃ।

মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা
কুলেঽপি যোগ্যা ন বিবাহনীয়া ॥”

“শ্যামাঙ্গী সুকেশী তনু লোমরাজী কান্তা।
সুভ্রূরু সুশীলা কিম্বা সুগতি সুদন্তা।
মধ্যক্ষীণা যদি হয় পঙ্কজনয়নী।
কুলহীনা হইলেও বরেষ্টদায়িনী॥
কুদন্তা অথবা হয় অধিকব্যাপিকা।
পিঙ্গললোচনা অঙ্গযষ্ঠি সলোমিকা।
মধ্যপুষ্টা যদি হয় রাজার বালিকা।
কুলে শ্রেষ্ঠা হৈলে তবু অরিষ্টদায়িকা॥”

ধনী ও দরিদ্র পরীক্ষা।

(অর্থাৎ ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে, তাহা গণনা।)

ধনী পরীক্ষা।

“অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধনযোগং বিশেষতঃ।
পঞ্চমে তু ভৃগুক্ষেত্রে তস্মিন্ শুক্রেণ সংযুতে।
লাভে শনৈশ্চরযুতে বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ॥”

“পঞ্চমে সোমজক্ষেত্রে তস্মিন্ সৌম্যযুতো যদি
লাভে চ চন্দ্রভৌমৌ তু বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ।”

“পঞ্চমে তু শশিক্ষেত্রে তস্মিন্ সূর্য্যযুক্তো যদি।
লাভে সোমাত্মজস্থে বা বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ।”

"পঞ্চমে তু রবিক্ষেত্রে তস্মিন্ রবিযুতো যদি।
লাভেঽমরেন্দ্রপূজ্যস্থে বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ।"

"পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ শনিযুতো যদি।
লাভে ভৌমেন সংযুক্তে বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ।"

"পঞ্চমে তু গুরুক্ষেত্রে তস্মিন্ গুরুযুতো যদি।
লাভে তু চন্দ্রভৌমৌ চেদ্বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ।"

"ভানুক্ষেত্রগতে তস্মিন্ লগ্নে ভানুঃ স্থিতো যদি।
ভৌমেন গুরুণা যুক্তো দৃষ্টে বা স্যাদ্যুতো ধনী।"

"চন্দ্রক্ষেত্রেগতে লগ্নে তস্মিন্ চন্দ্রযুতো যদি।
জীবভৌমযুতে যস্তু দৃষ্টে জাতো ধনী ভবেৎ।"

"ভৌমক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৌমযুতো যদি।
সোমশুক্রার্কজৈর্যুক্তে দৃষ্টে শ্রীমান্নরো ভবেৎ।"

"গুরুক্ষেত্রেগতে লগ্নে তস্মিন্ গুরুযুতো যদি।
সৌম্যভৌমযুতে দৃষ্টে জাতো যস্তু ধনী নরঃ।"

"ভৃগুক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৃগুযুতো যদি।
শনিসৌম্যযুতে দৃষ্টে জাতো যস্তু ধনী নরঃ।"
"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দারিদ্র্যং দুঃখকারণং।
লগ্নাধিপে রিপুক্ষগতে রিপুক্ষেশো লগ্নগাগতে।
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ।"

"লগ্নাধিপে শত্রুগৃহং গতে বা
ষষ্ঠেশ্বরে লগ্নগতোঽপি বা চেৎ।

বিলগ্নপে মারকনাথদৃষ্টে
জাতো ভবেন্নির্ধনকোঽপি বৈশ্যঃ।"

"লগ্নেন্দু কেতুযুক্তৌ বা লগ্নেশে নিধনং গতে।
মারকেশযুতে দৃষ্টে রাজবংশ্যোঽপি নির্ধনঃ।"

"বিলগ্ননাথেঽরিবিনাশরিপ্ফ-
নাথেন যুক্তে যদি পাপদৃষ্টে।
মন্ত্রাত্মজেনাপি যুতেঽপি দৃষ্টে
শুভৈর্ন দৃষ্টে স ভবেদ্দরিদ্রঃ।"

"লগ্নেশো ধর্ম্মনাথশ্চ ষষ্ঠে কর্ম্মস্থিতৌ ক্রমাৎ।
দৃষ্টৌ চেন্মারকেশেন জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ॥"

"পাপগ্রহে লগ্নগতে রাজ্যধর্ম্মাধিপৌ বিনা।
মারকেশযুতে দৃষ্টে জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ।"

মৃত্যু।

মিহিরের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কিম্বদন্তি লিখিত হইয়াছে, উহা ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাই নাই। সুতরাং এক্ষণে বাধ্য হইয়াই ধরিয়া লইতে হইতেছে যে, রাজ-বিদ্রোহিতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(প্রথম পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(দ্বিতীয় পরিশিষ্ট)

একটি দুঃখের কথা।

গণিত জ্যোতিষের উন্নতি পাশ্চাত্য প্রদেশে অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গণিত জ্যোতিষ শিক্ষা, পরীক্ষা ও তাহার স্বভাব প্রকৃতি প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারা নিত্য নূতন যে সকল যন্ত্রাদির উদ্ভাবনা করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। আর্য্য জ্যোতিষীগণ গণিত জ্যোতিষে যে অজ্ঞ ছিলেন, অথবা তৎকালে যে কোন যন্ত্রাদি ছিলনা, তাহা নহে। তবে সে সকল আমরা কাল মাহাত্ম্যে অনবধানতায় ডুবাইয়া দিয়াছি। আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণিত অংশ এতই হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তদ্দ্বারা কোন মতেই পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। একে গণিত জ্যোতিষের অভাব, তাহার উপর শিক্ষার অভাব, সুতরাং শিক্ষকেরও অভাব হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য হয় ইংরাজি জ্যোতিষের অনুসরণ, না হয় হৃদয়ের আশা হৃদয়েই সংগোপন ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। এমনও অনেক জ্যোতিষী আছেন যে, তাহারা হয়ত জীবনে শত সহস্র কোষ্ঠি লিখিয়াছেন, বা শত সহস্র কোষ্ঠি দেখিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির গতি বুঝেন না। এই পুস্তকের সংগ্রহকার যে সকল জ্যোতিষীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ঐ প্রসঙ্গের কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার একের দ্বারাও সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। তাহারা জ্যোতিষতত্ত্বে এত অজ্ঞ যে, পৃথিবীর গতি বিষয়ে আজিও সম্পূর্ণ সন্দিহান ও ভ্রান্তবিশ্বাসী রহিয়াছেন। এমত স্থলে হিন্দু জ্যোতিষের দ্বারা অভীষ্ঠ লাভের সম্ভাবনা আজি কালি অল্পই। তাই বড় দুঃখে এই পুস্তকে স্থানে স্থানে ইংরাজি জ্যোতিষের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বিশেষ গ্রহ নক্ষত্রগণের আকার ও গতি সম্বন্ধে অভ্রান্ত গণনা করিবার ইচ্ছা হইলে বিলাতী জ্যোতিষ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিলেও অধিক বলা হয় না। ধন্যবাদ দিতে হয় ইংরাজ জাতিকে, শত ধন্যবাদ দিতে

হয় তাঁহাদের অধ্যবসায়কে। সে দিনও যাহারা বর্ণজ্ঞান শূন্য ছিল, আজি তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান, জ্যোতিষতত্ত্বে লোকশিক্ষক পদে বরিত হইতে চলিয়াছে।

তবে ইহাও বলিতে হয়, বিলাতী গণিত জ্যোতিষ এখনও সম্পূর্ণতায় উপস্থিত নাই; এবং মানবের অদৃষ্টে তাহা লিখাও নাই। হর্শেল এক রকম বলিলেন, প্রোকটার আর রকম বলিলেন, লেগ্রাঞ্জ এক রকম বলিলেন, লাবেরিয়া তাহা শুনিয়া নাক বাঁকাইলেন, বল লাফাইয়া উঠিলেন, এইরূপ সর্ব্বত্র। উপক্রমণিকা অধ্যায়ে গ্রহগণ সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাও ঐরূপ নানা মুনির নানা মতে পূর্ণ। আমাদের দেশে গণিত জ্যোতিষী নাই, মানমন্দির নাই, দূরবীক্ষণাদি নাই, কাজেই আমাদের পরের মুখে ঝাল খাওয়া। একজন বলিলেন, শনির তিন চাঁদ, আর জন বলিলেন অষ্ট চাঁদ। কেহ বলিলেন, শনির তিনটি অঙ্গুরি, কেহ বলিলেন উহা অঙ্গুরি নয় উজ্জ্বল ধূমগোলক, আর জন বলিলেন, না না, উহা নক্ষত্রপুঞ্জ; কোন্‌টা ধরিব? হা ভাগ্য!

(দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।)

বরাহমিহির ও খনা।

(তৃতীয় পরিশিষ্ট)

কোষ্ঠি গণনা।

এই গ্রন্থের নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছি যে, গণিত জ্যোতিষে বিলাত আমাদের বহু অগ্রগামী কিন্তু ফলে তাহাদিগের জ্যোতিষ অসম্পূর্ণ। গণিত প্রক্রিয়া—ফলিত—ফল, সুতরাং ফলিত জ্যোতিষ জ্যোতিষের পরিণতি। ইংরাজের কোষ্ঠি স্থূল, ফল ও সুতরাং অবশ্য স্থূল, কিন্তু হিন্দুরা ফলের অঙ্কে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে গিয়াছেন। ইংরাজি কোষ্ঠি প্রকরণে যাহা নাই অথচ হিন্দু কোষ্ঠিতে যাহা না হইলে নয়, তাহার কয়েকটি নিয়ম যথাসাধ্য বিশদরূপে লিখিত হইল।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এই কয়েকটি প্রকরণ কোষ্ঠি লিখিতে বিশেষ প্রয়োজন। উহা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া কোষ্ঠি অধ্যায়ে লিখিত হয় না। কেন না তাহা হইলে দ্বিরুক্তি ও অনর্থক সময় স্থানাদি নষ্ট হইত। পাঠক জানিয়া রাখিবেন, ইহা বস্তুগত্যা কোষ্ঠি অধ্যায়েরই অন্তর্গত।

উদয়াস্ত নির্ণয়।

দিবামানের দণ্ডপলাদিকে ৫ দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল হয়, তত ঘণ্টা মিনিটে সূর্য্য অস্তগত হন। আর ১২ ঘণ্টা হইতে ঐ অস্ত ঘণ্টা মিনিট বাদ দিলে ঐ দিনের সূর্য্যোদয় কাল জানা যাইবে।

সতর্কতা।

পূর্ব্বে কোষ্ঠি অধ্যায়ের ১১৪ পৃষ্ঠায় যে বালকের জাতচক্র লইয়া কোষ্ঠি গণনা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে, অর্থাৎ যে বালকের জন্ম ১২৯৭ সালের ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার স্থিরিকৃত আছে, এবং ঐ বালকের ঐ খণ্ডে (১১৮ পৃষ্ঠায়) লগ্ন, ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ পর্য্যন্ত গণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে ঐ স্থলের অবশ্য লিখিতব্য এবং কোষ্ঠির *অবশ্য প্রয়োজনীয় যে সকল গণনা এই স্থানের জন্য রাখিয়া দেওয়া গিয়াছিল,* তাহা এইস্থলে সন্নিবেশিত হইতেছে। উদাহরণ কালেও ঐ বালকের কোষ্ঠিই লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইহা ঐ কোষ্ঠি অধ্যায়েরই পরিশিষ্ট এবং ১১৮ পৃষ্ঠার পরের বিষয়।

যামদণ্ড।

দিবামানকে আটভাগ করিলে এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ বলে। রাত্রি-কেও আট ভাগ করিয়া যামার্দ্ধ নির্ণয় করিতে হয়। যামার্দ্ধের এক এক অধিপতি আছে। নিম্নের উহার প্রদর্শনী দৃষ্টি কর।

দিন যামার্দ্ধের অধিপতি নির্ণয়।

বার	১যামার্দ্ধ	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
রবি	র	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম	র
সোম	চ	শ	বৃ	ম	র	শু	বু	চ
মঙ্গল	ম	র	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম
বুধ	বু	চ	শ	বৃ	ম	র	শু	বু
বৃহস্পতি	বৃ	ম	র	শু	বু	চ	শ	বৃ
শুক্র	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম	র	শু
শনি	শ	বৃ	ম	র	শু	বু	চ	শ

রাত্রি যামার্দ্ধের অধিপতি নির্ণয়।

বার	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
রবি	র	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু	র
সোম	চ	শু	ম	শ	বু	র	বৃ	চ
মঙ্গল	ম	শ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম
বুধ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু
বৃহ	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু	র	বৃ
শুক্র	শু	ম	শ	বু	ব	বৃ	চ	শু
শনি	শ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম	শ

পূর্ব্ব কথিত সন্তান রাত্রিতে জন্মিয়াছে। ঐ তারিখের রাত্রিমান ২৯।৩৬ পল উহাকে ৮ ভাগ করিলে প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ ৩।৪২ পল হয়। এখন দেখিতে হইবে, বালক কোন যামার্দ্ধে জন্মিয়াছে। জাত সময় ৮।৪৬।২০ বিপল অতএব সন্তান তৃতীয় যমার্দ্ধে জন্মিয়াছে। প্রদর্শনী দৃষ্টে জানা গেল, বৃহস্পতি বারের (কেন না বালকের জন্ম বৃহস্পতিবারে) তৃতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি শুক্র।

দণ্ড নির্ণয়।

যামার্দ্ধকে ৪ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে দণ্ড বলে। পূর্ব্বে প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ ৩।৪২ পল হইয়াছে, অতএব উহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে যে ০।৫৫।৩০ বিপল হয়, উহাই প্রতি রাত্র দণ্ডের পরিমাণ। এখন দেখিতে হইবে, কোন দণ্ডে সন্তানের জন্ম।

নিয়ম।

অতীত, প্রথম ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ একত্র করিলে ৭।২৪ হয়। বালকের জন্ম ৮।৪৬।২০ বিপলের সময় হইয়াছে। অতএব উহাতে দণ্ড পরিমাণ ০।৫৫।৩০ যোগ দিলে ৮।১৯।৩০ বিপল হয়। পুনরায় দ্বিতীয় দণ্ড পরিমাণ ০।৫৫।৩০ বিপল যোগ করিলে ৯।১৫ পল হয়। অতএব তৃতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি শুক্রের ২য় দণ্ডে জন্ম হইয়াছে, জানা গেল। যামার্দ্ধাধিপতি শুক্র, উহার দ্বিতীয় দণ্ডের অধিপতি বুধ।

দিবা দণ্ডাধিপতি।

যামার্দ্ধ	১ম দণ্ডাধিপতি	২য় দণ্ডাধিপতি	৩য় দণ্ডাধিপতি	৪র্থ দণ্ডাধিপতি
রবির	র	রা	বু	চ
চন্দ্রের	চ	র	রা	বু
মঙ্গলের	ম	র	রা	বু
বুধের	বু	চ	র	রা
বৃহস্পতির	বৃ	চ	র	রা
শুক্রের	শু	ম	র	রা
শনির	শ	ম	র	রা

রাত্রি দণ্ডাধিপতি।

যামার্দ্ধাধিপতি				
রবির	র	শু	বু	চ
চন্দ্রের	চ	শ	বৃ	ম
মঙ্গলের	ম	র	শু	বু
বুধের	বু	চ	শ	বৃ
বৃহস্পতির	বৃ	ম	র	শু
শুক্রের	শু	বু	চ	শ
শনির	শ	বৃ	ম	র

এখন রাশিচক্র প্রস্তুত করিতে হইবে। পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা গেল, ঐ জাত সময়ের শকাব্দা ১৮১২। অতীত মাসাঙ্ক (অর্থাৎ বৈশাখ হইতে ভাদ্র) ৫, অতীত দিনাঙ্ক (অর্থাৎ আশ্বিনের ১লা হইতে ২রা) ২ দিন; অস্ত হইতে রাত্রি ৮।৪৬।২০ বিপল অতীত হইবার পর জন্ম হইয়াছে। সেই দিবসের দিনমান ৩০।২৪ পলে উহা যোগ করিলে ৩৯।১০।২০ বিপল উদয় হইতে অতীত হইবার পর জন্ম হইয়াছে জানা গেল। রাত্রিতে জন্ম হইলেই দিবামান যোগ করিতে হইবে, নতুবা নহে।

কোষ্ঠি লিখন প্রণালী।

শুভমস্তু শকাব্দা ১৮১২।৫।২।৩৯।১০।২০ বিপল।

জাতাহ			পাহর		
দিবা	৩০	২৪	দিবা	৩০	২০
৫	১৫	২৭	৬	১৬	১
৪	২১	৫২	৫	২১	৪৮
২৫	৩৭	২২	২৩	৫৬	৪
২৪	০	৩	৪৭	২২	২৪

ব্যাখ্যা।

জাতদিনের দিবা পরিমাণ ৩০।২৪ প্রথম স্তম্ভের প্রথম অঙ্ক ৫, উহা বার সংখ্যা; ২য় অঙ্ক ৪, উহা তিথি; তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক উক্ত তিথির স্থিতি দণ্ডপল; ২য় স্তম্ভের প্রথম অঙ্ক নক্ষত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক ঐ নক্ষত্রের স্থিতি দণ্ডপল; চতুর্থ অঙ্ক করণ। তৃতীয় স্তম্ভের প্রথম অঙ্ক যোগসংখ্যা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঐ যোগের স্থিতিদণ্ড পল। চতুর্থ অঙ্ক জন্ম তারিখ। ঐ সকল অঙ্ক পঞ্জিকার প্রতিদিনের বাম পার্শ্বে লিখিত থাকে।

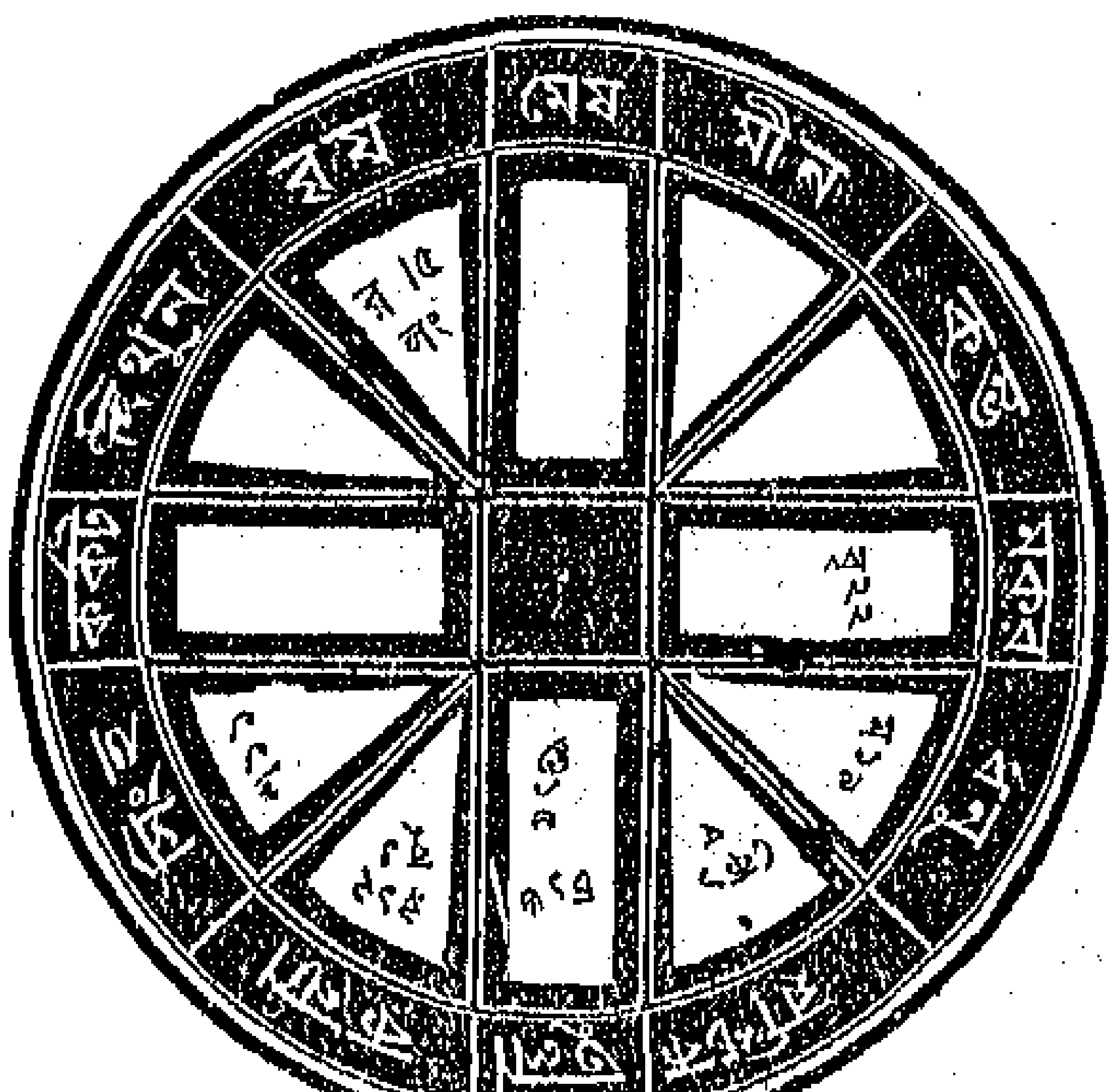
উদাহরণ।

ঐ উপরে যে জাতাহ ও পরাহের সংখ্যা লিখিত হইয়াছে উহা দৃষ্টে জানা গেল, যে প্রথম স্তম্ভের প্রথম অঙ্ক ৫ বার অর্থাৎ বৃহস্পতি; দ্বিতীয় থাকে ৪

অর্থাৎ শুক্লা চতুর্থী; তৃতীয় ও ৪র্থ অঙ্ক ২৫ ও ২৪, অর্থাৎ ঐ তিথির স্থিতি ২৫।২৪ পল। দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম অঙ্ক ১৫ নক্ষত্র, ঐ স্বাতী নক্ষত্রের স্থিতি ২১।৩৭ পল, এবং চতুর্থ অঙ্ক বিষ্টিকরণ, ৩য় স্তম্ভের প্রথম ২৭, অর্থাৎ বৈধৃতি-যোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক ৫২ ও ২২, ঐ যোগের স্থিতি ৫২।২২ পল এবং চতুর্থ অঙ্ক ৩, তারিখ অর্থাৎ ৩রা আশ্বিনে বালকের জন্ম।

পরাহের তিথি নক্ষত্রাদির আবশ্যক হইবার কারণ বালক যে দিন জন্মিয়াছে, সে দিনকার নক্ষত্র পরিমাণ ২১।৩৭, কিন্তু বালকের জন্ম উদয় হইতে ৩৭।১০।২০ পলের পর। সুতরাং নক্ষত্রের স্থিতি ২১।৩৭ পলে না কুলাইবাতে, পর দিনের নক্ষত্রের আবশ্যক। সাদাকথায়, বালক যে ৩রা তারিখে জন্মিয়াছে ঐ তারিখে স্বাতী নক্ষত্র ২১।৩৭ পল থাকিলেও বালকের জন্ম সময় ঐ নক্ষত্র অতীত হইয়া বিশাখা নক্ষত্রে পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ বালকের জন্ম নক্ষত্র পরিমাণ জানিবার জন্য পরাহের তিথি নক্ষত্রাদি গ্রহণ করা গেল। যদি ঐ ২১।৩৭ পলের মধ্যে জন্ম হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাহের প্রয়োজন হইত। কেন না পূর্ব্বাহে স্বাতীর কিয়দংশ অতীত হইয়া গিয়াছে।

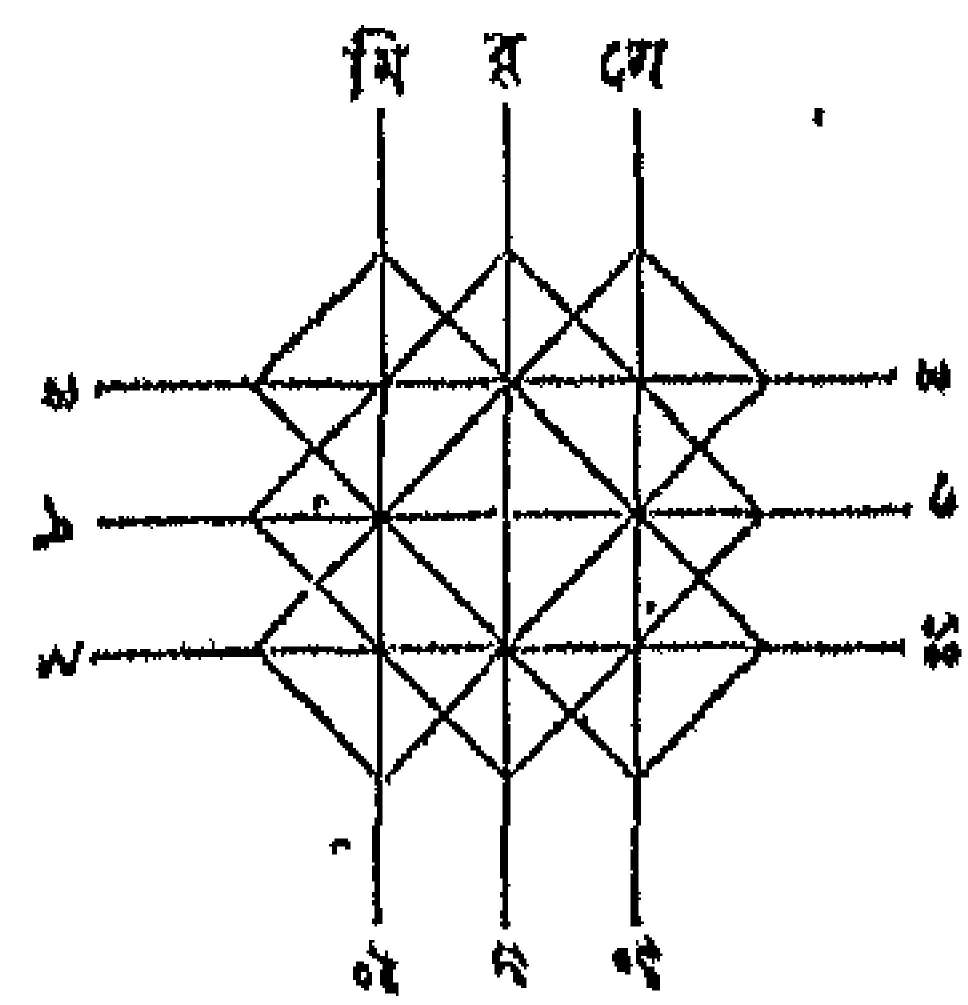
রাশিচক্র।



পঞ্জিকার বাম ভাগ দৃষ্টে জানা গেল, তুলায় চন্দ্র, বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব রাশিচক্রের তুলায় চন্দ্র ও তাহার অবস্থিতি নক্ষত্রের

সংখ্যা ১৬ লিখ। পঞ্জিকার ঐ স্থান দৃষ্টে জানাগেল, রবি আশ্বিন মাসে কন্যায় থাকেন। জানা আছে জন্ম দিনে রবি ১২ সংখ্যক নক্ষত্র উত্তর-ফল্গুনীতে আছেন। অতএব কন্যা রাশিতে রবি ও তাঁহার অবস্থান নক্ষত্র ১২ লিখ। চন্দ্র ও রবি ভিন্ন গ্রহগণের স্থিতি মাসের প্রথম যে রাশিচক্র থাকে, তাহাতে ঐ মাসের মধ্যে কোন্ গ্রহ কোন্ দিবস কোন্ নক্ষত্রে বা রাশিতে স্থানান্তরিত হয়, তাহাও লিখিত থাকে। এবং পঞ্জিকার দৈনন্দিন বামপার্শ্বেও লিখিত থাকে। ঐ ৩রা তারিখের দিনপঞ্জিকার বামপার্শ্বে এবং ঐ মাসের রাশিচক্রে দেখা গেল, শুক্র ১৫ নক্ষত্রে আছে, কিন্তু ৩রা তারিখে ৫২।৯ পলের পর ১৬ সংখ্যক নক্ষত্রে যাইবে। বালকের জন্ম ঐ ৫২।৯ পলের পূর্ব্বে বলিয়া শুক্র ঐ ১৫ সংখ্যক নক্ষত্রে অবস্থান কালেই জন্ম হইয়াছে বুঝিয়া শুক্র ১৫ সংখ্যক নক্ষত্রে তুলায় আছেন, লেখা গেল। ৩রা তারিখের মধ্যে গ্রহগণের অন্য রাশিতে বা নক্ষত্রে যাইবার উল্লেখ না থাকায় অন্যান্য গ্রহ যে স্থানে আছে, রাশিচক্রেও তাহাই লিখিত হইল। পূর্ব্বে লগ্নস্থির করিয়া জানা গিয়াছে, বালকের জন্ম বৃষলগ্নে; অতএব বৃষ রাশিতে লগ্নচিহ্ন লং লিখিত হইল।

পাতকী চক্র।



বৃষলগ্নের বেধস্থান বামবেধ কুম্ভ, দক্ষিণবেধ সিংহ, সম্মুখবেধ বৃশ্চিক। পাপ দণ্ডাধিপতি যদি ঐ ৩ স্থানের একস্থানে থাকে, তাহা হইলে ঐ রেখাস্থ অঙ্ক বৎসর, মাস, দিন, পরিমিত কালের মধ্যেই মৃত্যু হয়। এই জাতকের

দণ্ডাধিপতি, বুধ। বুধ শুভগ্রহ প্রযুক্ত এবং বেধ স্থানে না থাকায়, দণ্ডাধিপতিকৃত পতাকীরিষ্ট হইল না। কিন্তু বৃষলগ্নের বামবেধ সিংহ, এবং সম্মুখবেধ বৃশ্চিক রাশিতে পাপগ্রহ শনি ও কেতু থাকায় দণ্ডাঙ্ক পরিমিত দিন, মাস, বৎসরে জাতকের পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

সর্ব্বরিষ্ট ভঙ্গযোগ।

অর্থাৎ দীর্ঘায়ু যোগ না থাকিলে ঐ সময় মৃত্যু হইবারও সম্ভাবনা।

এই বালকের রাশিচক্র দৃষ্টে জানা গেল যে, পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট রাহু রিষ্টকর কিন্তু লগ্ন বৃষরাশি বলিয়া উক্ত পতাকীরিষ্ট এবং লগ্নের অষ্টমস্থিত মঙ্গল কর্ত্তৃক রিষ্ট, এই উভয় নষ্ট হইয়াছে, এবং বৃহস্পতি নবমে থাকায় সর্ব্বরিষ্ট ভঙ্গ যোগ বা দীর্ঘায়ু যোগ সংঘটিত হইয়াছে।

রাশি প্রভৃতি নির্ণয়।

এই জাতকের রাশিচক্রে চন্দ্র তুলা রাশিতে থাকায় ঐ বালকের জন্মরাশি তুলা বলিয়া জানা গেল। কেন না রাশিচক্রে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, তাহাই জন্মরাশি বলিয়া অবধারিত হয়।

গণ বর্ণাদি জন্ম নক্ষত্রানুসারে অন্যত্র লেখা আছে। পঞ্জিকাতেও জন্মে গণাদি লেখা থাকে। উপরোক্ত নিয়ম দৃষ্টে সংশোধন করিয়া লইবে। ঐ নিয়ম দৃষ্টে জানা গেল, ঐ বালকের রাক্ষস গণ, শূদ্র বর্ণ।

নামকরণ।

জন্ম নক্ষত্রের পাদানুসারে কোষ্ঠিতে রাশি নাম লিখিত হইয়া থাকে। অতএব এই বালক বিশাখা নক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

নিয়ম।

জন্ম নক্ষত্রের মানকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে সেই নক্ষত্রের এক এক পাদের পরিমাণ জানা যায়। পরে ঐ অঙ্ক হইতে জাত নক্ষত্রের মান বাদ দিলে

অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। এই বালকের জন্ম স্বাতী নক্ষত্রে। ৩রা তারিখে স্বাতী ২১।৩৭ পল ছিল, পরে বিশাখা নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র পর দিনেও ২১।৫৬ পল ছিল, অতএব ৩রা তারিখের পরিমাণ ৬০ দণ্ড হইতে স্বাতীর স্থিতিকাল ২১।৩৭ পল বাদ দিলে ৩৮।২৩ পল থাকে, এবং উহার সহিত পর দিবসীয় বিশাখার স্থিতি ২১।৫৬ পল, এতদুভয় একত্র করিয়া যে ৬০।১৯ পল হয়, ইহাই বিশাখার পরিমাণ। উহাকে ৪ ভাগ করিলে এক এক পাদের পরিমাণ ১৫।৪।৪৫ বিপল হয়। জাত দণ্ড ৩৯।১০।২০ বিপল হইতে স্বাতীর স্থিতিকাল ২১।৩৭ বাদ দিলে (অর্থাৎ স্বাতী নক্ষত্রের ভোগকালে বালকের জন্ম হয় নাই) ১৭।৩৩।২০ বিপল থাকে। বিশাখার পাদ পরিমাণ ১৫।৪।৪৫ বিপল, সুতরাং প্রথম পাদ অতীত হইয়া গেলে, বালকের জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে জানা গেল, বালক বিশাখার দ্বিতীয় পাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শতপদচক্র দৃষ্টে দেখা গেল, বিশাখা নক্ষত্রের ২য় চরণের আদ্যক্ষর তু। অতএব বালকের নামের আদ্যক্ষর তু হওয়া আবশ্যক।

অন্য নিয়ম।

নক্ষত্র স্থির হইলে কোন জাত নক্ষত্রে নামের আদ্যক্ষর কি হইবে, তাহা মতান্তরে লিখিত হইল।

শতপদ চক্র।

নক্ষত্রসং পাদ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১ পাদ	চু	লি	অ	ও	বে	কু	কে	হু	ডি	ম	মো	টে	পু	পে
২ পাদ	চে	লু	ই	ব	বো	ঘ	কো	হে	ডু	মি	ট	টো	ষ	পো
৩ পাদ	চো	লে	উ	বি	কঁ	ঙ	হ	হো	ডে	মু	টি	প	ণ	র
৪ পাদ	ল	লো	এ	বু	কি	ছ	হি	ড	ডো	মে	টু	পি	ঠ	রি

	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১ পাদ	রু	তি	ন	নো	যে	ভু	ভে	জু	খি	গ	গো	শে	দু	দে
২ পাদ	রে	তু	নি	য	যো	ধ	ভো	জে	খু	গি	শ	শো	থ	দো
৩ পাদ	রো	তে	নু	যি	ভ	ফ	জ	জো	খে	গু	শি	দ	ঝ	চ
৪ পাদ	ত	তো	নে	যু	ভি	ঢ	জি	খ	খো	গে	শু	দি	ঞ	চি

দশা গণনা।

এতদ্দেশে অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকীদশা গণনাই প্রচলিত। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এই বালকের বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম; এখন দেখিতে হইবে যে, বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে কাহার দশায় জন্ম হয়। কোষ্ঠি অধ্যায়ের ১৩৫ পৃষ্ঠায় দেখা গেল, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা, এই চারি নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশায় জন্ম হয়। অতএব জানা গেল, বালকের বুধের দশায় জন্ম হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, বুধের স্থূল দশা ১৭ বৎসরের কত সময় অতীত হইয়া বালকের জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণ দশা ১৭ বৎসরের কত বৎসর বালককে ভোগ করিতে হইবে। বুধের দশা পরিমাণ ১৭ বৎসরকে ৪ ভাগ করিলে এক এক নক্ষত্রের ভোগ পরিমাণ বাহির হইবে। অতএব ১৭ বৎসরকে চারি ভাগ করিলে যে ৪ বৎসর ৩ মাস হয়, উহাই প্রতি নক্ষত্রের ভোগ্য কাল। এখন জানা গেল, বিশাখা নক্ষত্রে বুধের দশার ভোগকাল ৪ বৎসর ৩ মাস।

এখন দেখিতে হইবে যে, বিশাখা নক্ষত্রের পরিমাণ কত। নাম করণের প্রকরণে বিশাখা নক্ষত্রের পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়াছে। ঐ বিশাখা নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০।১৯ পল। এই ৬০।১৯ পল কালে বুধের ভোগকাল ৪ বৎসর ৩ মাস। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বিশাখার মান ৬০।১৯ পল হইতে ১৭।১৩।২০ বিপল অতীত হইবার পর বালকের জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে বিশাখার মান ৬০ দণ্ডে (১৯ পল অনাবশ্যক বিধায় ত্যাগ করা গেল) বুধের ভোগ কাল যদি ৪ বৎসর ৩ মাস হয়, তবে বিশাখার অতীত ১৮ দণ্ডে (১৩ পল ২০ বিপল ত্যাগ করিয়া এক দণ্ড ধরা গেল) কত হইবে। কসিয়া জানা গেল, বুধের ভোগ কাল ১ বৎসর ৩ মাস ৯ দিন অতীত। এক্ষণে সহজেই জানা গেল, যে বিশাখার ভোগ্য, বুধের দশার ৪ বৎসর ৩ মাস হইতে অতীত ১ বৎসর ৩ মাস ৯ দিন বাদ দিলে যে ২ বৎসর ১১ মাস ৩ দিন অবশিষ্ট থাকে, উহাই বালকের বুধের দশার ভোগকাল।

অন্তর্দ্দশা।

এখন বুধের দশায় কোন্ গ্রহের অন্তর্দ্দশায় বালকের জন্ম হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

বুধের ভোগ্য ২ বৎসর ১১ মাস ৩ দিন হইতে বুধের শেষ চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা

১ বৎসর ৩ দিন ২০ দণ্ড বাদ দিলে অবশিষ্ট ১ বৎসর ২ মাস ২৯ দিন ৪০ দণ্ড থাকে। বুধের দশায় চন্দ্রের মোট অন্তর্দ্দশা ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন, উল্লিখিত অবশিষ্ট কাল ১ বৎসর ৭ মাস ২৯ দিন ৪০ দণ্ড কম হওয়ায় জানাগেল যে, বুধের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় বালকের জন্ম হইয়াছে। বুধের দশায় চন্দ্রের ভোগ্য অন্তর্দ্দশার কাল ১ বৎসর ৭ মাস ২৯ দিন ৪০ দণ্ড। ইহার পর মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা ১ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন ৪০ দণ্ড। ঐ দুই অন্তর্দ্দশার ভোগকাল একত্রে যোগ করিলে জানাগেল যে, চন্দ্রের অন্তর্দ্দশার পর ২ বৎসর ১১ মাস ৩ দিন পর্য্যন্ত মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা হইবে। ইহার পর শনির দশায় পড়িবে। শনির ভোগ্য কাল ১০ বৎসর; অর্থাৎ ১২৷১১৷৩ দিন বয়স পর্য্যন্ত শনির দশা থাকিবে। তাহার পর বৃহস্পতির দশা ভোগ্য কাল ১৯ বৎসর। অর্থাৎ ৩৩ বৎসর ১১ মাস ৩ দিন বয়স পর্য্যন্ত বালকের বৃহস্পতির দশা থাকিবে। পরে রাহুর দশা ১২ বৎসর কাল অর্থাৎ বালকের ৪৩৷১৩৷৩ দিন বয়স পর্য্যন্ত থাকিবে। পরে শুক্রের দশা ২১ বৎসর অর্থাৎ বালকের ৬৪৷১১৷৩ দিন পর্য্যন্ত শুক্রের দশা থাকিবে। পরে রবির দশা ৬ বৎসর অর্থাৎ বালকের ৭০ বৎসর ১১ মাস ৩ দিন পর্য্যন্ত রবির দশা থাকিবে। রবির দশাই এ বালকের ষড়্দশা।

ষড়্দশা।

যে দশায় জন্ম হয়, তাহা হইতে ষষ্ঠ দশায় মৃত্যু হয়। এক্ষণে কোন্ দশায় জন্মিলে কোন্ দশায় ষড়্দশা হয়, তাহার পর্য্যায় ও ভোগকাল লিখিত হইল।

১ম দশা	২য় দশা	৩য় দশা	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ
রবির দশায়	চন্দ্রের ১৫,	মঙ্গল ৮,	বুধ ১৭,	শনি ১০	বৃহঃ ১৯।*
চন্দ্রের দশায়	মঙ্গল ৮,	শনি ১০,	বৃহস্পতি	১০,	রাহু ১২।
মঙ্গলের দশায়	শনি ১০,	বৃহস্পতি ১৯,	রাহু ১২,	শুক্র ২১,	রবি ৬।
বুধের দশায়	শনি ১০,	বৃহস্পতি ১৯,	রাহু ১২,	শুক্র ২১,	রবি ৬।
শনির দশায়	বৃহস্পতি ১৯,	রাহু ১২,	শুক্র ১০,	রবি ৬,	চন্দ্র ১৫।
বৃহস্পতির দশায়	রাহু ১২,	শুক্র রবি ৬,	চন্দ্র ১৫,	রবি ৬,	মঙ্গল ৮।
রাহুর দশায়	শুক্র ২১,	রবি ৬,	চন্দ্র ১৫,	মঙ্গল ৮,	বুধ ১৭।
শুক্রের দশায়	রবি ৬,	চন্দ্র ১৫,	মঙ্গল ৮,	বুধ ১৭,	শনি ১০।

* অর্থাৎ বৃহস্পতির দশায় মৃত্যু।

প্রথম দশার ভোগকাল কসিয়া লইবে। পূর্ব্ব লিখিত জাতকের দশা পর্য্যায় অধিকতর বিশদ ভাবে দেখান যাইতেছে।

দশা	ভোগ্যকাল ব,	মা	দিন	
১। বুধের দশা	২	১১	৩	
২। শনির দশা	১০	০	০	
শনির দশা	১২	১১	৩	বয়স পর্য্যন্ত।
৩। বৃহস্পতির দশা	১৯	০	০	
বৃহস্পতির দশা	৩১	১১	৩	বয়স পর্য্যন্ত।
৪। রাহুর দশা	১২	০	০	
রাহুর দশা	৪৩	১১	৩	বয়স পর্য্যন্ত।
৫। শুক্রের দশা	২১	০	০	
শুক্রের দশা	৬৪	১১	৩	বয়স পর্য্যন্ত।
৬। রবির দশা	৬	০	০	
রবির দশা	৭০	১১	৩	বয়স পর্য্যন্ত।

অন্তর্দ্দশা নির্ণয়।

দশা	অন্তর্দ্দশা	বর্ষ	মাস	দিন	দণ্ড	
১। বুধ	চ	১	৭	২৯	৪০	
বু	ম	১	৩	৩	২০	
বুধের দশা পরিমাণ		২	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
২। শনি	শ	০	১১	৩	২০	

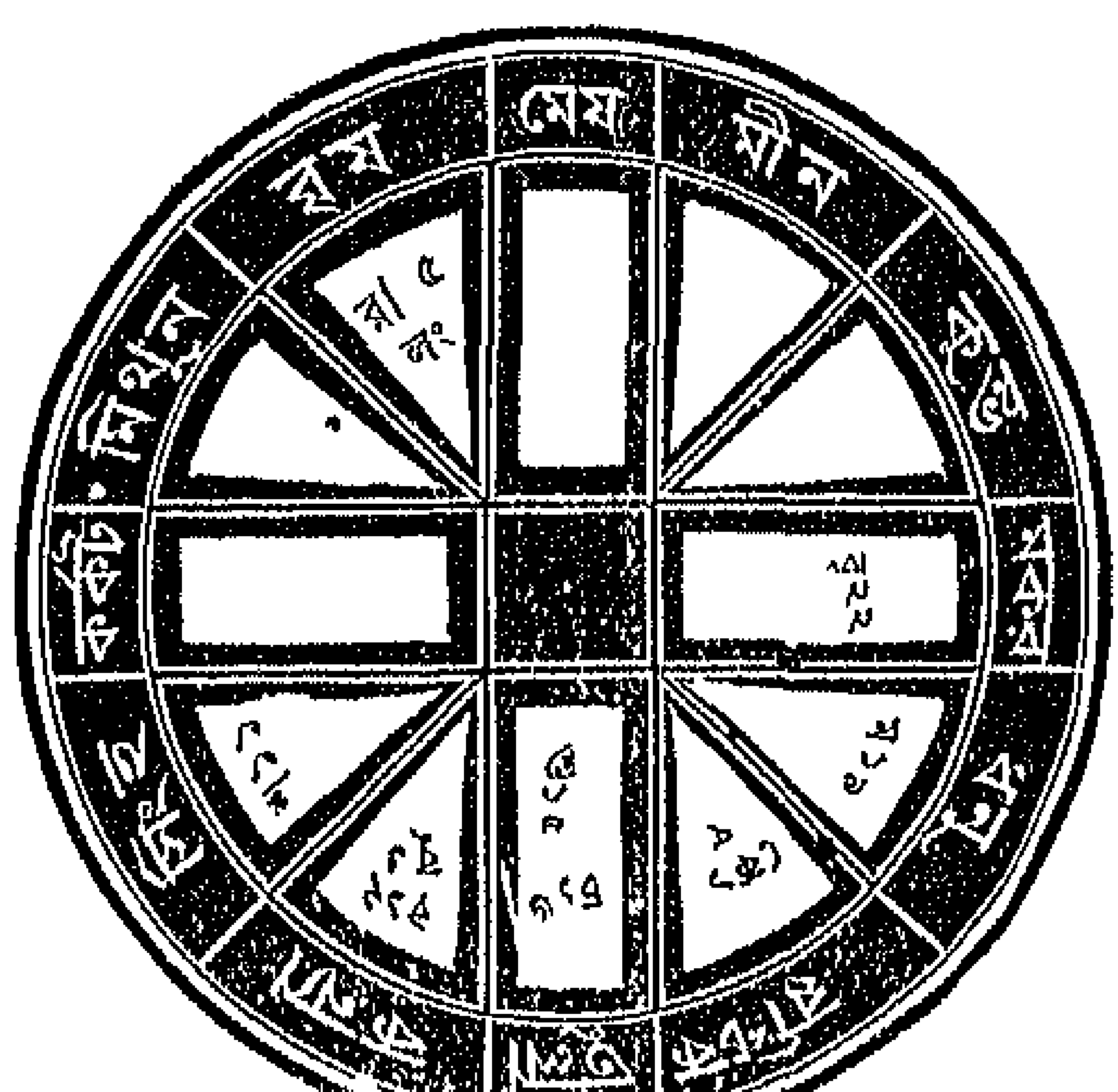
শনির দশায় নিজন্তর	৩	১০	৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ বৃ	১	৯	৩	২০	
শনির দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশা	৫	৭	৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ বা	১	১	১০	০	
শনির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	৬	৮	১৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ শু	১	১১	১০	০	
শনির দশায় শুক্রের অন্তর্দ্দশা	৮	৭	২৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ র	০	৬	২০	০	
শনির দশায় রবির অন্তর্দ্দশা	৯	২	১৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ চ	১	৪	২০	০	
শনির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা	১০	৭	৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ ম	০	৮	২৬	৪০	
শনির দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা	১১	৪	৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
শ বু	১	৬	২৬	৪০	
শনির দশা ভোগ শেষ	১২	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
৩। বৃহঃ বৃ	৩	৪	৩	২০	
দশায় বৃহঃ অন্তর্দ্দশা	১৬	৩	৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ রা	২	১	১০	০	
বৃহঃ দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	১৮	৪	১৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ শু	৩	৮	১০	০	

বৃহঃ দশায় শুক্রের অন্তর্দ্দশা	২২	০	২৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ র	১	০	২০	০	
বৃহঃ দশায় রবির অন্তর্দ্দশা	২৩	১	১৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ চ	২	৭	২০	০	
বৃহঃ দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা	২৫	৯	৬	২০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ ম	১	৪	২৬	৪০	
বৃহঃ দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা	২৭	২	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ বু	২	১১	২৬	৪০	
বৃহঃ দশায় বুধের অন্তর্দ্দশা	৩০	১	২৯	৪০	বয়স পর্য্যন্ত।
বৃ শ	১	৯	৩	২০	
বৃহস্পতির দশার ভোগ শেষ	৩১	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
৪। রাহু রা	১	৪	০	০	
রাহুর দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	৩৩	৩	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা শু	২	৪	০	০	
রাহুর দশায় শুক্রের অন্তর্দ্দশা	৩৫	৭	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা র	০	৮	০	০	
রাহুর দশায় রবির অন্তর্দ্দশা	৩৬	৩	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা চ	১	৮	০	০	
রবির দশায় চন্দ্রে অন্তর্দ্দশা	৩৭	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা ম	০	১০	২০	০	
রাহুর দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা	৩৮	৯	২৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা বু	১	১০	২০	০	
রাহুর দশায় বুধের অন্তর্দ্দশা	৪০	৮	১৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা শ	১	১	১০	০	

রাহুর দশায় শনির অন্তর্দ্দশা	৪১	৯	২৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
রা বৃ	২	১	১০	০	
রাহুর দশার ভোগশেষ	৪৩	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
৫। শুক্র শু	৪	১	০	০	
শুক্রের দশায় শুক্রের অন্তর্দ্দশা	৪৮	০	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু বা	১	২	০	০	
শুক্রের দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	৪৯	২	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু চ	২	১১	০	০	
শুক্রের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা	৫২	১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু ম	১	৬	২০	০	
শুক্রের দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা	৫৩	৭	২৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু বু	৩	৩	২০	০	
শুক্রের দশায় বুধের অন্তর্দ্দশা	৫৬	১১	১৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু শ	১	১১	১০	০	
শুক্রের দশায় শনির অন্তর্দ্দশা	৫৮	১০	২৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু বৃ	৩	৮	১০	০	
শুক্রের দশায় বৃহঃ অন্তর্দ্দশা	৬১	৭	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
শু রা	২	৪	০	০	
শুক্রের দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	৬৪	১১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
৬। রবি র	০	৪	০	০	
রবির দশায় নিজান্তর্দ্দশা	৬৫	৩	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র চ	০	১০	০	০	
রবির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা	৬৬	১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র ম	০	৫	১০	০	

রবির দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা	৬৬	৬	১৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র	বু.	০	১১	১০	০	
রবির দশায় বুধের অন্তর্দ্দশা	৬৭	৫	২৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র	শ	০	৬	২০	০	
রবির দশায় শনির অন্তর্দ্দশা	৬৮	০	১৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র	বৃ	১	০	২০	০	
রবির দশায় বৃহঃ অন্তর্দ্দশা	৬৯	১	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র	রা	০	৮	০	০	
রবির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা	৬৯	৯	৩	০	বয়স পর্য্যন্ত।
র	শু	১	২	০	০	
রবির দশায় ভোগশেষ	৭০	১১	৩	০	বয়সে যড়দশা।

দৃষ্টিসন্নিবেশ চক্র।



ভাববিচার প্রদর্শনী।

এই জাতকে তন্বাদি দ্বাদশ স্থানে কোন্ গ্রহের কি পরিমাণ দৃষ্টি আছে তাহা পর পৃষ্ঠার প্রদর্শনীতে লিখিত হইতেছে।

ভাব	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রাহু	ফল
তনু	৩০	৪৫	০	৩০	৬০	৪৫	৬০	০	সুস্থদেহ, তেজস্বী, উৎসাহী, কর্ম্মশীল, সৌভাগ্যশালী।
ধন	১৫	৩০	৬০	১৫	০	৩০	০	৪৫	স্বোপার্জ্জিত অর্থশালী।
ভ্রাতা	০	১৫	৬০	০	৬০	১৫	০	৩০	ভ্রাতা অপেক্ষা ভগ্নী অধিক।
বন্ধু	০	০	৩০	০	৪৫	০	০	৩০	বাল্যে মাতৃপীড়া, বয়সে বন্ধুনাশ, স্বজনহীন
পুত্র	০	০	১৫	০	৬০	০	০	৬০	পুত্র লাভ।
শত্রু	০	০	০	০	১৫	০	৬০	৩০	শত্রুনাশ।
স্ত্রী	১৫	০	০	১৫	০	০	৪৫	৬০	দ্বিপত্নী ও পত্নীনাশ।
নিধন	৪৫	১৫	০	৪৫	০	১৫	৩০	৩০	অপবাদগ্রস্ত ও সন্তাপ।
ধর্ম্ম	৩০	৪৫	০	৩০	০	৪৫	০	৬০	নানাধর্ম্মে চঞ্চল বিশ্বাস।
কর্ম্ম	০	৩০	১৫	০	০	৩০	৬০	৪৫	বিবিধ কর্ম্মে অর্থোপায়।
আয়	৬০	০	৬০	৬০	১৫	০	৪৫	০	বিশিষ্টরূপ অর্থলাভ।
ব্যয়	৪৫	৬০	৩০	৪৫	৪৫	৬০	৩০	৬০	ব্যয়াধিক্য।

বরাহমিহির ও খনা।

(চতুর্থ পরিশিষ্ট)

তিলতত্ত্ব।

জর্ম্মাণ জ্যোতিষ (Cabinet of Curiosities.) হইতে গৃহীত।

১। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে নাশার উপরে তিল থাকিলে দৈব ধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা।

২। নেত্রের নিম্নে তিল, অধ্যবসায়ীর চিহ্ন।

৩। গণ্ডস্থলে তিল থাকিলে কথনই ধনশালী হয় না।

৪। নিম্ন ও উপর ওষ্ঠের তিল বিলাসিতা ও প্রেমিকতার চিহ্ন।

৫। কণ্ঠের তিল বিবাহ দ্বারা ধনলাভ প্রকাশ করে।

৬। বক্ষস্থ তিল সুস্থদেহ ও ভাগ্যের পরিচায়ক।

৭। দক্ষিণ পঞ্জরস্থ তিল হীনবুদ্ধির চিহ্ন।

৮। উদরের তিল পেটুক, অর্থপর, পরিচ্ছদপ্রিয়তার চিহ্ন।

৯। হৃদয়ের বিপরীত দিকস্থ তিল নৃশংসতার চিহ্ন।

১০। দক্ষিণ বাহুস্থ তিল দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশীলতার চিহ্ন।

১১। কণ্ঠস্থ তিল ধৈর্য্যশীলতা, বিশ্বাস ও ভক্তিমানের চিহ্ন।

১২। জানিম্নস্থ তিল জীবনব্যাপী দুঃখদারিদ্র্যের পরিচায়ক।

১৩। ললাটের বাম পার্শ্বস্থ তিল (কেশের নিকটবর্ত্তী) দুঃখ ও অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন।

১৪। ললাটের বামপার্শ্বের (কর্ণের দিকের) তিল অপব্যয়, নিন্দা ও অখ্যাতি ঘোষণা করে।

১৫। নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ (চক্ষুর দিকের) তিল দীর্ঘজীবি, ধনবান অধ্যায়ী প্রকাশ করে।

১৬। ঐ বাম পার্শ্বের তিল নির্ধনী, অপব্যায়ী ও মূর্খতার পরিচায়ক।

১৭। বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থ সরোম তিল বিধান ও কবিত্বশক্তির চিহ্ন।
১৮। দক্ষিণ পদের তিল জ্ঞানের পরিচয়।
১৯। বাম গণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে সুখী ও অদৈভাগ্যের চিহ্ন।
২০। কর্ণমধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন।

স্বপ্নতত্ত্ব।

নেপোলিয়নের গ্রন্থ (The Imperial. Royal Fortune Teller) হইতে গৃহীত।

১। শুক্ল প্রতিপদের স্বপ্ন, দ্রষ্টার সুখের কারণ হয়।
২। দ্বিতীয়ার স্বপ্ন নিষ্ফল।
৩। তৃতীয়ার স্বপ্ন সফল।
৪। চতুর্থীর স্বপ্ন নিষ্ফল।
৫। পঞ্চমীর স্বপ্ন কিয়দংশ সফল।
৬। ষষ্ঠীর স্বপ্ন সহসা সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প।
৭। সপ্তমীর স্বপ্ন গোপনে রাখিলে সিদ্ধ।
৮। অষ্টমীর স্বপ্ন সত্বর সিদ্ধি।
৯। নবমীর স্বপ্ন—ঐ।
১০। দশমীর স্বপ্ন অসিদ্ধ।
১১। একাদশীর স্বপ্ন ০।
১২। দ্বাদশীর স্বপ্ন কদাচিৎ সিদ্ধ হয়।
১৩। ত্রয়োদশীর স্বপ্ন সত্বরে সিদ্ধ হয়।
১৪। পূর্ণিমার স্বপ্ন বিলম্বে সত্য হয়।
১৫। পঞ্চমীর স্বপ্ন নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়।
১৬। একাদশীর স্বপ্ন অবশ্য সিদ্ধ হয়।
১৭। ষষ্ঠির স্বপ্ন মিথ্যা হয়।
১৮। দ্বাদশীর স্বপ্ন ০।
১৯। এয়োদশীর স্বপ্নে মন্দফল ফলে।
২০। চতুর্দশীর স্বপ্ন শুভ হয়।

প্রথম প্রতিপদে অর্দ্ধ ও চতুর্দ্দশীর অর্দ্ধ লইয়া অমাবস্যা। যে সকল সংখ্যার তিথিতে কোন ফলের উল্লেখ নাই, তাহাদের সংখ্যা লেখা অনাবশ্যক।

যতুকতত্ত্ব।

(সুব্রহ্মণ্য হইতে)

১। মুখের বামভাগে যতুক থাকিলে, সুখী ও ধীর।
২। দক্ষিণ ভাগে, সম্মান ও রাজ্য সুখী।
৩। বাম হস্তের কুনুয়ের উপর—দুঃখী।
৪। ঐ কুনুইয়ের নীচে, অতিভাষী।
৫। দক্ষিণ হস্তের কুনুইয়ের উপর, নিন্দিত চরিত্র।
৬। ঐ নীচে—কামুক।
৭। বাম বক্ষে, পরধন লাভে গর্ব্বিত।
৮। দক্ষিণ বক্ষে, মূর্খ ও পাপী।
৯। নেত্রে, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দাতা।
১০। করতলে, অঋণী ও অপ্রবাসী।
১১। পদতলে, ধননষ্টকারী অর্দ্ধমূর্খ।
১২। গুহ্যে, পীড়িত ও অসুখী।
১৩। জননেন্দ্রিয়ে, কামুক ও নিন্দিত চরিত্র।
১৪। উরুতে, নষ্ট-চরিত্র ও পরদারলোভী।
১৫। বাম পদ্মমূলে, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত।
১৬। দক্ষিণ পাদমূলে, ভ্রমণশীল।
১৭। কর্ণে (বাম ও দক্ষিণ) শ্রুতিধর ও সুভাষী।
১৮। কটিদেশে, দৈহিক পীড়ার যন্ত্রণায় কাতর ও সর্ব্বদা অসুখী।
১৯। নিতম্বে, অস্বাভাবিক অভিগমন প্রিয়।
২০। পৃষ্ঠে, দাতা, ধীর ও শান্ত।
২১। জানুতে, বলিষ্ঠ, ভোক্তা ও পরোপকারী।

জাতচক্র।

মস্তকে ১২।১৩।১৪

মুখে ১৫।১৬।১৭

স্কন্ধদ্বয়ে ১৮।১৯

বাহুদ্বয়ে ২০।২১

পাণিদ্বয়ে ২২।২৩

হৃদয়ে ২৪।২৫।২৬।২৭।১



নাভী ২

গুহ্যে ৩

জানুদ্বয়ে ৪।৫।৬।৭

পাদদ্বয়ে ৮।৯।১০।১১

জাতচক্রদ্বারা সন্তানের মোটামটি আয়ুসংখ্যা এবং শুভাশুভ ফল স্থির হইয়া থাকে। অতএব জাতচক্র গণনা করিয়া দেখা গেল যে, জন্ম নক্ষত্র জাতচক্রের মুখে পড়িয়াছে; সুতরাং সন্তান দীর্ঘায়ু এবং ধার্ম্মিক হইবে।

যোগ গণনা।

এই জাতকে লগ্নের পঞ্চমে অর্থাৎ কন্যা রাশিতে বুধ ও রবি আছেন ইহার নাম বুধাদিত্য যোগ। ইহাতে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া জাহ্নবীজলে অর্থাৎ তীর্থে মৃত্যু হইবে, ইহাই জানা যায়।

এই জাতকে বৃহস্পতি মকররাশিস্থ হওয়ায় নিজ স্থানে আছেন, ঐ নিজ রাশ্যাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নের কেন্দ্রস্থ হওয়ায় রাজযোগ হইয়াছে। ইহার ফলে জাতক অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হয়॥

এই জাতকের বৃষ রাশিতে রাহু থাকায় রাজযোগ হইয়াছে সুতরাং ইহাতেও রাজরাজেশ্বর অথবা তদ্রূপ সুখসৌভাগ্য সংঘটনের সম্ভাবনা আছে।

মঙ্গল, লগ্নের অষ্টমস্থ হওয়াতে সন্তানের পত্নীনাশক যোগ হইয়াছে।

অষ্টবর্গ গণনা।

রবির অষ্টবর্গ। ইহাদ্বারা রবি শুদ্ধি জানা গিয়া থাকে

র	১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১	বৃ	৫।৬।৯।১১
চ	৩।৬।১০।১১	শু	৬।৭।১২
ম	১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১	শ	১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১
বু	৩।৫।৬।৯।১০।১১।১২	লং	৩।৪।৬,১০।১১।১২

রবির রেখা সংখ্যা ৪৮। অর্থাৎ উপরোক্ত স্তম্ভে ৪৮টি অঙ্ক আছে। ঐ অঙ্ক অনুসারে রবি বর্গে ৪৮ টি রেখা পতিত হইবে। জানা আছে, জন্ম কালে রবি কন্যা রাশিতে আছেন, অতএব কন্যা রাশিতে রবির সংখ্যা পাতন কবিতে হইলে, ঐ কন্যা রাশিতে এক (।).দাগ দেও, তাহার পর দ্বিতীয় ঘরে (।) দাগ, তাহার পব চতুর্থ ঘবে এক (।) দাগ এইরূপ যথাক্রমে বাশিতে ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ঘবে এক এক দাগ দেও।

রবি চন্দ্রাদি পর্য্যায়ে যে ১।২।৪।৭ ইত্যাদি অঙ্ক আছে, উহা সেই সেই গ্রহের অবস্থিতি স্থান হইতে রাশি সংখ্যা। একটি বাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া, যে গ্রহেব অষ্টবর্গ করিবে তাহার নাম ও অঙ্ক সংখ্যা মধ্যে লিখিবে। এবং উপরের লিখিত ঘর সকলে এক এক দাগ দিবে। যে ঘরে সেই গ্রহ আছেন, যদি ঐ রূপ অঙ্ক সংখ্যা এক এক দাগ সমাবেশ অন্তে উহা গণনায় ৪ দাগের(।।।।) অধিক হয়, তবে ঐ গ্রহ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

মৃগপতি বৃষকন্যা কর্কটস্থোঽপি রাহুঃ।
ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজরাজাধিপো বা॥

চন্দ্রের অষ্টবর্গ।

র	৩।৬।৭।৮।১০।১১	বৃ	১।২।৪।৭।৮।১০।১১
চ	১।৩।৬।৭।১০।১১	শু	৩।৪।৫।৭।৯।১০।১১
ম	২।৩।৫।৬।৯।১০।১১	শ	৩।৫।৬।১১
বু	১।৩।৪।৫।৭।৮।১০।১১	লং	৩।৬।১০।১১

চন্দ্রের রেখা সংখ্যা ৪৯

মঙ্গলের অষ্টবর্গ।

র ৩।৫।৬।১০।১১	বৃ ৬।১০।১১।১২
চ ৩।৬।১১	শু ৬।৮।১১।১২
ম ১।২।৪।৭।৮।১০।১১	শ ১।৪।৭।৮।৯।১০।১১
বু ৩।৫।৬।১১	লং ১।৩।৬।১০।১১

মঙ্গলের রেখা সংখ্যা ৩৯

বুধের অষ্টবর্গ।

র ৫।৬।৯।১১।১২	বৃ ৬।৮।১১।১২
চ ২।৪।৬।৮।১০।১১	শু ১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১১
ম ১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১	শ ১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১।১২*
বু ১।৩।৫।৬।৯।১০।১১।১২	লং ১।২।৪।৬।৮।১০।১১

বুধের রেখা সংখ্যা ৫৪

বৃহস্পতির অষ্টবর্গ।

র ১।২।৩।৪।৭।৮।৯।১০।১১	বৃ ১।২।৩।৪।৭।৮।১০।১১
চ ২।৫।৭।৯।১১	শু ২।৫।৬।৯।১০।১১
ম ১।২।৪।৭।৮।১০।১১	শ ৩।৫।৬।১২
বু ১।২।৪।৫।৬।৯।১০।১১	লং ১।২।৪।৫।৬।৭।৯।১০।১১

বৃহস্পতির রেখা সংখ্যা ৫৬

---

* বুধের রেখা সংখ্যা গণনায় হয় ৫৫, কিন্তু লেখা আছে ৫৪। এ গোঁজা মিলন না থাকিলে ফল মিলে না বলিয়াই বোধ হয় জ্যোতিষীরা রাখিয়া দিয়াছেন।

শুক্রের অষ্টবর্গ।

র	৮।১১।১২	বৃ	৫।৮।৯।১০।১১
চ	১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১১।১২	শু	১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১০।১১
ম	৩।৪।৬।৯।১১।১২	শ	৩।৪।৫।৮।৯।১০।১১
বু	৩।৫।৬।৯।১১	লং	১।২।৩।৪।৫।৮।৯।১১

শুক্রের রেখা সংখ্যা ৫২

শনির অষ্টবর্গ।

র	১।২।৪।৭।৮।১০।১১	বৃ	৫।৬।১১।১২
চ	৩।৬।১১	শু	৬।১১।১২
ম	৩।৫।৬।১০।১১।১২	শ	৩।৫।৬।১১
বু	৬।৮।৯।১০।১১।১২	লং	১।৩।৪।৬।২

শনির রেখা সংখ্যা ৩৯

হাঁচি জেঠি।

প্রবাদটা আগে বলিয়া লওয়া যাউক। যে প্রবাদ হইতে খনার রাজসভা গমন ভগে জিহ্বাচ্ছেদ, জেঠির পতন ও শব্দাদির প্রবাদ ও তাহারই অংশ। প্রবাদ আছে, খনার জিহ্বা ছিন্ন করিয়া বরাহ সেই জিহ্বা তাঁহার রন্ধনশালায় কোন নিভৃত স্থানে রক্ষা করেন। টিকটীকির (জেঠির) কোন পূর্ব্বপুরুষ খাদ্য দ্রব্য মনে করিয়া ঐ খনার কর্ত্তিত জিহ্বা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। খনার ছিল স্বরস্বতীর অংশে জন্ম, খনা যাহা বলিত, তাহাই সিদ্ধ হইত। বাগ্বাদিনীর বরে খনা ভুল বলিলেও তাহা নির্ভুল হইত। টিক্‌টীকির যেমন সেই জিহ্বা ভোজন করা, অমনি সেই জিহ্বার গুণ তাহার জিহ্বায় লগ্ন হওয়া। টিক্‌টীকির কিন্তু বাক্‌শক্তি নাই। তাই কথা কহিয়া কোন গণনার সত্যমিথ্যা বলিতে পারে না। তাই কোন কার্য্যারম্ভে টিক্‌টীকি টক্ টক্ করিয়া শব্দ করে ও সেই কার্য্যের পরিণাম ফল জানাইয়া দেয়।

ভালতেও টিক্‌টীকি করে টক্ টক্ মন্দেতও করে টক্ টক্, তবে টিক্‌টীকির এই নিষেধ-অনুমতি বুঝিব কি করিয়া? তাই দক্ষদর্শিগণ টক্‌টকের

কাল ও ফলাদির বহুবিধ পরীক্ষার পর উহার সহিত একটা ফলের যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সে ফল সাধারণ পাঁজিতেও লেখা থাকে।

হিন্দুগণ বড় সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। কোন বিষয়ই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রসারিণী দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারিত না। কুট রাজনীতিতে তাঁহাদিগের যেমন দৃষ্টি, ছোট ছোট গৃহবিবাদ নিষ্পত্তিতেও তেমনই সালীসী; তাঁহারা দৈবিক যাগযজ্ঞ, যোগ ও তপাদির উৎকট বিধি বিধানেও যেমন তৎপর, মেয়েদের সাঁজসেঁজোতির ব্রত বিধানেও তদ্রূপ তৎপর। কেবল জেঠি টিক্‌টীকি বলিয়া কেন, ফলের অঙ্কে যেমনই কেন হউক না, কাকচরিত্র, পারাবত চরিত্র, শাকুন চরিত্র, এ সকলও তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

একটা টিক্‌টীকি অন্য সময় ডাকে না, যাত্রার সময় ডাকিল, কার্য্য বিফল হইল। এমন বারম্বার, ফলও তদ্রূপ বারম্বার। আবার অমুক কার্য্যে যাত্রা করিলাম, টিক্‌টীকি টিক্ টিক্ করিল ফল হইল শুভ। এমন পুনঃ পুনঃ, ফলও তদ্বৎ পুনঃ পুনঃ। তখন দৃষ্টি পড়িল। ইহার হেতু অনুসন্ধানে স্থির হইল, অমুক স্থানে অমুক ভাবে এমন কি একবার শব্দে এই ফল, অন্যথা অন্য প্রকার। আমারও বিশ্বাস, এ নিয়মটার উৎপত্তি এই প্রকারেই বটে। তবে নেত্রপথ বহির্ভূত নৈসর্গিক ফলে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ইহা অবশ্য মানিয়া চলিবেন বৈ কি? আর ইহাও বলা উচিত যে, মানিয়া চলিলে ফল যে আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যাইবে, তাহাও নিশ্চয়।

(চতুর্থ পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(পঞ্চম পরিশিষ্ট)

করকোষ্ঠি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, তিন স্থানে মানবের জীবন ব্যাপী শুভাশুভ লেখা থাকে। গ্রহগণের উপর, শরীরের উপর, আর করতলের উপর, এই তিন স্থানে মানবের ভাগ্য লিপি লিখিত থাকে। কিন্তু অনেকেই পূর্ব্ব দুই স্থান স্বীকার করিলেও তৃতীয় স্থানের সত্যতা সহজে বিশ্বাস করেন না। গর্ভ মধ্যে ভ্রূণের অবস্থান কালে করতল বদ্ধ থাকে, সেই জন্যই ঐ সকল দাগ পড়িয়া যায়। বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে ইহাও দেখা যায় যে, আজ যে রেখাটি যে স্থানে দেখিতেছ, দশ বৎসর পরে দেখ, সে স্থানে রেখার অস্তিত্বই নাই, ইত্যাকার নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে জ্যোতিষের কর কোষ্ঠি (অর্থাৎ সামুদ্রিক) ভাগ অবিশ্বাস্য বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগে ঐ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মত খণ্ডন করি, তেমন বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। এ শাস্ত্র যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের জন্যই আমি এ সকল লিখিতেছি।

সামুদ্রিক শাস্ত্র, যাহা আমাদিগের নিজস্ব, তাহা ভ্রান্তমতে এতই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা এতই অনায়াস সুলভ যে, তাহা উদ্ধার করিয়া গ্রন্থ কলেবর পূর্ণ করা আবশ্যক বোধ করি না।

প্রায় সাত মাস হইল পুস্তকের ভূমিকার তারিখ ১৬ই আগষ্ট ১৮৯২ বিলাতে নূতন একখানি কর সামুদ্রিক (Out lines of Palmstry) পুস্তক বাহির হইয়াছে। ঐ পুস্তকে বহু নামধারী জ্যোতিষীগণের কর কোষ্ঠি সম্বন্ধে মতামত উদ্ধার করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, পাশ্চাত্য ভূমির অনেক বিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি ও করকোষ্ঠি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রেখা সংজ্ঞা।



১। যে রেখা মাতৃ রেখা বলিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে আয়ুরেখা (Cardiaca or the line of life) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

২। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির উপর হইতে কব্জির দিকে যে অতি সূক্ষ্ম রেখা আছে, (Cephalica or the line of the head and brain) তাহা বুদ্ধি ও জ্ঞান পরিচায়ক।

৩। নিম্ন হইতে যে রেখা মধ্যমা অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত (যাহা অঙ্কিত হিন্দু সামুদ্রিক শাস্ত্রে আয়ুরেখা নামে নামিত) তাহা কার্য্য, উপার্জ্জন ও ধন রেখা।

৪। যে রেখা বৃদ্ধ ও তর্জ্জনির ব্যবধান মধ্য হইতে বাম ভাগে লম্বিত ঐ স্থূল রেখার নাম পিতৃরেখা।

৫। আয়ুরেখা ও পিতৃরেখা (মাতৃ ও পিতৃ রেখা) এই উভয় রেখাকে যে রেখা ত্রিকোণ করে, তাহার নাম ভাগ্য ও যশঃ রেখা।

৬। ঐ ত্রিকোন বা (বকারের) নিম্নে যে সকল রেখা, তাহা নক্ষত্র সংজ্ঞক (Star lines) বলিয়া কীর্ত্তিত।

৭। অঙ্গুলির পর্ব্ব সকলেও ফলের বিচার আছে।

৮। সুব্রহ্মণ্যের মতে অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠা, এই অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের দ্বাদশ পর্ব্বে তন্বাদি দ্বাদশ ভাব বিচার করা যায়।

৯। ঐ চারি অঙ্গুলির পর্ব্ব চিহ্ন ৮টি। উহাতে ৮ গ্রহের অবস্থান। তর্জ্জনীতে রবি ও চন্দ্র, মধ্যমায় মঙ্গল ও বুধ, অনামিকায় শনি ও বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠায় শুক্র ও রাহু। ইংরাজি মতে রাহুর স্থানে য়ুরেণস।

করকোষ্ঠিতে গ্রহ সংস্থান।

১। বুদ্ধি ও জ্ঞান রেখার নিম্নে যে অতি সূক্ষ্ম রেখা, (via Lactia) তাহা যমের জাঙ্গাল, বা ছায়াপথ (milky way) নামে কথিত।

২। ইহার অতি অল্প নিম্নে ঈষৎ দক্ষিণ হেলিয়া যে রেখা, (via solis) তাহা সূর্য্য পথ।

৩। অঙ্গুলি শ্রেণীর নিম্ন দিয়া (দক্ষিণ হইতে বাম অর্থাৎ তর্জ্জনী হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত যে রেখা লম্বিত (via martis) তাহা মঙ্গলের পথ।

৪। ঐ রেখার শেষার্দ্ধ অর্থাৎ মধ্যমা হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে রেখা (Mons veneris) তাহা শুক্রস্থান।

৫। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্ন রেখা (Mons of Saturn) তাহা শনি ক্ষেত্র।

৬। উহার বাম পার্শ্বস্থ রেখা (Mons solis) অর্থাৎ কনিষ্ঠার দিকের রেখা চন্দ্রের স্থান।

৭। অনামিকা অঙ্গুলির নিম্ন হইতে যে রেখা নিম্ন দিকে লম্বিত, (Mons mercurii) তাহা বুধ।

৮। মধ্যমার মূল হইতে নিম্ন লম্বিত রেখা (Mons Jovis) বৃহস্পতির স্থান।

আয়ুরেখা।

ক। যাহার এই রেখা বিস্তৃত এবং সুদৃশ্য সে পীড়িত কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়।

খ। ঐ রেখা যদি ক্ষীণ সংকীর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা হইলে দুর্ব্বলদেহ রুগ্ন স্বল্পায়ু হয়।

গ। ঐ রেখা যদি উহার উপরস্থিত রেখার সহিত মিলিত হইয়া একটী কোণের সৃষ্টি করে তাহা হইলে নীরোগী ও দীর্ঘজীবী হয়।

ঘ। ঐ রেখায় যদি কোন সূক্ষ্ম রেখা সকল সম্মিলীত থাকে বাল্যে অতি-রোগী হয়।

ঙ। ঐ রেখা কোন স্থানে যদি ভগ্ন হয় তাহা হইলে চিরজীবন বিপদে কাটাইতে হয়।

২। বুদ্ধি ও জ্ঞানরেখা।

ক। এই রেখা স্থূল এবং সুদৃশ্য হইলে সুবুদ্ধি ও দেশমান্য হয়।

খ। ঐ রেখা যদি কোনও অন্য রেখা সম্মিলীত হইয়া কোণ হয় তাহা হইলে ধৈর্য্যশীল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়।

গ। ঐ রেখা বক্র বা ভগ্ন হইলে চঞ্চল, অস্থিরবুদ্ধি ও মন্দভাষী হয়।

ঘ। ঐ রেখা দক্ষিণ দিকে কোণে থাকিলে মূর্খতা ও পশ্চিম দিকে থাকিলে বুদ্ধিমানের চিহ্ন।

৩। কর্ম্ম উপার্জ্জন ও ধন রেখা।

ক। ঐ রেখা সরল হইলে স্বোপার্জ্জিত ধনে অতি ধনশালী হয়।

খ। ঐ রেখা বক্র হইলে দরিদ্র ও ভগ্ন হইলে মধ্যবিৎ ধনী হয়।

গ। ঐ রেখার সহিত যে যে স্থানে মাতৃ ও পিতৃ রেখা সংযোগ হইয়াছে সেই স্থান ভগ্ন বা শীর্ণ হইলে কখন ধনি কখন ও দরিদ্র হয়।

ঘ। ঐ রেখা মধ্য অঙ্গুলি স্পর্শ না করিলে পরপদসেবী এবং ঐ অঙ্গুলির নিম্নস্পর্শ করিয়া তর্জ্জনীর দিকে ধাবিত হইলে পরধনদ্বেষী ও স্বোপার্জ্জনে রত হয়।

৪। পিতৃরেখা।

ক। এই রেখা স্থূল ও প্রসর হইলে পিতার মঙ্গল হয়।

খ। অগ্রভাগ বক্র হইলে পিতৃভক্ত এবং পশ্চাৎ ভাগ বক্র হইলে পিতৃ-দ্বেষী হয়।

গ। এই রেখা সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ হইলে পিতার ধননাশ হয়, পিতৃ ধনে বঞ্চিত এবং পিতার অনিষ্ট হয়।

ঘ। এই রেখা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবধানে গিয়া পড়িলে পিতৃভক্ত, পুত্র-বৎসল পিতার সন্তান হয়।

৫। ভাগ্য ও যশরেখা।

ক। ইহার অপর নাম মাতৃ রেখা। পিতৃ ও মাতৃ রেখার সম্মীলন স্থানে যদি কোণ হয়, তাহা হইলে পিতা মাতার সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

খ। ঐ দুই রেখা পরস্পর সম্মীলিত না হইলে সন্তানের জন্ম বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।

গ। পিতৃ মাতৃ রেখার সম্মীলনে পিতা মাতার পরস্পর ভালবাসা অতি সংকীর্ণ ছিল বুঝিতে হইবে।

অঙ্গুলি দৃষ্টে তন্বাদি ভাব।

যে যে স্থানে যে যে গ্রহের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ঐ সকল স্থানে রেখাকৃত যবাকার দৃষ্ট হইলে ঐ গ্রহ স্বস্থানে আছে বুঝিবে। একটি পৃথক কাগজে ঐ সকল গ্রহ লিখিয়া সেই গ্রহগণের প্রকৃতি অনুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

(পঞ্চম পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(ষষ্ঠ পরিশিষ্ট)

সংশয়-চ্ছেদ।

পূর্ব্ব সংস্করণে এই পরিশিষ্টে সুব্রহ্মণ্য কৃত জ্যোতিষের সার মর্ম্ম থাকিবে কথিত ছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় বোধে সেই সকল তিথি নক্ষত্র গণনা এই গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এথানে আরও কয়েকটী অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় বিষয় সুব্রহ্মণ্য ও শুদ্ধি দীপিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল।

দেশান্তরে বারাধিকার।

এ কথা নানা স্থানে বলিয়াছি, সর্ব্বত্রই এক সময় সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় না। সুতরাং বারও প্রবর্ত্ত হয় না। বার প্রবর্ত্ত না হইলে লগ্নমাসাদির ও সুতরাং তারতম্য ঘটে। এ জন্য দেশান্তরের বারাধিকার অর্থাৎ বার প্রবর্ত্তের তারতম্য

লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর দিকে সুমেরু পর্ব্বত, এবং সর্ব্ব দক্ষিণে লঙ্কা, এই উভয় দেশের মধ্য সূত্র আবর্ত্তী। ইহাই মধ্য রেখা। আবর্ত্তী কিঞ্চিদধিক একাদশ অক্ষাংশে অবস্থিত।* ঐ আবর্ত্তীর উপর দিয়া যে রেখা গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকের দেশে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয়ের পরে বার লগ্নাদি প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে। ঐ (বিষুব) রেখার নিয়স্থ দেশে যখন সূর্য্য দর্শন ঘটে, তখন আর কোনও দেশে বার প্রবর্ত্ত হইতে বাকী থাকে না। কিন্তু উহার পূর্ব্ব দূরস্থ দেশে উহার অনেক পূর্ব্বেই বারাদি প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে। এবং তত্তৎ দেশে তদনুসারেই লগ্নবারাদির উদয় হইয়া থাকে।

গননার নিয়ম।

ঐ রেখাস্থ দেশ হইতে যে দেশ যত যোজন অন্তর, তত সংখ্যাকে পল ধরিয়া তাহার সিকি বাদ দিতে হইবে। বাদ দিয়া যাহা থাকিবে, বিষুব রেখাস্থ দেশের পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ হইলে তত দণ্ড পূর্ব্বে, এবং পশ্চিমে হইলে, তত দণ্ড পরে বার প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

ঐ বিষুব রেখা হইতে বঙ্গদেশ, মনেকর ২০০ দুই শত যোজন অন্তর। অতএব ঐ দুর যোজনকে পল ধরিবার নিয়ম থাকায় ২০০ পল ধরিয়া তাহার সিকি ৫০ পল বাদ দিলে ১৫০ অর্থাৎ দুই দণ্ড ৩ পল যে বাকী থাকে, তাহাই, বার প্রবর্ত্ত দণ্ড। বঙ্গদেশ ঐ রেখার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া জানিতে হইবে যে বিষুব দেশে যখন সূর্য্যোদয় ও বার প্রবর্ত্ত হয়, তাহা অপেক্ষা ২।৩০পল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সূর্য্যোদয় ও বার প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে।

প্রমাণ।

রেখা পূর্ব্বপরয়োর্ব্বারঃ সূর্য্যোদয়াৎ পরস্তাৎ প্রাক্
দেশান্তর যোজন মিতবিঘতীভিঃ পাদহীনাভিঃ।

ইতি দীপিকা।

---

* কিন্তু উহাও ঠিক অভ্রান্ত নহে। বিষুব রেখা লঙ্কার কিঞ্চিদধিক ৮ অংশ উত্তর দিয়া গিয়াছে। বিষুব রেখাই বার ও লগ্ন প্রবর্ত্ত হইবার মানদণ্ড। যে দেশ ঐ রেখা হইতে যতই দূরবর্ত্তি, বার লগ্নাদি প্রবর্ত্ত হইতে সেই সেই দেশে তত বিলম্ব ঘটে।

এইরূপে মানচিত্র দর্শনে ঐ রেখা হইতে দূরত্ব অবধারণ করিয়া এ জগতের তাবত দেশেরই সূর্য্যোদয় ও বারাদির প্রবর্ত্ত কাল অবধারণ করা যাইতে পারে। যে সকল দেশে অচিন্তনীয় বারাদি প্রবর্ত্ত হয়, (যেমন আমেরিকা প্রভৃতি দেশ) সে সকল দেশের লগ্নমান অবধারণ করিতে হইলে, এইরূপ উপায় অবলম্বন ব্যতীত অন্য সহজ উপায় দেখা যায় না। *

সাধারণত জানিয়া রাখ, প্রতি যোজন দেশান্তরে ৪৫ বিপল অগ্র পশ্চাতে বারাদি প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে।

যুত জামিত্র বেধ।

যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশির সপ্তম স্থানে পাপ গ্রহ (অর্থাৎ শনি, রাহু, মঙ্গল, কেতু বা রবি) থাকিলে তাহাকে যামিত্র এবং চন্দ্র এক রাশিতে পাপ গ্রহের সহিত একত্র থাকিলে যুতবেধ হয়। বিবাহ, চূড়াকরণ ও যাত্রা কালে এই দুটির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বিশেষতঃ বিবাহে উহা একবারেই নিসিদ্ধ।

প্রমাণ।

রবি মন্দকুজাক্রান্তং মৃগাঙ্কাৎ সপ্তমং ত্যজেৎ।
বিবাহ যাত্রা চূড়াহ গৃহকর্ম্ম প্রবেশনে।

ইতি দীপিকা।

দশযোগভঙ্গ।

যে দিনে কর্ম্ম হইবে, সেই দিনের নক্ষত্র সংখ্যা, এবং ঐ দিন রবি যে নক্ষত্রে থাকেন, সেই নক্ষত্র সংখ্যা যদি একত্র যোগে ১৫,৬,৪,১,১০,১৯,২৭, ১১,১৮ বা ২০ হয়, তবে তাহার নাম দশযোগ ভঙ্গ। যদি ঐ একত্র সংখ্যা

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেশান্তর যোজনাদি এইরূপ নিরূপণ করা আছে।

গৌড়ে পঞ্চদশাধিক শত যোজনানি (১১৫ যোজন) দক্ষিণ রাঢ়ে গঙ্গাতীরে দশাধিকশতং (১১০ যোজন) ভৈরব তীরে বিংশত্যাধিকশতং (১২০ যোজন) বঙ্গে স্বর্ণ গ্রামাদৌ চত্বারিংশদধিকশতং (১৪০ যোজন) বারানস্যামষ্টোত্তরশতং (১০৮ যোজন) এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং এতন্মতন্ত লোকে গৃহীতং কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তে অর্দ্ধ রাত্রাবেব বার প্রবৃত্তিকক্তা দিবা বার প্রবৃত্তিঃ প্রাগ্দেশে স্যাপার্দ্ধেহপ্যধিকোহপ্যবং।

২৭ এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ২৭ বাদ দিয়া যোগ্য ভঙ্গ বিচার করিবে। ইহাতে কর্ণ বেধ, চূড়া ও অন্নাসন কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীভাগ্য নির্ণয়।

স্ত্রী এবং পুরুষ প্রতি গ্রহগণের বলাবল প্রায় একরূপ, কেবল চন্দ্র ও লগ্ন স্ত্রীগণের প্রতি সমধিক শক্তি প্রকাশ করে। লগ্নের সপ্তম স্থানে স্ত্রীগণের ভাগ্য বিচার করিবে।

বৈধব্য বিচার।

১। লগ্নের সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে বাল বৈধব্য ঘটে।

২। ঐ স্থানে রবি থাকিলে পতি পরিত্যক্তা হয়।

৩। রাশিচক্রের যে কোন স্থানে শনি যদি অপর পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কন্যা বাল্যবয়সে জরা গ্রস্থ হয়।

৪। সপ্তমস্থ পাপ গ্রহ কন্যাকে দুর্ভাগিনী ও বিধবা করে।

৫। সপ্তম স্থানে শুভ ও পাপ গ্রহ থাকিলে কন্যা ব্যিচারিনী হয়।

৬। পাপ গ্রহ অষ্টম স্থানে স্থিতি করিলে বৈধব্য ঘটে।

৭। ঐ পাপ গ্রহ অষ্টমস্থ হইলেও যদি লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে শুভ গ্রহ থাকে তাহা হইলে কন্যা পতির পূর্ব্বেই ইহ সংসার ত্যাগ করে।

৮। লগ্ন ও রাশি (অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ) হইলে এবং তাহাতে চন্দ্র থাকিলে স্ত্রী দুঃশীলা হয়।

৯। লগ্নযুক্ত রাশি (অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন) হইলে ও তাহাতে চন্দ্র থাকিলে স্ত্রী দুঃশীলা হয়।

১০। লগ্নের সপ্তম স্থান গ্রহ শূন্য ও বলশূন্য হইলে পতি গুণহীন হয়।

১১। লগ্নের সপ্তম স্থান চর রাশি (মেষ, কর্কট, তুলা বা মকর রাশি হইলে পতি চির প্রবাসী হয়।

(ষষ্ঠ পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

(সপ্তম পরিশিষ্ট)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নেপোলীয়ন নিজে অত্যন্ত জ্যোতিষ বিশ্বাসী ছিলেন। এবং এই জন্য তিনি ঘোরতর কর্ত্তব্যতা মাথায় লইয়াও অবসর কালে জ্যোতিষ অধ্যয়নে কদাচই বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, একদা বিপক্ষের অসংখ্য সৈন্য তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া ঘন ঘন তোপ ধ্বনি করিতেছে। তাঁহার অতি প্রিয় দক্ষ সেনাপতি জানাইল, আজ আর যুদ্ধে কাজ নাই। বিপক্ষের এই সেনা-সাগরে তৃণের মত নিরীহ সৈন্যের প্রাণ চিরদিনের জন্য ভাসাইয়া দিয়া লাভ কি? বিশেষ এ যুদ্ধে কেহই পুরোবর্ত্তি হইতে সাহসী হইতেছে না। নেপোলীয়ন গণনা করিয়া বলিলেন ভয় নাই, আমিই অগ্রগামী হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিব।" নেপোলীয়ন স্বনাম চিহ্নিত পতাকা হস্তে সৈন্য শ্রেণীর পুরোবর্ত্তি হইলেন। চারিদিক দিয়া, এমন কি দেহের অতি নিকট দিয়া বিপক্ষের অগ্নিময় গোলা ছুটিতে লাগিল, নেপোলীয়নের স্বচিহ্নিত পতাকা গোলার আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, সেনাপতি বলিলেন "এখনও সাবধান হউন"। নেপোলীয়ন হাসিয়া বলিলেন নেপোলিয়ন যে গোলায় মরিবে, আজিও সে গোলা প্রস্তুত হয় নাই।" এই নেপোলীয়নের সংগৃহীত ও পরীক্ষিত জ্যোতিষ গ্রন্থ নানা ব্যবসায়ীগণ প্রায়ই রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের যথাজ্ঞান ও যথা বুদ্ধি নেপোলীয়নের আসল গণনা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ফলিত জ্যোতিষ নাক্ষত্রজগতের প্রত্যক্ষশক্তির বিধানাবলীতে পূর্ণ। নক্ষত্রগণের গতি ও তৎসহ মনুষ্যজীবনের দৈহিক ও বৈষয়িক পরিবর্ত্তন নিত্যানিত্য বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখিয়া যে সকল বিধান বহুদর্শনের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নিষ্ফল হইবার নহে। আরও দেখা গিয়াছে

যে গ্রহনক্ষত্রগণের আধিপত্যে মানবের যে অবস্থান্তর, তাঁহা যে কেবল জন্ম কালে ঐ সকল গ্রহ নক্ষত্রেই লিখিত থাকে, এমন নহে। বিধাতার এমনিই মহিমা যে, জীবের ভাগ্য জীবের দেহেই সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। রাশিচক্র যেমন মানবের সুখ দুঃখ জ্ঞানের এক অতি প্রশস্ত পন্থা, মানবের কেশাদি এবং করতলও আর একটি তথাবিধ পন্থা। এই তিন স্থানে মানবের অদৃষ্ট লিখিত। প্রথম স্থানের বিবরণ কোষ্ঠিতে, দ্বিতীয় কেশাদিতে, তৃতীয় করতলে লিখিত থাকে।

চরিত্রানুমান বিদ্যা।

কেশ পরীক্ষা।

১। যে ব্যক্তির কেশ কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ ও বৃদ্ধিশীল, সে ভাগ্যবান, প্রেমিক ও সুখী;

২। স্ত্রীলোকের ঐরূপ হইলে মধ্য বিলাস লালসাযুক্তা, নির্বৈর সুখভাগিনী, নাতিদৃঢ় নাতিকোমল দেহবিশিষ্টা;

৩। যে ব্যক্তির কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও স্বভাবতই কোঁকড়ান; সে মত্তপ, বিরাগ-প্রিয়, অব্যবস্থিত চিত্ত, অতি ধনাকাঙ্ক্ষী কিন্তু বিফল কাম;

৪। যে ব্যক্তির কেশ কটা ও দীর্ঘ; সে উগ্র, ক্রোধী, পরতন্ত্রলোভী, বিবিধ সুখভোগানী ও দীর্ঘ নাভি যুক্ত;

৫। ঐরূপ স্ত্রীলোকের হইলে, কুলটা, সুন্দরী, বহুসন্তানযুক্তা, স্বাস্থ্যবতী, ও সুখিনী;

৬। সূক্ষ্ম ও ঘন কেশযুক্ত নরনারী প্রায়ই সৌভাগ্যসুখ বঞ্চিত হয়।

ললাট পরীক্ষা।

১। ললাট প্রশস্ত, গোলাকার ও চাকচিক্য যুক্ত হইলে নরনারী উদার, ভদ্র, সৎস্বভাব, বুদ্ধিমান, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ-যত্নবান, স্নেহবান ও নাতিসুস্থ্য শরীর;

২। ললাটের মধ্যস্থল চ্যাপ্টা হইলে নরনারী অসৎ, সম্মানব্যাকুল, চালাক, অধ্যবসায়শীল এবং পরছিদ্রদর্শী;

৩। ললাট ক্ষুদ্র কিন্তু সুদৃশ্য, কেশাচ্ছাদিত, এবং নেত্রোপরিস্থিত উচ্চ অস্থিযুক্ত হইলে, অধ্যয়নশীল, কবি, নির্ধন, সদাত্মা;

৪। প্রশস্ত ললাট, ভ্রূরোমশ ও ভ্রূ নিম্নস্থ অস্থি উচ্চ, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত হইলে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ধনবান ও কবিতাজ্ঞ হয়।

ভ্রূ পরীক্ষা।

১। দীর্ঘকেশযুক্ত ভ্রূ হইলে নরনারী অগম্ভীর, দুর্ব্বলচিত্ত, হুজুগ মিথ্যাবাদী, আত্মকার্য্যে অমনযোগী, বাচাল, কুতার্কিক ও মাদকসেবী;

২। ঘন কেশযুক্ত যুগ্ম ভ্রূ হইলে, ধীরবুদ্ধি, রহস্যজ্ঞ, পরোপকারী, দাতা, প্রেমিক ও সুন্দরদেহী;

৩। হীনকেশযুক্ত ক্ষুদ্র ভ্রূ হইলে, দুর্ব্বলচিত্ত, জ্ঞানার্থী, সুকার্য্যপ্রিয়;

৪। ভ্রূ রোম নাশিকার দিকে লম্বিত হইলে হিংসুক ও অপ্রেমিক হয়।

নেত্র পরীক্ষা।

১। নেত্র বৃহৎ পূর্ণ, পরিস্কার ও জ্যোতিষ্মান হইলে নরনারী অবঞ্চক প্রণয়ে লজ্জিত, চিন্তাশীল, তীব্র রসীক, সুতর্কনিপুণ;

২। ঊর্দ্ধদৃষ্টিযুক্ত নেত্র, সুস্থদেহী, প্রতিভান্বিত, সুভাষী;

৩। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বাম চক্ষু টেরা সুলক্ষণ;

৪। কৃষ্ণতারসমন্বিত চক্ষু চালাক ও সর্ব্বকার্য্যে বুদ্ধিমান;

৫। বক্রদৃষ্টিযুক্ত চক্ষু ক্রূর ও বাচাল;

৬। ক্ষুদ্র গোল চক্ষু কৃপণ, মূর্খ, মিথ্যাবাদী ও পরস্বাপহারী;

৭। কটা চক্ষু, হীনজ্ঞান ও অনাবিষ্ট;

৮। রক্তবর্ণ চক্ষু সর্ব্বকার্য্যে ব্যস্ত, কামী, দুর্বিনীত ও হঠাৎ ক্রোধী হয়

নাসা পরীক্ষা।

১। দীর্ঘ, উচ্চনাসিকা, বিজ্ঞানবিদ্যাকুশল;

২। ক্ষুদ্র নাস হিংস্র, বিবাদী, ক্রূর;

৩। নাসিকার মধ্য স্থলের উন্নতিতে, নির্ব্বোধ, ক্রোধী, কিন্তু অল্পে তুষ্ট

৪। মধ্য-নিম্ননাস ক্রূর, দুর্ভাগা, দুঃখী, চোর;

৫। খাঁদা নাক হইলে ক্রূর, বোকা, মূর্খ হয়।

অধর পরীক্ষা।

১। ওষ্ঠ পুরু, নরম, ও দীর্ঘ হইলে নরনারী দুর্বল বুদ্ধি, অস্থিরচিত্ত ;

২। নিম্ন ওষ্ঠ অধিকতর পুরু হইলে হীনবুদ্ধি, শিল্পী, এবং গর্ব্বিত ;

৩। উভয় ওষ্ঠ কাল হইলে জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও বিদ্বান হয় ;

(সপ্তম পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা।

অষ্টম পরিশিষ্ট।

ইংরাজি জ্যোতিষ (Treasury of Astronomy) হইতে গৃহীত।

জন্মতিথি ফল।

১। শুক্লা প্রতিপদের পর ২১ ঘণ্টার মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে দীর্ঘজীবি ও ভাগ্যবান হয়।

২। দ্বিতীয়াতে ভূমিষ্ঠ হইলে ভাগ্যবান, নষ্টবস্তুর উদ্ধারকারী, রূপণ ও চোর হয়।

৩। তৃতীয়াতে জন্ম হইলে, পরকীয় অর্থে ধনী হয়।

৪। চতুর্থীতে হইলে, (এই দিনে পীড়া হইলে কদাচিৎ নিরোগী হয়) নির্ধন ও দুঃখী হয়।

৫। পঞ্চমীতে হইলে, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হয়। (এই দিন অর্থ কার্য্যে প্রশস্ত)।

৬। ষষ্ঠিতে হইলে, স্বল্পায়ু হয়।

৭। সপ্তমীতে হইলে, হীন আয়ু (পীড়া হইলে সত্বর নীরোগী হয়)।

৮। অষ্টমীতে হইলে, অভাগা।

৯। নবমীতে হইলে যশঃ ও ভাগ্যলাভ হয়।

১০। দশমীতে হইলে, দীর্ঘজীবি এবং পরিব্রাজক হয়।

১১। একাদশীতে হইলে, ধার্ম্মিক, (পর্য্যটনে ও বিবাহে এই তিথি প্রশস্ত) হয়।

৬। শুক্রবারে হইলে, স্থূলকায়, ভাগ্যবান ও আত্মীয় সুখে সুখী;
৭। শনিবারে হইলে, মন্দভাগ্য ও আলাপী।

জন্মমাস ফল।

১। জানুয়ারী।—(Aquarius, or the water Bearer) সত্বর ক্রোধী বং তৎক্ষণাৎ শীতল, বিধানপ্রিয়, একস্থান বাসী। বুধ ঐ রাশিতে থাকিলে াক্‌প্রিয় এবং শনি থাকিলে বহু কষ্ট দিয়া থাকে।

২। ফেব্রুয়ারি—(pisces or the Fishes) নৌবাণিজ্যে ধনী মঙ্গল ও বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে শুভ দায়ক হয়। জাতক স্ত্রীলোক হইলে, পতিপুত্র বস্ত্রালঙ্কারলাভ করে।

৩। মার্চ্চ।—(Aries, or the Ram) বন্ধু, সামর্থ, মঙ্গল এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়। লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে অতি শুভ ফল দিয়া থাকে।

৪। এপ্রেল।—(Taurus, or the Bull) দুর্ভাগ্য হয়, কিন্তু দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত সে বিপদে উদ্ধার লাভ ঘটে। লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে অথবা পূর্ণিমায় জন্ম ঘটিলে ফলের আধিক্য ঘটে।

৫। মে।—((Gemini, or the Ywins) স্ত্রী জাতকে অতি উত্তম ফল লাভ হয় ও সে কন্যা মাতৃধন লাভ করে। লগ্নে বুধ থাকিলে পুত্রবতী হয়।

৬। জুন।—(Cancer, or the Crab) সুন্দর দেহ হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র লগ্নস্থ হইলে সুখী ও ভাগ্যবান হয়। মঙ্গল থাকিলে মকর্দ্দমা ঘটে।

৭। জুলাই—(Leo, or the Lion) দরিদ্র গৃহে জন্মিলে জাতক ধনী হয় এবং ধনী হইলে দরিদ্র হয়। তাহার ভাগ্যে সুখ দুঃখ বড়ই চঞ্চল। যদি বৃহস্পতি লগ্নে থাকে, তাহা হইলে কতক শুভ।

৮। আগষ্ট।—(Virgo or Virgin) জাতক নম্র, দয়ালু ও কৃপাপরবশ হয়। জাতক স্ত্রী হইলে বস্ত্রালঙ্কার লাভ হয়।

৯। সেপ্টেম্বর।—(Libra, or the Balance) কষ্টসহিষ্ণু; সুখ দুঃখে ধৈর্য্যশীল ও অল্প সন্তান লাভ হয়।

হয়।

১২। দ্বাদশীতে হইলে, দীর্ঘজীবি ও বিবেকী হয় (এই দিনের পীড়া দুরারোগ্য)

১৩। ত্রয়োদশীতে হইলে, সুস্থদেহী ও সুন্দর দেহ হয়।

১৪। চতুর্দ্দশীতে হইলে, দুষ্ট প্রকৃতি ও পরার্থলোভী হয়।

১৫। পূর্ণিমায় হইলে, সুকান্তি, ভাগ্যবান ও বিদ্বান হয়।

১৬। কৃষ্ণা প্রতিপদে হইলে, খিট্ খিটে ও দুর্ভাগা হয়।

১৭। দ্বিতীয়ায় হইলে নির্ব্বোধ হয়।

১৮। তৃতীয়ায় হইলে, পরিশ্রমী হয়।

১৯। চতুর্থীতে হইলে, অতি বিসদৃশচরিত্র ও মৌনী হয়।

২০। পঞ্চমীতে হইলে, সুভদ্র হয়।

২১। ষষ্ঠীতে, হইলে, সুস্থদেহী ও দৃঢ়কায় হয়।

২২। সপ্তমীতে হইলে, অতিভাগ্যবান, সুশ্রী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বজন প্রিয় হয়।

২৩। অষ্টমীতে হইলে, অদক্ষ, বন্ধুপ্রিয়, পরদোষদর্শনে পটু ও অসুখী হয়।

২৪। নবমীতে হইলে, বহুকর্ম্মকারী।

২৫। দশমীতে হইলে নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মী, বহুবিঘ্নভোগী হয়। (কুদিন)

২৬। একাদশীতে হইলে, ধনী ও যশস্বী হয়।

২৭। দ্বাদশীতে হইলে, সুদেহী হয়।

২৮। ত্রয়োদশীতে হইলে, পিতৃবৎসল ও অল্প পরমায়ু হয়। (এই দিনের পীড়া শঙ্কট)।

২৯। চতুর্দ্দশীতে হইলে, কার্য্যদক্ষ ও সুখী হয়। বিবাহ কর্ম্মে এইদিন প্রশস্ত।

প্রতিপদে পূর্ণিমার অর্দ্ধ এবং চতুর্দ্দশীর অর্দ্ধ জানিতে হইবে।

জন্মবার ফল।

১। রবিবার জন্মবার হইলে, ধনী, দীর্ঘায়ু ও সুখী;

২। সোমবার হইলে কার্য্যে অসিদ্ধ কাম, বিনয়ী ও পরোপকারী;

৩। মঙ্গলবারে হইলে, কামী, দুর্ভাগ্য ও কষ্টে মৃত্যু;

৪। বুধবারে হইলে, অবস্থাপন্ন, বিদ্বান্ ও কপটি;

৫। বৃহস্পতিবারে হইলে, অতি ধনবান; (Born with a silver spoon in their mouths.)

১০। অক্টোবর।—(Scorpio, or the Scorpion) বুদ্ধিমান, বন্ধুপ্রিয় ও বিদ্বান হয়। শনি লগ্নে থাকিলে বিপরীত ফল ফলে।

১১। নভেম্বর।—(Sagittarins, or the Archer) জাতক স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে শুভ ফল দিয়া থাকে।

১২। ডিসেম্বর।—(Capricorn, or the Goat) পরিশ্রমী, পর-কার্য্যোপ-জীবি ও সুশ্রী হয়।

নৈসর্গিক গণনা।

জাডিকীয়েলের নৈসর্গিক গণনা জগতে বিখ্যাত। সেইজন্য তাহার অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি প্রাকৃতিক লক্ষণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। সূর্য্যাস্ত কালে রশ্মিজালা (Ruddy Glow) দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে পরিষ্কার দিন আগত প্রায়।

২। উদয় কালে পূর্ব্ব দিক ম্লান ও অপরিচ্ছন্ন বোধ হইলে ঋতু পরিবর্ত্তন কাল সমাগত বলিয়া জানিবে।

৩। অস্তকালে উত্তর দিকে আরক্তিম বর্ণ দৃষ্ট হইলে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

৪। সূর্য্যাস্তকালে দক্ষিণ দিকে লোহিত মেঘ উদয় হইলে কিছু দিনের পরে বৃষ্টি হইবে।

৫। সূর্য্যকিরণ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে অতি সত্বর বৃষ্টি হয়।

৬। দ্বিপ্রহরে সূর্য্যরশ্মি স্বভাবাতিরিক্ত উজ্বল ও উষ্ণ হইলে অতি সত্বর বৃষ্টি হয়।

৭। যখন পল্লিধূম ঊর্দ্ধে না উঠিয়া নিম্নমুখ হয়, তখন বৃষ্টির যে আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহা নিশ্চয়।

৮। গ্রীষ্মকালের কুয়াসা ঊর্দ্ধগতি হইলে আকাশ পরিষ্কার এবং নিম্নগতি হইলে অতি সত্বর বৃষ্টি হয়।

৯। কুকুর বিড়াল যখন অস্থির হইয়া ইতঃস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন বুঝিবে পীড়াদায়ক দিন সমাগত।

১০। বৃষ্টি কালে যখন চাতক গৃহচুড়ার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিতে থাকে, তখন বৃষ্টি সত্বরই বন্ধ হইবে বুঝিতে হইবে।

১১। বর্ষাকালে মাঠে গোগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যখন একত্রিত হইয়া

ভয়চকিত নেত্রে চারিদিক চাহিতে থাকে, তখন বিজ্ঞ বৃষ্টির আসন্ন সমাগম বুঝিতে হইবে।

১২। পূর্ব্বাহ্নে পুষ্করণী হইতে ধূম উত্থান ও ঐ ধূম পুঞ্জিকৃতবৎ দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

১৩। গ্রীষ্মকালে যখন নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়, বায়ু ভার ও উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, তখন আর বৃষ্টির অধিক বিলম্ব নাই বুঝিবে।

১৪। উদয় কালে সূর্য্য রশ্মিহীন তপ্ত ধাতু পিণ্ডবৎ পরিদৃষ্ট হইলে পরিষ্কার দিন আগত প্রায় বুঝিবে।

১৫। অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্য (শরৎ বা শীত কালের) আলোহিত বর্ণ পরিদৃষ্ট হইলে উত্তর পশ্চিম দিকাগত ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝা যায়। উদয় কালে ঐ রূপ হইলে দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে ঝড় আসিবে অনুমান করিবে।

১৬। যখন জলচর পক্ষী সকল জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় অথচ আহার চেষ্টা করে না, তখন ঝড় বৃষ্টির বিলম্ব নাই বলিয়া জানিবে।

(অষ্টম পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ)

বরাহমিহির ও খনা গ্রন্থ সম্পূর্ণ.